ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

৺নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

১৩৪৭।৩

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশক—শ্রীরামনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত
"তারা আর্ট প্রেস"
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি গুহ্যতম, পরম অদ্ভুত রহস্যযুক্ত। বেদচতুষ্টয় মন্থন করত সারভূত এই পুরাণসার প্রকল্পিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্বোত্তর দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত। শ্রবণ ও পঠনে লোকের নিরতিশয় মোক্ষলাভ হয়, অতি নির্ম্মল পবিত্রতম ভগবদ্গুণ বৃংহতি সর্ব্বোত্তম নিশ্রেয়স্কর, কলিকল্মষাকুলিত জনগণের চিত্তপরিষ্কারকারক জনমন সন্তোষণ অদ্ভুত পুরাবৃত্তানুসন্ধান ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পৃচ্ছক, শ্রোতা ও বক্তা এতৎত্রয়েরই আনন্দসন্দোহ বর্দ্ধন হয়, পূর্ব্বখণ্ডে ভূরিশ ভাববিলাসোল্লাস লাস্য ভঙ্গে সুমধুর রসতরঙ্গ সঙ্গ সঙ্গীতপুরাণ বার্ত্তাশ্রবণে অপরিমিত হর্ষিতমনা হইতে হয়, তন্মধ্যে রাম-হৃদয়াখ্য চতুঃসহস্র শ্লোকে অধ্যাত্ম রামায়ণাখ্যে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা এবং তদন্তর্গত রামগীতাও সুবর্ণিত আছে, যৎশ্রবণে জীবের বেদান্ত শ্রবণজ মোক্ষফল লাভ হয়, এমন উপাদেয় পুরাণ শ্রবণে ভাগ্যবানজনেরই আদর জন্মে, ভাগ্য-রহিত অভাজনজনের ভাগ্যবর্দ্ধন জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে নিষ্কলঙ্ক নিশাপতি সদৃশ সংপূর্ণরূপে পুরাণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছেন, উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়াখ্য মোক্ষদ প্রস্তাব অনুবর্ণিত, তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিলাস লীলানুবর্ণনে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকার মহিমা সুবিস্তারিতরূপে অনুবর্ণিত আছে, উদ্দীপ্ত দিনকর সদৃশ এই পুরাণবর জগতের অন্তঃস্থ অন্ধকারাপমার্জ্জক হয়েন। ইহার স্বরূপার্থ প্রকাশাভাবে ভাবুকজনের সম্যক্ ভাবোদয় হইবার বিঘ্ন জন্মিতেছে, এই দশসহস্র শ্লোকের মধ্যে চারি সহস্র অধ্যাত্ম রামায়ণের কেবল রামগীতাখ্য কতিপয় শ্লোক কোন মহাত্মার প্রণীত সমূলার্থ ভাষা প্রবন্ধে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপাঠে যে লোকের কত সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। এজন্য ভক্তিরসসারার্থ উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে সমূল গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতিভাষিত করিয়া সজ্জন পরিতোষণার্থ প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে সুপণ্ডিত সাধু সদাশয় বিচক্ষণ কোবিদগণ সন্নিধানে প্রার্থনা করি যে, মাদৃশ অল্পবিজ্ঞজন কৃত গ্রন্থাভ্যন্তরে যদি ভাবার্থ সংঘটিত বা অলঙ্কারাদিগত কি প্রণালীগত অক্ষর বিন্যাসের কোন দোষ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে তবে কৃপা প্রকাশে হংসক্ষীরাবলম্বীর ন্যায় আমার সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, অলমিতি বিস্তারেণ।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

রাধাহৃদয়

ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তর খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রলয়বর্ণন

ওঁ গণেশায় নমঃ।

প্রথমতঃ মহর্ষিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন গ্রন্থারম্ভক বিঘ্নবিনাশ-জন্য গণপতি-স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

যথা। তং প্রত্যূহসমূহনাথমতুলং বেদান্তবেদো বিদুঃ,
ব্রহ্মেতি প্রতিভানভানুবিলসৎসংঘভট্টভট্টারকম্॥
সর্ব্বান্তর্হৃদয়ে চ পুরুষবরং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বগং,
বিশ্বোৎপত্ত্যবনাদিনাশঘটকং বিঘ্ননাশং ভজে॥ ১

বিঘ্ন নিবহের নিহন্তা তুলনারহিত অনন্ত প্রদীপ্ত দিনকরকিরণসদৃশ জগৎপ্রকাশক, সমস্ত বেদবেদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়াদির কারণ সকলের আকর্ষক, পুরুষ প্রধান ও বেদবেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই সর্ব্ব বিঘ্ননাশন গণেশরূপ পরমাত্মাকে ভজনা করি॥ ১

যন্নাভিপাথোজপয়োজজন্মা বিভাবয়ন্ লোকমিমং সনাকম্।
আস্তে তপস্বী পরমং তপশ্চরং-স্তমীড্যমীড়ে পুরুষপ্রধানম্॥ ২

যে প্রভুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি লোক সৃজন করিবার নিমিত্ত তপস্বিরূপে তপাচরণে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অপরিসীম পুরুষপ্রধান সকলের স্তবনীয় পরমাত্মা নারায়ণকে আমি স্তব করি॥ ২

নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রমধ্যে বহ্বৃচ শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি দ্বাদশবার্ষিক সত্র সমাপনান্তে ক্লান্তচিত্তে অবস্থান করতঃ সমাগত রোমহর্ষণ-পুত্র সূতকে কুশাসন প্রদানে সমাদরপূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শৌনক উবাচ।—সাধু সাধু ত্বয়া সাধো সৌতে যৎ কথিতং হি নঃ।

প্রশ্নানামানুপূর্ব্বেণ সর্ব্বং সংশয়কৃন্তনম্॥ ৩

শৌনক সূতকে সাধু সম্বোধনে কহিতেছেন;—হে সাধো! তুমি আমাদিগের সংশয়চ্ছেদনার্থ সমস্ত প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক যে সকল উত্তর করিলে, তাহা অতি সাধু অর্থাৎ সুপ্রশংসনীয় ও হর্ষসূচক, এতন্নিমিত্ত তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি॥ ৩

সন্দেহনিগড়াবদ্ধং মাং মোচয় কথাসিনা।

ত্বদৃতে নাস্তি লোকেঽস্মিন্ বক্তা কশ্চিৎ পুমান্ পরঃ॥ ৪

হে সূত! তোমাভিন্ন এই ত্রিলোকে সংশয়চ্ছেত্তা এবং সুবক্তা পুরুষ অপর কেহ নাই, সম্প্রতি আমরা সন্দেহরূপ মহাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, তুমি বাক্যরূপ খড়্গদ্বারা সেই বন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে বিমুক্ত কর॥ ৪

অপারভবনীরাব্ধৌ পতিতান্ সবচঃ প্লবৈঃ।

উদ্ধর্ত্তুমুচিতং সূত বাসুদেব গুণাশ্রয়ৈঃ॥ ৫

হে সূত! আমরা দুস্তরণীয় ভবজলধিতে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংশ্রিত বাক্যরূপ তরণীদ্বারা আমাদিগকে দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করা তোমার উচিত॥ ৫

দিব্যামৃতরসৈঃ সূত মৃতান্ সঞ্জীবয়স্ব নঃ॥ ৬

দুষ্পারে পারমিচ্ছূনাং ভগবন্ নোদ্বিজন্মনাম্।

উরুক্রম ক্রমোদগীতৈস্তৎপ্লবৈর্লোমহর্ষণে॥ ৭

হে সূত! ভবরোগে পীড্যমান হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি, আমাদিগকে সুদিব্য ভগবল্লীলামৃত রসরূপ ঔষধ প্রদান দ্বারা সঞ্জীবিত কর॥ ৬

হে লোমহর্ষণ সূত! দুষ্পার ভবসিন্ধু তরণেচ্ছু এই ব্রাহ্মণদিগকে শ্রীকৃষ্ণলীলা উদগীত পূর্ব্বক অর্থাৎ হরিসঙ্গীত কীর্ত্তনরূপ ভেলা দ্বারা ভবপারের পরপারে লইয়া চল॥ ৭

সূত প্রশংসা।—পাবিতাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে বচসা বদতাংবর॥ ৮

হে বদতাম্বর! অর্থাৎ সকল বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সূত! তুমি হরিকথারূপ বাক্যামৃতে অভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে অদ্য পবিত্র করিলে॥ ৮

পারায়ণ্যাঃ কথাস্তস্য কথয়ন্নো গিরাঃ শুভাঃ।

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামো বাসুদেবগুণামৃতৈঃ।

মনো দোদুল্যমানং নঃ পিপাসা বর্দ্ধতে ভৃশম্॥ ৯

হে বৎস! ভগবান্ বাসুদেবের পারায়ণী শুভা কথা কহিয়া আমাদিগকে পবিত্র-

তমরূপে কৃতার্থ করিলে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত পান করতঃ, আমাদিগের তৃপ্তি জন্মিতেছে না ও সর্ব্বদা মন আন্দোলিত হইতেছে। যেহেতু নিরন্তর তৎকথামৃত পানে পিপাসা অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ৯

পুরোক্তং তে বচস্তাত নির্গুণেন গুণাত্মনা।
নির্লেপেন সদানন্দ চিদ্রূপেণ মহাত্মনা।
তপস্তপ্তং পুরা কেন বাসুদেবেন চক্রিণঃ ॥ ১০

হে তাত! পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছ, যে নির্গুণ অথচ গুণাত্মন্ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত চক্রধর বাসুদেব, তিনি কি হেতু তপস্তার আচরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার তপস্তা করিবার আবশ্যকতা কেন হইয়াছিল? ॥ ১০

কস্য বা কেন বা কিংবা লব্ধং বা কুত্র কেন বা।
উক্তং তে বহুশস্তাত হরিঃ সাক্ষাৎ পরাৎপরঃ ॥ ১১

হে তাত! তোমা কর্ত্তৃক হরিগুণানুবাদ বিস্তারিতরূপে উক্ত হইয়াছে। হরি, সাক্ষাৎ পরাৎপর বস্তু, তিনি কাহার তপস্তা করেন, আর তপস্তা দ্বারাই বা কি লাভ করিয়াছেন, এবং কোন্‌স্থানে বসিয়াই বা তপস্তা করিয়াছিলেন? তাহা বল ॥ ১১

নির্গুণো গুণবান্ কস্মাৎ নির্লেপো লেপবানভূৎ।
নির্দেহো দেহিভাবিষ্টঃ কথং ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ১২

হে সূত! সেই পরমাত্মা কি হেতু গুণবান্ ও নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ববিষয়ে লিপ্তবৎ হইয়াছিলেন এবং সেই দেহাতীত জগন্ময় হরি কি কারণে দেহবান্ হইয়া জগতে প্রকাশ পাইয়াছিলেন? ॥ ১২

যৎ কোটি কোটি কোট্যাংশ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সর্গাবন লয়ে যুক্তাঃ প্রভবো জগতাং স্থিতে ॥ ১৩

যে হরির কোটি কোটি ও কোট্যাংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সৃজন পালন ও নিধনাদি কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন ॥ ১৩

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি পতয়ো ব্রহ্মযোনিনঃ ॥
তৎকোটি কোটি কোট্যাংশ লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ১৪

অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডকোটি-পতি সেই ব্রহ্মযোনি দেবত্রয়, এবং তাঁহাদিগের কোটি কোটি ও কোট্যাংশ সম্ভূত মহাতেজস্বী ইন্দ্রাদি লোকপালেরা দিক্‌পতি হইয়াছেন ॥ ১৪

তৎকোটি কোটি কোট্যাংশ লোকাশ্চ মনুজৈঃ সহ।
উন্মীলতি জগৎ সর্ব্বং চক্ষুষো যস্য মীলনাৎ ॥ ১৫

তাঁহার কোটি কোটি ও কোটি অংশ সম্ভূত মনুষ্যাদি সমস্ত লোক যাহার চক্ষুর উন্মীলন কালকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হন। অর্থাৎ ভগবানের উন্মেষণ-কালে এই সমস্ত জগৎ সংসারের উৎপত্তি হয়॥ ১৫

নিমীলনাৎ লয়ং যাতি জগৎ সমুরমানুষম্।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তি শক্তিধৃক্॥ ১৬

পুনর্ব্বার চক্ষু নিমীলন কালে দেব মনুষ্যাদির সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। স্বীয় শক্তিদ্বারা শক্তিধর পরমপুরুষ নারায়ণ অবিরত সৃজন পালন এবং নিধনরূপ লীলা করিয়া থাকেন॥ ১৬

এতন্নঃ সংশয়রজ্জুং ছিন্দি বাক্যাসিনা কবে॥ ১৭

হে কবিবর সূত! সেই ভগবান্ কি কারণে যে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদিগের সংশয় রজ্জুর ন্যায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে, অতএব হে কবিবর! তুমি বাক্যরূপ অসিদ্বারা আমাদিগের এই সংশয়রজ্জু ছেদন কর॥ ১৭

যদ্যস্মাকং কৃপাতেঽস্তি বক্তুং যদি মন্যসে।
বদতোবদতাং শ্রেষ্ঠ বাসুদেবকথাশ্রয়ম্॥ ১৮

হে সূত! তুমি সমস্ত বক্তাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাদিগের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, কিম্বা বক্তব্য যদি বোধ কর, তবে ভগবৎ কথাশ্রিত এই প্রশ্নোত্তর বাক্য বল॥ ১৮

শ্রীসূত উবাচ।—যং বর্ণতঃ কৃষ্ণঃ তমামনন্তি কৃষ্ণং সুতং লব্ধবতী ব্রতাঢ্যা।
মুনের্ব্বরাচ্ছক্তি-সুতাত্তু বাসবীতমীড্য মীড়ে মুনিবর্য্যবর্য্যম্॥১৯

শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সূত কহিতেছেন। যে ঋষিকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া সকলে মান্য করেন, সম্যক্ ব্রতাচরণশীল ব্রতাঢ্য দাসসূতা বাসবী পূর্ব্ব ব্রতফলে মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ, শক্তিপুত্র পরাশর হইতে যাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকলের ঈড্য সমস্ত মান্য মুনিদিগের পূজনীয় শ্রেষ্ঠতম কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আমি প্রণাম করি॥ ১৯

যো ব্যাস বেদাংশ্চতুর সদার্থান্ ব্যাসত্বমপ্যাশু কবি প্রধানং।
তং বেদবেদান্ত জলজস্যভানু মুপাস্মহে সত্যবতীসুতং তং॥ ২০

যিনি সদর্থের সহিত চারি বেদকে ভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল কবির প্রধান আশুকবি, বেদ বেদান্ত সরোজের ভানুমান স্বরূপ সেই সত্যবতী-নন্দনকে উপাসনা করি॥ ২০

সাধু সাধু ত্বয়া সাধো বচনা স্মারিতোহরিঃ।
কালশ্চিন্তা সমাবিষ্টোমনসা গমিতো ময়া॥ ২১

হে সাধো! তুমি সাধু, তুমি সাধু, তোমার সাধু প্রশ্নবাক্যে হরিকে স্মরণ হইল! অতএব পৌনঃ পৌনিক বলি তুমি সাধু, আমার মানস হরিচিন্তাতেই কালযাপন করিবে ॥ ২১

ভাবময়া পীড়িতানাং রসায়নমনুত্তমম্।
বক্ষ্যেতে শৃণু সংবাদং পিতুর্দ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২২
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ যথোক্তং লোমহর্ষণঃ ॥ ২৩

হে ঋষিবর! বেদব্যাসের সহিত আমার পিতা লোমহর্ষণের যে সংবাদ হইয়াছিল, সে সকল কথা আপনাকে কহিতেছি শ্রবণ করুন। হরিকথা সংশ্রয়া সেই সকল কথা ভবরোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগের অত্যুত্তম রসায়ন ঔষধ স্বরূপ হয়। আমার প্রতি মম পিতা লোমহর্ষণের অতিশয় কৃপা ছিল, এজন্য তিনি আমাকে সেই সকল রহস্য কহিয়াছিলেন ॥ ২২—২৩

একদা ভারতীতীরে বাসবামানাত্মজং বিভু।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণত্বিষং কৃষ্ণ পরায়ণমুরুপ্রভং ॥ ২৪
হবির্ভুজত্বি যৎ শিষ্টৈঃ সমাসীনং মহাত্মভিঃ ॥ ২৫

কোন এক সময়ে বাসরীতনয় বিভু বেদব্যাস, কৃষ্ণ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ উজ্জল কান্তিমান, মহাপ্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ, হুতাশন শিখার ন্যায় উদ্দীপ্ত তেজস্বান দেহ, কৃতকগুলি মহাত্মা শিষ্টগণের সহিত সরস্বতী নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। ২৫

বৈশম্পায়ন পৈলাভ্যাং গর্গ জৈমিনি গোতমৈঃ।
পিতা মে প্রণতোঽপৃচ্ছন্ ইচ্ছন্ লোকহিতং তদা ॥ ২৬

পৈল, বৈশম্পায়ন, গর্গ, জৈমিনি ও গোতমাদির সহিত উপবিষ্ট এমতকালে মম পিতা লোমহর্ষণ তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ভবকূপে নিপতিত লোকদিগের হিতসাধন জন্য প্রশ্ন করেন ॥ ২৬

লোমহর্ষণ উবাচ—পরাশর্য্য মহাভাগ মহাযোগিন্ মহাকবে।
শুশ্রূষবে গুহ্যতমং শিষ্যায় প্রদদাতি যৎ।
তস্মাদ্ গুরুরিতি প্রোক্ত স্বয়ম্ভু প্রভবৈঃ সুরৈঃ ॥ ২৭

অতি বিনয় সহকারে লোমহর্ষণ বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন, হে পরাশর পুত্র পরাশর্য্য! হে মহাভাগ! হে যোগিশ্রেষ্ঠ মহাযোগিন্! হে সকল কবিবর শ্রেষ্ঠতম মহাকবে! যিনি শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গুহ্যতম তত্ত্ববিষয় প্রদান করেন, সেই কারণ

স্বয়ম্ভূপ্রভব দেবগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ সৎপ্রশ্ন শ্রবণেচ্ছু শিষ্যকে গুহ্যতম কথা হইলেও গুরু তাহা কহিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রসাদাত্তে মহাযোগিনধীতানি ময়াসকৃৎ।
সেতিহাস পুরাণানি পুণ্যাৎ পুণ্যতমানি চ ॥ ২৮

হে মহাযোগিন্! তোমার প্রসাদে আমি পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ইতিহাসের সহিত পুরাণ সকল প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি! কেবল অধ্যয়নও নহে তৎফলাদির সম্যক অনুভব করা হইয়াছে ॥ ১৮

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কর্ণামৃতরসায়নম্।
ভবতানুষ্ঠিতং পূর্ব্বং রাধাহৃদয় সংজ্ঞকম্ ॥ ২৯

হে মহর্ষে! এক্ষণে শ্রবণের রসায়ন পরম অমৃততুল্য রাধাহৃদয়নামক যে পরমাখ্যান, যাহা পূর্ব্বে আপনা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে ॥ ২৯

একাদশৈক সাহস্রে সাহস্রে শ্লোকসঙ্গিতম্।
রামায়ণমিহপ্রোক্ত ব্রহ্মান মুনিসত্তম ॥ ৩০

হে মুনিসত্তম! একাদশ সহস্র শ্লোকান্বিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অধ্যাত্মরামায়ণাখ্য সুমধুর আখ্যান শ্রবণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তরঞ্জিনী রামলীলা সুবর্ণিত আছে ॥ ৩০

শ্রোতব্যমধুনা নাথ রাধাহৃদয়সঙ্গিতম্।
রহস্যং পরমং পুণ্যং ত্রিকাল-কল্মাষপহম্ ॥ ৩১

হে নাথ! পরম রহস্য, পরম পবিত্র, এবং ত্রিকালজাত কলুষনাশক রাধাহৃদয়াখ্য সুপুণ্যাখ্যান সংপ্রতি অস্মৎ সম্বন্ধে শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রবণ যোগ্য হইতেছে। ত্রিকালকল্মষাপহ শব্দে প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন এবং সায়ং কালজনিত পাপাপহারক। অথবা পূর্ব্ব বর্ত্তমান জন্মকৃত পাপরাশির অপহারী ॥ ৩১

গুরো ত্বচ্চরণাম্ভোজে প্রণমামি কৃপাময়।
দীনানুকম্পিনঃ স্বামিন্ সাধবো দীনবৎসলঃ ॥ ৩২

হে গুরো! হে কৃপাময়! আমি তোমার পদারবিন্দ যুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি। হে স্বামিন্, সাধুগণ দীনপ্রতিপালক, দীনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এ দীনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। ৩২

দ্বৈপায়ন উবাচ।—সূত কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূত প্রতি সানুকম্পিত বাক্যে কহিতেছেন। যথা—

সাধু তে মনসঃ সূত প্রীতিস্ত্বীদৃগধোক্ষজে।
বক্ষ্যেতেঽহং প্রপন্নায় শিষ্যায় শৃণু গুহ্যকম্॥ ৩৩

হে সূত! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে যখন তোমার ঈদৃশী মনের প্রীতি জন্মিয়াছে। তখন তুমি সাধু এবং তুমি অনুগত শিষ্য, এহেতু অতিশয় গোপনীয় রাধাতত্ত্ব আমি তোমাকে বলি শ্রবণ কর॥ ৩৩

শেষে শয়ানঃ ক্ষীরাব্ধৌ প্রাদাৎ কমলযোনয়ে।
মহাবিষ্ণুঃ পুরাকল্পে রাধাহৃদয়সংজ্ঞকম্॥ ৩৪

ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত শয্যাশায়ী ভগবান মহাবিষ্ণু, এই রাধাহৃদয়াখ্য মহদ্যাখ্যান পূর্ব্বকল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন॥ ৩৪

স্বয়ম্ভূরপিদত্রিপ্রমুখেভ্যো হিতেচ্ছয়া।
তে দদন্দেব সান্নিধ্যং মহ্যমেতৎ সুদুর্ল্লভম্।
তদহং তেঽভিদাস্যামি সাবধানাবধারয়॥ ৩৫

হে বৎস! স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ পুত্রদিগের হিতেচ্ছু হইয়া অত্রি প্রভৃতি প্রধান পুত্র সকলকে স্বতঃপ্রকাশ সুদুর্ল্লভ তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব আমি ইদানীং তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধান-মনা হইয়া অবধান কর॥ ৩৫

নারায়ণায় দেবায় নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
স্বয়ম্ভূর্ভূতয়ে নন্দবসুদেবসুতায় চ॥ ৩৬

বক্তৃতারম্ভে বাদরায়ণ, দেবনারায়ণ, স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবিভূতি, নন্দ-নন্দন বসুদেব তনয় এবং গোপবধূদিগের হৃদয়-কমল দিবাকর, কংস কুমুদের ভানুস্বরূপ কমললোচন, গোবিন্দদেবকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করতঃ প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর কহিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৬

ধর্ম্মারিং কলিমায়াস্তমনুমায় সুভৈরবম্।
সংত্রস্তমনসো দীনা ম্লানস্যাং শ্যাববর্ণকাঃ॥ ৩৭

হে সূত! অতি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মশত্রু কলি সমাগত হইবে এই অনুমান করিয়া অতিশয় ভীতি প্রযুক্ত ঋষিগণ দীনমনা হইলেন, এবং তাঁহাদের ম্লানমুখ এবং বদন ঘোর মসিবর্ণ হইয়া গেল॥ ৩৭

মরীচ্যত্রিপুলস্ত্যাঙ্গিরঃক্রতুপুলহা মুনে।
বশিষ্ঠঃ সপ্ত মুনয়োঽপশ্যন্নঃ শরণং ন কিম্॥ ৩৮

মরীচি; অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ এবং বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষিগণেরা.

আপনাদিগের আশ্রয় অর্থাৎ এ সময় আমাদিগের গতি কি ? আমরা কাহার শরণ লইব, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

ভ্রমন্তঃ খং ধরাঞ্চৈব দিশো বিদিশ এব চ।
শর্ম্মালভন্ন কুত্রাপি সত্যলোকং ততোঽগমন্ ॥ ৩৯

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দিক্, বিদিক্ ক্রমে ভ্রমণ করতঃ কুত্রাপি আপনাদিগের কল্যাণোপায় না দেখিয়া, অনন্তর সকলেই সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯

তত্র বীক্ষ্য প্রজানাথং প্রজানামভয়ঙ্করম্।
সরস্বত্যালিঙ্গিতোরঃস্থলমষ্টাব্জলোচনম্ ॥ ৪০

সেই বিরজ ব্রহ্মলোকে সর্ব্বজীবের অভয়দাতা প্রজানাথ ব্রহ্মা প্রফুল্ল কমলদল সদৃশ অষ্ট নয়ন শোভিতমুখ, এবং ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বক্ষঃস্থল পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪০

চার্ব্বায়তভুজং চারুকুণ্ডলজ্যোতিরাননম্।
সরস্বতীমীরয়ন্তং চতুর্ভিঃ কমলাসনৈঃ ॥ ৪১

আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ শোভন হস্ত চতুষ্টয়, এবং মনোহর কুণ্ডল জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত মুখারবিন্দ, চতুর্মুখে সরস্বতীকে নানা উপদেশ কথা কহিতেছেন ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ সংলালিতপদাম্বুজম্ ॥ ৪২

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক জগদ্ধাতা বিরিঞ্চির পাদপদ্মদ্বয় পরিসেবিত হইতেছে ॥ ৪২

সুরর্ষিসিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরোরগনায়কৈঃ।
বিদ্যাধরোপ্সরো যক্ষ রাক্ষসেন্দ্রৈর্ম্মুদান্বিতৈঃ।
স্তূয়মানং ধরেশানৈর্ব্বাজপেয়াশ্বমেধিভিঃ ॥ ৪৩

দেব ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ, বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রাক্ষসাধিপতিগণ এবং বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনকৃৎ ভূপতিগণ, যাহারা যজ্ঞফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল লোক অতি হর্ষমনা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে স্তব করিতেছেন ॥ ৪৩

জলস্থলবনৌকোভি র্গৃহৌকোভিরহিংসকৈঃ।
প্রশান্তমানসৈঃ স্বচ্ছৈঃ সেবিতং শান্তমানসম্ ॥ ৪৪

জলচর, স্থলচর, বনচর, সাধকগণ এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত প্রশান্তমানস সত্ত্বগুণাবলম্বী অহিংসা ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল বুদ্ধি গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক শান্তমানস জগৎপিতা পরিসেবিত ॥ ৪৪

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসবেদান্তবেদকৈঃ।
মীমাংসাগণজ্যোতির্ভিমূর্ত্তিমদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥ ৪৫

পরমাত্মা জগৎপিতা পিতামহ মূর্ত্তিমন্ত সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ, বেদান্ত, আগম, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, মীমাংসা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৫

সুমনোরাজিসৌদ্ধান্বিত গন্ধবহৈঃ শুভৈঃ।
স্থিরচ্ছায়া সুরতরুগণশোভাতিশোভিতম্ ॥ ৪৬

সেই ব্রহ্মলোক কল্পতরুগণের স্থিরচ্ছায়াতে সমাকীর্ণ এবং তৎশোভায় পরিশোভিত, প্রস্ফুটিত অতি মনোহর কুসুম সমন্বিত নিরন্তর সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে ॥ ৪৬

দীপ্তেনতেজসা স্বেন ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্।
প্রাণেমুঃ প্রাঞ্জলয়োতীক্ষ্মমাহুর্ব্বচনং তদা ॥ ৪৭

ভগবন্ ব্রহ্মা স্বীয় উদ্দীপ্ত তেজঃ দ্বারা সভাগৃহকে ভাসমান করতঃ উপবিষ্ট আছেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষিগণেরা জগৎপিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রমে আত্মবিষণ্ণতার কারণ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

বশিষ্ঠ উবাচ।—নাথনাথ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
পিতৃপিত্রে নমস্তুভ্যং প্রসন্নোভবতঃ প্রভো ॥ ৪৮

সাতিশয় বিনয় দ্বারা মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিতেছেন। হে নাথ-নাথ! হে মহাযোগিন্! তোমাতে উৎপন্ন এই বিশ্ব, হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পিতা, তুমি পিতামহ, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৮

হীনবীর্য্যাযশোলোকা হীনমেধস এব চ।
অল্পায়ুষোদরিদ্রাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৪৯

হে ব্রহ্মন্! কলি সমাগত হইলে, ধরণীতলবাসী লোক সকল বীর্য্যহীন ও যশহীন, বুদ্ধিহীন, আয়ুহীন অর্থাৎ অল্পায়ু হইবে ও সকলেই প্রায় দরিদ্র হইবে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বহির্ম্মুখ হইয়া যথেচ্ছাচরণ করিবে ॥ ৪৯

পানানুসক্তমনসঃ পাপাচারপরায়ণা।
ব্রাহ্মণা-স্তপসোভ্রষ্টাঃ পতিতাং পিতৃনিন্দকাঃ ॥ ৫০

সকল লোক প্রায় মদ্যাদিপানে রত ও পাপাচারপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ সকল তপস্যাভ্রষ্ট ও পতিত হইবে। এবং সকল লোকই প্রায় পিতৃনিন্দক হইবে ॥ ৫০

পুণ্যকর্ম্মবহির্ভূতা বাণিজ্যকৃষিতৎপরাঃ।
মৃষাবাদরতাঃ সর্ব্বে উপস্থোদরপোষকাঃ ॥ ৫১

পুণ্য কর্ম্মে বহির্ভূত হইয়া লোক সকল কৃষিকর্ম্মে ও বাণিজ্যকর্ম্মে তৎপর

হইবে। সকলেই প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে, এবং কেবল উদরপোষক ও উপস্থপরায়ণ হইবে। ৫১

ক্ষত্রিয়াঃ প্রায়শোনষ্টা নষ্টশৌচাদিকক্রিয়াঃ।
বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মহীনাশ্চ সুখিনঃ সুখমাসতে ॥ ৫২

হে ব্রহ্মন্! ক্ষত্রির প্রায় নষ্ট হইবে, এবং শৌচাচার ক্রিয়া রহিত হইবে, বৈশ্য সকল স্বধর্মভ্রষ্ট অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি না করিয়া নানা অবৈধ সুখে মগ্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ করিবে ॥ ৫২

শূদ্রাব্রাহ্মণকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
মহীক্ষিতো রাজকার্য্যবিহিনাঃ কপটাকরাঃ ॥ ৫৩

শূদ্র সকল ব্রাহ্মণের কর্ম করিবে, এবং ব্রাহ্মণের আচরে করিতে তৎপর হইবে। যাহারা রাজা হইবেন তাহারা যথাশাস্ত্র রাজকার্য্যবিহীন হইবে। কোন রাজা প্রজার দারাহরণ, কেহ বা ছল বল দ্বারা প্রজার ধন হরণ করিবেন, এবং প্রজার সহিত কপট ব্যবহার করিবেন ॥ ৫৩

নীচাঃ সর্ব্বে মহাত্মনঃ সমৃদ্ধবলবাহনাঃ।
স্ত্রিয়শ্চশ্বশ্রূণাং দ্রোহং প্রকুর্ব্বন্তি চ নিত্যশঃ ॥ ৫৪

নীচজাতি সকল ঐশ্বর্য্যশালী ও বাহনাদিযুক্ত এবং মহাত্মাপদ বাচ্য হইবে। স্ত্রী মাত্রই প্রায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি বিদ্বেষ ব্যবহার করিবে ॥ ৫৪

পাতিব্রত্যবিহীনাশ্চ পতিদ্রোহপরায়ণাঃ।
চপলাঃ পাপকর্ম্মাণো জারাথিন্যোহ্যনেকশঃ ॥ ৫৫

স্ত্রীগণ অনেকেই প্রতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা পতির বিদ্রোহিণী হইবে; অতি চপলচিত্তা, নিরন্তর পাপকর্ম্মে রতা, সর্ব্বদা উপপতির নিমিত্ত ব্যাকুলা হইবে ॥ ৫৫

এবং লোকগতিং বীক্ষ্য কলেভীরুরয়ং প্রভো।
নমস্তে দেবদেবেশ পাহিনঃ শরণাগতান্ ॥ ৫৬

হে প্রভো! কলির লোকের এরূপ গতি আলোচনা করিয়া আমার অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, হে দেব, হে দেবেশ! আমরা শরণাগত, কলিভয় হইতে আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন ॥ ৫৬

যেন ঘোরেণ কলিনা ব্যস্তধর্ম্মার্থকর্ম্মণা।
লেলীয়মানোদেবেশ বয়ঃ যামোহ্যধোগতিং ॥ ৫৭
তথন্নেজ্ঞাপয় যথা নমস্তে পাহিনঃ প্রভো ॥ ৫৮

"হে দেবেশ! ধর্ম্মার্থ দ্বেষকারী যে ঘোর কলি, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম লোলুপ্ত হইবে!

ধর্ম্মলোপে আমরা অধোগতিতে গমন করিব, যাহাতে আমাদিগের অধোগতি না হয় এমত কোন উপায় আজ্ঞা করুন্। হে প্রভো! আমরা পুনর্নমস্কার করিতেছি। আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ৫৭-৫৮

দ্বৈপায়ন উবাচ।—গিরঃ নিশম্য করুণাম্বৃষীণাং ভাবিতাত্মানাঃ।
করুণস্নিগ্ধধীর্ব্বাচমাদদেকমলাসনঃ ॥ ৫৯

বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিতেছেন। হে বৎস! ঋষিদিগের এইরূপ কারুণ্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলাসন স্নিগ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মা সকরুণ বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিতেছেন ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ।—মাভৈষ্টদ্বিজশার্দ্দূলা ঘোরতঃ কলিতোভয়ঃ।
নাস্ত্যবোসমবাপ্যত্র বাসুদেবাত্মনাঃ দ্বিজাঃ ॥ ৬০

বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণ করতঃ জগৎপিতা ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে দ্বিজ শার্দ্দূলগণ! বাসুদেব পরায়ণ যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের কি ভয় আছে? অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ কর; এই ঘোর কলি হইতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই ॥ ৬০

আরাধয়েত তত্ত্বেন বাসুদেবঃ জগৎপতিঃ।
তদ্‌গুণ শ্রবণেনিত্যঃ তদ্রূপস্মরণেরতাঃ ॥ ৬১
তদংঘ্রিকমলধ্যানে তন্নামাক্ষরজপনে।
তদ্ভক্তসঙ্গমে বিপ্রা বর্ত্তনাস্তি তে ভয়ম্ ॥ ৬২
মুক্তাশ্চরতঃ বিপেন্দ্রামাবোভীঃ কলিতোভয়ং ॥ ৬৩

হে বিপ্রেন্দ্রগণ। জগৎপতি বাসুদেবকে আধ্যাত্ম তত্ত্বদ্বারা আরাধনা কর, তাঁহার গুণকথা শ্রবণে, তাঁহার রূপ স্মরণে রত হও, এবং তচ্চরণকমল ধ্যানে তন্নামাক্ষর জপনে ও তদ্ভক্ত সঙ্গকরণে নিরন্তর নিরত থাক, আর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধে পরিমুক্ত হইয়া বিচরণ কর, ইহাতে তোমাদিগের কলি হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হইবে না ॥ ৬১-৬৩

অঙ্গিরা উবাচ।—কিং কর্ম্মায়ং মহাভাগ কিং গুণঃ কিং স্বরূপকঃ।
বাসুদেবো রমানাথো বদতোবদতাংবর ॥ ৬৪

ব্রহ্মার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গিরা প্রশ্ন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বাসুদেবের উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন, হে মহাভাগ! বাগ্মীশ্রেষ্ঠ! সেই বাসুদেব লক্ষ্মীকান্তের রূপ কি গুণ কি এবং কর্ম্মই বা কি? তাহা আমাদিগকে বলুন ॥ ৬৪

দ্বৈপায়ন উবাচ।—এতদাশ্রুত্য বিপ্রাণাং সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ।
স্বয়ম্ভু বদতে বাক্যং রূঢ়ভাব উরুক্রমে ॥ ৬৫

সত্যবতীসুত বাদরায়ণ লোমহর্ষণকে কহিতেছেন হে সূত! ঋষিদিগের এতৎ প্রশ্ন

শ্রবণ করিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ভগবানে ভক্তিভাবাবেশে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রসন্ন বাক্যে প্রশ্নোত্তর দিতেছেন ॥ ৬৫

ব্রহ্মোবাচ।—সাধুপৃষ্ঠং মহাভাগ ভবাস্তর্লোকমঙ্গলম্।

পুনাতিপ্রচ্ছকশ্রোতৃ বক্তৃংস্ত্রীন্‌পুরুষান্‌বিভো ॥ ৬৬

হে দ্বিজগণ! তোমরা যে সর্ব্বলোকের মঙ্গলকারণ এই ভগবৎ মহিমাসূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তা, এবং তন্মহিমা যাহারা শ্রবণ করে, আর যিনি বলেন, ভগবন্মাহাত্ম্য এই তিন লোককে পবিত্র করেন ॥ ৬৬

হরেঃকথামৃত বিপ্রা যথা গঙ্গাসরিদ্বরা।

পূতোঽহং পাবিতোঽহঞ্চ ভবতাং প্রশ্নতোদ্বিজাঃ ॥ ৬৭

হে দ্বিজগণ! যেমন সকল নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অমৃততুল্য হরির কথা পবিত্রকারক। এ কারণ আমি অদ্য পবিত্র হইলাম, আর শুভক্ষণে তোমারাও প্রশ্নকরতঃ আমাকে পবিত্র করিলে ॥ ৬৭

মন্যে কৃতার্থমাত্মানং জন্মসাফল্যমেব চ।

প্রণিপত্য প্রবক্ষ্যেঽহং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৮

হে ঋষিগণ! ভগবৎ সম্বন্ধীয় তোমাদিগের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মানিলাম, আর আমার জন্মের সফলতা সিদ্ধি হইল। অতএব সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি ॥ ৬৮

যদ্‌গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষা করং নৃণাং।

যন্নকস্যচিদাখ্যাতং কালত্রয়মলাপহম্ ॥ ৬৯

এই প্রস্তাব অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্ব মনুষ্যদিগের সর্ব্বরক্ষাকর এবং ইহলোকে পরম গোপনীয় তত্ত্ব, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহা আখ্যাত হয় নাই, এই মহাদখ্যান জীবের ত্রিকালজাত পাতকের অপহারক হয় ॥ ৬৯

সর্ব্বাভিষ্টকরং পুণ্যং সর্ব্বাপাপবিমোচনম্।

ন যস্মাদস্তিলোকেঽস্মিন্ লোক নৈশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৭০

সকলের অভীষ্টফলদায়ক, অতি পবিত্র, সর্ব্বপাপের অপনোদক ইহলোকে যাহার পর আর নাই এবং পরম নিশ্রেয়স সাধক অর্থাৎ পরমোক্ষ প্রদায়ক হয় ॥ ৭০

রহস্যং পরমং কৃষ্ণো রাধাহৃদয়সজ্ঞিতম্।

নাভিহ্রদাম্বুজস্থায় প্রপন্নায় সুরেশ্বরঃ।

সিসৃক্ষবে যদবদদচ্যুতোমে পুরাদ্বিজাঃ ॥ ৭১

হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে যখন সৃষ্টি করণেচ্ছুক হইয়া ভগবানের নাভিহ্রদে উৎপন্ন পদ্মে অবস্থান করিয়াছিলাম, তখন সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রসন্ন দেখিয়া রাধাহৃদয় নামে পরমরহস্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭১

যদপাঙ্গকৃপালেশ লাভাত্তু ব্যসৃজং প্রজাঃ।
তন্নিপীয় শ্রোত্ররন্ধ্রৈঃপরমানন্দনির্বৃতাম্ ॥ ৭২

যে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গভঙ্গিতে কৃপালেশ মাত্র লাভ করিয়া আমি এই প্রজানিকর সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা সেই পরম তত্ত্বামৃত কর্ণরন্ধ্রদ্বারা পান করতঃ পরম আনন্দলাভে সকল দুঃখের নিবারণ কর ॥ ৭২

চরন্তঃ পৃথিবীং খঞ্চ সশৈলবনসাগরাং।
সপাতালং সনকাঞ্চ প্রলাস্তইব বায়বঃ ॥ ৭৩

হে ঋষিগণ! ভগবৎ তত্ত্বকথা শ্রবণান্তর যথাসুখে এই পৃথিবীতে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ কর, অর্থাৎ বায়ু যেমন স্বর্গ গগন ও সপর্ব্বত সাগর পাতাল সহিত বসুন্ধরাতে অপ্রতিবাধে বহমান রহিয়াছেন ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ।—মহালয়ে সমুৎপন্নে একৈবাসীৎ পুরাতনী।
প্রকৃতির্মূলভূতা যা সৈবসর্ব্বোত্তমোত্তমা ॥ ৭৪

হে ব্রাহ্মণগণ! অতঃপর সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যখন মহাপ্রলয় সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তখন সকল উত্তমা হইতে পরমোত্তমা পুরাতনীয়া সকলের মূলভূতা একা প্রকৃতি মাত্র ছিলেন, অন্যৎ বস্তুমাত্র ছিল না ॥ ৭৪

তেজোময়া নিরাকারা কোটিভাস্করভাসুরা।
তস্যা রক্ষঃস্থলাজ্জাতো বাসুদেবোকৃপানিধিঃ ॥ ৭৫

সেই প্রকৃতি নিরাকারা, তেজোময়ীস্বরূপা কোটীসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী তাঁহার হৃদয় হইতে দয়াসমুদ্র ভগবান্ বাসুদেব নারায়ণ উৎপন্ন হয়েন ॥ ৭৫

যস্মাদুৎপদ্যতে বিশ্ব যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।
য এব চ বিভর্ত্তীদং বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ॥ ৭৬

যে নারায়ণ হইতে সৎ এবং অসৎ এতদুভয়াত্মক বস্তু সমন্বিত জগৎ উৎপন্ন হয়, এবং যিনি এই সমস্ত বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, প্রলয়ে এই বিশ্ব যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬

সা তস্যে চোদ্দমানস্য কমলাং প্রকৃতিং দদৌ ॥ ৭৭

সেই প্রকৃতি উৎপন্ন বাসুদেবকে স্বীয় শরীর হইতে উৎপন্ন করতঃ কমলা নামে একা প্রকৃতি প্রদান করেন ॥ ৭৭

অঙ্গিরা উবাচ।—নিরাকারা কথং সাতু সাকারা সমজায়ত।
কথং বা স লয়োজাতঃ কেন বা সকৃতো ভবেৎ॥ ৭৮

অঙ্গিরা ঋষি এতৎ শ্রবণান্তর প্রশ্ন করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! সেই নিরাকারা আত্মা প্রকৃতি কি কারণে সাকারা হয়েন, আর এই বিশ্ব কিরূপে লয়প্রাপ্ত হয় এবং কাহার দ্বারাই বা পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৭৮

লোকবন্ধগতা হ্যেতে সর্ব্বে সদসদাত্মকাঃ।
এতৎসর্ব্বং বিস্তরেণ বদতো যদি তে কৃপা॥ ৭৯

এই বিশ্বস্থ সৎ ও অসদাত্মক লোক সমূহ বদ্ধপ্রায় হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে রত থাকে। যদি আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা হয়, তবে এতৎ কারণ সমুদয় বিস্তারিত করিয়া বলুন॥ ৭৯

ব্রহ্মোবাচ।—সাধু পৃষ্টং মহাভাগ লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণ-হেতবে কলিতঃ খলাৎ॥ ৮০

অঙ্গিরার প্রশ্ন শ্রবণান্তর ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষে! তুমি মহাভাগ্যধর, লোকের অনুগ্রহার্থে এবং খল কলি হইতে আত্মপরিত্রাণের কারণ এই সাধু প্রশ্ন করিলে, অতএব শ্রবণ কর॥ ৮০

সত্যং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগ।
মন্বন্তরমিতিপ্রোক্তং কল্পস্তস্য চতুর্গুণঃ॥ ৮১

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ, এক সপ্ততি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অবসান কালের নাম এক কল্প॥ ৮১

মন্বন্তরাবসানে স্যাৎ খণ্ডপ্রলয়মেককং।
ত্রিখণ্ড প্রলয়াদূর্দ্ধং মহাপ্রলয়মেককম্॥ ৮২

কল্পের শেষে মন্বন্তরের অবসানে এক খণ্ডপ্রলয় হয়। এমন তিনবার খণ্ডপ্রলয় হইলে পর এক মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রলয়ও চতুর্গুণ, অর্থাৎ নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, আর প্রাকৃতিক প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ব্রহ্মার দিন দিন যে প্রলয় তাহার নাম নিত্য প্রলয়, কোন কারণ বশতঃ অকালে যে প্রলয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার বয়সের অর্দ্ধসমাপ্তে প্রকৃতিতে ব্রহ্মার যে লয় তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। পরমা প্রকৃতির সমতাবস্থার নাম অত্যন্তিক অর্থাৎ মহাপ্রলয়॥ ৮২

স যথা জায়তে বিপ্রাঃ শ্রুতঃ পূর্ব্বং হরের্ম্মুখা।
তদহং তেভিধাস্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু॥ ৮৩

সেই প্রলয় যে প্রকারে হয়, পূর্ব্বে নারায়ণের মুখে আমি যে প্রকার শ্রবণ

করিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৮৩

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রবিট্‌-শূদ্রবা র্ণাশ্চত্বার এব যে।
পরস্পর ধ্যানবশাৎ পুনঃ ষট্‌ত্রিংশংতশ্চ তে ॥ ৮৪

সেই নারায়ণ স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিজাতি সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার পরস্পর মিলিত আরো ষট্‌ত্রিংশৎ জাতির উৎপাদন করেন ॥ ৮৪

ততোলোকপ্রধানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
স্থাপিতা জাতিমর্য্যাদা সাঙ্কর্য্যেণ সহ দ্বিজা ॥ ৮৫

হে দ্বিজগণ! অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রধান অপরিসীম প্রভাব বিষ্ণুকর্ত্তৃক বর্ণসঙ্করের সহিত জাতিমর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যমরূপে ব্রহ্মণাদি সঙ্কর পর্য্যন্ত জাতিমর্য্যাদার সংস্থিতি হইয়াছে ॥ ৮৫

শতসাঙ্কর্য্যমাপন্না জায়ন্তঃ পুনরেব তাঃ।
ব্রহ্মণা যবনাকারাঃ যবনা শ্চোরতৎপরাঃ ॥ ৮৬

পুনর্ব্বার বিলোমদ্বারা সঙ্করতা প্রাপ্ত কলিজাত প্রজাসমূহ হীনরূপে শত শত জাতি প্রাপ্ত হয়। কতক ব্রাহ্মণ যবনরূপ ধারণপূর্ব্বক যবন হয় এবং সেই যবনাদি জাতিরা চৌর্য্যকর্ম্মে তৎপর হয় ॥ ৮৬

অনন্তর ব্রহ্মা ঋষিদিগকে কলির জীবের স্বভাব সাঙ্কর্য্য বর্ণনা করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ কলিপ্রাপ্তে মনুষ্যদিগের ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্য যেরূপে হয়, তাহা প্রসঙ্গত কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ সকল যবনাকার হইবে এবং সকলেই প্রায় চৌর্য্যবৃত্তি সমাশ্রয় করিবে ॥ ০ ॥

বদন্তো যাবনীভাষা তপোধর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ।
ক্ষত্রিয়া প্রায়শোনষ্টা স্তথা বৈশ্যাক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৮৭

সকলেই প্রায় যাবনিক ভাষাভাষী হইবে, ব্রাহ্মণ সকল তপোধর্ম্মে বহির্ম্মুখ হইবে, ক্ষত্রিয় প্রায় নাশ হইবে এবং বৈশ্যজাতিও প্রায় বিলয় হইয়া যাইবে ॥ ৮৭

ধর্ম্মচ্যুতাস্তথাশূদ্রা ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
ব্রহ্মনিন্দাপরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবৃত্তিহরাস্তথা ॥ ৮৮

শূদ্র সকল ধর্ম্মভ্রষ্ট ও সদাচার বর্জ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে তৎপর হইবে, এবং প্রায় রাজা প্রজা সকলেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে ॥ ৮৮

ব্রহ্মদারার্থিনো নিত্যং ভ্রমন্তি মত্তহস্তিবৎ।
দেবদ্রোহরতা নিত্যং পাষণ্ডা নাস্তিকাঃ সদা ॥ ৮৯

শূদ্রাদিরা প্রায়ই ব্রাহ্মণী গমনার্থী হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য মত্ত হস্তির ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে এবং সর্ব্বদা দেবহিংসা করিবে, সকলেই প্রায় খল স্বভাব, পাষণ্ডধর্ম্মী ও নাস্তিকপ্রায় হইবে ॥ ৮৯

কোধর্ম্মঃ কশ্চদেবেতি কিং কর্ম্মেতি তথাপরে।

বদন্তো দুর্জ্জনা মূঢ়া ব্রহ্মহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ৯০

অপর দুর্জ্জন ও মূঢ় হেতুবাদকুশল ব্যক্তিরা নিরন্তর এইরূপ বক্তৃতা করিবে, যে ধর্ম্ম কি? দেবতা কি? এবং কর্ম্মই বা কি? অপিচ অনেকেই প্রায় নিয়ত দেব ও ব্রাহ্মণের হিংসা করিবে ॥ ৯০

সর্ব্বযোনিরতাঃ সর্ব্বে বর্ণাস্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।

সর্ব্বযোনিরতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে পাপরায়ণাঃ ॥ ৯১

সকলেই প্রায় পাপপরায়ণ হইয়া সর্ব্বযোনিতে রমন করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই সকল লোকের অন্ন খাইবে। আচার ও বিহার এবং আহারের বিচার থাকিবে না ॥ ৯১

নষ্টশৌচক্রিয়াঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তঃ কাকবৎ সদা।

সোদর পালনা সক্তা বর্ণাস্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৯২

সকল জাতিই প্রায় শৌচহীন কাকের ন্যায় উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই কেবল আত্মোদর পূরণে আসক্ত হইবে অর্থাৎ আতিথ্য-ধর্ম মূল প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক ॥ ৯২

বলাৎকারেণ কঃ কস্য নয়মেত স্ত্রিয়ং সতীং।

এবং সাঙ্কর্য্যমাপন্না ঘোরেণ তমসাবৃতাঃ ॥ ৯৩

বলাৎকার পূর্ব্বক পরের পতিব্রতা সতী স্ত্রীকে কে না রমণ করিবে? এইরূপ ধর্ম্ম সঙ্করাপন্ন প্রজাসকল ঘোরতর তমোদ্বারা আবৃত হইবে। অর্থাৎ তামস স্বভাব হইয়া কলিদোষে আক্রান্ত বুদ্ধি অসৎ-কর্ম্মসাধনে নিয়ত তৎপর হইবে ॥ ৯৩

অজ্ঞানাঃ পশুবন্নিত্যং রুবন্তো বৈ মহীতলে।

কৈশোরং চতুরস্তাস্তং পৌগণ্ডং সপ্তমাবধিঃ ॥ ৯৪

অনন্তর ধরাতলে অজ্ঞান মনুষ্য সকল পশুর ন্যায় শব্দবান হইবে, অর্থাৎ পরমার্থ ঘটিত প্রসঙ্গহীন ইতরালাপেই দিনযাপন করিবে। চারি বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর অবস্থা ও সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ডাবস্থা ধারণ করিবে ॥ ৯৪

যৌবনং সপ্তমাদূর্দ্ধং-বার্দ্ধক্যং-ষোড়শাবধিঃ।

দশাষ্টনববর্ষাস্তু রমিতা পুরুষৈ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৯৫

সপ্তম বৎসরের ঊর্দ্ধ যৌবনকাল, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যাবস্থা অর্থাৎ বিংশতি বৎসর মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। (ইত্যর্থে বৃদ্ধের ন্যায় রূপ দৃশ্য হউক বা না হউক কিন্তু জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।) দশ বৎসর কি অষ্ট বৎসর বা নবম বৎসরে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রী রমিতা হইবে॥ ৯৫

প্রসূয়েত সুতং সুতে নারী প্রথম যৌবনে।
পুংসংযোগ বিনা কাপি প্রসূয়েত বরাঙ্গনা॥ ৯৬

প্রথম উদ্ভিন্ন যৌবনেই নারী প্রায় সন্তান প্রসব করিবে, এবং বিনা পুরুষ সংযোগে নব নারীগণেরা প্রসূতা হইবে,অর্থাৎ (পুংসংযোগ পদে) বিবাহাপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছামত অনূঢ়া কালেই পুরুষান্তর হইতে স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে॥ ৯৬

পিত্রেদ্রুহ্যতি পুত্রস্তু গুরুবে বান্ধবে তথা।
পিতাদ্রুহ্যতি পুত্রায় গুরুশিষ্যায় ভূসুরাঃ॥ ৯৭

হে ভূসুরগণ! দারুণ কলিকালে পুত্রেরা পিতামাতাকে দ্বেষ করিবে, এবং গুরুগণেরও বন্ধুগণের দ্বেষ সকলেই করিবে। পিতা মাতা পুত্রের ও গুরু-শিষ্যের এবং বন্ধুব্যক্তি বন্ধুদিগের দ্রোহতৎপর হইবে॥ ৯৭

খরাঃ গোষু প্রজায়ন্তে গৌং খরেষু নরেষু চ।
অশ্বেষু মহিষা গাবো গোম্বশ্বেষু নরাঃ ক্বচিৎ॥ ৯৮

গাভীর উদরে গর্দ্দভ, গর্দ্দভোদরে গো জন্মিবে। অশ্বোদরে গো মহিষ জন্মিবে, অপর কদাচিৎ গোগর্ভে এবং অশ্বগর্ভে মনুষ্যেরও উৎপত্তি হইবে॥ ৯৮

নকালে বায়বো বান্তি হ্যকালে বান্তি বায়বঃ।
বর্ষন্তি কালপর্জ্জন্যো নাকালে বর্ষতে সদা॥ ৯৯

কালে বায়ু বহন হইবে না, অকালে প্রবলরূপে বায়ু সকল বহিবে। কালে মেঘে বর্ষণ হইবে না, অকালে সর্ব্বদা প্রভূত বৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ যাহাতে প্রজার অপচয় হয় তাহাই করিবেক॥ ৯৯

মহীরুহা ফলৈর্হীনাঃ নির্গন্ধা কুসুমানি চ।
গাবঃ পয়োবিহীনাশ্চ হীনঃস্বাদু রসানিচ॥ ১০০

কালে বৃক্ষাদি সকল ফলহীন, পুষ্প সকল গন্ধহীন, গাভী সকল দুগ্ধহীন, তাবৎ রসদ্রব্য স্বাদুতা হীন হইবে, অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা সাধক বস্তুমাত্র থাকবে না॥ ১০০

দ্রব্যানি ফলমূলানি দধিক্ষীর ঘৃতানি চ।
শালি মুদ্গ-মসূরাণি যব-গোধূম-মাষকঃ॥ ১০১

ফল মূলাদি দ্রব্য সকল, আর দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহবস্তু সর্কর, ধান্য, মুগ, মসুর, কলায়, যব ও গোধূম ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য ॥ ১০১

তিল মৎস্য মাংস মুখ্য স্বাদুহীনমগন্ধকং।
সর্ব্বাণি গন্ধবস্তূনি নির্গন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ১০২

কলিকালে, তিল, মৎস্য, মাংস, প্রভৃতি মুখ্যবস্তু সকল অগন্ধব অর্থাৎ স্বাদহীন হইবে। আর আর সমস্ত গন্ধবৎ বস্তু সকল নির্গন্ধ বস্তুর তুল্য স্বভাব ধারণ করিবে ॥ ১০২।

মহীশস্যবিহীনা স্যাৎ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতানরাঃ।
পরস্পরং খাদয়ন্তো নরমাংসাদ্যমেধ্যকম্ ॥ ১০৩

পৃথিবী শস্যহীনা হইবে, নরসকল ক্ষুধাতে ও পিপাসাতে অতিশয় পীড়িত হইবে। পরস্পর সকলেই মেধ্যামধ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অমেধ্য নরমাংসাদি পর্য্যন্ত ও আহার করিবে ॥ ১০৩

যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে জগতসর্ব্বং নিরন্তকম্।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেষেবর্বীষ্যাব্জযোনয়ঃ। ১০৪

এবং ভূত যুগান্ত কলিকালের অন্ত সংপ্রাপ্তে, এই সমস্ত জগৎকার্য্য নিরস্ত হইবে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তৎকর্ত্তা পদ্মযোনি অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাই শয়ন করিবেন ॥ ১০৪

মন্মুখাশ্চিন্তয়াবিষ্টো বীক্ষ্যশোকাস্পদং জগৎ।
হাহাভূতমমর্য্যাদং ব্যাকুলং সংশয়াস্পদম্ ॥ ১০৬

এই সমস্ত জগতকে শোকের একাশ্রয়ভূত দেখিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের চতুরানন সকল পরস্পর শোকাবিষ্ট চিত্ত হইবেন, অর্থাৎ জগৎ বিনাশাবস্থোপস্থিত মর্য্যাদ কালাবলোকনে হাহাকার করতঃ ব্যাকুল হইবেন ॥ ১০৫

আদিত্যাঃ সবিতা সূর্য্যখগঃ পূষাগভস্তিমান্।
তমিস্রহা ভগোহংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ ॥ ১০৬

হে ঋষয়! আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষ্য, গভস্তিমান্ তমিস্রহা, ভগ, হংস, নাসত্য তমোনুদ ॥ ১০৬

সহস্রাংশুরিতিপ্রোক্তা দ্বাদশাস্যাদিবাকরাঃ।
ব্যাদিষ্টাপ্রভুনা সর্ব্বে হ্যুদগচ্ছং তদোদ্বগাঃ ॥ ১০৭

এবং সহস্রাংশু দ্বাদশাদিত্য দ্বাদশ নামে উক্ত আছেন, ইহারা সেই অচিন্ত্যাত্মা ভগবানের আজ্ঞানুসারে এককালে সকলে উদয় হইবেন ॥ ১০৭

সুতীক্ষ্ণারশ্ময়সর্ব্বে প্রদীপ্তইববহ্নবঃ।
উদিতাসাদ্রিনগরা সপুরাট্টালতোরণাঃ ॥ ১০৮

ঐ দ্বাদশ সূর্য্যের রশ্মি সকল প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় এককালীন উদিত হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে নগর, গ্রাম, গোপুর, তোরণ ও অট্টালিকা ॥ ১০৮

সসাগরবনোদ্দেশাং সসর্ব্বপ্রাণিসঙ্কুলাং।
সংশোষ্যরশ্মিভিস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বমস্তইবপাবকঃ ॥ ১০৯

সাগর, বনপ্রদেশ, সমস্ত প্রাণিসমূহ সংযুক্ত ধরণীকে অতি তীক্ষ্ণ কিরণদ্বারা সম্যক্ শোষণ করিবেন, অর্থাৎ ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি সকল কিরণচ্ছলে সাক্ষাৎ অগ্নিবমন করিবেন ॥ ১০৯

ততঃ সংশুষ্কতাপন্নৈর্জ্জগতিপ্রাণিসঙ্করৈঃ।
সাদ্র্যব্ধিদ্বীপনগরৈঃ সপুরাট্টলতোরণৈঃ ॥ ১১০

অনন্তর গিরি, সাগর, দ্বীপ, নগরী, জীব জন্তু মনুষ্যাদি সহিত সপুরাজগতী অর্থাৎ অট্টালিকাদি তোরণ সহিত ধরণী শুষ্কতাপন্না হইবেন ॥ ১১০

সদেবাসুরগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিন্নরপন্নগে।
সনাগোরগ পৈশাচাপ্সরো রাক্ষসসিদ্ধকে ॥ ১১১

দেবগণের সহিত অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ, নাগ, উরগ, পিশাচ, অপ্সর, রাক্ষস এবং সিদ্ধগণ ইহাদিগের স্বস্বলোকে ॥ ১১১

আবীরাসীন্মহারৌদ্রো রুদ্রশোহগ্নিমুল্বণং।
আবৃত্যরোদসীখঞ্চ ধরাং স্বর্বিদিশোদিশঃ ॥ ১১২

মহাভয়ঙ্কর রুদ্ররূপী হুতাশন আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ-লোক, এবং স্বর্গলোক ও দিক বিদিক্ সমস্ত আবৃত্ত করিয়া মহাভয়ঙ্কর উল্বণ অগ্নি উত্থিত হইবে ॥ ১১২

তেজসাতেনতীব্রেণ প্রজজ্বাল প্রকোপিতঃ।
কুর্ব্বংশ্চটচটাশব্দং সসখোবহ্নিরুল্বণঃ ॥ ১১৩

সেই উল্বণ প্রলয় অগ্নি স্বসখা বায়ুর সহিত চট চটাশব্দ করতঃ প্রকাশিত হইয়া স্বীয় সুতীব্র তেজঃদ্বারা উপরি উক্ত সকল লোককে দাহন করিবেন ॥ ১১৩

অকরোদ্ভস্মসাৎ সর্ব্বং জগৎসসুরমানুষং।
ভস্মীভূতেতুজগতি সবনপ্রাণিসাগরে ॥ ১১৪

বায়ু সহকারে ঐ মহান্ অগ্নি দেব মনুষ্যাদি সকল প্রাণীর সহিত জগতকে ভস্মী-ভূত করিবেন। সবন জীবনিকর এবং সাগরাদি সকল উপকরণের সহিত জগৎ ভস্মীভূত হইবে ॥ ১১৪

সংহৃত্যপ্রাণিনঃ সর্ব্বান্জ্বলনিশ্বাসিনঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধি দেবেন্দ্রপুরোগ নগরাং পুরম্ ॥ ১১৫

জল স্থলবাসী সকল প্রাণীমাত্রকে ও সাগরদ্বীপ পর্ব্বতাদির সহিত ধরামণ্ডলকে সংহার করতঃ ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া তৎদেবাদির পুরী দগ্ধ করিবেন ॥১১৫

অবশিংসমহানগ্নি.বায়ুং পরমকোপয়ন্।
বায়ুরুদ্রাগ্নিশক্ত্যাশু চণ্ডবেগোরুশব্দবান্॥ ১১৬

ঐ মহান্ অগ্নি বায়ুকে অতিশয় প্রকোপিত করিয়া মহেন্দ্রলোকে প্রবিষ্ট হইবেন। রুদ্রাগ্নি শক্তি প্রবেশদ্বারা বায়ু আশু প্রচণ্ড বেগযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দবান হইবেন ॥ ১১৬

তেজসাসর্ব্বসত্বানাং বর্দ্ধিতশ্চ বিশেষতঃ।
নীত্বা রসাতলং পৃথ্বীং দিক্ষুসর্ব্বচরাচরম্॥ ১১৭

বিশেষতঃ ঐ বায়ু সর্ব্বজীবের তেজদ্বারা অতিশয় বর্দ্ধমান হইয়া সকল দিক্ ও চরাচর বস্তুর সহিত পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া যাইবেন ॥ ১১৭

প্রচণ্ডবেগোদুর্দ্ধর্ষঃ সম্বর্ত্তকইতিস্মৃতঃ।
একীকৃত্যজগৎসর্ব্বং ননাকং সতলাতলম্॥ ১১৮

সেই প্রচণ্ড বেগবান্ অতি দুর্দ্ধর্ষ বায়ু সম্বর্ত্তক নামে খ্যাত হওত সম্বর্গ সতলাতল পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে একীভূত করিবেন ॥ ১১৮

তোয়ান্তঃ প্রাবিশৎতৈশ্চ রুদ্রবাযগ্নিপ্রাণিভিঃ।
তৈস্তোয়ংময়িসংলীনং সম্মুখেষজযোনিষু॥ ১১৯

অনন্তর ঐ রুদ্ররূপী বায়ু ও অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণের সহিত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। এবং সেই সকলের সহিত জল আমাতে আসিয়া লয় পাইবে। এইরূপ সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল ব্রহ্মাতে তত্বং ব্রহ্মাণ্ডবস্তুর লয় হইবেক ॥ ১১৯

তেষু তেষু প্রবিষ্টেষু পাথোজননযোনিষু।
অবিশংস্তত্রনিষ্কার্য্যে মাদৃশোহস্কৃতৈঃ সহ ॥ ১২০

সেই সেই সকল ব্রহ্মাতে সেই সেই সকল বস্তু প্রবিষ্ট হইলে মৎসদৃশ সকল ব্রহ্মা নিষ্কার্য্য হইবেন। অনন্তর তাঁহাদিগে সকলের সহিত আমিও নিষ্কার্য্য হইয়া পরমব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিব ॥ ১২০

পরব্রহ্মণি নাগেশে শেষে উরুপরাক্রমে।
শয়ানে দেবদেবেশে দেবশক্ত্যুরুচোদিতাঃ ॥ ১২১

সর্ব্বনাগেশ অনন্ত শয্যায় শায়িত উরুপরাক্রমক দেবদেবেশ পরমব্রহ্ম নারায়ণে দেবশক্তিকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রেরিত হইবে অর্থাৎ তৎশরীরে সমস্ত প্রবিষ্ট হইবে ॥ ১২১

সর্ব্বাভিঃশক্তিভিঃ সার্দ্ধং প্রাণিভির্দ্দেবসত্তমৈঃ।
সসুরাসুরগন্ধর্বৈ র্যক্ষ রক্ষোপ্সরোগণৈঃ॥ ১২২

সমস্ত শক্তিগণের সহিত প্রাণিসকল, ইন্দ্রাদি দেব, সমস্ত সুরাসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরগণের সহিত॥১১২

স নাগোরগপৈশাচ বিদ্যাধরমুনীশ্বরৈঃ।
সিদ্ধচারণ দেবর্ষি রাজর্ষি দনুজৈঃ সহ॥ ১২৩

নাগগণ-সর্পগণ, পিশাচগণ, বিদ্যাধর, মুনীন্দ্রগণ, সিদ্ধ চারণ, দেবর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতি এবং দানবগণের সহিত॥ ১২৩

বেতালখগকুষ্মাণ্ড ডাকিনীপুতনাদিভিঃ।
স নক্ষত্রগ্রহবর প্রমথৈর্যাতুধানকৈঃ॥ ১২৪

বেতাল, পক্ষী, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনী, পুতনাদি এবং গ্রহ, প্রমথগণ যাতুধানগণের সহিত॥ ১২৪

দেবোরুশক্ত্যা সংবিষ্টাঃ স্বরাজিব্রহ্মণিদ্বিজাঃ।
তস্যোরুরোম কূপেষু স্থিতাব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ॥ ১২৫

হে দ্বিজগণেরা! উক্ত সকল বস্তুর সহিত প্রাণিনিকর সেই পরম দেব নারায়ণের উরুশক্তি কর্তৃক ঐ স্বরাট্ পরব্রহ্মে সংপ্রবিষ্ট হইবেক। সেই ভগবানের অতি স্থূল কলেবরে প্রত্যেক লোমকুহরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত হইয়া রহিবেক॥ ১২৫

সবিকাশমনন্তাস্তে হ্যনন্তস্যতমুৎকরে।
সোপধানং সপর্য্যঙ্কং কোটিভাস্করভাস্বরম্॥ ১২৬

সেই অপরিসীম পরমাত্মা নারায়ণের বৃহচ্ছরীর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য সমুদ্রমধ্যে অসংখ্য নাগপর্য্যঙ্ক উপাধানের সহিত পাতিত তাহাতে কোটি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান স্বপ্রকাশ অসংখ্য ভগবৎ বিষ্ণুর বিভূতি রূপ শয়ন করিয়া থাকেন॥ ১২৬

বিরাটরূপমেকাব্ধৌ শয়িতং পরমং শিশুম্।
তং দেবেশবরং শক্ত্যারাধাদ্যাপরিসেবিতম্॥ ১২৭

সেই বিরাটরূপ ভগবান্ অতিশিশুর ন্যায় একার্ণব জলে শয়ন করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবেশ ভগবান্ তৎকালে পরমোত্তমা রাধাদি পরাশক্তি কর্তৃক সুসেবিত হ'ন॥ ১২৭

পরাৎপরাবরা শক্তি রাধাদ্যাঃ পরমোত্তমাঃ।
মহাবিদ্যামহাসূক্ষ্মা চিদ্রূপাবিশ্বমোহিনী॥ ১২৮

অনন্তরূপা, পরাৎপরা, পরমোত্তমা রাধাপ্রভৃতি প্রকৃতি সকল তাঁহার উরুশক্তি; সেই রাধা আত্মা প্রকৃতি অতিসূক্ষ্মা বিশ্বমোহনকারিণী চিৎস্বরূপা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা হয়েন ॥ ১২৮

জ্যোতিরূপানিরাকারা ভ্রাম্যমাণামুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১২৯

জ্যোতিরূপা, নিরাকারা, সর্ব্ববিকারহীন সেই রাধা তৎকালে বারংবার একার্ণবে ভ্রাম্যমাণা হয়েন ॥ ১২৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম-সপ্তর্ষি-সম্বাদে মহাপ্রলয়বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই ব্যাস প্রণীত পরমহংস সংহিতায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে সপ্তর্ষি সংবাদে মহাপ্রলয়বর্ণনং নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

——•:•:•——

সৃষ্টিবর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—ততোবর্ষসহস্রাণি শতানি চ সহস্রশঃ।

তেজঃপুঞ্জং ভ্রমদ্দিব্যং নিরালম্বমলম্বনম্ ॥ ১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে বৎস! শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসর পরিমাণে ঐ তেজঃ স্বরূপা আত্মা প্রকৃতি রাধা নিরালম্বকে অবলম্বন করিয়া তেজঃপুঞ্জ-রূপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১

সিসৃক্ষুরযোনিস্নিগ্ধা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।

উরস্তমুরুকর্ম্মাণমুরুক্রমমজীজনৎ ॥ ২

সেই অযোনি রাধা সৃষ্টিকরণেচ্ছায় সাকারা হইয়া সুস্নিগ্ধ রূপা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক নারীরূপে প্রকাশ হইলেন। অনন্তর স্বীয় হৃদয় হইতে উৎকৃষ্ট উরুকর্ম্মা, উরুক্রম অর্থাৎ সর্ব্বান্তরগামী-একপুরুষকে উৎপন্ন করেন ॥ ২

বালমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাভং কোট্যাদিত্যোরুতেজসং।

জাতমাত্রং সৃজেত্যুক্তা মায়য়ান্তর্হিতাক্ষণাৎ ॥ ৩

সেই উৎপন্ন বালক বৃদ্ধাঙ্গুলির এক পর্ব্বের ন্যায় দৃশ্য, কিন্তু কোটি সূর্য্যাপেক্ষা অতিশয় তেজস্বান্। তাঁহার আবির্ভাব হইবামাত্রই রাধা তাঁহাকে সৃষ্টি কর এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হয়েন ॥ ৩

তদাস্বপ্নোপমাদৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়াস্পদং।
অচিন্ত্যয়দমেয়াত্মা কিং কর্ত্তব্যমিতোময়া ॥ ৪

পরম বিস্ময়াধার স্বপ্নের ন্যায় রূপ দর্শন করিয়া সেই অপরিমেয় আত্মা শিশু চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? অর্থাৎ এই পরম রূপবতী প্রকৃতি, কে? কোথা হইতে আসিয়া শুদ্ধ সৃষ্টি কর এই আজ্ঞা করিয়া অদর্শনা হ'ন, ইনি কে? ইহা নিশ্চয় করিতে পারি না, অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৪

একার্ণবজলেশ্বত্থদলমেকমবেক্ষসঃ।
তত্রৈবসহসোত্থস্থা কুরুশক্ত্যাদৃঢ়ীকৃত ॥ ৫

এইরূপ চিন্তা করতঃ সহসা সেই একার্ণব জলে একটি অশ্বত্থপত্র ভাসিতেছে, তদ্দৃষ্টে স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় শরীর করিয়া সেই অশ্বত্থপত্রোপরি উত্থিত হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৫

এবং কিয়ন্তং কালং সো নৈষীদশ্বত্থপর্ণকে।
ভাসমানার্ণবেব্রহ্মন্ প্রসুপ্তমিববালবৎ ॥ ৬

হে ব্রহ্মন্! সেই অশ্বত্থপত্রের উপর উত্থিত পুরুষ নিদ্রিত বালকের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া একার্ণব জলে কিছুকাল ভাসমান হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ঋষিরুবাচ।—শ্রুতোস্মাভিঃপুরানাথ মার্কণ্ডেয়োমহামুনিঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবি চ মৃতোবাস্থিত এব বা ॥ ৭

ব্রহ্মোক্তি শ্রবণে ঋষিগণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নাথ! হে ব্রহ্মন্! আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে সপ্তকল্পান্তজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয়, তিনি ঐ প্রলয়কালে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন বা মৃত হইয়াছিলেন? ৭

নাত্রকিঞ্চিত্তয়োক্তং নঃ সন্দেহোনোমহানভূৎ।
তস্যোদারমতে ব্রহ্মন্ কর্ম্মাণিশংসনঃ ॥ ৮

হে ব্রহ্মন্! তদ্বিষয়ের কোন কথাই আপনি কহিলেন না, তন্নিমিত্ত আমাদিগের মনে মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সেই উদারকর্ম্মা মহামতি মার্কণ্ডেয়ের তাৎকালীক মহৎকর্ম্ম সকল আমাদিগকে বিস্তার করিয়া বলুন। ৮

ব্রহ্মোবাচ।—একার্ণবজলেতিষ্ঠন্ মর্জ্যোমর্জ্যসত্তমঃ।
মৃকণ্ডুতনয়োধীমান্ মুহুর্গ্লানিমবাপ্য চ॥ ৯

ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন। শ্রবণ কর, একার্ণবজলে নিপতিত হইয়া ঋষি সত্তম মৃকণ্ডু নন্দন, কথন স্থির, কথন জলে বিমগ্ন কথন বা ভাসমান, মরণোন্মুখ কালের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া, অবসন্ন হইতে লাগিলেন॥ ৯

অস্তৌষীদীশ্বরং বিষ্ণুং সুরুচিক্রমবিক্রমম্॥ ১০

মহামুনি মার্কণ্ডেয় নিরুপায় হইয়া, তখন শোভন দীপ্তিমান উরুকর্ম্মা জগদীশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—নমঃ পাথোজনেত্রায় পাথোজাঙ্ঘ্রি করায় চ।
পাথোজননাভায় পাথোজাস্যায়তে নমঃ॥ ১১

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ নারায়ণকে গদগদস্বরে স্তুতি করিতেছেন। হে ভগবন্! তুমি প্রফুল্ল জলজ নেত্র; জলজ-কর, জলজনাভি, জলজ-বদন বিশিষ্ট তোমাকে আমি নমস্কার করি॥ ১১

হৃষীকেশায়দেবায় হ্রীকপতয়ে যনমঃ।
নমঃস্বান্তাব্জহংসায় গোপীনাথায় তে নমঃ॥ ১২

হে হৃষীকেশ দীপ্তিমান দেহ, ইন্দ্রিয়াধিপতি, গোপীনাথ, গোপীমানস পদ্মহংস শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং প্রস্তুববতস্তস্য মুনেরাসীৎপুরোগতঃ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পর্ব্বমাত্রাভঃ কোটিভাস্করসন্নিভঃ॥
অশ্বত্থদলমধ্যস্থ ইদমাহমুনিং হসন্॥ ১৩

ঋষিগণ প্রতি জগদ্ধাতা ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষিগণেরা! এইরূপে ভগবান্‌কে স্তব করিলে পর কোটি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান অশ্বত্থপত্রের মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব ন্যায় এক বালক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের অগ্রভাগে সমাগত হইয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা কহিলেন॥ ১৩

বৎস তেভির্ন কর্ত্তব্যা সপ্তকল্পান্তজীবিনা।
এহিধাস্যে যদা তে ভির্জায়তেরক্ষণং তদা॥ ১৪

হে বৎস! তুমি সপ্তকল্পান্তজীবী, তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য নহে। এস, তোমাকে আমি ধারণা করি, এবং তোমার যে ভয় জন্মিয়াছে সেই ভয় হইতে তোমার রক্ষা হইবেক॥ ১৪

গিরমীরয়তস্তস্য মুনিরেবং নিশম্য চ।
জহাসাশ্বত্থপর্ণস্থ পুরুষস্য তদা গিরম্ ॥ ১৫

ভগবান মার্কণ্ডেয়কে এই কথা কহিলে পর, সেই অশ্বত্থদলস্থিত বাল পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় উপহাস করিলেন ॥ ১৫

মনসাচিন্তয়েবং মুনির্বৈশ্বানরোপমঃ।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঙ্গঃ পুরুষোশ্বত্থপর্ণকে ॥
শেতেমেরক্ষণায়ৈব ক্রমোয়ং বা কথং ভবেৎ ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় মুনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বাকৃতি বালক অশ্বত্থপত্র মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহার দ্বারা এই প্রলয়জলে আমার রক্ষা কি প্রকারে হইবে? ইহা ভাবিয়া তদ্বাক্য প্রতি তাঁহার উপহাস উপস্থিত হইল ॥ ১৬

ভাবমাজ্ঞায়বিশ্বস্য ভাবজ্ঞো মধুহাহরিঃ।
বভাষে বচনং স্থায়ং মেঘগম্ভীরয়াগিরা ॥ ১৭

সর্ব্ব জগতের ভাবজ্ঞ ভগবান্ মধুসূদন মুনির চিত্তস্থ ভাব জানিয়া, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে, ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।—স্বাগতস্ত হি বিপ্রেন্দ্র মাতেস্তমতিরীদৃশী।
ময়ীশ্বরেশ্বরেণৈব প্রহাসোযুজ্যতে তব ॥ ১৮

সকরুণ বাক্যে ঋষিবরকে ভগবান্ কহিতেছেন। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি এমন বুদ্ধি করিও না। আমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, আমা কর্ত্তৃক উক্ত বাক্যে তোমার উপহাস করা কি উপযুক্ত হয়? ১৮

ব্রহ্মোবাচ।—তৎশ্রুত্বা বচনং তথ্যং হিতমুক্তং মহাত্মনা।
ন পথ্যমিতিমত্বা তদগাদন্তিকমেব সঃ ॥ ১৯

ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন। হে ঋষিগণ! মহাত্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক হিতযুক্ত সেই তথ্যবাক্য শ্রবণ করতঃ মার্কণ্ডেয় তদ্বাক্যকে পথ্য বলিয়া মান্য না করিয়া তিনি ক্রমে তন্নিকটে গমন করিলেন ॥ ১৯

লীলয়ৈব তদশ্বত্থ পর্ণেঽঙ্গুষ্ঠং দদন্মুনিঃ।
সোপারমহিমত্বাত্তু নৈবমানং প্রবুধ্যতে ॥ ২০

মুনিবর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সেই অশ্বত্থপত্রোপরি অবলীলায় অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। কিন্তু ভগবানের অপার মহিমাহেতুক এই অশ্বত্থদলের যে কতদূর পরিমাণ এবং সেই শিশুর কলেবর যে কি প্রমাণ, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না ॥ ২০

ততোবলেন মহতাদদদঙ্গুষ্ঠমাত্মনঃ।
ন বুদ্ধাতস্যাত্তস্মানং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ২১

অনন্তর মহর্ষি মার্কণ্ডের বল দ্বারা সেই অশ্বত্থপত্রে অঙ্গুষ্ঠ প্রদানপূর্ব্বক যখন তাহার পরিমাণ করিতে পারিলেন না, তখন মহাবিস্ময়যুক্ত হইয়া অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। হা! এ কি? এই বিস্ময়সূচক বাক্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন॥ ২১

আরুহ্য স মুনিস্তত্র শ্বসন্ বিল ইবোরগঃ।
শ্বস্তেন তেন বিশ্বস্ত আসীন শাঙ্গ´ধন্বনঃ॥ ২২

সেই অশ্বত্থপত্রে আরোহণ করতঃ গর্ত্তস্থিত সর্পের ন্যায় মুনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ কর্ত্তৃক আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ঐ অশ্বত্থ-পত্রে উপবেশন করিলেন॥ ২২

চিন্তয়ামাস দেবস্য মায়াং তাং বিশ্বমোহিনীং।
মানবেন ময়াশক্যাং বোদ্ধুং কিং শাঙ্গ´ধন্বনঃ॥ ২৩

ঐ অশ্বত্থপত্র মধ্যে বসিয়া মার্কণ্ডেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ভগবান্ দেব দেব শাঙ্গ´ধনু নারায়ণের এই বিশ্বমোহিনী মায়া,—আমি স্বল্পবুদ্ধি মানব, আমাকর্ত্তৃক ইহার বোধ করা অশক্য অর্থাৎ ভগবন্মায়া বোধ করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য॥ ২৩

যন্মায়া মোহিতো ধিয়োহ্যপি সর্ব্বেদিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ যন্মায়া মোহিতা ভবন্॥ ২৪

যাঁহার মায়াতে সকল দেবগণ মোহিতবুদ্ধি এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিদেবও যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া রহিয়াছেন॥ ২৪

চিন্তয়ন্দেব মায়াং স দেবশক্ত্যা প্রচোদিতঃ।
প্রাবিশ হৃদরং তস্য দেবশক্তি বলাৎকৃতঃ॥ ২৫

এইরূপ দেবমায়াতে চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরশক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মার্কণ্ডেয় দেবশক্তিদ্বারা বালরূপী ভগবানের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ২৫

প্রবিষ্টোদরমধ্যং স তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
সবিকাশং স্থিতাঃ সর্ব্বে রোমকূপেষু সর্ব্বশঃ॥ ২৬

অনন্তর ভগবানের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মার্কণ্ডেয় তথায় সুপ্রকাশ রূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সকল লোমকূপে অবস্থিত দর্শন করিলেন॥ ২৬

কোটিশঃ পদ্মজন্মানো বিষ্ণবঃ পশুপাস্তথা।
ইন্দ্রাশ্চন্দ্রাগ্রহাদিত্যা বসবোথাশ্বিনাবপি॥ ২৭

সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা, অনন্তকোটি বিষ্ণু, অনন্তকোটি শিব,

অনন্তকোটি ইন্দ্র, চন্দ্র, গ্রহ ও আদিত্যগণ এবং অনন্তকোটি বসু ও অশ্বিনীকুমারাদির অধিষ্ঠান ॥ ২৭

যক্ষ রাক্ষস বেতাল কুষ্মাণ্ডোরগ কিন্নরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পিশাচা স্থরচারণাঃ ॥ ২৮

এবং অনন্তকোটি যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, উরগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, পিশাচ ও অসুরগণেরা অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২৮

রাজানোমুনয়ঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ সরাংসি চ।
অব্ধয়ঃ খেচরা নাগা নাগকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৯

আর সকল রাজাগণ ও পর্ব্বত, সরোবর সকল, সকল সমুদ্র, আকাশচর, পক্ষীত্যাদি এবং নাগগণ ও নাগকন্যাগণ সহস্র সহস্র বিচরণ করিতেছে ॥ ২৯

অজাবয়শ্চ গাবশ্চ মহিষোষ্ট্র খরাস্তথা।
ঋক্ষা ব্যাঘ্রাবরাহাশ্চ তরক্ষু মৃগজাতয়ঃ ॥ ৩০

অপর—অজ, মেষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ এবং ভল্লুক, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরক্ষু ও মৃগজাতি সকল যূপে যূপে কোটি কোটি ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ সানুগাস্তথা।
বাহনানি চ শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৩১

প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও বর্ণশঙ্করাদি জাতি সকল এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি বাহন সকল, আর শাস্ত্র শস্ত্রাদি সমূহের অবস্থান আছে ॥ ৩১

নগরাণি বিচিত্রাণি পুরাণ্যুপবনানি চ।
হয়-হস্তি সমূহাশ্চ রথ্যাঃ শত সহস্রশঃ ॥ ৩২

এবং বিচিত্র নগর সকল ও পুরী উদ্যানাদি সকল, আর হস্তী সমূহ, অশ্ব ও শত শত সহস্র সহস্র রথ সকল স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৩২

যথাবয়ো যথাস্বত্বং যথাস্থানং যথাবলং।
যথাশক্ত যথোৎসাহং তথাক্রমমবস্থিতম্ ॥ ৩৩

যেমন বয়স, যেমন সত্ব, যেমন স্থান, যেমন বল, যেমন শক্তি, যেমন উৎসাহ সেইরূপ সকল সম্পন্নরূপে বিরাটোদরে সমবস্থিত আছে ॥ ৩৩

ভ্রমন্ পর্য্যধোবিদ্বান্ বায়ুবৎ পরিতো দ্বিজাং।
শ্রান্তোদীনমনা ব্যগ্রঃ ক্ষুধাব্যাকুল চেতনঃ ॥ ৩৪

বিদ্বান্ মার্কণ্ডেয় বায়ুবৎ উপরি ও অধোভাগে ঐ উদর মধ্যে ভ্রমণ করতঃ অতিশয় শ্রান্ত ও দীনমনা এবং ক্ষুধায় ব্যাকুল ও আহারার্থ অতিশয় ব্যগ্র চিত্ত হইলেন ॥ ৩৪

পূর্ব্ববৎ সংস্থিতং সর্ব্বং জগন্মেনে মুনিস্তদা।
নভৈক্ষ্যং নস ভোজ্যং বা নপেয়ং চাপি কিঞ্চন ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবানের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রলয় যে হইয়াছে ইহা উপলব্ধ করিতে পারিলেন না, যেমন পূর্ব্বে ছিল সেইরূপ জগৎ সংস্থান মাত্র করিলেন, কেবল ভক্ষ্য ভোজ্য বা পেয়াদি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৫

ভ্রমন্নুন্মত্তবত্তেষু, ব্রহ্মাণ্ডেষু সহস্রশঃ।
ক্ষণাৎ বহিরগাত্তস্মাৎ পাথোজজননাঙ্ঘ্রিকং ॥ ৩৬

প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবদিচ্ছায় ক্ষণমাত্রে মার্কণ্ডেয় ভগবদুদর হইতে বাহিরে আইলেন, তখন একার্ণব সলিলময় ব্যতীত আর কিছুই দর্শন হইল না, কেবল জগদ্ধাতার চরণ যুগল মাত্র অবলোকন করিলেন ॥ ৩৬

মনসেব মনোমুঞ্চন্ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ!
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য পর্ণমাশ্বত্থমেবসঃ।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরম্ ॥ ৩৭

অনন্তর মৃকণ্ডু-নন্দন মনেতে মনযুক্ত করতঃ ভক্তিতে নম্রশরীর ও নতমস্তক হইয়া ভগবৎ পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে ভর করত ঐ অশ্বত্থ-পত্রোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অতি কঠিন ব্রত ধারণ পূর্ব্বক বহুসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৩৭

ইত্থংপ্রতপতস্তস্য নাভ্যামব্জমজায়ত।
অনন্তকোটয়স্তস্মাম্মুখাশ্চাব্জযোনয়ঃ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় ঋষির ঐ তপস্যাকালের মধ্যে ভগবানের নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। সেই পদ্মে আমার মতন চারিমুখ অনন্তকোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় ॥ ৩৮

অথ মার্কণ্ডেয় তথা ক্ষুধাসংবিগ্ন মানসঃ।
শয়ানং পর্ণপর্য্যঙ্কে দেবদেবং রমাপতিং।
আদদৌ প্রণতোবাচং প্রণত্যা সঙ্গতং মুনিঃ ॥ ৩৯

মার্কণ্ডেয় তথায় ক্ষুধায় সংবিগ্নমনা হইয়া পত্রপর্য্যঙ্কশায়ী দেবদেব, লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করিয়া প্রণত মস্তকে সুবিনীত রূপে স্তব করিয়া কহিতেছেন ॥ ৩৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—দীনানুকম্পিন্ দীনেশ দীনপালক-পালক।
দীনত্রাণ পরো দীন রিপু-সঙ্কটমর্দ্দন ॥ ৪০

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় একার্ণবশায়ী ভগবানকে স্তব করিয়া কহিতেছেন। হে দীনানুকম্পিন্! হে দীনেশ! হে দীনপালক! হে পালক! হে দীনতারণ-পরায়ণ! হে দীনের রিপুসঙ্কট মর্দ্দন! ৪০

দীনোদ্ধার করো দীন ভক্ত্যভীপ্সিতদায়কঃ।
ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দৌরাত্ম্যং ক্ষম মে প্রভো॥ ৪১

হে প্রভো! তুমি দীনজনের উদ্ধারকারক, সুদীন ভক্তদিগের অভিলাষিত ফলদায়ক। আমি ভক্তিহীন, মূর্খতম, আমার দুরাত্মতা ক্ষমা কর॥ ৪১

অজ্ঞানতস্ত্বাং তত্ত্বেন কস্তত্ত্বজ্ঞো ভবেত্তব।
নমঃ পঙ্কজনাভায় পঙ্কজাস্যায়তে নমঃ॥ ৪২

হে পঙ্কজনাভ! হে পঙ্কজানন! তোমাকে নমস্কার করি, আমি তবতত্ত্বানভিজ্ঞ আমাকে কৃপা কর, তোমার স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞ কে আছে? ৪২

পাহি মাং পাদপাথোজে শরণাগতমাশুতে।
ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং মর্দ্দিতং নাশ কৃপয়া মাং সমুদ্ধর॥ ৪৩

হে প্রভো! আমি তোমার পাদপদ্মে সমাশ্রয় লইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর। হে নাথ! সম্প্রতি ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি অতএব কৃপা করত আমাকে শীঘ্র উদ্ধার কর॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।—সব্য পার্শ্বস্থ শুন্যোমে পিবস্তন্যং পয়োমূলে।
যথেষ্টমবিশঙ্কেন মনসা ভৃগুনন্দন॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয়ের করুণোক্তি শ্রবণে সানুকম্পিত বাক্যে ভগবান্ তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ভৃগুনন্দন! হে মুনে! তুমি শঙ্কারহিত চিত্ত হইয়া যথা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার সব্য পার্শ্বস্থিতা এই কুক্কুরীর স্তন্যদুগ্ধ পান কর॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।—গিরং নিশম্য বিপ্রর্ষের্বাক্যং ভগবতস্তদা।
অচিন্তয়ন্মহাযোগী কিং কর্ত্তব্যয়মিতো ময়া॥ ৪৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরা প্রভৃতিকে কহিতেছেন। হে ঋষিবরেরা! এই ভগবৎ বাক্য শ্রবণ করত মহাযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?॥ ৪৫

ক্ষুধার্দ্দিপেন শ্রান্তেন প্রাপ্তকালং হিতং মম।
এবং চিন্তয়তস্তস্যমতিরাসীন্মহাত্মনঃ॥
পেয়মেব তদবশ্যং দেববাক্যাদশঙ্কয়া॥ ৪৬

ক্ষুৎপীড়ায় পীড়িত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি এবং আহারাভাবে মরণসময় প্রাপ্ত প্রায়, ইহাতে আমার শুনী-দুগ্ধও হিতসাধক, অর্থাৎ যদিও অপেয় তথাপি এ সময় হিতকারক বটে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের তৎ ক্ষীরপানে এই মতি হইয়াছিল যে, অশংসয় দেববাক্যে কুক্কুরী দুগ্ধপান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪৬

ততস্তপো মহাতেজা স্তন্যং ক্ষীরমনন্যধীঃ।
পিবতস্তস্য বিপ্রর্ষেঃ ক্ষণাদন্তরগাদ্ধরিঃ ॥ ৪৭

অনন্তর মহাতেজস্বী মার্কণ্ডেয় অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যের প্রতি নির্ভর করত শুনীর স্তন্য-দুগ্ধপান করিলে পরে বিপ্রর্ষিবরের সাক্ষাতে ক্ষণমাত্রে ভগবান্ হরি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন ॥ ৪৭

অন্তর্হিতং হরিং বীক্ষ্য বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা সম্বিগ্নেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৮

ভাগবানকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মহাবিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত দ্বিজোত্তম মার্কণ্ডেয় উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তিরথবাজ্ঞানবিপ্লবঃ।
আঃ কিমেতদহোদৃষ্টং কিমেতদ্দেবমায়য়া ॥ ৪৯

মার্কণ্ডেয় মনে মনে এই ভাবনা করিতে লাগিলেন। আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মনোভ্রম জন্মিল, অথবা আমার কি জ্ঞান বিপ্লব হইল? আহা আমি কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, একি দেবমায়া দ্বারা এই চমৎকৃত বিষয় অবলোকন করিলাম ॥ ৪৯

মোহিতো নৈব জানামি তথ্যং বা তথ্যমেব বা।
সুপ্তির্নাস্তিকুতঃস্বপ্নং ভ্রমং নৈবোপলক্ষয়ে ॥ ৫০

আমি নিশ্চয় দেবমায়াতে মোহিত হইয়া ইহার তথ্যাতথ্য বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিলাম না। নিদ্রা নাই স্বপ্ন কোথায়, ভ্রমও দেখিতে পাই না। অতএব দেবমায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইলাম, ইহাই নিশ্চিতাবধারণা হয় ॥ ৫০

অহোনার্য্যো মহোকষ্টং হস্তপ্রাপ্তোমণির্ময়া।
নিরস্ত ক্ষুদ্রমতিনা ময়েতি পরিচিন্তয়ন্ ॥ ৫১
বিললাপচিরং দীনো দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসন্মুনিঃ ॥ ৫২

আমি কি অনার্য্য, আহা আমার কি কষ্ট, আমি অতি ক্ষুদ্রমতি হস্তে মণি প্রাপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইলাম, এইরূপ চিন্তামগ্নচিত্তে শোক করিতে লাগিলেন। এবং দীনমনা হইয়া দীর্ঘ অথচ উষ্ণনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুকাল বিলাপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৫১—৫২

ব্রহ্মোবাচ।—সং প্রহৃত্য তদাত্মানং ভগবান্ মধুসূদন।
চিন্তয়ামাস মনসা সাস্থজেত্যব্রবীদ্বচঃ॥ ৫৩

ঋষিগণ প্রতি ব্রহ্মা কহিতেছেন। মার্কণ্ডের তদবস্থায় মৌনাবলম্বনে একার্ণবে ভাসমান হইয়া কালযাপন করুন। এখানে অন্তর্হিত হইয়া ভগবান্ আত্মমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। (আমি কি করিতে উৎপন্ন হইলাম) তখন সেই পরমা শক্তি শূন্য হইতে তাঁহাকে সৃষ্টি কর এই কথা মাত্র কহিলেন॥ ৫৩

কথমজ্ঞেন মূঢ়েন স্রষ্টব্যাঃ বিবিধাঃ প্রজাঃ।
ইত্থং বিলপতস্তস্য তপস্যেব মনোগমৎ॥ ৫৪

অনন্তর ঐ বাক্য মাত্র শ্রবণ করিয়া নারায়ণ এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে আমি গুণহীন মূঢ়প্রায়, সৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ, কি প্রকারে বিবিধ প্রজা আমাকর্তৃক স্রষ্ট হইবে। এরূপ আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার তপস্যার প্রতি মন গমন করিল, অর্থাৎ তপস্যা করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল॥ ৫৪

নিমীল্যনেত্রে যতবাক্শান্তঃ স্বান্তোর্দ্ধদৃষ্টিকঃ।
অচিন্ত্যদমেয়াত্মা তৎপাথোজননাভ্রিক॥ ৫৫

অমেয়াত্মা ভগবান্ কমলচরণ, যুগলনয়ন মুদ্রিত করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত রূপে মনকে ভ্রূযুগল মধ্যে সংস্থাপন করতঃ উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৫৫

মনস্যেব মনোযুঞ্জন্ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্যপর্ণমাশ্বত্থমেবসঃ॥ ৫৬

মনেতে মনযুক্ত করত ভক্তিভাবে নত শরীর ও নত মস্তক হইয়া ভগবান্ বাসুদেব পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই প্রলয় সমুদ্রে অশ্বপত্রে ভর করিয়া অবস্থিত হইলেন। ৫৬

বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুশ্চরং।
ইত্থং প্রতপতস্তস্য নাভ্যামজমজায়ত॥ ৫৭

ঐ অবস্থায় বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই-রূপ তপস্যাতে যুক্ত থাকাতে তাঁহার নাভিমণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল॥ ৫৭

অনন্তকোটয়স্তস্মাৎ মম্মুখাজযোনয়ঃ।
আসংশ্চতুর্মুখাঃ সর্ব্বে স্রষ্টারো জগতাং তত॥ ৫৮

অনন্তর সেই পদ্মে আমার মত চতুর্মুখ পদ্মযোনি অনন্তকোটি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় সকলেই মৎসদৃশ, আপন আপন ব্রহ্মাণ্ডে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন॥ ৫৮

উরস্তোবিষ্ণবোপ্যাসন্ পালকা জগতাং দ্বিজাঃ।
উর্ব্বেরাসন্ মহাত্মানো রুদ্রারৌদ্রপরাক্রমাঃ॥ ৫৯

ঐ মহদ্বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে জগৎপরিপালক অনন্তকোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। আর উরুদ্বয় হইতে মহাত্মা ভয়ঙ্কর পরাক্রম অনন্ত কোটি রুদ্র উৎপন্ন হয়েন ॥ ৫৯

সংহর্ত্তারস্ত্রিজগতাং তমোগুণগণান্বিতাঃ ॥ ৬০

সেই সকল রুদ্র সমূহ তমোগুণ সমন্বিত, উৎপন্ন ত্রিজগতের সংহারকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু জগৎভর্ত্তা শিব সংহর্ত্তা হয়েন ॥ ৬০

পাথোজযোনয়ঃ সর্ব্বেমাদৃশোঽহঞ্চবিষ্ণুনা।
আজ্ঞপ্তাস্তপসাবৎসাঃ সৃজধ্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৬১

সেই সকল পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং আমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই আজ্ঞপ্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদিগকে তিনি এই আদেশ করেন, হে বৎস সকল! তপস্যা দ্বারা বিবিধ প্রকার প্রজা সৃজন কর ॥ ৬১

বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি প্রদায় পুরুষোত্তমঃ।
ক্ষণাদন্তর্হিতোঽস্মাকং পশ্যতাঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬২

সেই পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্ত বেদশাস্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিত হয়েন ॥ ৬২

অন্তর্হিতেভগবতি ঘোরেণতপসানঘাঃ।
হরিরাধয়তামব্জ-যোনানামুগ্রকর্ম্মণাম্ ॥ ৬৩

ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে পর নিষ্কলুষ ব্রহ্মাগণ ঘোর তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সকল ঘোর কর্ম্মা পদ্মযোনিদিগের শরীর হইতে তখন বিবিধ প্রজা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৩

মনবোঋষয়শ্চৈব স প্রজাপতয়স্তিমে।
আসন্নস্তপসা তেষাং বর্ণাশ্চত্বার এবতে ॥ ৬৪

ব্রহ্মাদিগের তপঃপ্রভাবে মনুগণ ও ঋষিগণ প্রজাপতিগণের সহিত উৎপন্ন হয়েন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতিরও উৎপন্ন হয় ॥ ৬৪

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্ শূদ্রা স্তেভ্যোজাতাঃ সহস্রশঃ।
ত্রয়োদশাদদক্ষঃ স্বা দুহিতৃকশ্যপায়যাঃ ॥ ৬৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি হইতে অনুলোম বিলোমজ সহস্র সহস্র জাতির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তমাধম মধ্যম ক্রমে অনেক জাতির জন্ম হয়। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ আপনার যে ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। তাহাতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হয় ॥ ৬৫

তাৎপর্য্য। দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্যা হয়। তন্মধ্যে ২৭ কন্যা চন্দ্রকে, ৮ কন্যা ধর্ম্মকে, ১১ একাদশ কন্যা রুদ্রকে, ১৩ কন্যা কশ্যপকে, ১ কন্যা মহাদেবকে দান করেন। এই ষষ্টি কন্যা পঞ্চদশজনকে প্রদান করিয়াছিলেন। কশ্যপ কর্ত্তৃক পরিণীতা কন্যা হইতে অনেক জাতীয় প্রজার উৎপত্তি হয়।

তাস্বাসন্‌দেবগন্ধর্ব্ব যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ।
নাগ কিংপুরুষা রক্ষোপ্সরঃ সিদ্ধপিশাচকাঃ॥ ৬৬

সেই সকল দক্ষকন্যা হইতে কশ্যপ দ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্প, নাগ, কিংপুরুষ, রক্ষ, অপ্সর, সিদ্ধ পিশাচাদির উৎপত্তি হয়॥ ৬৬

বিপ্রর্ষিরাজর্ষ্যাসুরর্ষিসংঘা মহর্ষিদেবর্ষি গুণৌঘযুক্তা।
তেজস্বিনস্তপ্ততপঃ সমাধয়ঃ সংতৃপ্ত দেবর্ষিগণাঃ প্রশান্তাঃ॥ ৬৭

ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, অসুরঋষি সমূহ এবং সর্ব্বগুণযুক্ত মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি তন্মধ্যে কঠিন তপোব্রত ও সমাধিযোগ প্রভাবে দেবর্ষিগণ অতি তেজস্বী, ইহারা সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ, সন্তৃপ্তচিত্ত, অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি হয়েন॥ ৬৭

খরোষ্ট্রমহিষা কাশ গবাশ্ব স্বশৃগালকাঃ।
গোজাবয়োশ্চ মার্জ্জারা দৈত্যেয়াশ্চৈদানবাঃ॥ ৬৮

গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, পক্ষী, অশ্ব, কুক্কুর, শৃগাল, এবং গো, মেষ, ছাগল, বিড়াল ও দৈত্য দানবাদি অনেক প্রজার উৎপত্তি হয়॥ ৬৮

তান্‌বক্ষে গণতোবিপ্রাঃ সংক্ষেপাত্তন্নিবোধতঃ।
অষ্ট্রোষট্‌ বজ্রিণোদিত্যাং আদিত্যাদ্বাদশাত্মলাঃ॥ ৬৯

হে বিপ্রগণ! শ্রবণ কর, তাহাদিগের গণ সংক্ষেপে কহিতেছি। অদিতি গর্ভে অষ্টাদশাত্মা বজ্রধর ইন্দ্র আর দ্বাদশাত্মা সূর্য্যের আবির্ভাব হয়॥ ৬৯

বসবোষ্টৌ যমাষ্টৌষট্‌ গ্রহনক্ষত্রভূষিতাঃ।
এতেসর্ব্বে মহাসত্বাঃ মহৌজো বলশালিনঃ॥ ৭০

অষ্টবসু, চতুর্দ্দশ যম, নবগ্রহ এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ইহারা সকলে মহাযশস্বী, মহৎজীব, মহাতেজস্বী ও মহাবলশালী হন॥ ৭০

নানা বর্ণবতঃ সর্ব্বে নানা স্বরবিভূষণাঃ।
অসন্‌ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ॥ ৭১

এই সকল প্রজা বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট, এবং বিবিধ প্রকার স্বর ভূষিত, ইহারা সকলেই মহাত্মা এবং পৃথিবীপরিপালক হন॥ ৭১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম-সপ্তর্ষিসংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঽধ্যায়। ২

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্ম সপ্তঋষিসম্বাদে প্রলয়ান্তর পুনঃ সৃষ্টিবর্ণন নামে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

তৃতীয় অধ্যায়

——০:*:০——

গুরুস্তব।

অঙ্গিরা উবাচ।—পয়োজজন্মনে তুভ্যং নমোঽস্তু পঙ্কজাসন।
পাথোজাস্যায়তে নাথ এতন্নেব সুরোত্তম ॥ ১

শ্রীপদ্মযোনি ব্রহ্মার বদনকমল বিগলিত মধুরাক্ষর শ্রবণে হর্ষমনা হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে পুনঃ নিবেদন করিতেছেন। হে পয়োজজন্মন্! অর্থাৎ পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে পদ্মাসন! হে পদ্মানন! হে নাথ! তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি। আপনি যে সকল তত্ত্বাখ্যান কহিলেন। হে সুরোত্তম! ইহা আমাদিগের প্রশ্ন নহে ॥ ১

প্রশ্নস্য কৃতপূর্ব্বস্য হরিস্তেপে তপঃ কথম্।
অত্রোত্তরপদং নৈব লব্ধং তে সুরপূজিত ॥ ২

হে দেবপূজিত ব্রহ্মন্! আমাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের এই অভিপ্রায় যে হরি কি নিমিত্ত কাহার তপস্যা করিয়াছিলেন। আপনি যাহা কহিলেন ইহাতে তৎ প্রশ্নের উত্তর-বাক্য তোমা হইতে কিছুমাত্র লাভ করা হইল না ॥ ২

দ্বৈপায়ন উবাচ।—প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনোব্জ সমুদ্ভবঃ।
হসন্নিব গিরং বিদ্বন্নাদদৌ প্রশ্ন পূর্ব্বতঃ ॥ ৩

অনন্তর লোমহর্ষণকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন কহিতেছেন। হে বিদ্বন্! অঙ্গিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মানন পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রসন্ন বদনে ইষৎহাস্য করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ।—নেতাবদ্বহুক্তং প্রশ্নস্য ভবিষ্যতি তবানঘ।
প্রসঙ্গাদুক্তমেতত্তু সংক্ষেপেণ ময়াধুনা ॥ ৪

ব্রহ্মা কহিতেছেন,—হে অনঘ! নিষ্কল্মষ অঙ্গিরা, এতাবৎ তব প্রশ্নের উত্তর করা হয় নাই অধুনা সংক্ষেপে প্রসঙ্গতঃ প্রলয়াদির আখ্যান কহিলাম ॥ ৪

তাৎপর্য্য। সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ অশ্বত্থোপরি অধিষ্ঠান করত পরমাত্মা প্রকৃতিকে প্রসন্ন করিবার কারণ তপস্যা করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪

তপঃ প্রতপতস্তস্য কালোবহুতরোগতঃ।
আবিরাসীত্তদা মায়া রাধা প্রকৃতিরুত্তমা ॥ ৫

হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থপত্রোপরি অবস্থিত ভগবানের তপস্যায় অনেককাল গত হইয়া যায়। অনন্তর সর্ব্ব প্রকৃতি উত্তমা মহামায়া রাধা আবির্ভাব হয়েন ॥ ৫

সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টা ভুজৈঃষড়্ভিঃ সমন্বিতা ॥ ৬

ছয় হস্ত সমন্বিতা সর্ব্বপ্রকৃতির উৎকৃষ্টা ভগবতী রাধা, যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ সংমোহিত, নারায়ণের তপস্যায় তিনি পরম কৃপাযুক্তা হইলেন। অর্থাৎ কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক দর্শন দিলেন ॥ ৬

কোটি ভাস্কর সঙ্কাশা স্বভাসা ভাস্বতী দিশঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ॥ ৭

কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, স্বীয় অঙ্গ দীপ্তিতে দশদিককে দেদীপ্যমান করিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধানা, রক্তমাল্য এবং রক্তগন্ধ চন্দনাদিতে অনুলিপ্তগাত্রা ॥ ৭

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ুরমুকুট দ্যোতিতচ্ছবিঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ বদনা পঙ্কজাসনা ॥ ৮

শ্রুতিমূলে রক্তকুণ্ডল, করযুগলে অঙ্গদ ও কেয়ূর শোভিত, শিরোপরি রত্নমুকুটোজ্জ্বল, সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণ কমল বদন, পদ্মাসনে অবস্থিতা ॥ ৮

শঙ্খঃ চক্রং গদাং শক্তিং কৃপাণং মুষলং মুনে।
বিভ্রতী পরিতো দেবৈ ব্র্ক্ষবিষ্ণু পুরোগমৈঃ ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তৈস্তুতৈ দে'বী ভক্তাভীপ্সিতদায়িনী ॥ ১০

হে মুনে! ছয়হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শক্তি, কৃপাণ মুষল এই ছয় অস্ত্রধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণ পরিবেষ্টিতা ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক অপরিসীম-গুণবর্ণন রূপ স্তব দ্বারা সংস্তুতা, ঐ রাধা ভক্তদিগের অভিলষিত ফলপ্রদায়িনী হয়েন ॥ ১০

তস্যাস্তু রোমকূপেষু বিদ্বন্ ব্রহ্মাণ্ড কোটয়ঃ।
অনন্তাঃ সহ বিষ্ণ্বীশ ব্রহ্মাণঃ সহবাহনাঃ ॥ ১১

সেই মহাশক্তি রাধার প্রতিলোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড গণনায় অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড হয়। সেই প্রতিব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সহিত বিষ্ণুর অবস্থান ও সবাহন সদাশিবের এবং ব্রহ্মার অবস্থান হয় ॥ ১১

সধরাঃ সহ পাতালাঃ সনাকাঃ সসুরাস্তথা।

দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলিনা বিপ্রা দণ্ডবৎ প্রণমাম চ ॥ ১২

হে বিপ্রগণ! পৃথিবী পাতাল স্বর্গ ও সমস্ত দেবাদিগণকে তল্লোমবিবরে অবলোকন করত ভগবান্ নারায়ণ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ঐ রাধাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২

মেঘ গম্ভীরয়া বাচা হসন্তী জলজাননা।

বভাষে বাক্যমব্যগ্রা জগন্মোহন-মোহিনী ॥ ১৩

অনন্তর কমলবদনী, জগন্মোহনমোহিনী রাধা ঈষৎ হাস্যযুক্তা হইয়া স্পষ্টাক্ষর যুক্ত সুস্নিগ্ধ বাক্যে নারায়ণকে কহিলেন ॥ ১৩

দেব্যুবাচ।—শৃণুবৎস বচোমহ্যং হিতং তে করবানি কিং।

রাধয়স্ব যথাতত্ত্বং ত্বং মাং পুরুষসত্তম ॥ ১৪

দেবী বলিলেন,—হে বৎস! হে পুরুষোত্তম! এক্ষণে আমি তোমার হিত কি করিব, তুমি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। যথা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তুমি আমাকে আরাধনা কর ॥ ১৪

ততস্তে সিদ্ধিকামস্য দৃঢ়া সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ১৫

হে বৎস! মদারাধন ফলে যে সিদ্ধি কামনা করিতেছে, তোমার সেই সিদ্ধি সুদৃঢ় প্রতিপন্না হইবে ॥ ১৫

শ্রীবসুদেব উবাচ।—কথং রাধ্যা ভবেস্মতি স্তপসা কেন বা মম।

কেনোপায়েন মে ব্রূহি যদ্যপিস্যার সুদুষ্করম্ ॥ ১৬

রাধার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেব প্রশ্ন করিতেছেন। হে মাতঃ! তুমি কি প্রকারে কোন্ তপস্যায় ও কোন উপায় দ্বারা আমার আরাধানীয়া হইবে তাহা আমাকে বল, যদিও তাহা অতি সুদুষ্কর হয় তথাপি আজ্ঞা কর ॥ ১৬

শ্রীদেব্যুবাচ।—গুরোঃ সকাশাৎ সাম্প্রাপ্য মন্ত্রং ব্রহ্ম সযন্ত্রকং।

ধ্যানং মালামাতৃকাখ্যং স সমাধিং সুরারিহন্ ॥ ১৭

মহাদেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে স্বরূপ উপদেশ কহিতেছেন। হে সুরারিহন্! গুরুর নিকট মন্ত্র, এবং ব্রহ্মস্বরূপ যন্ত্র ধ্যান ও মাতৃকাখ্যা মালা প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রমনে উপাসনা কর ॥ ১৭

তেনারাধয় যত্নেন ক্ষিপ্রং মাং সমবাপ্স্যসি।

গুরুণাদত্ত মন্ত্রেণ মনঃশুদ্ধি মবাপ্য চ ॥ ১৮

ক্ষিপ্রমারাধয়ন্ সিদ্ধো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯

সেই ধ্যান মন্ত্র ও যন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আরাধনা কর, তবে আমাকে অতি সত্বর প্রাপ্ত

হইবে। গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে আরাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে পারিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৮—১৯

তস্মাদাদৌ গুরুঃ পূজ্যঃ পরব্রহ্মময়ো হিঃ সঃ।
তৎপ্রসাদাদবাপ্যেব দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২০

একারণ গুরু সর্ব্বাদৌ পূজ্য, যেহেতু গুরু পরমব্রহ্ম হয়েন। গুরুপ্রসাদে মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে দেহধারীমাত্রেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয় ॥ ২০

ন মন্ত্রো গুরুণাদত্তো ন সপর্য্যা ন জাপনং।
গুরুপূজাং বিনা দেব নিষ্ফলং সকলং স্মৃতম্ ॥ ২১

হে দেব! যে মন্ত্র গুরু প্রদান না করেন, সে মন্ত্র—মন্ত্রই নহে, গুরুপূজা ব্যতীত দেবপূজা করিলে কিংবা গুরুমন্ত্র জপ বিনা অন্যমন্ত্র জপ করিলে, সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয় ॥ ২১

নৈব সিদ্ধির্বিনা জাতু শতলক্ষ জপেন তু।
অপ্রসন্নোগুরুর্যস্য দেবর্ষি পিতৃ ভূসুরাঃ।
ন গৃহ্নীয়াৎ জলং পুষ্পং নৈবেদ্যাদি কদাচন ॥ ২২

গুরু তুষ্টি বিনা শতলক্ষ মন্ত্রজপ করিলেও সিদ্ধি হয় না। যাহার প্রতি গুরু অপ্রসন্ন হ'ন, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণ তদ্দত্ত জল পুষ্প নৈবেদ্যাদি কদাচ গ্রহণ করেন না ॥ ২২

পিতৃ দেবর্ষি বিপ্রাগ্নি যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ।
গুরৌ প্রসন্নে কর্ত্তুং তে হ্যহিতং জাতু ন ক্ষমাঃ ॥ ২৩

যাহার প্রতি গুরু প্রসন্ন থাকে; পিতৃদেব ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নি ও যক্ষ রাক্ষস, গন্ধর্ব্বগণ তাহার অহিত সাধন করিতে সক্ষম হয়েন না ॥ ২৩

জপহোমার্চ্চনং সর্ব্বং সফলং গুরুতোষতঃ।
অনবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং যো মূঢ়ো দেবতাং যজেৎ।
স যাতি নিরয়ং ঘোরং দিব্যবর্ষাযুতাযুতম্ ॥ ২৪

গুরু তুষ্টিতে জপ হোম পূজাদি সকল সফল হয়। গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি দেবতার পূজাদি করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির অযুত বৎসর ঘোরতর নরকে বাস হয় ॥ ২৪

মনসাপি ন কর্ত্তব্যা গুরুনিন্দাং সুরারিহন্।
গুরো রাজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥ ২৫

হে সুর-শত্রুহারিন্! মনেও গুরুনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করেন, অর্থাৎ গুরুবাক্যে বশবর্ত্তী হন ॥ ২৫

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মন্ত্রে দেবার্চ্চনে দ্বিজাঃ।
যস্য নাস্তি মনঃশুদ্ধিঃ স দেহী নিরয়ী ভবেৎ ॥ ২৬

সেই মহাপ্রকৃতি রাধা নারায়ণকে কহিয়াছেন। হে শ্রীপতে! গুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে গমন করিতে হয় এবং দেব পূজায় ও মন্ত্রজপনে যাহার যাহার মনঃশুদ্ধি না হয়, সেই সেই দেহধারিজন নারকী হয় ॥ ২৬

গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম পূজ্যো ধ্যেয় স্ততোগুরু ॥ ২৭

গুরুই দেবতা, গুরুই পরাৎপর ধর্ম্ম, গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা এবং গুরুদেবই পরম ব্রহ্ম; একারণ গুরুই সকলের পূজ্য এবং ধ্যেয় হয়েন ॥ ২৭

গুরোঃ পরতরং নাস্তি পরাৎপর পরাবপি।
সর্ব্বং গুরুময়ং ধ্যেয়ং যন্ত্রমন্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ॥ ২৮

গুরু হইতে পরতর বস্তু আর নাই। মন্ত্র যন্ত্রাদি যে কিছু বিষয় আছে, সে সমুদয়ই গুরুময়, ইহা ধ্যান করিবেক ॥ ২৮

মনসা কর্ম্মণা বাচা গুরু তোষং সদাচরেৎ।
জ্যোতিস্বরূপং পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৯

মনঃদ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা গুরু সন্তোষের সমাচরণ করিবেক শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম ব্রহ্ম গুরু ॥ ২৯

নির্গুণং নিষ্কলং শান্তং পরমানন্দদং সদা।
তোষয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু প্রণতো ন তু রোষয়েৎ ॥ ৩০

গুরুই নির্গুণ, শান্ত, নিষ্কল অর্থাৎ মায়াতীত পরব্রহ্ম, পরমানন্দপ্রদ, অতএব সর্ব্ব কার্য্যে প্রণত হইয়া গুরুকে তুষ্ট করিবে, কদাচ রুষ্ট করিবে না ॥ ৩০

রোষয়েৎ যো গুরু মূঢ়ো নিন্দাং বা কুরুতে চ যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং মন্বন্তরং চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১

যে মূঢ় গুরুকে রুষ্ট করে অথবা হেতুবাদে গুরুকে নিন্দা করে, সেই মূঢ় মন্বন্তর চতুষ্টয় কাল ঘোরতর নরকে পচ্যমান হয় ॥ ৩১

সমাবাপ্য গুরোর্ম্মন্ত্রং বাগ্‌যতঃ সুসমাহিতঃ।
জপিত্বাদৌ গুরুং পূজ্য ততোদেবং যজেৎ সুধীঃ ॥ ৩২

গুরু হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জপ করত বিজ্ঞ সাধক প্রথমে গুরুপূজা করিয়া পশ্চাৎ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে ॥ ৩২

সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং গুরুং যদধিকং যজন্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু ॥ ৩৩

যদি অধিকতররূপে একান্তচিত্তে গুরুর অর্চ্চনা করে, তবে সিদ্ধিকাম ব্যক্তির পরমা সিদ্ধি লাভ হয়। একারণ সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—কীদৃশশোঽসৌ গুরুঃ পূজ্যঃ কথং বা কিং স্বরূপকঃ।
কুত্রতিষ্ঠতি কেনাথ তোষমিতি বদস্ব মে ॥ ৩৪

শ্রীরাধিকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন। হে দেবি! গুরু কি রূপে পূজার্হ হয়েন, তাঁহার স্বরূপতাই বা কি? তাঁহার অবস্থানই বা কোথায়, কিরূপ পরিচর্য্যায় তাঁহার তুষ্টি জন্মে, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন ॥ ৩৪

শ্রীদেব্যুবাচ।—শৃণু বিদ্বন্ যথাতত্ত্বং সাবধানো ময়াধুনা।
প্রোচ্যমানং গুরোস্তত্ত্বং সমন্ত্রং সার্চ্চনং হরে ॥ ৩৫

দেবী কহিলেন,—হে হরে! হে বিদ্বন্! তুমি সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ কর। আমি মন্ত্রপূজা সহিত গুরুতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি ॥ ৩৫

গুরুর্হিদেবোভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তস্য ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ৩৬

হে বাসুদেব! সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মরূপ গুরুদেব, আমি তাঁহার ধ্যান করিতেছি, তুমি সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩৬

তুষারকুন্দশঙ্খেন্দু বরস্ফটিকসন্নিভং।
প্রসন্নোম্ভোরুহ প্রখ্য বদনং চারুহাসিতম্ ॥ ৩৭

ইন্দু কুন্দ তুষার এবং শুদ্ধ স্ফটিক ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্র অথচ স্বচ্ছ অঙ্গকান্তি, প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন মুখকমল, এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত ॥ ৩৭

সুবাহ্বক্ষি কপোলভ্রূ লসদ্দন্তোষ্ঠাধরং।
প্রসন্নারুণ পাথোজ পাদদ্বন্দ্ববিরাজিতম্ ॥ ৩৮

বরাভয়যুক্ত শোভিত করদ্বয়, শোভন চক্ষু, শোভন কপোলদেশ, সুচারু ভ্রূভঙ্গীযুক্ত, শোভন দন্ত ও অধরোষ্ঠ অতি সুন্দর, সুপ্রসন্ন রক্তপদ্মের ন্যায় পাদপদ্মদ্বয় বিরাজিত ॥ ৩৮

কুণ্ডলোষ্ণীশ বিভ্রাজদ্ধার কেয়ূরমণ্ডিতং।
শ্বেতস্রগ গন্ধবস্ত্রাদি ভূষিতং নির্গুণাত্মকম্ ॥ ৩৯

ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহম্।
দিশোবিতিমিরাঃ কুর্ব্বন তেজোরাশি মিবোল্বণম্॥ ৪০

কুণ্ডল ও মুকুট দ্বারা মস্তক ও গণ্ডযুগল সুদীপ্ত ও হার কেয়ূরাদি আভরণ মণ্ডিত কলেবর। শ্বেত গন্ধ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত মাল্যভূষিত, নির্গুণাত্মক গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, শুদ্ধ ভক্তদিগের উপাসনার্থ অনুগ্রহ করিয়া বিগ্রহধারণ করেন, উল্বণ তেজোরাশি স্বরূপ, স্বকীয় তেজো দ্বারা দর্শকদিগকে নিরস্ত করিতেছেন॥ ৩৯—৪০

জবাকুসুমসঙ্কাশং পট্টাম্বরভৃতাচ্যুত।
ভাস্বৎ ভাস্বৎ সহস্রাভ রক্তমাল্যানুলেপয়া॥ ৪১
ঈষদ্ধাস্যারুণাসাঢ্য চর্ব্বত্তাম্বুল রক্তয়া।
স্ব শক্ত্যালিঙ্গিতং বাম পার্শ্বাসনকৃতাগুরুম্॥ ৪২

হে অচ্যুত! গুরুদেব নিজাসনে অর্থাৎ শিরঃ সহস্রার পদ্ম মধ্যে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা, রক্তশক্তি, রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধানা, উদ্দীপ্ত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, রক্তমাল্য ভূষিতা ও রক্তানুলেপনে লিপ্ত গাত্রা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা, তাম্বুলচর্ব্বণাসক্তা, অরুণ বর্ণাভ মুখারবিন্দ, বামপার্শ্বস্থা সেই স্বীয়া রক্তশক্তি কর্ত্তৃক পদ্ম মৃণাল সদৃশ বাহু লতা দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ॥ ৪১—৪২

মন্ত্র ঐং গুরবেতুভ্যং নমঃইত্যন্তমন্ত্রতঃ।
পূজয়েদ্ভক্তিপূতেন স্বান্তোনানন্যগামিনা॥ ৪৩

হে দেব! সাধক ব্যক্তি (ঐং গুরবেতুভ্যং নমঃ) এই মন্ত্রে অনন্য মনা হইয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে গুরুদেবকে পূজা করিবেন॥ ৪৩

ইমং মন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ।
কবচঞ্চ মহাবাহো সর্ব্বসিদ্ধিকরং জপেৎ॥ ৪৪

হে, মহাবাহো! হে অচ্যুত! এই মন্ত্রজপ পূর্ব্বক সাধক গুরুস্তোত্র পাঠ করিবে আর সর্ব্বসিদ্ধি কর গুরুর কবচ জপ করিবেন॥ ৪৪

পূজাক্রমং ততোবক্ষ্যে তবস্নেহাদুরুক্রম।
প্রাতরুত্থায় শিরসি ধ্যায়েচ্ছশী কলাধরম্॥ ৪৫

হে উরুক্রম নারায়ণ! তব প্রতি আমার স্নেহ আছে, এ হেতু পূজাক্রম তোমাকে কহিতেছি! শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত চন্দ্রকলা মণ্ডিত ললাট দেশ শ্রীমৎ গুরুকে স্বশিরসি ধ্যান করিবে॥ ৪৫

শুক্লাব্জে দ্বাদশার্ণেতু সশক্তিপ্রচিহ্নিতাননং।
পূর্ব্বোক্ত ধ্যানেন ধ্যাত্বা প্রাতঃকৃত্যং চরেৎ সুধীঃ॥ ৪৬

শিরস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমলাভ্যন্তরে দ্বাদশ দলে শক্তির সহিত ঈষৎ স্মেরানন গুরুকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানে চিন্তা করিয়া সাধক প্রাতঃকৃত্যাদির সমাচরণ করিবে ॥ ৪৬

স্নাত্বাতু বিমলে তোয়ে বিভ্রৎধৌতে চ বাসসী।
বৃষ্যাদাবুপবিশ্যাদৌ গুরুপূজাং চরেৎ সুধীঃ ॥ ৪৭

অনন্তর নির্ম্মল জলে স্নান করত সুধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক যথোক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি সাধক আদৌ গুরু পূজা করিবে ॥ ৪৭

পঠিতা স্তোত্রকবচং ইষ্টদেবং যজেত্ততঃ ॥ ৪৮

যথাবিধি গুরু পূজা সমাপনান্তে স্তব-কবচ পাঠ করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। এই অনুষ্ঠান সম্যক্ স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে কহিলাম ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।—অম্বতেম্বুজসংকাশ পাদদ্বন্দ্বং নমাম্যহম্।
অনুগ্রহাত্তে প্রব্রুহি সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ ॥ ৪০

ভগবান কহিলেন,—হে দেবি! হে মাতঃ! প্রফুল্ল কমল-সদৃশ তোমার পাদপদ্ম-দ্বয়ে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি, তোমার অনুগ্রহে যাহাতে সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হইতে পারি কৃপা করিয়া এমত উপদেশ বাক্য বল ॥ ৪৯

শ্রীদেব্যুবাচ।—অতিগুহ্যং মহৎপুণ্যং ত্রিকালকল্মষাপহম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং স্তোত্রং ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ ॥ ৫০
বিশেষতো দাম্ভিকায় পরহিংসারতায় চ ॥ ৫১

দেবী কহিলেন,—হে দেব! অতি গোপনীয় গুরুস্তোত্র, মহৎ পুণ্য স্বরূপ, ত্রিকালজনিত কল্মষহারক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, ইহা যাহাকে তাহাকে দেয় নহে। বিশেষতঃ দাম্ভিক এবং পরহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। (আমি তোমাকে সেই গুরু স্তোত্র কহিতেছি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর)॥ ৫০—৫১

নমোঽস্তুপাথোরুহ পাদযুগ্মে জ্ঞানান্ধকারাণি সহস্রভানো।
তত্ত্বাববোধাব্জ সহস্রভানবে নমোঽস্তুতে দীপমহৌজসে গুরো ॥ ৫২

হে গুরো! তুমি অজ্ঞানান্ধকারনিবারক সহস্রকর-স্বরূপ। তব পাদপদ্ম যুগলে আমি নমস্কার করি। তুমি তত্ত্ববোধকমলপ্রকাশক সহস্রভানু, তুমি উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ মহাতেজস্বী, হে গুরো! তোমাকে পুনর্নমস্কার করি ॥ ৫২

ব্রহ্মপ্রদালালস মানসার্ণব প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ দন্তপঙ্ক্তয়ে।
কিরীটহারাঙ্গদ কুন্দলোল্লসদ্বপুষ্মতে তে সুর-পূজ্যপাদ ॥ ৫৩

হে ব্রহ্মপদ! করুণা সাগর! উৎফুল্ল পদ্মাসন, মনোহর দশন পঙ্‌ক্তি বিরাজিত এবং কিরীট, হার অঙ্গদ ও কুণ্ডল ভূষণে তোমার উদ্দীপ্ত কলেবর, দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পাদপদ্ম! এতদ্ভূত তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি॥ ৫৩

শঙ্খেন্দুভাস প্রতিমান ভাসয়া দিশোন্ধকারং তিরস্কৃতংতমোনুদে।

সহস্রভানু প্রতিভানুমানিত ত্বৎপাদপাথোজ বরায় নাথ॥ ৫৪

হে নাথ! শঙ্খ এবং চন্দ্র প্রতিম তোমার অঙ্গকান্তি সকলদিকের অন্ধকারকে তিরস্কৃত করিয়াছে, অতএব তুমি সম্যক্ তমোনিবারক, তুমি সহস্রাদিত্য সম দীপ্যমান, সর্ব্বারাধ্যা তব চরণ কমলে আমি নমস্কার করি॥ ৫৪

নমামিতুভ্যং নমনীয়পাদ। সরোরুহদ্বন্দ্ব গুরোপ্রসীদ।

ভক্তেশ ভক্তেষ্ট বিতারলালস। স্বান্তপ্রভো দীনদয়াপরায় তে॥ ৫৫

হে গুরো! তব নমনীয় পাদপদ্মযুগল, তোমাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হও। তুমি ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তের মনোভিলাষ বিতরণ কর্ত্তা, তুমি দীনের প্রতি দয়াপরায়ণ, হৃদয়ান্ধকারনাশক, হে প্রভো! তোমাকে প্রণাম করি॥ ৫৫

দেবর্ষিরাজর্ষি শ্রুতর্ষিসিদ্ধ মহর্ষি বিপ্রর্ষিগণৌঘ পূজ্য।

সরোজসঙ্কাশ পদাম্বুজায় তে। নমোঽস্তুতে গুহ্যগুণৌঘযুক্তঃ॥ ৫৬

হে দেবর্ষি রাজর্ষি শ্রুতর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্য! হে গোপনীয় গুণ সমূহযুক্ত! প্রফুল্ল সরসিরুহ সংকাশ, তোমার চরণকমলে আমি প্রণাম করি॥ ৫৬

দেবাপ্সরো যক্ষ পিশাচ নাগাঃ বিদ্যাধরাদিত্য মরুদগণৌঘৈঃ।

সমীড্য পদাব্জ বর প্রসীদতাং হৃদয়ান্ধকার প্রতিনাশনো ভবান্॥ ৫৭

দেবগণ অপ্সর যক্ষ পিশাচ নাগ বিদ্যাধর আদিত্য ও মরুৎগণ কর্ত্তৃক স্তবনীয় তোমার পদারবিন্দ যুগল, তুমি হৃদয়ান্ধকার নাশন, হে প্রভো! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ৫৭

স্ফুটজ্জবারক্ত তয়া দিগন্তরং প্রকাশয়ন্ত্যা তনুভান ভাসয়া।

নাথ স্বশক্ত্যা পরিলিঙ্গ্যমান শরীরতে পাদযুগং নমামি॥ ৫৮

হে প্রভো! প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় তব শক্তি রক্তবর্ণা, তাহাতে তিনি স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা দিগন্তরকে প্রকাশীকৃত করিতেছেন, হে নাথ! সেই শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত তব কলেবর, অতএব তোমার পাদপদ্ম যুগলে আমি প্রণাম করি॥ ৫৮

ব্রহ্মাপ্রদায়মপবর্গবর্য্য ব্রহ্মেশ বিষ্ণীন্দ্র কুবেরমুখৈঃ।

নতাঙ্ঘ্রিযুগ্মায় প্রসন্নপাথো জনাঙ্ঘ্রিযুগ্মায় নমামি তুভ্যম্॥ ৫৯

হে বর্য্য! সর্ব্বপূজ্য তুমি কৈবল্য স্বরূপ। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু ইন্দ্র কুবেরপ্রমুখ

দেবগণেরা তোমার পাদপদ্মযুগলে অবনত, প্রসন্নপয়োজতুল্য তোমার চরণদ্বয়, হে নাথ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৫৯

গুণাতীতায় গুণিনে গুণগ্রামপ্রদায় চ।
সচ্চিদ্রূপায় শান্তায় পরমানন্দদায়িনে ॥ ৬০

গুণাতীত অথচ গুণরূপ এবং ভক্তের গুণসঙ্কুলপ্রদ, চিৎ স্বরূপ, শান্তরূপ পরমানন্দপ্রদাতা গুরু, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬০

যোগেশ যোগগম্যায় নিষ্কলাত্মক্রিয়ায় তে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় বেদাম্ভোরুহ ভানবে ॥ ৬১

হে যোগেশ! তুমি যোগগম্য নিষ্কল আত্মারাম, প্রফুল্লকমল নয়ন, বেদস্বরূপ পদ্মের দিনকর, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬১

নমোজ্ঞানান্ধকারায় জ্ঞানপাথোজভানবে।
শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাস-বেদান্তবেদকৈঃ।
মীমাংসাগমমুখ্যৈশ্চ কথিতাত্মগুণায় তে ॥ ৬২

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশন জ্ঞানপদ্মের ভাস্কর স্বরূপ, এবং শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ বেদান্ত আগম পুরাণ ইতিহাস, ও মীমাংসাদিতে তোমারই আত্মগুণ প্রকথিত, অতএব, হে গুরো! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬২

যৎপ্রসাদাল্লভন্ ব্রহ্ম সদগতিং সম্মতিং রতিম্!
বিকসৎ পদ্মবক্ত্রায় তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ৬৩

যে গুরুর প্রসন্নতাতে বেদজ্ঞান, সদগতি ও সংমতি এবং ভগবানে শুদ্ধরতি লাভ করত জীব কৃতার্থ হয়। সেই বিকসিত কমলানন শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৬৩

অজ্ঞানতিমিরধ্বংস ভানবে সচ্চিদাত্মনে।
জ্ঞানপাথোজহংসায় জ্ঞানদায় পরাত্মনে ॥ ৬৪

হে গুরো! তুমি ভানু-স্বরূপ অজ্ঞানতিমিরনাশক সচ্চিদাত্মা, জ্ঞানরূপ পদ্মহংস, পরমাত্মা স্বরূপ, জ্ঞানদাতা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৪

জ্ঞানবীজায় শুদ্ধায় সূক্ষ্মরূপায় তে নমঃ।
হিমকুন্দেন্দু শঙ্খাভ নমস্তেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ৬৫

জ্ঞানবীজ, অতিশুদ্ধ, সূক্ষ্মরূপ, তুহিনকর ও শঙ্খকুণ্ড ন্যায় ধবলবর্ণ, অনন্ত শক্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৬৫

নিত্যায় নিত্যবোধায় নিত্যজ্ঞানপ্রদায়িনে।
নিত্যানিত্যপ্রবোধায় নিত্যানিত্যগুণায় তে ॥ ৬৬

নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত, নিত্যজ্ঞানপ্রদ, নিত্যবোধ-স্বরূপ, এবং নিত্য ও অনিত্য উভয়াত্মকবোধ-স্বরূপ, ও উভয়গুণাত্মক পরমব্রহ্ম-স্বরূপ গুরুকে নমস্কার করি ॥৬৬

সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বেশ্বর নমোঽস্তুতে ॥ ৬৭

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬৭

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং পঠেদ্বাপাঠয়েদ্‌যদি।
অপার ভবানীরাব্ধৌ তরণং সুলভং ভবেৎ ॥ ৬৮

মহাপুণ্যদায়ক এই গুরুস্তোত্র স্বয়ং পাঠ করিলে, কিম্বা অন্য দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলে, অপার ভবপারাবার পার হওয়া অতি সুলভ হয় ॥ ৬৮

বিদ্যাধন বিমোক্ষার্থী পুত্রার্থী সর্ব্বমালভেৎ ॥ ৬৯

বিদ্যা ধন পুত্র মোক্ষ এতৎ সর্ব্বাভিলাষী ব্যক্তিরা এই স্তব-পাঠফলে, তৎ তৎ চিন্তিত বিষয় সকল লাভ করে। অর্থাৎ গুরুস্তোত্র পাঠে বিদ্যার্থীর বিদ্যা, ধনার্থীর ধন, পুত্রার্থীর পুত্র, মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৬৯

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাসাগম শতানি চ।
মীমাংসা বেদবেদান্ত শাস্ত্রাণ্যপঠিতান্যপি ॥
কণ্ঠস্থানি ক্ষণাদেব পাঠাদস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭০

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত এবং আগমাদি শাস্ত্র সকল, অপঠিত হইলেও এই স্তবপাঠফলে ক্ষণমাত্রে সম্যক্ কণ্ঠস্থ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭০

করস্থা সিদ্ধয় স্তস্যাহ্বনিমাদ্যষ্ট শক্তয়ঃ।
পঠনাৎ পাঠনাদ্বাপি শ্রবণাৎ শ্রবণাদপি ॥ ৭১

এই গুরুস্তোত্র পঠনে বা পাঠনে, শ্রবণে অথবা শ্রবণ করাইলে সকল সিদ্ধি এবং অনিমাদি অষ্টশক্তি করতলস্থা হয় ॥ ৭১

প্রসাদাৎ সদ্‌গুরোর্নাত্র সংশয়ঃ কথিতং ময়া।
পুরাকল্পে কৃতমিদং ব্রহ্মণা মুদিতাত্মনা ॥ ৭২

সৎগুরুর প্রসন্নাতে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিলাম ইহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্বকল্পে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া মুদিতাত্মা ব্রহ্মা এই-রূপ গুরুকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৭২

সৃষ্টেঃ প্রাগচ্যুত শ্রোত্র মলাজ্জাতৌ মহাসুরৌ।
দুরাসদৌ মহাঘোরৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৭৩

সৃষ্টি প্রকাশের পূর্ব্বে একার্ণবশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর কর্ণমূলে দুরাসদ, মহাবল পরাক্রান্ত অতিঘোররূপ মহান্ অসুরদ্বয় জন্মিয়াছিল ॥ ৭৩

মধুকৈটভ নামানৌ স্থিতাবেকার্ণবাম্ভসি।
ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাতৌ হৃতবন্তৌতরস্বিনৌ।
বেদশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মুষিত্বাতৌ রসাতলম্ ॥ ৭৪

মধু ও কৈটভ নামে দুইজন অসুর একার্ণব জলে থাকিয়া ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করত অতি সত্বর বেদাদি সকল শাস্ত্র অপহরণ করিয়া রসাতলে বাস করিয়াছিল ॥ ৭৪

গতবন্তৌ হৃতজ্ঞানোহৃত শাস্ত্রাব্জভূরভূৎ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিহ্বলঃ ॥ ৭৫

বেদাদি জ্ঞানশাস্ত্র হরণ করিয়া ঐ দুইজনে গমন করিলে পর জ্ঞানশাস্ত্র হারাইয়া অব্জযোনি ব্রহ্মা অতিবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, হা! একি হইল ॥ ৭৫

স্তোত্রেণানেন তুষ্টাব গুরুং দেবর্ষি পূজিতং।
সন্তুষ্টোদদব্জভুবে জ্ঞানং বেদসমুদ্ভবম্ ॥ ৭৬

তখন ব্রহ্মা দেবর্ষিগণ পূজিত গুরুদেবকে এই স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি বেদোদ্ভূত তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মাকে প্রদান করেন ॥ ৭৬

লব্ধজ্ঞানো জগৎ সর্ব্বং সস্থজে বিশ্বসৃক্‌বিভুঃ ॥ ৭৭

বিশ্বস্রেষ্টা ব্রহ্মা গুরুদত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্বের সৃজন করেন। অর্থাৎ গুরু প্রসন্ন না হইলে কিছুই সফল হয় না ॥ ৭৭

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি-সংবাদে শ্রীগুরুস্তোত্রং নামতৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ৩

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি-সংবাদে শ্রীগুরুস্তব নাম তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩

চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

অথ গুরুকবচ।

শ্রীদেব্যুবাচ।—শ্রীগুরোঃ কবচং বিদ্ধি নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তচ্ছ্রুত্বা পরমানন্দ নির্বৃত স্বান্তভাগ্ ভবেৎ ॥ ১

দেবী রাধা কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি তোমাকে গুরুর কবচ কহিতেছি;

তুমি নিশ্চয় জানিবে, যে এই শ্রীগুরুর কবচ পরম মঙ্গলাস্পদ। যাহা শ্রবণ করিলে মন পরমানন্দযুক্ত হয় এবং সাধক মোক্ষরূপ নির্বৃত্তিলাভ করে। ১

শ্রীগুরোঃ কবচং পুণ্যং সিদ্ধিকামস্য সিদ্ধিদম্॥ ২

এই শ্রীগুরুর কবচ অতি পবিত্র, সিদ্ধিকামব্যক্তির সিদ্ধিপ্রদ হয়। অতএব এই সুপুণ্য কবচ তোমাকে কহিতেছি॥ ২

শ্রীগুরোঃ কবচস্যাস্য চ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতঃ।
ঋষি র্ব্যাসো মহাতেজা দেবতা শ্রীগুরু র্মতা॥
সর্ব্বাভীষ্টস্য সিদ্ধ্যর্থঃ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতং॥ ৩

শ্রীগুরুকবচের অনুষ্টুপ্ ছন্দ, মহাতেজস্বী বেদব্যাস ঋষি; দেবতা শ্রীগুরু, সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠে নিযুক্ত হইবে॥ ৩

মস্তকং শ্রীগুরু পায়াদ্ব্রহ্মদঃ পাতু লোচনে।
বক্ত্রমজ্ঞানতিমিরধ্বংসী পাতু সদন্তকম্॥ ৪

শ্রীগুরু মস্তক রক্ষা করুন, ব্রহ্মপ্রদায়ী লোচনদ্বয়, আর অজ্ঞানতিমিরনাশন দন্ত সহিত বদনকে রক্ষা করুন্॥ ৪

কেশান্ পাতু সুরেশান্ পূজ্যো বক্ষো বতু স্বরম্।
ভুজাবব্যাচ্ছকারাস্তু রেফঃ পৃষ্ঠং সদাবতু॥ ৫

সুরেশ্বর পূজ্য কেশপাশকে, এবং বক্ষঃস্থলকে রক্ষা করুন্। ভুজদ্বয়কে শকার পৃষ্ঠদেশকে রকার সর্ব্বদা রক্ষা করুন্॥ ৫

ঈকারঃ পাতু রোমাণি গকারো নাভিমণ্ডলম্।
উকারং কটিদেশঞ্চ পাতু নিত্য মতন্দ্রিতঃ॥ ৬

দীর্ঘ ঈকার সকল রোমরাজিকে, গকার নাভিমণ্ডলকে, উকার কটিদেশকে অতন্দ্রিত নিত্য রক্ষা করুন্॥ ৬

উরু পাতু রকারস্তু বেকারঃ পাতু জঙ্ঘয়োঃ।
নকারোঽব্যাদ্গুল্‌ফয়োস্তু মকারোঽব্যাদ্‌গুদং মম॥ ৭

রকার উরুদ্বয়, বকার জঙ্ঘাদ্বয়, নকার গুল্‌ফদ্বয়, এবং মকার গুহ্যদেশকে রক্ষা করুন্॥ ৭

অঙ্গুলীষু দ্বিবিন্দু র্মে নখপংক্ত্যান্বিতাসু চ॥
নমো গং গুরুবে পাতু সর্ব্বাণ্যাঙ্গানি চৈব হি॥ ৮

দ্বিবিন্দু অর্থাৎ বিসর্গঃ আমার নখপংক্তির সহিত সমস্ত অঙ্গুলীকে রক্ষা করুন্। এবং গং গুরবে নমঃ এই মন্ত্র সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করুন্॥

পূর্ব্বাস্যাং ব্রহ্মদঃ পায়াদাগ্নেয়্যাং জ্ঞানদো বিভুঃ।
যাম্যামজ্ঞানবিধ্বংসী নৈর্ঋত্যাং নেত্রদো বতু ॥ ৯

পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদ, অগ্নিকোণে জ্ঞানদবিভু, দক্ষিণদিকে অজ্ঞানধ্বংসী, নৈর্ঋতকোণে জ্ঞান চক্ষুপ্রদ গুরু রক্ষা করুন্ ॥

বারুণ্যাং পাতু ব্রহ্মাদি পূজ্য পূজ্যাঙ্ঘ্রিকঃ সদা।
বায়ব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রেশঃ কৌবের্য্যাঞ্চ দ্বিলোচনঃ ॥ ১০

পশ্চিমে ব্রহ্মাদির পূজ্যপাদ, বায়ুকোণে সর্ব্বশাস্ত্রেশ্বর, উত্তরে দ্বিলোচন প্রভু রক্ষা করুন্ ॥ ১০

ঐশান্যাং পাতু কুন্দাভ ঊর্দ্ধং পাতু স্ব শক্তিধৃক্।
অধঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বগঃ বিভুঃ ॥ ১১

ঈশানকোণে কুন্দপুষ্পাভ গুরু, উর্দ্ধদেশে স্ব শক্তিধর, অধোভাগে পদ্মপলাশলোচন, আর সর্ব্বগত বিভু সর্ব্বত্র রক্ষা করুন্ ॥ ১১

সর্ব্বপঃ পাতু তিষ্ঠন্তং শয়ানং সর্ব্বদস্তথা।
করুণাবিষ্টহৃদয়ো ভুঞ্জানং পাতু মাং সদা ॥ ১২

সর্ব্বপালক গুরু দণ্ডায়মানকালে, সর্ব্বপ্রদ শয়নকালে, করুণাবিষ্টহৃদয় ভোজনকালে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ১২

সর্ব্বত্রং পাতু সর্ব্বেশো গচ্ছন্তং সুরপূজিতঃ।
ইত্যেবং সর্ব্বতোরক্ষাং বিধায় সিদ্ধিকামুকঃ ॥ ১৩

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্রে, এবং গমনকালে দেব পূজিত শ্রীগুরুদেব আমাকে রক্ষা করুন্। এই কবচ পাঠপূর্ব্বক সিদ্ধিকামী সাধক সর্ব্বতঃ প্রকারে স্ব শরীরে গুরু নামে রক্ষা বিধান করিবেন ॥ ১৩

জপেন্মন্ত্রং ততো মন্ত্রী ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
ক্ষিপ্রমেতি ধ্রুবং সিদ্ধিং বিদ্বন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪

হে বিদ্বন্! অনন্তর সাধক বেদোদ্ভব অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ করিবেন, তাহাতে অতি শীঘ্র নিশ্চলা সিদ্ধি লাভ হইবে সংশয় নাই ॥ ১৪

ইতি গুরুকবচ সমাপ্তঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।—বৎস বৎস নিবোধেদন্ সাধনান্তরমুত্তমম্।
যদ্বিনা সিদ্ধিকামস্য নৈব সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৫

মহাদেবী কহিলেন,—অনন্তর অন্য উত্তম সাধন কহিতেছি শ্রবণ কর। সিদ্ধিকাম ব্যক্তির যাহা ব্যতীত কখন সিদ্ধি হয় না ॥ ১৫

কুলাচারং বিনাদেব কল্পকোটিশতৈরপি।
সিদ্ধিং ন লভতে মন্ত্রী সশক্তির্দেবমর্চ্চনম্॥ ১৬

হে দেব! কুলাচার বিনা অর্থাৎ শক্তি সহিত দেবার্চ্চনা ব্যতীত শত কোটি কল্প মন্ত্র জপ করিলেও মন্ত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না॥ ১৬

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—অশক্তিরূপাসি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ত্বাং বিনা শক্তয়ঃ কাশ্চিন্নমন্তি শক্তিবর্দ্ধিনি॥ ১৭

বাসুদেব বলিলেন,—হে শক্তিবর্দ্ধিনি দেবি! তুমি সর্ব্বশক্তি সংযুক্তা, অশক্তির শক্তিরূপা তুমি, তোমা ভিন্ন অন্য শক্তি সকলকে শক্তি বলিয়া কে মান্য করে অর্থাৎ সকল শক্তিই তোমাকে নমস্কার করেন॥ ১৭

প্রাণিনাং শক্তিভূতাসি সর্ব্বেষাং মমচেশ্বরি।
কুলাচারং ময়াসার্দ্ধ্যং কুরু ত্বং বরবর্ণিনি॥ ১৮

হে ঈশ্বরি! তুমি সমস্ত প্রাণিদিগেব শক্তিরূপা এবং আমারও শক্তিভূতা হও। অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার সহিত কুলাচার কর॥ ১৮

শ্রীদেব্যুবাচ।—মদঙ্গজ দুরাচার পুংশ্চলীবদ্যতোহথ মাং।
জাতুতেমানসং তুষ্টিং প্রযাস্যতি দুরাত্মবান্॥ ১৯

দেবী কহিলেন,—রে দুরাচার! তুমি আমার অঙ্গ হইতে জন্মিয়া আমাকে পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিলে, অতএব তুমি দুরাত্মা, তোমার মানুষ জন্মে মানস সিদ্ধি ও তুষ্টি পুংশ্চলী ভাবেতেই সম্পন্ন হইবে॥ ১৯

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—পুংশ্চলীতি ন মিথ্যেদং বচনং ত্বয়ি সুন্দরি।
দ্বৌত্রীন্ পঞ্চ ষট্ সপ্ত দশ বিংশতি মেব বা॥
পুংশ্চলী ভজতে পুংস ত্বঞ্চ সর্ব্বং জগৎত্রয়ম্॥ ২০

বাসুদেব কহিলেন,—হে দেবি! হে সুন্দরি! পুংশ্চলী শব্দ তোমাতে প্রয়োগ করা মিথ্যা বাক্য নহে। যে হেতু দুই, তিন, পঞ্চ, ষষ্ঠ, সপ্ত এবং দশ ও বিংশতি পুরুষকে ভজনা করিলে যুবতীকে পুংশ্চলী বলে। কিন্তু তুমি জগৎত্রয়ে সকল পুরুষকেই শক্তিরূপে ভজনা কর॥ ২০

তথ্য মেতদ্বচোমেত্বং শ্রুত্বা শপ্তবতী চ মাং।
অধমেতে ময়ূরাণাং যোনৌ জন্ম ভবিষ্যতি॥ ২১

আমার যথার্থ তথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যেমন তুমি অভিশপ্ত করিলে, তেমন তুমিও অধম ময়ূর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে॥ ২১

দেব্যুবাচ ।-- শৃণুমদ্বচনং দেব ইত্থমেব ভবিষ্যতি ।
মন্মার্গলোম্না তে সিদ্ধিঃ শিরঃস্থেন সুদুর্ম্মতে ॥ ২২

দেবী বলিলেন,—হে সুদুর্ম্মতে! অতঃপর আমার তথা বাক্য শ্রবণ কর, [আমাকে তদ্বাক্যে ময়ূর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে] কিন্তু আমার মার্গস্থিত পুচ্ছলোম তোমার মস্তকোপরি নিত্য স্থিত হইবে, তদ্বারা তোমার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইবে ॥ ২২

বাসুদেব উবাচ ।—নাহ মজ্জভবো বিষ্ণুরীশানো বা সদাশিবঃ ।
ভবিষ্যতে ত্বামধমে প্রাপস্যসে প্রাকৃতং নরম্ ॥ ২৩

বাসুদেব বলিলেন,—হে অধমে! তোমাকে আমি, কি পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বা ঈশান সদাশিব, ভজনা করিবে না। প্রাকৃত মনুষ্যকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ধরণী-তলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাকৃত নর তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া পতি হইবে ॥ ২৩

দেব্যুবাচ ।—মদংশভূতযোষিদ্ভিঃ কুলাচারং করিষ্যতি ।
ততঃ কতিপয়স্যান্তে কৃষ্ণ মাং ত্বমুপৈষ্যসি ॥ ২৪

দেবী কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার অংশভূতা স্ত্রীগণের সহিত তুমি কুলাচার করিবে। অনন্তর কতিপয় দিবসান্তে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।—ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী কৃষ্ণায় সহসা ত্যজেৎ ।
সদ্যোময়ুরিণী ভূত্বা বর্ষমেকং সুরেশ্বরী ।
বিহায়সোড্ডীয়মানা ক্ষণাদন্তরগাত্তদা ॥ ২৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে ঋষিবর! মহাদেবী এই কথা বলিয়া রোষভরে রক্তাক্ষী হইয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র অন্তর্দ্ধান হইয়া ময়ূরী-রূপে একবর্ষ কাল আকাশমার্গে উড্ডীয়মানা থাকিলেন ॥ ২৫

অঙ্গিরা উবাচ ।—অন্তর্হিতায়াং দেব্যান্তু দেবো নারায়ণস্তদা ।
বসংস্তত্র কিমকরোত্তপসঃ তপতাং বরঃ ॥ ২৬

অঙ্গিরা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলে তপস্বীশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণ তখন তথায় বসিয়া কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা বল ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ ।—তদগাত্র গলিতাং মালাং পঙ্কজস্য বরাং তদা ।
অম্লান কমলাং পশ্যান্মুমোদ মধুসূদনঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মা বলিলেন, যৎকালে দেবী অন্তর্হিতা হ'ন তৎকালে তাঁহার গলদেশ হইতে অম্লান পঙ্কজমালা গলিত হইয়া পড়ে, তদ্দৃষ্টে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন ॥ ২৭

স্রজং গৃহীত্বা তাং তেম্ব পশ্যৎ শতসহস্রশঃ।
মৃগেন্দ্র ক্ষীণমধ্যাশ্চ মৃগশাবকলোচনাঃ ॥ ২৮

হে মুনে! ভগবান্ সেই পাঙ্কজীমালা গ্রহণ করত দেখিলেন, সেই মালাতে শতসহস্র প্রমদোত্তমা বরাঙ্গনা সকল উৎপন্না হইল। সকলেরই মৃগপতিসদৃশ মধ্য-দেশ ক্ষীণতর সকলেই মৃগশাবক নয়না হইলেন ॥ ২৮

মৃদুমন্দ গতা প্রৌঢ়াং বিকসৎ পঙ্কজাননাঃ।
রক্তস্রগ্ গন্ধবস্ত্রাদি হারকেয়ূরভূষিতাঃ ॥ ২৯

সকলেই মৃদুমন্দগামিনী, প্রফুল্ল কমলবদনী, সুগন্ধরক্তচন্দনানুলেপনা, রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রবিভূষণা, ও হার কেয়ূরাদি নানাভরণ মণ্ডিতা ॥ ২৯

তরুণাদিত্য সঙ্কাশাঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ।
হাস্যলাস্য সুসৌন্দর্য্য লাবণ্য গতি বাক্যতঃ।
হরন্ত্যস্তা মনোয়ূনাং বিহরন্ত্যো যথেচ্ছয়া ॥ ৩০

সে সকলেই প্রাতরুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, সাক্ষাৎ মন্মথ মনমথনকারিণী। হাস্য ও নৃত্যাদি সৌন্দর্য্যাদিতে, এবং লাবণ্য ও গতিবিলাস ও সুললিত বাক্যবিন্যাসে যুবাপুরুষদিগের মনোহারিণী স্বেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

তাশ্চসর্ব্বানবদ্যাঙ্গীর্বীক্ষ্যায়ত সুলোচনাঃ।
পাথোজনয়নো বাচ মা বভাষে সুরারিহা ॥ ৩১

অনিন্দিতাঙ্গ সেই সকল সুদীর্ঘলোচনা প্রমদাগণকে অবলোকন করিয়া অসুরসূদন কমললোচন বাসুদেব বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১

কায়ূয়ং দেবগর্ভাভা মোহয়ন্ত্যো মনাংসি নঃ।
কিঞ্চিকীর্ষথ বা ভদ্রা স্তন্মে বদত মা মৃষা ॥ ৩২

দেবকন্যার সদৃশ যথেচ্ছাবিহারিণী তোমরা কে? স্বীয় লাবণ্য দেখাইয়া আমা-দিগের মনকে মোহযুক্ত করিতেছ। তোমরা সকলেই মঙ্গলরূপা তোমাদিগের কি অভিলাষ সত্য করিয়া বল, মিথ্যা বলিও না ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ। আহুস্তা মাধবং বীক্ষ্য বাণ বাণার্দ্দনার্দ্দিতম্।
হংসগদগদা বাচা প্রসন্নাম্ভোরুহাননাঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল-কমলবদনা বামোরুগণেরা মাধবকে কামবাণে উন্মথিতচিত্ত অবলোকন করত হংসের ন্যায় গদগদস্বরে কহিলেন ॥ ৩৩

আরাধয় গুরুং দেব পরমাত্মানমব্যয়ম্।
প্রসন্নাত্মনুমাপ্যেব গুরোঃ সিদ্ধিপ্রদং হরে।
অতোহস্মাভিঃ কুলাচারাৎ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্সসি ॥ ৩৪

হে দেব! অব্যয় পরমাত্মাস্বরূপ গুরুকে আরাধনা কর। তিনি প্রসন্ন হইলে পরে তাহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করত, অনন্তর আমাদিগের সহিত কুলাচার সাধনে তুমি শীঘ্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।—তাসামুদ্গীরিতাং বাচং নিশম্য মধুহা হরিঃ।
গুরুমারাধয়ামাস বিবিধান্নিয়মাং শ্চরন্ ॥ ৩৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর বহুমধুরিপু নারায়ণ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধ প্রকার নিয়মাচরণ পূর্ব্বক গুরুর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

গতে বহু তিথে কালে প্রসন্নো গুরুরভ্যগাৎ।
শিরঃস্থ দ্বাদশপাথোজাৎ পুরো দেবস্য নির্গতঃ ॥ ৩৬

তাঁহার আরাধনায় বহুদিবস কাল গত হইলে পর গুরু প্রসন্ন হইয়া শিরস্থিত সহস্রদলকমলাভ্যন্তরস্থ দ্বাদশদলপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়া ভগবান্ মাধবের পুরোভাগে সমাগত হইলেন ॥ ৩৬

প্রসন্ন বদনাম্ভোজঃ সশক্তি কমলাসনঃ।
তং বীক্ষ্যাৎ সমুত্থায় প্রণিপত্য প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ৩৭
তুষ্টাব বিবিধৈস্তোত্রৈর্ম্মহন্মাল্যাম্বরাদিভিঃ ॥ ৩৮

শক্তি সহিত প্রসন্নমুখার বিন্দ, কমলাসন গুরুদেবকে অবলোকন করত বাসুদেব স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সহর্ষ মনে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিবিধ স্তুতিবাক্য এবং সুমহৎমাল্যবস্ত্রাদি প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩৭—৩৮

ব্রহ্মোবাচ।—প্রসন্নারুণপাথোজ বাহুভ্যাং পরিরভ্য সঃ।
গুরুঃ প্রসন্ন স্তং বাচমুবাচ তপতাং বরাঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সপ্তর্ষিগণ! অনন্তর গুরু প্রফুল্ল লোহিতপদ্মস্বরূপ করকমল-দ্বয়ে বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া প্রসন্নবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

গুরুরুবাচ।—বৎস তেঽহং বরার্হস্য বরদো বরয়স্বতম্।
বরংতেঽভিমতং শৌরে মতস্তং তং দদে বরম্ ॥ ৪০

গুরু কহিলেন,—হে বৎস তুমি বরার্হ, তব সম্বন্ধে আমি বরদ হইয়া তুমি বর বাচ্ঞা কর! তুমি অতি যোগ্যপাত্র। আমার নিকট অভিমত যে বর প্রার্থনা করিবে, হে শৌরে! আমি তোমাকে [illegible] প্রদান করিব ॥ ৪০

শ্রীবাসুদেব উবাচ।—নমামি তে পদাম্ভোজদ্বন্দ্বং দেহিমন্ত্রং মম।
যেনাহং নিস্পৃহঃ শান্তো ভবেয়ং বাগ্‌যতঃশুচিঃ ॥ ৪১

ভগবান কহিলেন,—হে নাথ! আমি তব চরণকমল যুগলে প্রণাম করি। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এমন মন্ত্র প্রদান করুন্ যাহাতে আমি শান্তমনা, বিগতস্পৃহ, বাগ্‌-যত অর্থাৎ মৌনাবলম্বী ও শুদ্ধচিত্ত হইতে পারি ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।—কৃত্বা তস্য গুরুর্দীক্ষাং বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।
পূজিতস্তেনহরিণা স্বধামপরমং যযৌ ॥ ৪২

ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিলেন, অনন্তর বিধিদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা গুরু তাঁহার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করত বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া স্বীয় সেই পরমধামে গমন করিলেন ॥ ৪২

কৃতকৃত্য যাদাত্মানং মন্যমানাব্জলোচনম্।
চিন্তয়া পরয়াবিষ্টঃ কৃত্যপ্‌স্যো পরমং তপঃ ॥ ৪৩

পদ্মলোচন হরি গুরুদেবের নিকট সিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র লাভ করতঃ আপনাকে কৃত-কৃত্য জ্ঞান করিলেন। অনন্তর পরম চিন্তাতে আবিষ্ট হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে বসিয়া মন্ত্র সাধনানুকুল পরম তপস্যা করিব ॥ ৪৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়াখ্যানে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে গুরুপ্রসাদো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য পুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয়াখ্যান ব্রহ্মসপ্তঋষি সম্বাদ শ্রীগুরুর প্রসন্ন ভাব বর্ণন নামে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

—০:*:০—

অথ গোলোক বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—গতে তু প্রলয়ে তস্মিন্ দেবদেব জনার্দ্দনঃ।
জগাম পরমং ধামং স্বকীয়ং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১

ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিতেছেন, প্রলয়াবসান হইলে পরমদেব দেব ভগবান্ জনার্দ্দন, পরম অদ্ভুত গোলোকাখ্য স্বীয় পরম ধামে গমন করিলেন ॥ ১

শূন্যস্থিতং নিরাধারং ত্রিকোটিযোজনায়তম্।
বায়ুনা ধার্য্যমানং হি ধ্রুবমেবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ২

ঐ গোলোকধাম মণ্ডলাকৃতি, তিনকোটি যোজন আয়ত নিরাবলম্ব শূন্যে ঈশ্বরেচ্ছায় বায়ুদ্বারা ধার্য্যমান আছে॥ ২

তাৎপর্য্য। ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা ধার্য্যমান পদে পরমাত্মা ইচ্ছাশক্তি রাধা তৎকর্ত্তৃক ধার্য্য হইয়াছে। সেই পরমধামে ভগবান নিত্য ক্রীড়মান আছেন। ২

রম্যং কামগমং দিব্য সর্ব্বরত্ন সমাচিতম্।
প্রাসাদৈঃ পরিখাভিশ্চ প্রাচীরৈঃ সুসমাবৃতম্॥ ৩

সেই মনোহর ধাম উজ্জল শ্রীযুক্ত, আর কামগম অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বাভিলষিত, সর্ব্ব রত্নে ভূষিত, অত্যুত্তম প্রাসাদ মণ্ডিত, পরিখা ও রত্নময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত হয়। ইত্যর্থে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার অনুকূলতা আছে: স্থাবর হইয়া ও জঙ্গমত্ব সিদ্ধি ইহাতে মনুষ্য শরীরই প্রতিপন্ন হয়॥ ৩

তোরণৈঃ শত সম্বাধৈ রত্নমাণিক্যচিত্রিতৈঃ।
হস্ত্যশ্বরথপঙ্‌ক্তৌঘ নানা শস্ত্রৈরলঙ্কৃতম্॥ ৪

মাণিক্যাদি রত্ন চিত্রিত শত শত গৃহভিত্তি এবং তোরণ দ্বারা পরিশোভিত নানা অস্ত্রশস্ত্রে অলঙ্কৃত রথ সমুহ এবং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি অবস্থিত আছে॥ ৪

ফল মূল জলাহারৈ বৃক্ষপর্ণাশনৈরপি।
নিরাহারৈ র্বায়ুভক্ষৈশ্চান্দ্রায়ণপরৈঃস্তুতম্॥ ৫

জগদ্ধাতা ঋষিগণকে কহিতেছেন,—হে বৎসগণ! ভগবৎদর্শন লালসায় কত কত সাধুরা ফল সকল মূল জলাহার দ্বারা, কেহ বা শুদ্ধ বৃক্ষপত্রাহার দ্বারা, কেহ কেহ কেবল নিরাহারে, কেহ বা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। ৫

বিষ্টভ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রস্থৈস্থিতৈরগ্নিসমপ্রভৈঃ।
ঊর্দ্ধপাদৈরধঃকৈশ্চ জটাবল্কলধারিভিঃ॥ ৬

কত শত শত জটাবল্কলধারী অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট মহাত্মা ব্যক্তিরা তপোধর্ম্মে মগ্ন হইয়া পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ধরণী স্পর্শ করতঃ ঊর্দ্ধ বাহুতে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ কেহ অধঃশিরা ঊর্দ্ধ পাদে অবস্থান করিতেছেন॥ ৬

ব্রতৈঃ সংশুষ্কসর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রাণমাত্রাবশেষিতৈঃ॥ ৭

কত ব্যক্তি ব্রতধারণ দ্বারা সম্যক শুষ্ক কলেবর, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কেবল প্রাণমাত্র অবশেষ আছে, নির্লেপ নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব পরব্রহ্মে মনোযুক্ত করতঃ মুদান্বিত হইয়া ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন রহিয়াছেন॥ ৭

আত্মারামৈরবচ্ছন্নৈরৌরবাজিনবাসসা।
পঠদ্ভিঃ শ্রুতিসূক্তানি পাঠয়দ্ভি স্তথাপরৈঃ॥ ৮

কত সাধক মৃগচর্ম্ম দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেহ, সেই সকল আত্মারামেরা শ্রুতি সূক্তাদি পাঠ করিতেছেন, এবং অন্যে পাঠ করাইতেছেন ॥ ৮

তুলসীমঞ্জরীস্রাম্মাচ্ছন্নৈস্তিলকরাজিভিঃ।
নারায়ণপরৈঃ শান্তৈস্তপো নির্ধূতকল্মষৈঃ ॥ ৯

নারায়ণ-পরায়ণ, তপো দ্বারা নির্ধূতপাতক শান্তগণ, এবং তুলসীমঞ্জরী মালাধারী এবং তিলক পরিশোভিত ভগবদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিমণ্ডিত ধাম ॥ ৯

বষ্টিতং মুনিভিঃ সিদ্ধৈঃ পূরিতো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বেদেতিহাস মীমাংসা পুরাণাগমবেদিভিঃ ॥ ১০

মুনিগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, মীমাংসা ও আগমাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সমন্বিত ॥ ১০

পৃচ্ছন্তিঃ কথয়ন্তিশ্চ শৃণ্বন্তিশ্চ হরেগু´ণান্।
গৃহ্নন্তিঃ পূজয়ন্তিশ্চ নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১১

হরিগুণানুবাদ শ্রবণশীল এবং জিজ্ঞাসু ও কথনশীল, ভগবৎ যশোগায়ক, নিষ্কল্মষ নারায়ণ পূজা পরায়ণগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ১১

প্রত্যাহারপরৈঃ পূজা প্রাণায়ামৈঃ সধারণৈঃ।
নয়ন্তি দিবসান্ বিপ্রৈ ক্ষণাৎ ক্ষণমিবান্বিতম্ ॥ ১২

প্রত্যাহার-পরায়ণ, পূজা, প্রাণায়াম, ধারণাযোগ বিশিষ্ট যোগবিৎ ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা নিয়ত দিবসাদিকে ক্ষণবৎ অতিপাত করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ॥ ১২

সলাজ চন্দনৈঃ কুম্ভৈর্ম্মাল্য দধ্যক্ষতান্বিতৈঃ।
পূরিতৈঃ শীতলৈ স্তোয়ে কদলীফলপুষ্পকৈঃ ॥ ১৩

লাজা, চন্দন, পুষ্পমাল্য, দধি, অক্ষত সমন্বিত, এবং নারিকেল ও গুবাক ফল সংযুক্ত ও শীতল সলিলে পরিপূর্ণ শত শত কুম্ভ দ্বারা প্রতি দ্বার পরিশোভিত ॥ ১৩

নারিকেল ফল গ্রীবৈশ্চ্যুত পল্লবরাজিতৈঃ।
শ্বেতরক্তা সিতা পীতোড্ডীয়মানং পতাকিনম্ ॥ ১৪

সশীর্ষ নারিকেল ও আম্রপল্লবযুক্ত মঙ্গল কলস এবং শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট উড্ডীয়মান পতাকা সমূহ সুশোভিত শিখর মন্দিরাদি সমন্বিত ॥ ১৪

শ্বেতচ্ছত্রা যুতৈশ্ছন্নং চামরব্যজনৈরপি।
রত্নসিংহাসনবরা যুতৈশ্চ পরিপূরিতম্ ॥ ১৫

প্রতি মন্দির অযুতাযুত শ্বেতচ্ছত্র শ্বেত চামরাদি ব্যজন সমন্বিত, অত্যুত্তম রত্ন সিংহাসনে পরিপূরিত গৃহভ্যান্তর সুশোভিত ॥ ১৫

নানামণিগণাকীর্ণ স্বর্ণবেদিস্বলঙ্কৃতম্।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গাগম পৌরাণনাদিতম্॥ ১৬

বিবিধ প্রকার মুনিগণে সমাকীর্ণ, শোভনরূপে অলঙ্কৃত সুবর্ণ বেদি সকলে পরিশোভিত, এবং বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ, আগম পুরাণাদি ধ্বনিতে প্রতিনাদিত॥ ১৬

নীলকান্তৈঃ পদ্মরাগৈরয়স্কান্তৈঃ শুভান্বিতৈঃ।
চন্দ্রকান্তৈঃ সূর্য্যকান্তৈঃ মণিভির্দীপিতং দ্বিজাঃ॥ ১৭

হে দ্বিজ সকল! ঐ গোলোকধামে গৃহ সকল নীলকান্ত, পদ্মরাগ, অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি শোভন দীপ্তিমৎ মুনিগণের দীপ্তিতে প্রদীপিত॥ ১৭

সূতৈঃ পৌরগবৈর্বন্দি স্তুতিপাঠক মাগধৈঃ।
সুস্বরৈর্মধুরালাপৈঃ স্তুতিশাস্ত্র বিশারদৈঃ॥ ১৮

স্তুতিশাস্ত্র নিপুণ সুত, পৌরগব, বন্দি ও মাগধ প্রভৃতি সুস্বরালিপি স্তুতিপাঠকগণ কর্ত্তৃক স্তুয়মান॥ ১৮

মহার্হ শয্যাসন-পানভোজনৈঃ কিরীট।—হারাঙ্গদকুণ্ডলোজ্জ্বলৈঃ॥
সসিংহনাদৈর্বর শস্ত্রধারিভিঃ বিরাজমানঃ রথযূথ কোটিভিঃ॥ ১৯

নানাস্থানে মনোহর শয্যাসন যুক্ত, পান ভোজন পরিতৃপ্ত এবং কিরীট, হার কুণ্ডল অঙ্গদাদি আভরণে উজ্জ্বল ও অত্যুচ্চ সিংহনাদ ধ্বনিকৃৎ অস্ত্রধারী বীর পুরুষগণ রথ যূথ-কোটীর সহিত বিরাজমান॥ ১৯

বিচিত্র মণিমাণিক্য হারহীরক চন্দনৈঃ।
মালাম্বর চিত্রবর্ণ নানারত্নগণোজ্জ্বলৈঃ॥ ২০
বেধসা নির্ম্মতান্যাসন্ তোরণানি ত্রয়োদশঃ॥ ২১

বিচিত্র মণি-মাণিক্য এবং হীরকমাল্য বস্ত্র চন্দনাদি ও এতম্ভিন্ন উজ্জ্বল বররত্নগণ দ্বারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ তোরণ বিনির্ম্মিত॥ ২০—২১

গোলোকের প্রথম দ্বার বিবরণ

আদ্যেতু শস্ত্রকবচাবদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রকাঃ।
সশরাঃ সধনুষ্কাশ্চ খড়্গা মুদ্গর পট্টিশৈঃ॥ ২২

ত্রয়োদশ দ্বারান্বিত গোলোকধামের প্রথম দ্বারে দ্বারপাল পুরুষেরা নানা অস্ত্র সমন্বিত গোধাচর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত, সকলেই শরচাপধারী, এবং তীক্ষ্ণ তরবারি মুদ্গর পট্টিশধারী, তাহাদিগের দ্বারা পরিরক্ষিত॥ ২২

পরশ্বধৈস্তোমরৈশ্চ ভিন্দিপাল গদানিতাঃ।
পাশ নারাচ মুষল বৎসদন্ত সুতোমরৈঃ॥ ২৩

পরশু, তোমর, ভিন্দিপাল, গদা, পাশ, নারাচ, মুষল, মুদগর, বৎসদন্তাখ্য, তোমরাস্ত্র সমন্বিত ॥ ২৩

সৌর গান্ধর্ব্ব পৈশাচ শূল শক্ত্যষ্টি পার্ব্বতৈঃ।
ঐন্দ্রাশনি পাশুপত কালচক্রৈঃ সুদর্শনৈঃ ॥ ২৪

অপর সূর্য্যাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচাস্ত্র সমন্বিত এবং শূল, ঋষ্টি পার্ব্বতাস্ত্র যুক্ত, অপরে ইন্দ্রাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, কালচক্র ও সুদর্শনাস্ত্রধারী ॥ ২৪

পার্জ্জন্যাগ্নেয় বায়ব্য সৌম বারুণ নাগকৈঃ।
অয়শ্চক্রৈঃ কালদণ্ডৈরাসুরশ্চৈ তথাদ্বণৈঃ।
রক্ষন্ত্যস্তৎ পুরং সর্ব্বে যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৫

পর্জ্জন্যাস্ত্র, আগ্নেয়, বায়ব্য, কৌবের, বারুণ, নামাস্ত্র এবং মহা উজ্জ্বল তেজস্কর অয়-শ্চক্র, কালদণ্ড, আসুরাস্ত্রধারী দ্বারিগণ সকলে যথা যোগ্যস্থানে সংস্থিত হইয়া পুরীদ্বার সকল রক্ষা করিতেছেন ॥ ২৫

দ্বিতীয় দ্বার বিবরণ

নটাবৈতালিকাঃ সূতাঃ গায়কাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।
মাগধা বাদকাঃ সর্ব্বে শিল্পিনোবন্দিনস্তথা।
কক্ষে দ্বিতীয়ে রক্ষন্তস্তিষ্ঠন্তি মধুরস্বরাঃ ॥ ২৭

নটগণ, বৈতালিক, মাগধ বন্দি প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ এবং সকল শিল্পকারগণ, ও বাদক এবং সুমধুর স্বরবিশিষ্ট গায়কগণ দ্বার রক্ষার্থে দ্বিতীয় কক্ষদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৬

তৃতীয় দ্বার বিবরণ

তৃতীয়ে গোপবালাভা বালক্রীড়ন তৎপরাঃ।
সুকুমারা বয়স্যাস্তে কৃষ্ণস্যৈব মহাত্মনঃ ॥ ২৭

তৃতীয়দ্বারে দীপ্তিমানদেহ গোপবালক সকল বাল্যক্রীড়া তৎপর হইয়া দ্বাররক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা অতি সুকুমার দেহ অতি রূপবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ মহাত্মা ও তাঁহার বয়স্য অর্থাৎ সখ্য হয়েন ॥ ২৭

তেষাং নামানি বিদ্বাংসঃ কীর্ত্ত্যমানানি মে শৃণু।
যথা স্মৃতি যথাজ্ঞানং যথাজ্ঞাতং বদামি বঃ ॥ ২৮

জগদ্বিধাতা ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। হে বিদ্বানেরা! তৃতীয় দ্বারস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের নাম আমার যথাজ্ঞান, যথাস্মৃতি এবং যাহা জ্ঞাত আছি তাহা তোমাদিগকে কহি, অতএব মৎ কর্ত্তৃক কথিত সেই সকল নাম তোমরা শ্রবণ করহ ॥ ২৮

শ্রীদাম সুবলশ্চৈব বসুদাম সুদামকঃ।
বৃকাননো মহাস্তশ্চ বৃহল্লোমা সুনাসিকঃ ॥ ২৯

শ্রীদাম, সুবল, বসুদাম, সুদাম, বৃকানন, মহান্ত, বৃহল্লোম এবং সুনাসিক ॥ ২৯

লালসঃ সুপ্রভস্তোককৃষ্ণকো লোললোচনঃ।
কৃষ্ণাক্ষো মাল্যবান্ ঘোরো দীর্ঘচক্ষুর্মৃগাননঃ ॥ ৩০

অপর লালস, সুপ্রভ, তোককৃষ্ণ, লোললোচন, কৃষ্ণনেত্র, মাল্যবান্, ঘোরাক্ষ, দীর্ঘনেত্র এবং মৃগবদন ॥ ৩০

বিরোচনো দীর্ঘবাহুঃ সুবাহুঃ শুভ্ররোমকঃ।
মৃদুবাঙ্ মধুবাক্ শঙ্কো বাচালো মুখরো জয়ঃ ॥ ৩১

বিরোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু, শুভ্ররোমা, মৃদুবাক্, মধুরবাক্, শঙ্ক, বাচাল, মুখর এবং জয় ॥ ৩১

দুর্জ্জয়ো বিজয়ো জন্তু প্রিয়বাদী প্রিয়াসনঃ।
সত্যবাক্ সত্যসন্ধশ্চ দৌবারিক বলেশ্বরৌ ॥ ৩২

এবং দুর্জ্জয়, বিজয়, জন্তু, প্রিয়বাক্, প্রিয়াসন, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, দৌবারিক, আর বলেশ্বর ॥ ৩২

গূঢ়বুদ্ধির্ব্রজো ধৌম্যঃ প্রিয়কৃষ্ণঃ প্রিয়ম্বদঃ।
গূঢ়ক্রোধো মহাদেবঃ সুক্রীড় ক্রীড়নপ্রিয়ঃ ॥ ৩৩

গূঢ়বুদ্ধি, ব্রজ, ধৌম্য, প্রিয়কৃষ্ণ, প্রিয়ম্বদ, গূঢ়ক্রোধ, মহাদেব, সুক্রীড় আর ক্রীড়াপ্রিয় ॥ ৩৩

অধরো রামভদ্রশ্চ পারিপাত্রঃ শুভাঙ্গদঃ।
সুশীলঃ সত্যবাক্ সত্যধর্ম্মো দামোদরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪

অধর, রামভদ্র, পারিপাত্র, সুভাঙ্গদ, সুশীল, সত্যবাক্, সত্যধর্ম্ম এবং দামোদর প্রিয় ॥ ৩৪

ঘর্ম্মাচিত স্তিগ্মবাক্যো হরিদাসোনবশকঃ।
ভক্তো ভজনকামশ্চ সুক্ষ্মদৃক্ সুন্দর সদঃ ॥ ৩৫

ঘর্ম্মাচিত, তিগ্মবচন, হরিদাস, নব, শক, ভক্ত, ভজন, কাম ও সূক্ষ্মদর্শন, সুন্দর সদ ॥ ৩৫

অস্তদেবো বিশালাক্ষো বিবস্তীক্ষো রণোদরঃ।
সুদেবঃ সত্যবর্ম্মাচ বসুসেনঃ সুসেনকঃ ॥ ৩৬

অন্তদেব, বিশালাক্ষ, বিবতীক্ষ, রণোদয়, সুদেব, সত্যবর্ম্মা, আর বসুসেন এবং সুসেন ॥ ৩৬

সুকর্ম্মা সত্যদেবশ্চ সুন্দরাক্ষঃ সুভদ্রজিৎ।

পারিভদ্রঃ সুধর্ম্মাচ সুরসেনঃ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৭

সুকর্ম্মা, সত্যদেব, সুন্দরাক্ষ ও সুভদ্রজিৎ, পারিভদ্র, সুধর্ম্মা, সুরসেন, এবং সুরপ্রিয় ॥ ৩৭

এতেচান্যে চ বহবো নারায়ণপরায়ণাঃ।

বেণুবেত্র বিষাণাজ্জা সিদণ্ড পরিঘায়ুধাঃ ॥ ৩৮

এই সকল গোপবালক, এবং অন্য বহুসংখ্যক নারায়ণ-পরায়ণ বালক সকল, কেহ বেণুকর, কেহ বেত্রধারী, কেহ বা শৃঙ্গপাণি, কাহার হস্তে উৎফুল্ল পদ্ম, কেহ বা অসি দণ্ড পরিঘ প্রভৃতি বহুতর অস্ত্র শস্ত্রধারী তৃতীয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৮

দর্শনার্থং মধুরিপো হরণা ক্রীড়নোৎসুকাঃ।

তৈসার্দ্ধঃ ক্রীড়তেনিত্যং বালবন্মধুসূদনঃ ॥ ৩৯

ঐ সকল কৃষ্ণবয়সা গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্যক্রীড়া করণে উৎসুক হইয়া মধুসূদনের সন্দর্শন জন্য অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিত্য তাঁহাদিগের সহিত বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৩৯

গাবা শতসহস্রাণি পালয়ন্ গোপবালবৎ।

পূপান্নফলমূলানি দধিক্ষীরঘৃতানি চ।

পক্কান্নবনীতানি মিষ্টানি বিবিধানি চ।

ভুঙ্‌ক্তে চ সহতৈ নিত্যং ভগবান্ ভূর্য্যনুগ্রহঃ ॥ ৪০

হে ঋষিগণ! ভগবান্ ভূরি অনুগ্রহপর, বালকের ন্যায় প্রত্যহ শত শত সহস্র সহস্র গোচারণ করিয়া থাকেন এবং আক্রীড়মান সকল গোপবালকের সহিত পিষ্টক অন্ন ও বিবিধ ফল মূলাদি, আর দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি, এবং পক্কান্ন ও বিবিধ প্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি নিত্য ভোজন করেন ॥ ৪০

চতুর্থ দ্বার বিবরণ

চতুর্থে বারযোগাশ্চ নৃত্যগীত পরায়ণাঃ ॥ ৪১

চতুর্থদ্বারে বারবধূগণেরা অর্থাৎ নৃত্যগীত কুশলা গণিকাগণেরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪১

পঞ্চম দ্বার বিবরণ

পঞ্চমে বেত্রপাণী দ্বৌ জয়োবিজয় এব চ।

পার্ষদৌ পার্ষদং শ্রেষ্ঠৌ গণেশৌ দ্বারপালকৌ ॥ ৪২

পার্ষদশ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় নামে ভগবৎ পার্ষদ সকল দ্বারপালগণের অধিপতি ঐ দুইজনে বেত্রপাণি হইয়া পঞ্চম দ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪২

ষষ্ঠ দ্বার বিবরণ

ষষ্ঠোস্থিতা গোপবেশধারিণঃ পার্ষদোত্তমাঃ।
সর্ব্বেরাজর্ষয়শ্চৈব অম্বরীষ পুরোগমাঃ ॥ ৪৩

গোলোকপ্রাপ্ত গোপবেশধারী ভগবৎ পার্ষদোত্তম অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষি সকল ষষ্ঠদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৩

সপ্তম দ্বার বিবরণ

সপ্তমে মুনয়ঃ সর্ব্বে নিস্পৃহাঃ শান্তমানসাঃ।
পিবন্তস্তদ্‌গুণাম্ভোজ গলিতং মকরন্দকম্ ॥ ৪৪

শান্তমানস মুনিগণ সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সরোজ গলিত মকরন্দপানে পরিতৃপ্ত, বিষয় স্পৃহাশূন্য, ইহাঁরাও সপ্তম দ্বারে অবস্থিত আছেন ॥ ৪৪

অষ্টম দ্বার বিবরণ

শৃণ্বন্তশ্চগৃণন্তশ্চ কীর্ত্তয়ন্তোগুণং হরেঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্নয়ন্তো দিবসান্ ক্ষণাৎ ॥ ৪৫

অপর অষ্টমদ্বারে সংস্থিত মুনিগণ হরিগুণানুবাদ শ্রবণ, গৃণন, কীর্ত্তন পরায়ণ এবং ব্রত উপবাস নিয়ম দ্বারা ক্ষণবৎ বহু দিবসকে অতিপাত করিতেছেন ॥ ৪৫

নবম দ্বার বিবরণ

নবমে ফুল্ল পাথোজ যোনয়ঃ সহবাহনং।
কিরীটোষ্ণীষ মুকুটহার তাড়ঙ্কশোভিতাঃ ॥ ৪৬

নবম কক্ষ দ্বারে প্রফুল্ল পদ্মযোনি সকল কিরীট উষ্ণীষ মুকুট তাড়ঙ্ক হারাদি পরিশোভিত স্বীয় স্বীয় বাহন সহিত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৬

বিষ্ণবঃ কোটিশস্তত্র শঙ্খ পাথোজপাণয়ঃ।
রুদ্রা রৌদ্রবলাঃ শূল পরশ্বধলসৎকরাঃ ॥ ৪৭

এবং শঙ্খ ও পদ্মধারী কোটি কোটি বিষ্ণু আর প্রচণ্ড বলবিশিষ্ট ত্রিশূল পরশুপাণি কোটি কোটি রুদ্রগণ, ঐ নবম দ্বারে অবস্থিত ॥ ৪৭

স গণাঃ সানুগাস্তত্র সায়ুধা স পরিচ্ছদাঃ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ হসন্তঃ খেলয়ান্বিতাঃ ॥
উৎপতন্তো বাদয়ন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো হরের্গুণান্ ॥ ৪৮

বিষ্ণু রুদ্র. ব্রহ্মাগণ স্বীয় স্বীয় অনুগত সহিত অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ সমন্বিত হইয়া

হাস্য ক্রীড়াচ্ছলে ভগবৎ গুণগান ও নৃত্য এবং নানাযন্ত্র বাদনপূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৪৮

বর্ণয়ন্তঃ পিবন্তশ্চ গুণামৃতমনুত্তমং।
ধ্যায়ন্ত-স্তৎপদাম্ভোজদ্বন্দ্বমেকাগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯

এবং ভগবল্লীলাবর্ণন, ও অনুত্তম ভগবৎ গুণামৃত পান ও একাগ্রমানসে তৎপাদ পদ্মযুগল ধ্যান করত সকলে নবমদ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥ ৫০

দশম দ্বার বিবরণ

দশমে পার্ষদশ্রেষ্ঠাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ।
পয়োদধিজ চক্রাজ পরিঘায়ুধ পাণয়ঃ ॥ ৫০

কুণ্ডল জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদন, শঙ্খচক্রপদ্ম পরিঘাদি নানায়ুধপাণি ভগবৎ পার্ষদ প্রবর সকল দশম দ্বারে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫০

স্রগ্ গন্ধ মুকুটোষ্ণীষ হারাঙ্গদবিরাজিতাঃ।
পীতবাসপরিচ্ছন্নাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ ॥ ৫১

ঐ সকল ভগবৎ পার্ষদগণ সুমাল্যধারী ও সুগন্ধ চন্দনানুলিপ্ত গাত্র, কেহ মুকুট-ধারী কেহ বা উষ্ণীষধারী হারাঙ্গদ ভূষণে সুদীপ্তিমান্ পীতাম্বর পরিধারী, ভগবৎ ভাবে সকলেই পুলকাঞ্চিত বিগ্রহ হয়েন ॥ ৫১

ত্যক্ত লোভমদাদিভ্যো হিংসাদ্রোহবিবর্জ্জিতাঃ।
স্বরাজো দ্বিজশার্দ্দূলা নিত্যোদিত মহোৎসবাঃ ॥ ৫২

হে দ্বিজশার্দ্দূলগণ! সেই সকল ভজবান পার্ষদগণ লোভ মদাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং হিংসা দ্রোহ বর্জ্জিত তাঁহারা স্বীয় স্বীয় দীপ্যমান দেহ, নিত্য সমুদিত মহোৎসব যুক্ত হয়েন ॥ ৫২

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ খেলয়ন্ত ইতস্ততঃ।
নৃত্যন্তশ্চ গুণানন্যে শৃণ্বন্তো মধুরান্ স্বরান্ ॥ ৫৩

কেহ কেহ হরিগুণ গান করিতেছেন, কেহ কেহ হাস্য পরিহাসরূপ ক্রীড়ারত হইয়াছেন। কেহ বা নৃত্যপরায়ণ, অপরে সুমধুর স্বর ভূষিত হরিগুণকীর্ত্তন শ্রবণে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৩

অবাদয়ন্ত ভাণ্ডানি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
কুর্ব্বন্তো মধুরান্ গানান্ মনঃ শ্রোত্র সুখাবহান্ ॥ ৫৪

অপরে সুমধুর সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ডাদি বাদন পূর্ব্বক মন এবং শ্রবণসুখাবহ হরি-লীলামিশ্রিত সুমধুর গান করত দশমদ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥ ৫৪

একাদশ দ্বার বিবরণ

একাদশে বজ্রভৃতঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রশঃ।
উরুক্রমং হর্ষয়ন্তঃ করতাল জয়াদিনা ॥ ৫৫

একাদশ দ্বারে বজ্রধারী সহস্র সহস্র সহস্রলোচন ইন্দ্রগণ, উরুক্রম ভগবান্ গোবিন্দকে হর্ষযুক্ত করণ প্রত্যাশায় জয়ধ্বনিপূর্ব্বক করতালাদি দ্বারা তদ্‌গুণ বর্ণন করিতেছেন ॥ ৫৫

অর্হয়ন্তো বর্ণয়ন্তঃ শৃণ্বন্তশ্চাপি তদ্‌গুণান্।
পরেতরাড়্‌বো জ্বলনা নৈঋ'তাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫৬

এবং সহস্র সহস্র যমরাজ ও সহস্র সহস্র হুতাশন, সহস্র সহস্র নৈঋ'তগণ, ভগবানের অর্চ্চনা তদ্‌গুণ বর্ণন ও তদ্‌গুণ শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৫৬

পাশিনো গুহ্যকাধীশা গন্ধবহা সহস্রশঃ।
ঈশাঃ সহস্রফণিনঃ শেষাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫৭

সহস্র সহস্র জলাধিপতি বরুণ, যক্ষাধিপতি কুবের, গন্ধবাহ পবন, ঈশান, সহস্র ফণাবিশিষ্ট শত শত সহস্র নাগাধিপতি অনন্ত, একাদশ দ্বারে অবস্থান করত তদ্‌গুণগান করিতেছেন ॥ ৫৭

মানহিংসাদম্ভহীনা নারায়ণপরায়ণাঃ।
মহাত্মনো বলাত্যুগ্রাঃ সবলাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ কুণ্ডলো দ্যোতিতাননাঃ।
হারতাড়ঙ্ক কেয়ূর মণিদাম বিভূষিতাঃ ॥ ৫৮—৫৯

উক্ত দিগীশগণেরা সকলে অভিমান, হিংসা, দম্ভবিহীন, সকলেই মহাত্মা, নারায়ণ পরায়ণ, অতিশয় বলবিশিষ্ট, সহ দলবল পরিচ্ছদাদি সমন্বিত, সানুগ ও স্ব স্ব বাহনাদিযুক্ত, কুণ্ডল দ্যোতিতে সকলেরই প্রতিভাসিত বদন, হার, তাড়ঙ্কাদি আভরণ এবং মণিময় মালাদিতে পরিভূষিত হয়েন ॥ ৫৮—৫৯

দ্বাদশ দ্বার বিবরণ

দ্বাদশে চিত্তরমণাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ।
পাথোনিধিজ চক্রাব্জ গদায়ুধ লসৎকরাঃ ॥ ৬০

অপর ভগবৎ প্রিয়গণ দ্বাদশ দ্বারে অবস্থিত, সকলেই বিষ্ণুরূপ, সকলেই সর্ব্বজনের চিত্তরঞ্জক, বিচিত্র মাল্যবান, দিব্য চন্দনানুলিপ্তগাত্র, সকলেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদিধারী সুশোভিত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ৬০

বিচিত্রোষ্ণীষকবচা বিচিত্রায়ুধধারিণঃ।
চিত্র ব্যঞ্জন সন্নাহা শ্চিত্রধ্বজ পতাকিনঃ ॥ ৬১

সকলের মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ শোভিত, সকলেই বিচিত্র বর্ম্মাচ্ছাদিত কলেবর, সকলেই বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্রধারী, বিচিত্র ব্যজনে উপবীজিত, বিচিত্র ধ্বজপতাকা বিশিষ্ট রথাধিরূঢ় হয়েন ॥ ৬১

হারকেয়ূর মুকুট তাড়ঙ্কাদি বিভূষিতাঃ।
শ্বেতাতপত্র বিলসৎকরাঃ কেচিৎস্মিতাননাঃ ॥ ৬২

কেহ বা হার, কেয়ূর, মুকুট ও তাড়ঙ্কাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেহ, কাহার করে শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত, কেহ কেহ ঈষৎ হাস্যযুক্তানন হয়েন ॥ ৬২

ত্রয়োদশ দ্বার বিবরণ

ত্রয়োদশে প্রিয়তম গোপবেশ ধরাহরেঃ।
কৌপীনাচ্ছাদিত কটি গোপীচন্দনভূষিতঃ ॥ ৬৩

ত্রয়োদশ দ্বারে ভগবৎ প্রিয়তম পার্শ্বদগণেরা অবস্থিতি করিতেছেন। সকলেই কৃষ্ণরূপ, পীত ধটীতে আচ্ছাদিত কটিদেশ, গোপবেশধারী, গোপীচন্দন ম্রক্ষিত শোভন কলেবর বিশিষ্ট ॥ ৬৩

হরিতত্ত্বাববোধাব্ধি নিমগ্না হৃতকল্মাঃ ॥ ৬৪

ঐ সকল পার্শ্বদগণেরা ভগবৎ তত্ত্ববোধ রূপ পরম সাগরে এককালে নিমগ্ন, তাঁহারা হৃতকল্মষ অর্থাৎ পরমোদর নির্ম্মল পরিশুদ্ধ চিত্ত ॥ ৬৪

বেণুবেত্র বিষাণ শিক্য কুসুম শ্রেণীলসদ্দোর্ব্বরাঃ।
সর্ব্বোৎকর্ষগতাঃ স্বনুষ্ঠিত কথাঃ প্রৌঢ়াবদাতা পরে।
শ্রীনারায়ণ নামকীর্ত্তন পরা বেণুচ্চরৎ সৎকথা।
উদ্যজ্ জ্ঞান সহস্র পাদ কিরণৈঃ সন্দগ্ধপাপোৎকরাঃ ॥ ৬৫

ঐ সকল গোপবেশধারী পার্শ্বদ প্রবরেরা বেণু, বেত্র, শৃঙ্গ, শিক্য এবং পুষ্পগুচ্ছ ধারণে শোভিত বাহু, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত, সর্ব্বদা হরিকথানুষ্ঠানে প্রৌঢ় পদবীতে অধ্যারূঢ়, অপূর্ব্ব বেশ-ভূষান্বিত, শ্রীমন্নারায়ণ নাম সংকীর্ত্তন পরায়ণ, ভগবানেরা সৎকথা বেণুতে সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, তাহাতে সমুদিত দিনকর সদৃশ উন্নত জ্ঞান কিরণদ্বারা সমূহ পাপ সন্দগ্ধ হইয়াছে ॥ ৬৫

তেষাং নামান্যতো বক্ষে শৃণু পুত্র সমাহিতঃ।
নন্দ সুনন্দঃ সানন্দঃ উপনন্দঃ প্রণন্দকঃ ॥ ৬৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। হে পুত্র! তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ত্রয়োদশ দ্বারস্থ ভগবানের অপর পার্শ্বদগণের নাম বলিতেছি। নন্দ, সুনন্দ, সানন্দ, উপনন্দ এবং প্রনন্দ ॥ ৬৬

নন্দানন্দো বিনন্দশ্চ নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
নন্দাব্ধি নন্দকো ভদ্রা নন্দঃ সেনন্দকোপরঃ ॥ ৬৭

অপর নন্দানন্দ, বিনন্দ, নিত্যানন্দ, সনাতন, নন্দার্ণব, নন্দক, ভদ্রানন্দ এবং সেনন্দ ॥ ৬৭

অদ্বৈত হর্ষকো হৃষ্টঃ শুভ্রবাসাঃ শুভাননঃ।
দিব্যো দিব্যপ্রভাবশ্চ দৈবজ্ঞো দেবসেবকঃ ॥ ৬৮

অপর অদ্বৈত, হর্ষক, হৃষ্ট, শুভ্রাম্বর, শুভানন, দিব্য দিব্যপ্রভাব, দৈবজ্ঞ এবং দেবসেবক ॥ ৬৮

জ্ঞানাবদাতঃ শুভবাক্ শুচিস্মিত শুভাঙ্গদো।
হৃতৈনাঃ কৃষ্ণদাসশ্চ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৬৯

জ্ঞানাবদাত, শুভবাদী, শুচিস্মিত, অর্থাৎ পবিত্রহাস্য, শুভাঙ্গদ, হৃতকিল্বিষ, কৃষ্ণদাস, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, এবং শুচি ॥ ৬৯

কপিলশ্চ শুভাচারঃ ক্ষেমবুদ্ধিবিনোদনঃ।
পুষ্টশ্চ পোষকশ্চৈব হিরণ্য বপুরেবচ ॥ ৭০

কপিল, শুভাচার, ক্ষেমবুদ্ধি, বিনোদন, পুষ্ট, পোষক এবং হিরণ্যশরীর অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ কলেবরধারী ॥ ৭০

সুশর্ম্মা ধর্ম্মসেতুশ্চ বলাকী দৃঢ়বুদ্ধিকঃ।
চিত্রবর্ম্মা সুচিত্রাঙ্গ-শ্চিত্রাক্ষ-শ্চিত্রভূষণঃ ॥ ৭১

সুশর্ম্মা, ধর্ম্মসেতু, বলাকী, দৃঢ়বুদ্ধি, চিত্রকর্ম্মা, সুচিত্রিতাঙ্গ, চিত্রনেত্র, বিচিত্রভূষণ, অর্থাৎ শোভন বিচিত্র ভূষণধারী ॥ ৭১

গয়োহয়ো ময়ো বজ্রঃ কৃষ্ণবাসা বিকর্ত্তনঃ।
হর্ষঃ প্রহর্ষঃ শ্রীহর্ষঃ উপহর্ষঃ সুহর্ষকঃ ॥ ৭২

অপর গয়, হয়, ময় বজ্র কৃষ্ণাম্বর, বিকর্ত্তন এবং হর্ষ, প্রহর্ষ, শ্রীহর্ষ, উপহর্ষ ও সুহর্ষ ॥ ৭২

বিহর্ষঃ প্রতিহর্ষশ্চ মন্দহর্ষঃ সহর্ষকঃ।
হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ, সংহর্ষো ভদ্রহর্ষকঃ ॥ ৭৩

বিহর্ষ, প্রতিহর্ষ, মন্দহর্ষ, সহর্ষ এবং হর্ষাহর্ষ, নিত্যহর্ষ, সংহর্ষ ও ভদ্রহর্ষ ॥ ৭৩

আশুক্রোধা বিষহনো রৌদ্রকর্ম্মা বৃষাননঃ।
মৃগাক্ষঃ শুভ্রবক্ত্রা চ সুভাষী শুভদর্শন ॥ ৭৪

অপর আশুক্রোধ বিষহস্তা, রৌদ্রকর্ম্মা, বৃষমুখ এবং মৃগলোচন, শুক্লবদন, শুভভাষী ও শুভদর্শন ॥ ৭৪

অন্যেচ সংঘশ স্তত্র মনঃ প্রীতিবহাহবেঃ।
অন্তঃপুরবরে রম্যে নার্য্যো নারায়ণ প্রিয়াঃ ॥ ৭৫

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক পার্ষদ আছেন, সেই সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনঃ-প্রীতিকে বহন করেন, অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়তম হয়েন এবং পরম রমণীয় অন্তঃপুরে ভগবানের প্রিয়তমা নারী সকল অবস্থিতা আছেন ॥ ৭৫

অন্তঃপুর বিবরণ।

যুনাং মনোহরাঃ সর্ব্বাঃ সুস্পষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।
সিতাসিতাম্বরাঃ পীত নীল রক্তাম্বরা স্তথা ॥ ৭৬

অন্তঃপুরবাসিনী প্রকৃতিগণেরা সকলেই যুবাদিগের মনোহারিণী, শোভন রূপ-বিশিষ্টা, শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডলধারিণী এবং পরস্পর শ্বেত কৃষ্ণ নীল পীত ও লোহিত বসন পরিধারিণী হয়েন ॥ ৭৬

কৃশোদর্য্যা মণিময় হারাহত কুচোৎপলাঃ।
তপ্তজাম্বুনদাভাসা জাম্বুনদ বিভূষণাঃ ॥ ৭৭

সেই সকল নারীগণ কৃশোদরী, মণিময় হারের আঘাতে সকলেরই কুচপদ্ম পরি-শোভিত, প্রতপ্ত জাম্বুনদ সদৃশ অঙ্গ দীপ্তি, এবং জাম্বুনদ সুবর্ণাভরণ ভূষণা হয়েন ॥ ৭৭

গজবন্মদ গমনা হংসবন্মধুর স্বরাঃ।
চিত্রমাল্যধরাঃ সর্ব্বাশ্চিত্র গন্ধানুলেপনাঃ ॥ ৭৮

হস্তী তুল্য মন্দগতি, হংসতুল্য মধুরস্বর বিশিষ্টা, বিচিত্র মাল্যমণ্ডিতা এবং সকলেই বিচিত্র গন্ধানুলোপত গাত্রা ॥ ৭৮

মাণিক্যাভরণাচ্ছন্না ভ্রাজমানা বিলোৎসুকাঃ।
মোহয়ন্ত কটাক্ষৌঘৈ রত্যো৷ মূর্ত্তিইবাপরাঃ ॥ ৭৯

মাণিক্যময় আভরণে আচ্ছন্নগাত্রা, অতিশয় দীপ্তিমতী, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ বিলা-সোৎসুকা, কটাক্ষ সন্ধানে পুরুষমাত্রকে মোহযুক্ত করেন, সকল স্ত্রীই রতির অপরা ন্তায় হয়েন ॥ ৭৯

রূপেণ বয়সাচৈব গমনেন শুচিস্মিতাঃ।
হাবহাস্য সুললিতৈঃ সাক্ষান্মন্মথ মন্মথাঃ ॥ ৮০

ঐ সকল পবিত্রহাসিনী ললনাগণেরা রূপ দ্বারা ও নববয়স দ্বারা, এবং খেলগতি দ্বারা, হাবভাব ও সুললিত হাস্যদ্বারা সাক্ষাৎ মন্মথ কন্দর্পের মনকেও মথন করেন ॥ ৮০

রূপলাবণ্য মাধুর্য্যৈঃ শ্রিয়ো মূর্ত্তা ইবা পরাঃ।
তাশ্চসর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো রবেভ্রষ্টা প্রভাইব॥ ৮১

রূপ, লাবণ্য এবং মাধুর্য্যাদি সমন্বিতা ললনাগণেরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অপরা মূর্ত্তি বিশেষ। সেই সকল অনিন্দিতাঙ্গী তনুমধ্যমা বরাঙ্গনা সূর্য্যের প্রভা, সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া যেন প্রকাশ পাইতেছেন॥ ৮১

প্রোচ্যমানানি নামানি শৃণু বিদ্বন্ সমাহিতঃ।
ললিতা ললিতালাপা ললিতাঙ্গা রসোৎসুকাঃ॥ ৮২

জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বিদ্বন্! তুমি সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি গোলোকধামের অভ্যন্তরস্থা প্রকৃতিগণের প্রত্যেকের নাম কহিতেছি। যথা ললিতা ললিতালাপিনী, ললিতাঙ্গী ললিত রসোৎসুকা॥ ৮২

বিশাখা বরবর্ণাচ বরাঙ্গা বরভূষণা।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চন্দ্রাভা চন্দ্রমেখলা॥ ৮৩

বিশাখা, বরণিনী, বরাঙ্গী ও বরভূষণা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রমেখলা ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অন্তরঙ্গা শক্তি॥ ৮৩

চন্দ্রমালা চন্দ্রকলা চন্দ্রভূষার্দ্ধচন্দ্রিকা।
চারুদন্তা চারুভূষা চারুগাত্রা বরাননা॥ ৮৪

অপর চন্দ্রমালা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রভূষা 'অর্দ্ধ চন্দ্রিকা অর্থাৎ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভূষণধারিণী, চারুদশনা, চারুবদনা, এবং সুচারু কলেবরা গাত্রা॥ ৮৪

চিত্ররেখা মাল্যবতী সুগন্ধা চিত্রিণী কলা।
চিত্রমাল্যা চিত্রমুখী চিত্রভূষা বিচিত্রিকা॥ ৮৫

চিত্ররেখা, মাল্যবতী, সুগন্ধা, চিত্রিণী ও কলা, চিত্রমালিনী, চিত্রবদনী, চিত্রভূষণী, বিচিত্রিকা॥ ৮৫

রমণা মদনপৌঢ়া মদনা বিরজা তথা।
বিশালাক্ষী বিশালোরুচন্দ্রভাগা বিনোদনা॥ ৮৬

রমণা, মদননিপুণা, মদনা ও বিরজা এবং বিশালাক্ষী, বিশোলোরু, চন্দ্রভাগা ও বিনোদিনী॥ ৮৬

সুলোচনা সুবদনা শুভহাসা শুভাননা।
শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদা পীতবসনা রক্তলোচনা॥ ৮৭

সুলোচনী, সুবদনী, শুভহাসিনী, শুভাননী এবং শুদ্ধা শুভ্রাঙ্গদধারিণী, পীতাম্বরী লোহিতলোচনী॥ ৮৭

হরিপ্রিয়া হরিরতা হরিমোহকরী শিবা।
রতিপ্রিয়া রতিপরা রতিদা রতিমোহিনী।
রতিচিত্তহরা ভীমা লালসা ললনা মতিঃ ॥ ৮৮

হরিপ্রিয়া, হরিরতা, হরিমোহনকারিণী, শিবা অর্থাৎ কল্যাণকারিণী, রতিপ্রিয়া, রতিপরায়ণা, রতিপ্রদায়িনী, রতিচিত্তহারিণী, ভীমা, ভয়ঙ্করা, লালসা, ললনা ও মতি ॥ ৮৮

সৌদামিনী তড়িল্লেখা আরক্ত নয়না রতিঃ।
শুভ্রহারা শুভাচারা শুভদা শোভনা শুভা ॥ ৮৯
মনোহরা শুভালাপা প্রীতিদা প্রীতিবর্দ্ধনা।
শতপত্রাননা রামা শুভোরু কনকোজ্জ্বলা ॥ ৯০

সৌদামিনী, তড়িল্লেখা, ঈষৎ রক্তলোচনা, রতি, শুভ্রহারধারিণী, শুভাচারিণী, শুভদায়িনী, শোভনা এবং শুভা, মনোহরা, শুভালাপিনী, প্রীতিপ্রদায়িনী ও প্রীতিবর্দ্ধনকারিণী, শতপত্রবদনা, রামা, শুভোরু ও কনোকজ্জ্বলা ॥ ৮৯

হরিণী রবিবিম্বা চ বিশালনয়না তথা।
চম্পকাচ সুরসিকা রসদা রসমোহনা ॥ ৯১

হরিণী, রবিবিম্বা, বিশাল-নয়নী এবং চম্পকা, সুরসিকা, রসদায়িকা আর রসমোহনী ॥ ৯১

চিত্রাঙ্গদা মিত্রহারা সুমিত্র মিত্রলোচনা।
নিমেষা মাধবী মেধা মাগধী মধুরস্বরা ॥ ৯২

চিত্রাঙ্গদা, চিত্রহারিণী, সুচিত্রা, চিত্রনয়নী এবং নিমেষা মাধবী, মেধা, মাগধী ও মধুস্বরা ॥ ৯২

রহোরতা রহঃপ্রীতা রহামোহা রহঃপ্রিয়া।
হরিণাক্ষী হারবতী লোলাক্ষী চপলাপি চ ॥
তুঙ্গবিত্তেন্দুরেখাচ কালী তুলসিকা তথা।
বৃন্দা বহ্যাশ্চ গণ্যাঙ্ক বহুরূপ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৯৩

রহোরতা, রহঃপ্রীতা, রহোমোহিনী, রহঃপ্রিয়া, হরিণনয়না, হারবতী, লোললোচনা ও চপলা। অপর তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, কালী, তুলসী, বৃন্দানারী, বন্দিতাগোপী, এতদ্ভিন্ন বহুপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, গণ্যা এবং বন্দনীয়া অনেক গোপীকা আছেন ॥ ৯৩

তাসাং সখীগণাশ্চান্যা হরিণাক্ষ্যঃ সুবাসসঃ।
সহস্রশো বরারোহাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ ॥ ৯৪

এই সকল বরণীয়া রূপবিশিষ্টা সখীগণ, অপর হরিণীনয়না, সুশোভন বস্ত্রধারিণী এবং কুণ্ডলদ্যোতিতে উদ্দীপ্ত বদনকমল, অন্যা সহস্র সহস্র অভ্যন্তরচারিণী বরারোহী গোপী সকল অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯৪

আরামং মনসোরামং বহুশোভিত তংদ্বিজ।
চম্পকাশোক পুন্নাগ নাগকেশর কেশরৈঃ।
মল্লিকা মালতী যুথী করবীর করণ্ডকৈঃ ॥ ৯৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন,—হে দ্বিজ! উক্ত গোলোকধামে মনোহর বহু সংখ্যক উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। সেই সকল উদ্যানে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, নাগকেশর, কেশর, মল্লিকা, মালতী, যুথী, করবীর করণ্ডকাদি কুসুমপাদপে পরিশোভিত ॥ ৯৫

অপরাজিতাগস্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈরপি।
জয়ন্তীতগরৈঃ কুন্দৈর্জবা কুরুবকৈরপি ॥ ৯৬

নানাবর্ণ অপরাজিতা, বকপুষ্পগুচ্ছ এবং ভূমিচম্পক জয়ন্তী, তগর, কুন্দ ও জবা কুরুবক তরুনিকরে আকীর্ণ ॥ ৯৬

লবঙ্গজাতী টঙ্কৈশ্চ মুচুকুন্দৈর্নবাম্পদৈঃ।
ঝিন্টিভি নীলপীতাভিঃ স্থলপদ্মার্ক মাগধৈঃ ॥ ৭

লবঙ্গ, জাতীকুসুম, টঙ্ক, মুচুকুন্দাদি নবাম্পদ কুসুম-পাদপে অর্থাৎ অভিনব পত্রান্বিত শোভাকির মহীরুহ সমূহে অপর নীল পীতাদি ঝিন্টী প্রসূন পাদপে, স্থলপদ্ম, আকন্দ, মাগধ অর্থাৎ কেন্দুক পাদপে পরিমণ্ডিত ॥ ৯৭

মাধবীভিঃ সুগন্ধিভিঃ ইল্লিকাচয় রাজিভিঃ।
বকুলৈর্নকুলৈ রক্তপীতাপাত সিতাসিতৈঃ ॥ ৯৮

সুগন্ধি কুসুম-মাধবীলতা পরিমণ্ডিত তরুনিকর, ইল্লিকা অর্থাৎ কাষ্ঠমল্লিকা কুসুম সমূহ তরুশ্রেণী এবং বকুল ও শ্বেত রক্ত নীল পীত শ্যামবর্ণ নকুল কুসুমচয় দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৯৮

পারিভদ্রৈঃ পারিজাতৈরাযোজন সুগন্ধিভিঃ।
সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনাসাম্রৈঃ কদম্বকৈঃ ॥ ৯৯

পারিভদ্র অর্থাৎ পুষ্পিত পালিতামাদার, যোজনগন্ধী পারিজাত ও সন্তানক কল্পবৃক্ষ, পিয়াল, কাঁটাল, আম্র এবং কুসুমিত কদম্ব তরুনিকরে পরিশোভিত ॥ ৯৯

বদরীভিঃ কোবিদারৈ গুবাকৈঃ খর্জ্জুরৈরপি।
বিভীতকৈস্তিন্তিড়ীভির্হরীতক্যাদিভি স্তথা ॥ ১০০

বদরী, কোবিদার অর্থাৎ কাঞ্চন, গুবাক্, খর্জ্জুর বৃক্ষ সমূহ আর বিভীতকী অর্থাৎ বহেড়া, তিন্তিড়ী এবং হরীতকী প্রভৃতি পাদপ-নিকর দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ১০০

অশ্বত্থ ধাতুকীভিশ্চ শিবাভীরক্তচন্দনৈঃ।
বিল্বৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ হিন্তালৈঃ খদিরৈরপি ॥ ১০১

অশ্বত্থ, ধাতুকী অর্থাৎ ধাই, আমলকী, রক্তচন্দন আর বিল্ব, তাল, তমাল, হিন্তাল ও খদির বৃক্ষ সমূহ সমন্বিত ॥ ১০১

বেণু কিংশুক ন্যগ্রোধতিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ।
অর্জ্জুন প্লক্ষ জম্বাল লোধ্রবেত্র সুচন্দনৈঃ ॥ ১০২

বংশ কিংশুক অর্থাৎ পলাশ, বট, তিন্দুক, ইঙ্গুদী বৃক্ষ অর্থাৎ জীবোৎপত্রিকা, শাল্মলি আর অর্জ্জুন, প্লক্ষ, জম্বাল, লোধ্র, বেত্র এবং শ্বেতচন্দন মহীরুহ দ্বারা আকীর্ণ ॥ ১০২

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারিকেল সুজম্বুকৈঃ।
নিম্বৈর্দধিত্থৈঃ কপিত্থৈঃ স্বর্ণৈর্দাড়ীম সেককৈঃ ॥ ১০৩

নাগরঙ্গ, (জম্বীর) কামরঙ্গ, নারিকেল, সুজম্বুক অর্থাৎ গোলাপ জাম। নিম্ব মহানিম্ব, দধিত্থ, আম্রাতক, কপিত্থ, স্বর্ণাম্র দাড়ীম এবং সেক্বক এতৎ পাদপাদিতে পরিশোভিত ॥ ১০৩

নিত্যোদিত পুষ্পফলৈঃ স্থিরচ্ছায়ৈঃ সপল্লবৈঃ।
বসন্তো গ্রীষ্ম বর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।
স্ব স্ব পুষ্পফলা মূর্ত্তা ঋতবস্তত্রুপাসতে ॥ ১০৪

নিত্য পুষ্পফলাদি সমন্বিত, শোভন পল্লবাদিযুক্ত এবং স্থিরচ্ছায়া বিশিষ্ট পাদপগণ ভগবানের ক্রীড়োপবনে পরিশোভিত। এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ হেমন্ত, শিশির এই ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান রূপে স্ব স্ব সময়োচিত পুষ্প ফল দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতেছেন ॥ ১০৪

সরিৎ সরোবরবরৈঃ পল্বলৈরুপশোভিতম্।
নদীবাপী সরোভিশ্চ দীর্ঘিকাভিরিতস্ততঃ ॥ ১০৫

গোলোকস্থ পরমোদ্যান, সকল কৃত্রিমানদী, প্রকৃষ্ট সরোবর ও পল্বল অর্থাৎ ঝিল তৎদ্বারা উপশোভিত এবং বাপী, তড়াগ, দীর্ঘিকা ও ইতস্ততঃ দেবখাৎ এবং নদী সকল প্রবাহবতী হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১০৫

গিরিনির্ঝর কূপৈশ্চ পুণ্যৈঃ পুণ্যজলৈরপি।
অব্ধিভি মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যৈর্মারবতৈরপি ॥ ১০৬

পর্ব্বত নির্ঝর কূপ, স্থানে স্থানে পবিত্র জলাশয় দ্বারা পরিমণ্ডিত গোলোক আর নদনদীপতি সকল এবং সুপুণ্য দেবখাতাদি দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ১০৬

পুণ্যতীর্থৈঃ পুণ্যজলৈ স্তৎপাদ চিহ্ন চিহ্নিতৈঃ ॥ ১০৭

এবং ভগবৎ চরণ চিহ্নে পরিচিহ্নিত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যজলাশয়সমূহ দ্বারা গোলোক স্থান অতঃস্থ সুন্দররূপে সুশোভিত হয় ॥ ১০৭

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈশ্চ কুশেশয়ৈঃ।
তামরসৈঃ কোকনদৈঃ কোরকৈ কুমুদৈরপি ॥ ১০৮

ভগবদ্ধাম গোলোকস্থ সরোবর সকল কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, শ্বেতশতদল পদ্ম এবং সহস্রদল ও শত সহস্রদল শোভন লোহিত পদ্মে পরিশোভিত, এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কুমুদ কলিকাদি সমূহ দ্বারা সুশোভিত হয় ॥ ১০৮

কোকিলৈঃ সুকলালাপৈ র্হংসকারণ্ডবৈরপি।
ক্রৌঞ্চসারস চক্রাহ্বৈর্হংসীভিঃ কলনাদিভিঃ ॥ ১০৯

সুরম্য জলাশয় তীরস্থ বনরাজি মধ্যে পুষ্পভারাগ্রনমিত তরুশাখাবলম্বিত সুমধুর তঙ্গীতালাপী কোকিল কুহু দ্বারা পরিশোভিত, আর মনোহর সুমধুর ধ্বনি বিশিষ্ট বক, সারস চক্রবাক এবং কলনাদি হংস হংসীগণ প্রতি জলাশয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১০৯

দাত্যূহৈ র্মধুরালাপৈঃ কুক্কুটৈর্ব নকুক্কুটৈঃ।
শুকৈঃ পারাবতৈশ্চৈব ময়ূরৈপরিসেবিতম্ ॥ ১১০

সুমধুরলাপী দাত্যূহপক্ষী সকল, এবং কুক্কুট ও বনকুক্কুট সকলে পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। প্রতিপ্রাসাদ শিখরাবলম্বী শুকসারিক পারাবতাদি সকল পরিশোভিত ও সুশোভিত হর্ম্ম্য সৌধতল ॥ ১১০

বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ।
ভৃঙ্গালীগুঞ্জন্ সন্নাদ হুঙ্কার মদনোৎসবৈঃ ॥ ১১১

কলকল ধ্বনি কারণ পূর্ব্বক কাক পেচক শ্যেনাদি বিহগকুল ইতঃস্ততঃ উড্ডীয়মান হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। আর মদনোৎসব মত্ত ভ্রমরকুল গুণ গুণ শব্দে সর্ব্বত্র ঝঙ্কার ধ্বনি বিস্তার করিতেছে ॥ ১১১

সমীরস্তিঃ সমীরৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ।
বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভিঃ গুল্মগুচ্ছৈর্ম নোহরৈঃ ॥ ১১২

সমীরাহৃত কুসুমোত্থিত মরকন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াতে গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতগণ মনোহর সুপুষ্পিত গুল্ম লতাদিতে ইতস্তত পরিধাবিত, তদ্দ্বারা আরাম সমূহ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে ॥ ১১২

লতাকুঞ্জৈঃ সুনিভৃতৈ র্মাল্যগন্ধাদিচর্চ্চিতৈঃ ॥ ১১৩

অনন্ত শোভায় পরিশোভিত অনন্তধাম গোলোক, গন্ধ মাল্যাদি পরিচর্চ্চিত লতা মণ্ডিত অতি নিভৃতনিকুঞ্জ কুটীর দ্বারা পরিমণ্ডিত হয় ॥ ১১৩

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈর্মহিষৈরপি।
বানরৈ ঋক্ষ গোমায়ুপন্নগৈঃ স্বরূপঃশোভিতঃ ॥ ১১৪

স্থানে স্থানে সিংহ ব্যাঘ্র, শূকর চমরী, মহিষাদি এবং বানর, ভল্লুক, শৃগাল ও উরুমন্যু বিষধরগণ কর্ত্তৃক বনরাজি উপশোভিত ॥ ১১৪

তরক্ষুনকুলৈশ্চৈব শল্লকী কৃষ্ণসারকৈঃ।
খরৈরশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভিরিতস্ততঃ ॥ ১১৫

এবং তরক্ষু নকুল শল্লকী অর্থাৎ শজারু, কৃষ্ণসারাদি মৃগকুল ও অশ্ব অশ্বতর গর্দ্দভ ইতস্তত করী করেণুগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত অরণ্যানীস্থল সুশোভিত হয় ॥ ১১৫

খড়িগৈর্বনমার্জ্জারৈ মৃগৈর্নানাবিধৈরপি।
ক্রীড়ান্তিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তং শান্তহিংসৈঃ পরস্পরম্ ॥ ১১৬

গণ্ডার, বনবিড়াল ও নানাবিধ মৃগজাতি সকল মহাহর্ষে প্রীতমনা হইয়া স্ব স্ব প্রিয়াগণ সহিত স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতেছে এবং হিংস্র পশুগণের সহিত শান্ত পশুগণেরা স্বরবে ধ্বনি করত পরস্পর প্রীতভাবে সর্ব্বপ্রকারে খেলিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১১৬

কল্পমন্বন্তরাঃ সৌম্যা যুগবৎসর মাসকঃ।
পক্ষাশ্চ তিথয়শ্চৈব দিনরাত্রে দ্বিজোত্তম ॥ ১১৭
গ্রহনক্ষত্র যোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ।
কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ স্বতবত্তদুপাসতে ॥ ১১৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম অঙ্গিরা! কল্পমন্বন্তর, যুগ, বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, বার, দিবারাত্রি কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ঋতু এবং গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, রাশি, করণাদি সকল মূর্ত্তিমান রূপে ভগবদুপাসনার্থে গোলোকধামে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১১৭—১১৮

যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ কিন্নরৈঃ।
বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদ্গণৈঃ ॥ ১১৯

অপর যক্ষ রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ এবং বিদ্যাধর চারণ, সাধ্য সুপর্ণাদি বিহগকুল ও মরুদ্গণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ১১৯

দৈত্যৈর্ব্বাতুধানৈশ্চ মুনিভির্ব্রহ্মবেদিভিঃ।
যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি ॥ ১২০

যাতুধানাদি পুণ্যজন দৈত্যদানবাদিগণ ও বেদবেদান্তবিৎ মুনিগণ এবং ব্রহ্মশীল যতিগণ, বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব ভূত প্রেতাদি প্রমথগণ কর্তৃক পরিমণ্ডিত ॥ ১২০

অদ্রিভি মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ।
সেবিতং সর্ব্বতোভদ্রৈর্ভদ্রবৃত্তৈরহিংসকৈঃ ॥ ১২১

মহীধর নিকর মূর্ত্তিমান রূপে, ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগগণ নররূপধারণ পূর্ব্বক এবং কল্যাণ রূপ ও কল্যাণস্বভাব অহিংসকগণ কর্তৃক গোলোকধাম সর্ব্বতোভাবে পরিসেবিত ॥ ১২১

ত্যক্তদম্ভমদৈর্নিত্যং নারায়ণ-পরায়ণৈঃ।
রম্যং পুরবং সর্ব্বং মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্ ॥ ১২২

গোলোকবাসী সকলে নারায়ণ, কাহারও দম্ভ মদাদি নাই। তাঁহাদিগের দ্বারা পরিসেবিত, সুরম্য, সর্ব্ব পুরোত্তম গোলোকের সকল স্থান, মন এবং শ্রবণ সুখাবহ হয় ॥ ১২২

সোপধানং সসর্য্যঙ্কং সর্ব্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ।
তত্রতাভিঃ সমেতাভি র্যোষাভিঃ সুরশত্রুহা।
রমমাণো ন বুবুধে স্বর্গণান্ প্রগতানপি ॥ ১২৩

অপূর্ব্ব উপাধান পর্য্যঙ্কাদি সমন্বিত সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত সমৃদ্ধিবৎ মন্দির সকল, সর্ব্বাসুরনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত বরযোষিৎগণের সহিত ক্রীড়াকলাপে মগ্ন থাকাতে বহুদিবস গত হইয়া যায় ইহা তৎকালে তিনি বোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১২৩

বিসস্মার তদ্বাবাচং তয়োক্তা মাহর্তেন্দ্রিয়ঃ।
তাভির্বিদ্বন্ সহস্রাণি শতান্যগণিতানি চ।
নিনায় বর্ষপুগানি তদা স পুরুষোত্তম ॥ ১২৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে বিদ্বন্! পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অগণিত শত সহস্র রমণীগণের সহিত রমমাণ থাকিয়া বহু সংখ্যক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তখন তৎসুখে মগ্নীভূত ইন্দ্রিয়, একারণ পূর্ব্বোক্ত বরা প্রকৃতির সেই বর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় নাই ॥ ১২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসম্বাদে গোলোক-বর্ণন নাম পঞ্চমোহ-ধ্যায়ঃ ॥ ৫

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ-সমন্বিত গোলোকধাম বর্ণন নাম পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

—— ০:*:০ ——

কাত্যায়নীর নিকট বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মোবাচ।—সনৎ কুমারস্ত শাপাৎ সর্ব্বং সংশয়িতং পুরম্।
তৎশাপহত সংকল্প গণাস্তে বৈষ্ণবাস্তদা॥ ১

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎসগণ! শ্রবণ কর। ঐ মহাপুর গোলোকাখ্য মহাদ্ধাম সনৎকুমারের শাপে সকলে সংশয়াপন্ন হইল। সে সকল বিষ্ণুপার্ষদ বৈষ্ণবগণ ইহাঁরা সকলেই ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্ন সংকল্প হইলেন। [অর্থাৎ নিরন্তর গোলোকে ভগবৎ সেবার নিযুক্ত ছিলেন, এবং নিয়ত তত্রস্থ থাকিয়া ভগবানের পরিচর্য্যা করিব বলিয়া তাঁহাদের যে বাসনা ছিল তাহার ব্যাঘাত জন্মিল॥ ১

জজ্ঞিরে বৃষ্ণিকুরুষু মহাত্মনো মহৌজসঃ।
নন্দাদ্যা গোপবেশাঢ্যাঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ॥ ২

ঐ সকল গোলোকস্থিত মহাত্মা ও মহাওজ সম্পন্ন ভগবৎ পরিবারগণ সকল পৃথিবীতে দ্বাপরযুগাবসানে যদুবংশে এবং কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর নন্দাদি গোপ সকল ও গোপ বেশাঢ্য শ্রীদামাদি কৃষ্ণের বয়স্ত বালক সকল, ইহারাও ব্রজভূমে জন্ম লইলেন॥ ২

ললিতাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা গোকুলেষু প্রজজ্ঞিরে।
গোবর্দ্ধনাদ্রি প্রবরে নিত্য পুষ্প ফলোদয়ে॥ ৩
নানাধাতুভিরাচ্ছন্নে নানা মণিগণাবৃতে।
ব্রহ্মণা স্থাপিতা পূর্ব্বং কালিন্দ্যা-স্তটসন্নিধৌ॥ ৪

নিত্য পুষ্প ফলবান পাদপে আকীর্ণ, নানাধাতু ও নানামণি মণ্ডিত পর্ব্বত প্রবর গোবর্দ্ধনের উপত্যকায়, কলিন্দ নন্দিনীতীরে পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রতিমা যেস্থানে প্রস্থাপিতা আছে, তৎসন্নিধি গোকুলনগরে ললিতাদি স্ত্রীগণ সকলে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৩—৪

শ্রীরাধার পূর্ব্ব-স্বরূপ বর্ণন।

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চন্দ্রার্দ্ধ কৃতশেখরা।
কিরীটহারকেয়ুর কুণ্ডল দ্যোতিতাননা॥ ৫

ব্রহ্মস্থাপিতা, প্রতিমা, অষ্টহস্তা, বিশালনয়না, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত ললাটফলক, মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে হার, বাহুযুগলে কেয়ূর পরিশোভিত, শ্রুতিমূলে কুণ্ডল যুগল আন্দোলিত, তাহার দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত বদনারবিন্দ ॥ ৫

নানাভরণ সংচ্ছন্না নাগযজ্ঞোপবীতিকা।
রক্তাম্বরপরীধানা দাড়িমী কুসুমোপমা ॥ ৬

নানাবিধ অলঙ্কারে আচ্ছন্ন গাত্র, ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীত ভূষণা, পরিধৃত দাড়িমী কুসুম সম লোহিত বস্ত্রপরিধান বিশিষ্টা ॥ ৬

রক্তামাল্যধরাদেবী কোটি ভাস্কর ভাস্বরা।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলং মূষলমেবচ।
দধানাভয়মব্যগ্রা বরমেবাষ্টভি র্ভুজা ॥ ৭

রক্তবর্ণ কুসুমের মালাধারিণী, উদ্দীপ্ত কোটি সূর্য্যের ন্যায় মহাদেবীর কলেবরের দীপ্তি অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি এবং হল, মূষল, অভয় ও বর এই অষ্ট অস্ত্র ধারণ, সুতরাং তিনি অষ্টভুজা হয়েন ॥ ৭

সা দেবী পরমারাধ্যা রাধা যা পরমোত্তমা।
তিষ্ঠত্যজস্রং সা দেবী বরদা পূজিতা সদা ॥ ৮

সেই পরমোত্তমা মূর্ত্তিবিশিষ্টা পরমারাধনীয়া রাধাদেবী তিনি নিরত বৃন্দাবনধামে অবস্থান করেন, ঐ দেবী ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মধামের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বদা পূজকের বরপ্রদায়িনী হন্ ॥ ৮

অঙ্গিরা উবাচ।—শ্রুতং তে বহুশস্তাত রাধিকা বৃষভানুনা।
আবিরাসীন্মহামায়া কথং তন্মেবদ প্রভো ॥ ৯

অঙ্গিরা কহিলেন,—হে তাত! আপনার বদনকমল গলিত বহু প্রকার উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণে কি প্রকারে ঐ মহামায়া রাধা বৃষভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া তৎসাক্ষাতে আবির্ভূতা হন সেই সকল কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।—মহাভানুর্গোকুলেশো গোপানাং পৃথিবীপতিঃ।
তস্যপুত্রা মহাত্মানো বিষ্ণুভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১০

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! গোকুলাধিপতি সকল গোপের ঈশ্বর মহাভানু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই মহাত্মা পদবাচ্য। সকলেই জিতেন্দ্রিয়, পরম বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব ॥ ১০

বৃষভানুঃ রত্নভানুঃ সুভানুঃ প্রতিভানুকঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠো বৃকোরাজ্যমবাগাৎ পৃথিবীপতিঃ॥ ১১

মহাভানুর পুত্রচতুষ্টয় যথা—বৃষভানু ইঁহাকে বৃকভানুও বলে, আর রত্নভানু, সুভানু ও প্রতিভানু। এই চারি ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃকভানু রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজা হন॥ ১১

অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় শতানি চ।
অন্বিচ্ছন্ ভগবৎ প্রীতে চকার পরম ক্রতূন্॥ ১২

প্রাপ্তরাজ্য বৃষভানু ভগবানের প্রীতি ইচ্ছুক হইয়া অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি ভুরি দক্ষিণাদানে শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করেন॥ ১২

মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিশ্চক্রবর্ত্তী সতাং মতঃ।
দান্তো জিতেন্দ্রিয়ো দাতা জিতারি ধর্ম্মবৎসলঃ॥ ১৩

বৃষভানু যদিও বৈশ্য কুলোদ্ভব বটেন, তথাপি স্বীয় বাহুবলে বহুরাজ্য শাসন করত রাজর্ষি তুল্য এক চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষি তুল্য দান্ত জিতেন্দ্রিয় পরমদাতা, নিঃস্বপত্ন, সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিপালক ছিলেন। তৎকালে কোন রাজাই তাঁহার প্রতিকুলবর্ত্তী ছিল না॥ ১৩

ক্ষময়া ধরণীতুল্যো দানে পর্জ্জন্যবদ্বর্ষী।
তেজসা ভাস্করসমঃ স্থৈর্য্যে গিরিবরোপমঃ॥ ১৪

ঐ বৃষভানু ক্ষমাতে সর্ব্বংসহা পৃথিবীর তুল্য, দানেতে মেঘের ন্যায় সর্ব্বত্রবর্ষী ও সর্ব্বজন চিত্তবশীকারী, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, স্থিরতায় গিরিবর হিমালয় সদৃশ ছিলেন॥ ১৪

শৌর্য্যে রুদ্রসমঃ কোপে সপ্তজিহ্বাসমোবলী।
গাম্ভীর্য্যে সাগরসমো মহিম্নি গিরিশোপমঃ॥ ১৫

শূরতায় রুদ্রতুল্য, কোপেতে অগ্নিতুল্য, বলেতে বলী সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, এবং মহিমাতে শিবতুল্য ছিলেন॥ ১৫

বিন্দুর্নাম মহানাসীৎ বৈষ্ণবো মুখরাপতিঃ।
তস্য পুত্রো ভদ্রকীর্ত্তি-শ্চন্দ্রকীর্ত্তিমহাবলঃ।
শ্রীদামাদি পূর্ব্বভ্রাতা মহাকীর্ত্তি স্তথৈবচ॥ ১৬

ঐ ব্রজধামে আঢ্যতম বিন্দু নামে এক গোপপ্রবর ছিলেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত তাঁহার পত্নীর নাম মুখরা। ঐ মুখরার গর্ভে বিন্দুর পাঁচ পুত্র হয়। ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবল, শ্রীদাম এবং মহাকীর্ত্তি॥ ১৬

ভানুমুত্রা কীর্ত্তিমতী কীর্ত্তিদাবরজা সতী॥ ১৭

ভানুমুদ্রা, কীর্ত্তিমতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা বিন্দুর এই তিন কন্যা উৎপন্না হয়। কীর্ত্তিদার এক নাম কলাবতী পুরাণান্তরে কহিয়াছেন ॥ ১৭

ভদ্রকীর্ত্ত্যাদয়ো বিপ্র বৈন্দবা বিধিনা ক্রমাৎ।
তে ব্যুহর্মেনকাং মেনাং ষষ্ঠীং ধাত্রীঞ্চ ধাতুকীম্ ॥ ১৮

হে ব্রহ্মন্! ভদ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বিন্দুপুত্র পঞ্চভ্রাতা বিধিপূর্ব্বক, মেনকা, মেনা, ষষ্ঠী ধাত্রী ও ধাতুকী নাম্নী এই পঞ্চকন্যার পাণিগ্রহণ করেন ॥ ১৮

বৃকস্তেষামবরজামুপযেমে যথাবিধিঃ।
তস্যাং বদ্ধমনঃ কামো নিনায় বহুবৎসরম্ ॥ ১৯

ঐ ভদ্রকীর্ত্ত্যাদির কনিষ্ঠা ভগ্নী কীর্ত্তিদা, বৃকভানু যথা বিধানে ঐ কীর্ত্তিদার পাণিগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিদার উদার চরিত্রগুণে তাঁহাতে বৃষভানুর মন অতিশয় আবদ্ধ হয় এবং ঐ বরপত্নীর সম্ভোগসুখে মগ্ন হইয়া বহুসংখ্যক বৎসর অতিপাত করেন ॥ ১৯

তস্যাঃ প্রসব মন্বিচ্ছন্নুরেমে রমণ পণ্ডিতঃ।
নলেভে তনয়ং রাজা বিষণ্ন মনসো ভবেৎ ॥ ২০

ঐ কীর্ত্তিদার গর্ভে পুত্রোৎপত্তি হইবে এই কামনা করিয়া রমণ পণ্ডিত বৃষভানু প্রতি ঋতুতেই তাঁহার সহিত সুরতে রত হন। কিন্তু বহুকাল গত হইলে পুত্রলাভ করিতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত বৃষভানু অতিশয় বিষণ্নমনা হইয়াছিলেন ॥ ২০

ততঃ প্রবয়সৌ তৌতু চিন্তাশোকপরিপ্লুতৌ।
অটাট্ট মানৌ পুণ্যানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২১

অনন্তর দম্পতির অনেক বয়স অবসান হইলে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে অত্যন্ত চিন্তাতে এবং শোকেতে পরিপ্লুত হইয়া সুপুণ্য তীর্থাদি, দেবালয় সকল ও মানস বিন্দু সরোবরাদি, গঙ্গাদি নদী সকল, এবং পুরুষোত্তমাদি সুপুণ্য ক্ষেত্র সকল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২১

পর্য্যাপ্ত ভূরিরত্নৌঘ দক্ষিণৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
হয়াজ পরমেশানাং মুনিভি র্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২২

অনন্তর মহারাজা বৃষভানু পুত্রকামনায় ব্রহ্মবাদী মুনিদিগের দ্বারা হয়মেধ, অজমেধ এবং তপ্তত্তন্ত প্রভৃতি ভূরি রত্নদক্ষিণ বহু যজ্ঞদ্বারা পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ২২

নচোপলেভে সন্তানং রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মুমোহ ধরণীপৃষ্ঠে মৃতবৎ পতিত ক্ষণাৎ ॥ ২৩

সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াও যখন রাজা সন্তান লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত শোকপরিপ্লুত চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে মৃতবৎ নিপতিত হইলেন ॥ ২৩

তং বীক্ষ্য পতিতং ধাত্র্যাং মূর্চ্ছিতং কীর্ত্তিদা সতী।
পতিং রাজান মাহেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥ ২৪

পরমা সতী কীর্ত্তিদা স্বপতি মহারাজা বৃকভানুকে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া, তাঁহাকে আত্ম-হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪

হে নাথ শরণং যাচি জগন্মাতারমম্বিকাম্।
সাচেৎ প্রসন্না তপসা বচসা মনসানঘ।
কর্ম্মণা নিয়মেনাপি বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি ॥ ২৫

কীর্ত্তিদা মহারাজাকে আশ্বাস করিয়া কহিতেছেন,—হে নাথ। অনিত্য শোক ত্যাগ কর, এক্ষণে সন্তানাভিলাষে জগন্মাতা অম্বিকার শরণ লও, তপস্যাও বাচনিক স্তোত্র পাঠে ও মানস কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ পরিচর্য্যা এবং নিয়ম দ্বারা যদি তিনি প্রসন্না হন্ তবে অনায়াসে তোমার অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ২৫

তদন্যা নাস্তি লোকেঽস্মিন্ গতির্ন স্বান্তনন্দনা ॥ ২৬

মহারাজ! ইহলোকে তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই, তিনিই সকলের হৃদয়ানন্দদায়িনী, অতএব তৎশরণাপন্ন হওয়াই এক্ষণে আমাদিগের শ্রেয়ঃ কর হয় ॥ ২৬

গোবর্দ্ধনাদ্রিপ্রবর পার্শ্বে কাত্যায়নীশুভা।
কালিন্দ্যাঃ স্বচ্ছতোয়ায়াঃ কচ্ছান্তিক বরে নৃপ ॥ ২৭

কীর্ত্তিদা রাজা বৃষভানুকে কহিতেছেন,—হে নৃপ! গিরিবর গোবর্দ্ধন পার্শ্বে নির্ম্মল সলিলা যমুনার তীর সান্নিধ্য মনোহর উত্তমস্থানে শুভদায়িনী মহামায়া কাত্যায়নী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা আছেন ॥ ২৭

নানামৃগগণাকীর্ণে নানাপক্ষী নিনাদিতে।
মঞ্জুভ্রমর সংঘুষ্টে লতাকুঞ্জ সমাবৃতে ॥ ২৮

হে রাজন্! ঐ স্থান মনোহর শত শত তরু লতা মণ্ডিত, কত কুঞ্জ গৃহে আবৃত, নানাপ্রকার সুদৃশ্য মৃগগণে আকীর্ণ, নানাজাতীয় পক্ষিগণের শ্রুতি রসায়ন ধ্বনিতে প্রতিনাদিত, প্রমত্ত মধুপানাসক্ত ভ্রমরনিকর নিরন্তর পুষ্পসমূহে গুণ গুণ শব্দে ভ্রমণ করে ॥ ২৮

চিদ্রূপা পরমেশানী পরমা বরদা নৃণাম্।
তামারাধায় যত্নেন যদীচ্ছসি হিতং বরম্ ॥ ২৯

হে নাথ! সর্ব্বজীবের বরপ্রদা, জ্ঞানস্বরূপা পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী কাত্যায়নী দেবী তথায় অবস্থিতা আছেন। যদি আপনার হিতকর বরলাভের ইচ্ছা হয়, তবে সম্যক্ যত্ন দ্বারা সেই মহাদেবীর আরাধনা করুণ ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ।—এতন্নিশম্য বচনং প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মাত্মনঃ।
অনপত্যঃ সুদুঃখার্ত্তো জগাম তপসেবনম্ ॥ ৩০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন,—হে বৎস! অপত্যহীনতা-প্রযুক্ত অত্যন্ত দুঃখে কাতর রাজা বৃষভানু স্বপ্রিয়া কীর্ত্তিদার মুখে অপনার প্রিয়ঙ্কর এই বাক্য শ্রবণ করত অনতিবিলম্বে ঐ গোবর্দ্ধন সন্নিহিত বনে তপস্যার্থে গমন করিলেন ॥ ৩০

কালিন্দ্যাঃ কচ্ছমভ্যেত্য অপঃস্পৃষ্ট্বা শুচিঃ শুচী।
প্রাণাপানৌ সমানোদানব্যানানেক মানসঃ।
নিয়ম্য যতবাক্ স্বস্মিন্নাসনে বিশদ চ্যুতঃ ॥ ৩১

মহারাজা মনোহর কালিন্দীতীর সংপ্রাপ্তে, তৎপবিত্র জল স্পর্শে পবিত্র হইয়া, এক মন-চিত্তে তথায় সুদৃঢ় বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করত যতবাক্ হইলেন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩১

অগ্নি বায়ৌ জলে বায়ুং জলমাকাশতোনয়ৎ।
কুণ্ডলিন্যা সহাত্মানং সহস্রার সমুপানয়ৎ ॥ ৩২

মহারাজা বৃকভানু, স্বশরীরস্থ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে জলেতে, জলকে আকাশেতে লয় করিলেন। অনন্তব সুদৃঢ় যোগাবলম্বন দ্বারা মুলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদিস্থ জীবাত্মাকে লইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া চিত্তকে নিশ্চল করিলেন ॥ ৩২

একাহারো নিরাহারো বর্ষং তোয়াসনঃ স্থিতঃ।
ফলমূল পয়ঃপর্ণ বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩

জিতেন্দ্রিয় বৃষভানু এক বৎসরকাল জলস্থ হইয়া মাসদ্বয় ফল মূলাহার, মাসদ্বয় শুদ্ধ জলাহার, মাসদ্বয় পত্র আহার, মাসদ্বয় শুদ্ধ বায়ুমাত্র আহার করিয়া এক বৎসর একাহারে ও এক বৎসর নিরাহারে দেবীর উপাসনা করিলেন ॥ ৩৩

পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিষ্টভ্য ধরণীমূর্দ্ধবাহুকঃ।
ঊর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পাদৌদ্বাবধস্কং সমুপানয়ৎ ॥ ৩৪

এইরূপে রাজা চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কতি-

পর বৎসর অতিপাত করত পরে ঊর্দ্ধপাদ অধঃশিরা হইয়া ঘোরতর তপস্তায় রত হইলেন ॥ ৩৪

অনয়চ্ছত বর্ষাণি রাজা নিয়তমানসঃ।
ততবর্ষশতে যাতে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫

সংযত মানস রাজা বৃষভানু এইরূপ কঠোর ব্রতে শত সম্বৎসর কালকে অতিপাত করিলেন, পরে শত বৎসর অতীত হইলে অশরীরিণী বাক্যে আকাশ হইতে বাগ্‌দেবী তাঁহাকে এই কথা কহিলেন ॥ ৩৫

আভাষ্য বৃষভানুং তং নাদয়ন্তী নভস্থলম্।
বৃষভানো নিবোধেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥ ৩৬

মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করত বাগ্বাদিনী এমত গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, যে সেই শব্দে সমস্ত আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। হে বৃষভানো! তোমায় হিতকর বাক্য আমি বলিতেছি শ্রবণ করহ ॥ ৩৬

পথ্যং শ্রেয়স্করং বৎস কুরুষ তদনন্তরম্ ॥ ৩৭

হে বৎস! অনন্তর সেই পরম কল্যাণকর হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া তদুচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৩৭

হরির্নাম বিনা বৎস কর্ণশুদ্ধি র্ন জায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজন্ হরিনামানুকীর্ত্তনম্ ॥
গৃহাণ হরিনামানি যথাক্রমমনিন্দিতঃ ॥ ৩৮

হে বৎস! হরিনাম শ্রবণ বিনা জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না, একারণ অতি শ্রেয়স্কর হরিনামের অনুকীর্ত্তন কর। হে রাজন্! এক্ষণে যথাক্রমানুসারে তুমি গুরুর নিকট হরিনাম গ্রহণ কর। অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণানন্তর অন্য মন্ত্র গ্রহণ করত সাধনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৩৮

বৃষভানুরুবাচ।—মাতস্তৎ কীদৃশং নাম হরিনামেতি কীর্ত্তিতম্।
যত্ত্বয়া জগতামস্ত স্বর্গাবলয়কারিণী।
কৃপয়াবদ তৎ সর্ব্বং যথা তত্ত্বং যথাক্রমম্ ॥ ৩৯

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বৃষভানু বিনয় সহকারে দেবীকে কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী পরমা প্রকৃতি, আপনি যে হরিণাম গ্রহণ করিতে আমাকে আদেশ করিলেন, সেই হরিনামের কি মহিমা এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে হরিনাম গ্রহণ করিতে হয় আপনি কৃপা করিয়া যথাবৎ তত্ত্বব আমাকে বলুন ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ।—ঈরিতাং গিরমাকর্ণ্য রাজ্ঞা বৃষভানুনা।
অবদদ্বাক্য মব্যগ্রা মেঘ গম্ভীরয়া গিরা॥ ৪০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! মহারাজা বৃষভানুর এতদ্বাক্য শ্রবণ করত মেঘের ধ্বনির স্তায় গম্ভীর শব্দে ধীরে ধীরে মহাদেবী এই বাক্য কহিলেন॥ ৪০

শ্রীদেব্যুবাচ।—পুলিনে বিরজানদ্যাঃ পুণ্যে দেবর্ষি সেবিতে।
ক্রতুর্নাম মুনি শ্রীমান্ স্তপসে তপতাম্বরঃ।
তত্রগত্বা মহাবাহো হরিনামানি সংশৃণু॥ ৪১

অনন্তর মহাদেবী কহিলে—হে মহাবাহো! দেবর্ষিগণ সেবিত সুপুণ্য বিরজা নদীতীরে পবিত্র পুলিনে সর্ব্ব তপস্বিশ্রেষ্ঠ তপস্বী মহামুনি শ্রীমৎক্রতু তপস্তায় রত আছেন। তুমি তথায় গমন করত তাহার নিকট হরিনাম মহিমা শ্রবণ কর॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।—নিপীয় বাক্যামৃত আত্মানোহিতং। ত্যক্তা তপোঘোরমমিত্রকর্ষণঃ
তুতোঃ সকাশং গতবান্ক্ষণাদিব। শ্বসন্ সুদীনো মুনিমৈক্ষতাশুচঃ॥ ৪২

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন,—বৎস! শত্রুকর্ষণ মহারাজা বৃষভানু দেব্যুক্ত আত্ম-হিতকর বাক্যামৃত পান করত সুদীনমনা হইয়া অতি সত্বর গমনে ক্রতু মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোধর্ম্মে সংস্থিত সেই মুনিবরকে দর্শন করিলেন॥ ৪২

অর্চ্চ্যমভ্যর্চ্চ্যমাসীনং মুনিং তং সংশ্রিতব্রতম্।
পপাত চরণোপান্তে দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসংস্তদা।
আহুগদগয়াবাচা বৃষভানু মহাযশাঃ॥ ৪৩—৪৪

যোগাসনে উপবিষ্ট প্রশংসিত ব্রতধারী পরমার্চ্চনীয় মুনিকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া অতিশয় উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রাজা বৃষভানু গদগদস্বরে মুনিবরকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৩—৪৪

বৃষভানুরুবাচ।—পাহিপাহি মহাযোগিন্ শরণাগতপালক।
দীনানু কম্পিন্ দীনেশ নমস্তে ভগবন্মুনে॥ ৪৫

হে দীনেশ! হে মুনে! তুমি মহাযোগী, দীনানুকম্পি, শরণাগত প্রতিপালক, হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪৫

দীনং মামব বিশ্বার্য্য সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ৪৬

হে বিশ্বার্য্য! অর্থাৎ জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামুনে! সাধু সকল দীনবৎসল হয়েন, অতএব অতি দীন জানিয়া আপনি আমাকে রক্ষা করুন্॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।—এবমীড়িত ঈড্যঃ স রাজ্ঞা মুনিবর স্তদা।

সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়াবাচ্য ভানুমাহ কৃপানিধিঃ॥ ৪৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন,—হে বৎস! পরম স্তবনীয় আকিঞ্চনবিত্ত মুনিবর ক্রতু, মহারাজা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪৭

ক্রতুরুবাচ।—মাভৈর্ব্বৎস কুতোভীতি ভীরুত্বংমুপলক্ষয়ে।

কিংমর্থং তপ্যাসে রাজন্ কা তে চিন্তা হৃদিস্থিতা

করোমিচ তবস্নেহাৎ যদ্যপিস্যাৎ সুদুষ্করম্॥ ৪৮

মহামুনি ক্রতু বৃষভানুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! তোমাকে ভীত দেখিতেছি, ভয় কি? অভীত হও, তুমি কি জন্য এত পরিতাপ করিতেছ, তোমার হৃদয় মধ্যে কোন্ বিষয়ের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বল। আমি তোমার স্নেহপাশে অতিশয় আবদ্ধ হইলাম, এহেতু তোমার মনোগত চিন্তনীয় বিষয় যদিও সুদুষ্কর হয় তথাপি তাহা সুসিদ্ধ করিব চিন্তা কি?॥ ৪৮

বৃষভানুরুবাচ।—নাস্ত্যলভ্যং ত্রিভুবনে প্রসন্নে ত্বয়ি মে বিভো।

দেহিমে হরিনামানি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি॥ ৪৯

বৃষভানু ক্রতু মুনিকে সম্বোধন করিয়া আত্ম অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিলেন। হে বিভো! এ দীনের প্রতি আপনি প্রসন্ন হইলে এই ত্রিভুবন মধ্যে অলভ্য বিষয় কি আছে? যদি আমাতে আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে কৃপা করিয়া সুদুর্ল্লভ হরিনাম আমাকে প্রদান করুন॥ ৪৯

শরণ্যায় নমস্তেতু প্রসীদ বিশ্ববিন্মম॥ ৫০

হে বিশ্ববিৎ মুনে! এই বিশ্বস্থ বিষয় আপনি সকলই জানেন হে শরণাগতপালক আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ।—প্রসন্নারুণ পাথোজাননঃ স মুনিসত্তমঃ।

প্রপন্নায় প্রসন্নোদাদ্ধরিনামান্যনুক্রমাৎ॥ ৫১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! প্রস্ফুটিত লোহিত পঙ্কজ তুল্য বদন মুনি সত্তম ক্রতু শরণাগত মহারাজার বিনয় বচনে সুপ্রসন্ন হইয়া বৃষভানুকে হরিনাম প্রদান করিলেন, এবং যেরূপ অনুষ্ঠানে নাম জপ করিতে হয় তাহাও কহিয়া দিলেন॥ ৩১

লোমহর্ষণ উবাচ।—যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্ঞিতম্।

মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নঃ বিভো॥ ৫২

লোমহর্ষণ সূত বেদব্যাস প্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন। হে বিভো! হে নাথ দ্বৈপায়ন! আপনি হরিনাম সংজ্ঞক পরমার্থ সাধক ব্রহ্মপদ-প্রদ যে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন, এই ক্ষণে সেই সিদ্ধিকর, হরিনামাখ্য মন্ত্র কি? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া কহেন। ৫২

দ্বৈপায়ন উবাচ।—গ্রহণাবদস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপায়ী সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥ ৫৩

বাদরায়ণ কহিলেন,—হে বৎস সূত! মহামন্ত্র হরিনাম গ্রহণমাত্রে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়; সুরাপানশীল ব্যক্তিও হরিনাম গ্রহণমাত্রে তৎক্ষণাৎ পরম পবিত্র হয়। এবং সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হয়॥ ৫৩

তদহং বোভিধাস্যামি মহাভাগবতোহ্যসি॥ ৫৪

হে বৎস! তুমি মহাভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শিরোমণি অতএব তোমায় আমি মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৪

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥ ৫৫

দ্বাত্রিংশ অক্ষর সংযুক্ত ভগবানের ষোড়শনাম সম্বোধন পূর্ব্বক জপ করিবে। এই সকল নামই ব্রহ্মবাচক হয়। হরিশব্দ মঙ্গলবাচক ইহাতে আত্মাই পরম মঙ্গল, যদনু-স্মরণে মৃত্যুরূপ অমঙ্গল নাশ হইয়া অমরণ-ধর্ম্ম লাভ হয়। সমস্ত জগতের আত্মা যিনি তিনিই কৃষ্ণপদে বাচ্য হন। রামশব্দে সর্ব্বরঞ্জন ইহাতে রামশব্দ আত্মাবাচক, যেহেতু আত্মাই সর্ব্বজন রঞ্জন হন, কেননা অনাত্ম বস্তুতে কাহারও আদর নাই। ইহাতে তিন নাম পরব্রহ্মের বিশেষণ যথা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। সত্যস্বরূপ হরিনাম, জ্ঞানস্বরূপ কৃষ্ণনাম, আনন্দস্বরূপ রামনাম, এই তিনের বিশেষ্যবিশেষণ গত অভেদতা জানাইবার জন্য দুই দুই নামের দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন॥ ৫৫

ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল কল্মষাপহম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥ ৫৬

এই মহামন্ত্র হরিনাম এক শত অষ্টবার ত্রিকাল জপে সর্ব্বপ্রকার পাপের অপহারক হন অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে এক শত অষ্টবার জপ করাতে সকল পাতক ধ্বংস হয়। ইহার পর ভবভীরু জনের ভব-নিস্তারণ উপায় আর নাই, ইহা সর্ব্ববেদে কথিত আছে॥ ৫৬

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমমতেষু চ।
মীমাংসাবেদ বেদান্ত বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্॥ ৫৭

সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ ইতিহাস আগম, আর মীমাংসা বেদবেদান্ত এবং বেদাঙ্গাদি সর্ব্ব শাস্ত্রমতে ইহাই কথিত হইয়াছে॥ ৫৭

তন্নাম কীর্ত্তনং ভূয় স্তাপত্রয় বিনাশনম্।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্॥ ৫৮

যে হরিনাম সংকীর্ত্তনে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ প্রকার তাপ সংহার হয়। যত পাতক আছে অর্থাৎ অতি পাতক, মহাপাতক ও উপপাতক, এই সমস্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥ ৫৮

নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নাম সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্মদৃশ্যতে॥ ৫৯

তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন তুল্য ত্রিলোকের মধ্যে পরতর পবিত্র কারণ আর কিছুমাত্র দেখিতে পাই না অর্থাৎ হরিনাম সাকীর্ত্তন সকল পুণ্য হইতে পুণ্যতর অর্থাৎ ইহার তুল্য সুপুণ্যতর আর কিছুই নহে॥ ৫৯

নাম সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্য বিপশ্চিতা।
সুরাপা ব্রহ্মহাস্তেয়ী রোগী ভগ্নব্রতোঽশুচিঃ॥ ৬০
পাধ্যায়বর্জ্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ।
অব্রতী বৃষলীভর্ত্তা কুলটী সোমবিক্রয়ী।
তেঽপি মুক্তি মবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৬১

সুরাপায়ী, ব্রহ্মহন্তা, স্বর্ণাদিচোর এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপভুক্ রোগী, ভগ্নব্রতী অশুচি, বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব পাপকৃৎ পুরুষ, ব্যাধবৃত্ত্যুপজীবি পিশুন, প্রতারক অর্থাৎ খল ও বঞ্চক, স্বধর্ম্মত্যাগী, শূদ্রাভর্ত্তা দ্বিজ, কুলটোপভোগী, শুক্রবিক্রয়ী এতৎ সর্ব্বপাপের পাপী হইলেই সে হরির নাম সংকীর্ত্তন মহিমায় পরমা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। একারণ জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগের সদা সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ৬০—৬১

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুনঃ তৎপরায়ণঃ॥ ৬২

দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল বিদ্বেষভাবে ভগবান্ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠাখ্য পরাৎপর স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন, ইহাতে তৎপরায়ণ হইয়া যাহারা হরিকে স্মরণ করে তাহাদিগের কথা আর কি কহিব?॥ ৬২

বেদব্যাস উবাচ।—ইতি মন্ত্রং প্রদায়ৈব তদা স ভগবান্ ক্রতুঃ।
ইদমাহ বচঃ পথ্যং ভূয়োঽহরিমনুস্মরন্॥ ৬৩

বেদব্যাস লোমহর্ষণকে কহিলেন,—বৎস! তখন ভগবান্ ক্রতু মুনি তাঁহাকে এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করত পুনর্ব্বার মনে হরিকে স্মরণ করিয়া বৃষভানুকে এই পথ্য কথা বলিলেন ॥ ৬৩

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা।
গাণপত্য লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৬৪

বৎস! শাক্ত বা বৈষ্ণব কি সূর্য্যোপাসক সৌর, অথবা শৈব, কিম্বা গণেশোপাসক গাণপত্য এই পঞ্চায়তনী দীক্ষা বিষয়ে হরি নামানুকীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে হরিনাম দীক্ষা ব্যতীত কোন মন্ত্রই দীক্ষিত হইবে না, যেহেতু কর্ণের অশুদ্ধতা জন্য মন্ত্র সকল ফলপ্রদ হয় না ॥ ৬৪

যস্য কর্ণপুটে রাজন্ নবিশেদ্ধরিনামকম্।
শবস্য কর্ণৌ তাবেব বিষ্টে শুদ্ধিমিতো ব্রজেৎ ॥ ৬৫

হে রাজন্! যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয়, তাহার সেই কর্ণযুগল শবকর্ণের ন্যায় অপবিত্র, পুনঃ হরিনাম প্রবেশে পবিত্রতা লাভ হয়। অর্থাৎ যতদিন হরিনাম দীক্ষা না হয় ততদিন কর্ণ অপবিত্র থাকে ॥ ৬৫

ক্রতুরুবাচ।—অতঃপরং মহাবাহো জপবিদ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৬৬

মহারাজা বৃষভানুকে ক্রতু মুনি কহিলেন, হে মহাবাহো! তোমাকে এই হরিনাম প্রদান করিলাম, অতঃপর তুমি সুসমাহিত চিত্তে বিদ্যামন্ত্র জপ কর। অর্থাৎ ইহাতে তোমার অভিলাষ অবশ্য পূর্ণ হইবে ॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ। আমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ সংস্তূয় প্রণিপত্য চ ভূমুরম্।
ভক্তিনম্রাত্ম মতিমান্ বৃকো মনুজপন্ দ্বিজ ॥ ৬৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে দ্বিজ! মতিমান্ বৃকভানুরাজা ক্রতু মুনিকে অর্চ্চনা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তবকরত তদনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিতে আনন্দ কলেবরে হরিনাম মহামন্ত্রজপ করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ৬৭

কালিন্দ্যাস্তটমাগত্য জজাপ পরমং মনুং।
ততঃ কতিপয়স্যান্তে কালস্য পরমা কলা ॥
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রসন্নাপঙ্কজাননা।
আবীরাসীন্মহামায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ৬৮

অনন্তর রাজা যমুনাতীরে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার সেই পরম মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কতিপয় দিবসান্তে কালের পরমা কলা মূলপ্রকৃতি কালরূপা প্রস্ফুটিত কমলবদনা জগন্মাতা কাত্যায়নী রাজার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া সেই নিত্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী মহামায়া আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৬৮

সবীক্ষ্য ভাসতীং ভাসা মহত্যা জগদম্বিকাম্।
পরমাং ভক্তিভাবায় নম্রস্কন্ধ শিরাবৃকঃ।
প্রণনাম প্রহর্ষাব্ধি সংমগ্নোহস্তৌষীদীশ্বরীম্॥ ৬৯

রাজা বৃষভানু মহতী ভাসাতে ভাসমানা জগৎজননী মহাদেবীকে সম্মুখে সন্দর্শন করত ভক্তিভাবযুক্ত নতস্কন্ধর ও নতমস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং মহাহর্ষ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া জগদীশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬৯

বৃষভানুরুবাচ।—রূপং তে জগদম্বিকে পরমকং বাচাবর্ণ্যং কবেঃ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং যদন্তপ্রপয়া সংদর্শিতং তদ্ধৃদা।
কিং বর্ণ্যং তব সাম্প্রতং মুরহরাভীষ্ট প্রদে মুক্তিদে॥ ৭০

হে জগজ্জননি! হে মুক্তিপ্রদায়িনী! তোমার যে এই পরম রূপ দর্শন করিলাম ইহা বাক্যেতে কবির অবর্ণনীয়, অর্থাৎ রচনা প্রবন্ধে বাক্যদ্বারা কবিগণ বর্ণন করিতে পারেন না। তোমার অচিন্ত্য পরম রূপ কদাপি কাহারও ধ্যানের বিষয় হয় না। তোমার মহিমা যে কতদূর তাহা ব্রহ্মাদিরও অগম্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। হে মুরহরাভীষ্টপ্রদে! মুরহর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্টপ্রদাশিনি আমি অতি লঘু বুদ্ধি, আমা কর্ত্তৃক তাহা কিরূপে বর্ণনীয় হইতে পারে॥ ৭০

জীবো বাক্পতিতাং গতোনু যদনুধ্যানাত্তবাম্ভোরুহ।
যোনিস্বৎ পরমং নিধায় চ হৃদি প্রাজাধিপত্যং গতঃ।
বিষ্ণুঃপাতি সুরেশ পূজ্যচরণ স্ত্রৈলোক্যমেতৎ সুখম্।
ত্বাং নম্যাং জগদীশ্বরি ত্রিজগতাং মাতর্মে ভক্তিতঃ॥ ৭১

হে জগদীশ্বরি। তোমার ঐ পরমরূপ ধ্যান প্রভাবে সুরগুরু বৃহস্পতি বাক্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদ্ধাতা পদ্মযোনি ব্রহ্মা তব অচিন্ত্যনীয় রূপ হৃদয়ে ধারণা করত এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রজাধিপত্য পদলাভ করিয়াছেন। তোমার পূজ্য পাদযুগল চিন্তা করিয়া সুরপতি ইন্দ্র ত্রিলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু জগৎ পালন করিতেছেন এবং তোমার নমস্কার প্রভাবে সম্যক্ প্রকার সুখ ভোগে ভোক্তা হইয়াছেন। হে ত্রিজগতাং মাতঃ! অতএব আমি নিয়ত ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি॥ ৭১

ভক্তিহীনস্য মূর্খস্য দীনস্য ভুবনেশ্বরি।
দর্শিতং মে পদাম্ভোজং মমানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া॥ ৭২

হে ভুবনেশ্বরি! আমি অতিদীন, ভক্তিহীন মূর্খ, কেবল মাত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মযুগল দর্শন করাইলে॥ ৭২

ভবৎ পাথোজপাদেষু মন্মূর্দ্ধা ভ্রমরায়িতঃ।
আস্তাং সদপবর্গাব্জ মমরন্দ পিপাসয়া ॥ ৭৩

হে মাতঃ! শুদ্ধ মোক্ষরূপ মহাপদ্মের মকরন্দপিপাসায় আমার এই মস্তক ত্বদীয় চরণকমলে ভ্রমরচর্য্যায় অবস্থিতি করিয়া রহিল ॥ ৭৩

অগম্যং তপসা বাচা কর্ম্মণা মানসে ন চ।
দর্শিতং কৃপয়া মহ্যং নমস্তে ভক্তবৎসলে ॥ ৭৪

হে ভক্তবৎসলে! তপস্যাদ্বারা কি বাক্যদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা কিংবা মানসদ্বারা তোমার এই রূপ দর্শনের অগম্য। শুদ্ধ কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন করাইলে, অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৪

নমস্তে জগদাধারে জগতাং মোহকারিণী।
ন যথা মোহয়েন্মায়া মাং তে বিশ্বেশ পূজিতে ॥ ৭৫

হে জগতের আধার স্বরূপা দেবি! তুমি জগন্মোহনকারিণী, হে বিশ্বেশ্বর পূজিতে তোমার বিশ্বমোহিনী দুরন্তা মায়া আমাকে যেন মোহযুক্ত না করে, তোমাকে নমস্কার করি। ৭৫

নমামি তে পাদপঙ্কজে দেবি বিষ্ণুপূজিতে।
নমস্তুভ্যং মহেশানি মামনাথ মহেশ্বরি ॥ ৭৬

হে দেবি! তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিপূজিতা তোমার চরণ কমলযুগলে আমি প্রণাম করি। হে মহেশ্বরি! হে মহেশানি! আমি অতি দীন, অশরণ অনাথ আমাকে রক্ষা কর; তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৬

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বধারা নিরাধারা সাধারা ধরণীধরে ॥ ৭৭

ভবতাপে তাপিত অতিদীন শরণাগত জনের পরিত্রাণকারিণী তুমি। হে দেবি! তুমি সকলের আধার, অথচ আপনি নিরাধারা, কিন্তু, আধেয়রূপে আধারযুক্তও কদাচিৎ হও, তুমি সর্ব্বজনধাত্রী ধরিত্রীকে ধারণা কর ॥ ৭৭

বেদ বিদ্যাধরাধারো নমস্তে বিশ্বপূজিতে ॥ ৭৮

হে দেবি! তুমি বেদবিদ্যাধারিণী এবং বেদবিদ্যা ধারণার আধারস্বরূপ! তুমি বিশ্বপূজিতা, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি সংস্তুয় সংভূয় প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটশ্চাসীদ্রাজা পূর্ণমনোথরঃ ॥ ৭৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—বৎস! রাজা বৃষভানু স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে

এই প্রকার দেবীর অগ্রে স্তুতি করত পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রহিলেন ॥ ৭৯

শ্রীদেব্যুবাচ—প্রসন্না তে বৎস যমৈস্তপসা চ সপর্য্যয়া।

ভক্ত্যা ক্ষান্ত্যা দমেনাপি স্তোত্রেণানেন বৎসকঃ ॥ ৮০

বরদাতে বরার্হস্য বয়ং বরয়বাঞ্ছিতম্ ॥ ৮১

মহাদেবী বৃষভানুকে কহিলেন। হে বৎস! তোমার জিতেন্দ্রিয়তায় ও তপস্যায়, পূজায়, ভক্তিতে ও ক্ষমাগুণেতে দমযোগেতে এবং স্তুতিবাক্যেতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি আমার বর গ্রহণযোগ্যপাত্র, আমি তোমার বরপ্রদায়িনী, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর যাচ্ঞা করহ ॥ ৮০—৮১

বৃষভানুরুবাচ।—প্রসন্না যদি মে দেবী কিমন্যাপি জগত্রয়ে।

দুর্ল্লভং ত্বৎ পদাম্ভোজ শরণস্য গতেন সঃ ॥ ৮২

বৃষভানু দেবীর সানুকম্পিত এই বাক্য শ্রবণ করত বিস্ময়োৎফুল্ললোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আর এই জগত্রয়ে আমার কিছু প্রয়োজন নাই, যেহেতু আপনার পাদপদ্মাশ্রয় প্রাপ্তি অতি সুদুর্ল্লভ হয় ॥ ৮২

সর্ব্বস্বান্তাসি মে স্বান্ত গতং জানাসি মাং কথম্।

বিড়ম্বয়সি বাগ্‌জালৈ দেঁহি দেয়ো বরো যদি ॥ ৮৩

হে দেবি! তুমি সকলের অন্তঃকরণ-স্বরূপা ও সর্ব্বান্তরজ্ঞা আমার হৃদয়গত অভিলাষ আপনি জানিতেছেন, নিরর্থক বাক্‌জাল দ্বারা কেন আর বিড়ম্বনা করিতেছেন। যদি দেয় হয় তবে মম হৃদয়াভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন্ ॥ ৮৩

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাভাবিতং বাচমাকর্ণ্য জগদম্বিকা।

ডিম্বং সহস্র সূর্য্যাভং প্রদয়ান্তরগাৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮৪

বৃষভানু মহাতেজা সংহৃষ্টো গৃহমাযযৌ ॥ ৮৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে বৎস! জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী। বৃষভানুর ভক্তিগর্ভ এতদ্বাক্য শ্রবণ করণানন্তর সহস্রাদিত্য তুল্য প্রভাযুক্ত একটি ডিম্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করত ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিতা হইলেন। মহাতেজা রাজা বৃষভানু ঐ ডিম্ব প্রাপ্তে সম্যক্ হর্ষযুক্ত হইয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন ॥ ৮৪—৮৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে বৃষভানোর্দেব্যা বর প্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়াখ্যানে কাত্যায়নী দেবীর নিকট রাজা বৃষভানুর বরপ্রাপ্তি নামে ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীমতী রাধিকার জন্মকথন।

ব্রহ্মোবাচ!—কীর্ত্তিদা মহিষী তস্য রত্নপালঙ্কমাশ্রিতা।
নানারত্নৌঘ সংচ্ছন্না সখিকোটিবৃতা সদা॥ ১

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। বৎস! শ্রবণ কর। মহারাজা বৃষভানুর মহিষী কীর্ত্তিদা দেবী, নানা অলঙ্কারে আচ্ছাদিত গাত্রা, সর্ব্বদা কোটী সখিতে পরিবৃতা রত্নপালঙ্কশায়িনী হয়েন॥ ১

দিব্যাম্বরপরীধানা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
অনবদ্যৈরবয়বৈর্মৃগশাবকলোচনা॥ ২

ঐ রাজমহিষী কীর্ত্তিদা, দিব্যবস্ত্রপরিধায়িনী, দিব্যগন্ধানুলেপিত কলেবরা, আনন্দিত সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টা, হরিণ শিশুর ন্যায় সুচঞ্চল শোভন নয়না॥ ২

আয়ান্তং রাজানালোক্যং পতিং সাব্রীড়িতাননা।
ঘোরেণ তপসা ক্লিষ্টং হৃষ্টং মলিনং বাসসং।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ মুত্তস্থৌ সম্ভ্রমাত্তদা॥ ৩

মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা রত্নপালঙ্কে অসংখ্য দাসীকর্ত্তৃক পরিসেবিতা ছিলেন, এমন সময়ে রাজা বৃষভানু দেবীদত্ত ডিম্বহস্তে স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘোর তপস্যা দ্বারা ক্লিষ্ট, ধূলিধূসরিত কলেবর, এবং মলিনবস্ত্র পরিধান অথচ সহর্ষচিত্ত পতিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া, মহারাণী তখন আসন হইতে অতি সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া লজ্জিত বদনা হইয়া তৎসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন॥ ৩

তামবীক্ষ্য বিশালাক্ষীং বিশাল জঘনোরুকাম্।
উত্তুঙ্গোরু স্তন তপ্ত কাঞ্চনীং সমদ্যুতিম্।
তস্যাহস্তে তদাভানুঃ প্রদদৌ ডিম্বমুত্তমম্॥ ৪

রাজা বৃষভানু বিস্তীর্ণ নয়না, বিশাল রম্ভাতরু সদৃশ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা, অতি উচ্চতর গুরুস্তনী, প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা স্বপ্রিয়া কীর্ত্তিদাকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা অবলোকন করত তখন সেই দেবীদত্ত উত্তম ডিম্বটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন॥ ৪

বাহুমাগৃহ্য তড্‌ডিম্বমবেক্ষ্যচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিস্ময়ং পরমং লেভে তদা সা বরবর্ণিনী ॥ ৫

তখন বরবর্ণিনী রাজমহিষী কীর্ত্তিদা মহারাজার বাহু ধারণ করত ঐ জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বকে বারম্বার অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৫

নানোরুগন্ধং তড্‌ডিম্বং সর্ব্বশক্তিসমুজ্জলন্।
কোটি সূর্য্য সমং ভাসা তৎক্ষণাত্তদ্বিধাভবৎ ॥ ৬

ঐ ডিম্ব নানাপ্রকার উত্তম গন্ধযুক্ত, সর্ব্বশক্তিময় পরম উজ্জ্বল বর্ণ, কোটি সূর্য্যের সমান দীপ্তিবৎ। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণমাত্রেই সেই ডিম্ব স্বয়ং দুই খণ্ড হইল ॥ ৬

পুণ্যগন্ধ বহৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ।
প্রসন্নাঃ সলিলাধারাঃ প্রসন্নাশ্চ মনাংসিনঃ ॥ ৭

ডিম্ব দ্বিধা হইবামাত্র পবিত্র মনোহর গন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল, দশদিক সুপ্রসন্ন রূপে প্রকাশ পাইল, নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় সকল সুপ্রসন্ন এবং সর্ব্বজীবের মন সহসা অতিশয় প্রসন্ন হইল ॥ ৭

আসীন্নির্ম্মলমাকাশং যযুস্তুষ্টা সমং তদা।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পনাগাঃ ॥ ৮

আকাশমণ্ডল অতি নির্ম্মল হইল, আর তুষ্ট গ্রহ সকল সাম্যগুণে স্ব স্ব উচ্চগৃহে অবস্থান করিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও ভুজঙ্গগণ সকল আকাশে সমাগত হইলেন ॥ ৮

বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধ সাধ্য ভৈরব কিন্নরাঃ।
খগাঃ পিশাচ দৈত্যোয়া নাগাঃ ক্রূরতরাদয়ঃ ॥ ৯

বিদ্যাধর, অপ্সর, সিদ্ধ, সাধ্য, ভৈরব; কিন্নর, এবং সুপর্ণাদি পক্ষিগণ, পিশাচ, দৈত্য, নাগগণ ও যত ক্রূরতর জীব সকলে সমাগত হইলেন ॥ ৯

অহং বিষ্ণুর্ভবা বিশ্বে দেবাশ্চ অশ্বিনাবপি।
গ্রহ-নক্ষত্র-ভূতানি বায়বঃ পিতরস্তদা ॥ ১০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! সে সময় আমি ও বিষ্ণু এবং ভব মহাদেব, আর বিশ্বদেব ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গ্রহ, নক্ষত্র, অশেষ অন্তরীক্ষচর জীব-সমূহ ঊনপঞ্চাশৎ সমীরণ এবং পিতৃগণ সকল আগত হইলেন ॥ ১০

ঋষয়ো মনবো বেদাঃ শাস্ত্রাণি চ চতুর্দ্দশ।
সবাহনাঃ সানুগাশ্চ সায়ুধাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
স্বস্বযানসমারুহ্য সর্ব্বে গতাস্তদাভবন্ ॥ ১১

যত ঋষিগণ, মনুগণ ও চারিবেদ, চতুর্দ্দশ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান রূপে স্ব স্ব বাহন ও অনুগামিগণের সহিত স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র-পরিচ্ছদ সমন্বিত আপন আপন রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপরিভাগে আকাশমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

জনন্যাং জায়মানায়ং কীর্ত্তিদায়াঃ শুভোদয়ে।
গায়দগন্ধর্ব্ব সন্নাদে গীয়মানাপ্‌সরোগণে ॥ ১২
সাধূনাং সমচিত্তানাং প্রসন্নেষু মনঃ স্বু চ।
স্তুবৎস্বমুনি সাধ্যেষু পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে ॥ ১৩
চৈত্রেমাসি সিতেপক্ষে নবম্যাং শোভনেঽহনি।
শুভযোগে চ শুভদে নক্ষত্রেঽদিতি দৈবতে ॥ ১৪
আবিরাসীৎ পরা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ১৫

সূর্য্যের শুভোদয়ে গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাগণেরা গান করিতে লাগিল, সমচিত্ত সাধুদিগের মন প্রসন্ন হইল, মুনিগণ ও সাধুগণ স্তব করিতে লাগিলেন, আকাশ হইতে দেবগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, শুভ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শুভপ্রদ পুষ্যানক্ষত্রে, শোভনদিনে শুভযোগে জগজ্জননী অযোনিসম্ভবা পরাদেবী আসন্ন প্রসবা কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে আবির্ভূতা হইলেন, যেমন পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় হইলে জন সকলের চিত্তে আনন্দোদয় হয়, তদ্রূপ দেবীর জন্ম হইল বলিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন ॥ ১২—১৫

তাৎপর্য্য। চৈত্রমাসে দেবীর জন্ম যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কল্পান্তরীয় বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান বরাহকল্পে ভাদ্রমাসে রাধার জন্ম হইয়াছিল যথা—("ভাদ্রেমাসি সিতে-পক্ষে অষ্টম্যাঞ্চ শুভেদিনে, আবিরাসীৎ কলাবত্যাং স্বয়ং রাধা হরেঃ প্রিয়া ("ভাদ্রপদমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শুভদিনে হরিপ্রিয়া রাধা কলাবতী অর্থাৎ কীর্ত্তিদার ক্রোড়ে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েন।

রক্তবিদ্যুল্লতাকারা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
হারকেয়ুর-মুকুট নানালঙ্কার রাজিতা ॥ ১৬

রক্তবর্ণা বিদ্যুল্লতা ন্যায় কলেবর অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা কেয়ূরহার মুকুটাদি নানা অলঙ্কারে সুদীপ্ত গাত্রা, সম্যক্‌ সৌভাগ্যবৃদ্ধিকারিণী দেবী রাধা, জননী ক্রোড়ে বিরাজমানা হইলেন ॥ ১৬

কোটিসূর্য্য প্রভা তন্বী মনোনয়ননন্দিনী।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ১৭

মনোহর কলেবরা কোটি সূর্য্যের ন্যায় অঙ্গপ্রভা অথচ মন এবং নয়নের আনন্দ-বর্দ্ধিনী সৌম্যরূপা, দিব্যমাল্য ও দিব্যবসনধারিণী, দিব্যগন্ধে অনুলেপিত গাত্রা ॥ ১৭

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী চারু চন্দার্দ্ধশেখরা।
কৃপাণং শঙ্খ চক্রঞ্চ গদা মুষলমেব চ।
অভয়ং বরশক্তিদ্বে দধানঞ্চাষ্টভির্ভুজৈঃ॥ ১৮

মহাদেবী বিশালনয়না, অষ্টভুজা, মূর্ত্তি ললাটফলকে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। কৃপাণ শঙ্খ চক্র গদা এবং মুষল, অভয় বর ও শক্তি এই অষ্ট প্রহরণ অষ্টহস্তে পরি-শোভিত অর্থাৎ উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে কৃপাণ ও শঙ্খ তদধো হস্তদ্বয়ে চক্র ও গদা তাহার নিম্ন হস্তদ্বয়ে মুষল ও অভয়। তদধো ভুজদ্বয়ে বর ও শক্তিধারিণী॥ ১৮

কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদাং কীর্ত্ত্যা প্রপূরিত জগত্রয়ম্।
তনয়াং বিষ্ণুতনয়াং জগন্মাতারমম্বিকাম্॥ ১৯

জাত মাত্রাং তদোদ্বীক্ষ্য হ্যুগ্রেণ তপসা মুনে।
ভাসয়ন্তীং পুরীং রম্যাং বিশ্বরূপাং সনাতনীম্।
অযোনিজাং বরারোহাং রাধিকাং বৃষভানুনা॥ ২০

হে মুনে! কীর্ত্তিপ্রদায়িনীর কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ জগৎ সেই জগন্মাতা অম্বিকা কীর্ত্তিদা-তনয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রভবা বিশ্বরূপা সনাতনী মহাদেবী জন্মিবামাত্র তদঙ্গ-জ্যোতিতে সকল পুরী দীপ্তিমতী হইল, কীর্ত্তিদা সেই অযোনিসম্ভবা বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করত এই অনুমান করিলেন যে ইনি প্রাকৃত্যা কন্যা নহেন, বৃষভানু কর্ত্তৃক আরাধিতা সেই জগদীশ্বরী উগ্র তপপ্রভাবে পুত্রীরূপে আবির্ভূতা হইলেন॥ ২০

প্রেষৎ প্রৈষ্যমাত্মজাং স্বাং নিবিবিৎসু নৃ পায়তাম্।
অদ্ভুতাং চারু সর্ব্বাঙ্গীমদ্ভুতাম্বরধারিণী॥ ২১

কীর্ত্তিদা দেবী স্বক্রোড়ে অদ্ভুতবসনপরিধায়িনী অদ্ভুতাকারা সুশোভনা সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্টা স্বীয়া তনয়াকে অবলোকন করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত জানাইবার জন্য দাস দাসীগণ দ্বারা রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন॥ ২১

তদ্বাগমৃত সংতৃপ্তো বৃষভানুর্মহাযশাঃ।
সমস্তশ্চৈব হর্ষৌঘা স্তনৌ তস্য মহাত্মনঃ॥ ২২

স্বীয়াত্মজার উৎপত্তি শ্রবণে মহাযশস্বী মহাত্মা রাজা বৃষভানু প্রেষ্যদিগের মুখবিগলিত সেই অমৃততুল্য বাক্যে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইলেন। এবং সম্যকরূপে আনন্দ সমূহ তাঁহার শরীরে পরিপূর্ণরূপে উদয় হইল॥ ২২

হৃষ্টঃ প্রাদাদ্বহুবিধং প্রীতয়ে জগতাং জনোঃ।
ধন বাসাংসি রত্নৌঘ কম্বলাগুজিনানি চ॥ ২৩

মহারাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া জগৎজনে ভগবানের প্রীতির নিমিত্তে নানারত্ন

নানাধন, নানাপ্রকার বস্ত্র সকল এবং কম্বল শালপট্টু বনাৎ প্রভৃতি বহুবিধ বহুমূল্যের দ্রব্য সকল দান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

মণিমাণিক্য বস্ত্রাণি বহ্বার্ঘণি সহস্রশঃ।
গোগ্রাম হয়রত্নানি করিণী করিণস্তথা ॥ ২৪
শতশ্বোহস্ত্র পূগানি পূরিতানি রথাং স্তথা।
খরোষ্ট্র মহিষান্ ছাগান্ দধিক্ষীর ঘৃতানি চ ॥ ২৫
শালি মুদগ মসুরাংশ্চ বিবিধান্ ভূমিজন্মনঃ।
দ্বিজপঙ্গুজড়েভ্যশ্চ অনাথ বৃদ্ধ বালকে ॥ ২৬

সংবাদাতা দাসদাসীগণকে উপরোক্ত দান করণানন্তর মহারাজ মণি মাণিক্য এবং রাজাদিগের উপযুক্ত সহস্র সহস্র উত্তম বসন সকল, ও গো, গ্রাম, অশ্ব, নানাবিধ রত্ন, হস্তিনী সহিত হস্তী সহস্র সহস্র, আর শত শত অস্ত্রে পরিপূর্ণিত রথ সকল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, শত শত, দধি, দুগ্ধ ঘৃতপূরিত কুম্ভ সকল, ও শালি তণ্ডুল, মুদগ মসুর প্রভৃতি ভূপ্রজাত রাশি রাশি শস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে এবং পঙ্গু জড়ান্ধ ব্যক্তি সকলকে ও অনাথ বৃদ্ধ বালকদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৬

দরিদ্রেভ্যো বহুবিধং বণিক্ভোহথ সহস্রশঃ ॥ ২৭

দরিদ্র দীনদুঃখীদিগকে তাহাদের আশাপূর্ণ করিয়া ধন দান করিলেন। আর নগরবাসী বণিকদিগকে অর্থাৎ পণ্যজীবী সওদাগরদিগকে বহুবিধ উপঢৌকন স্বরূপ মূল্যবান দ্রব্য সকল পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭

নর্ত্তক্যা বারযোষাশ্চ শিল্পিনশ্চ সালঙ্কতাঃ।
গায়কা সুস্বরাবিষ্টা বাদকাশ্চ সহস্রশঃ ॥
আজগ্মুস্তস্য নগরং সূতমাগধ বন্দিনঃ ॥ ২৮

মহারাজার কন্যাসম্ভব সংবাদ শ্রবণে, অলঙ্কৃত হইয়া বারবধূ নর্ত্তকীগণ ও শিল্পজীবী জন সকল এবং সুস্বরালাপী গায়কগণ ও সহস্র সহস্র বাদ্যকর ও স্তুতিপাঠক মাগধ, সূত এবং বন্দীগণ সকলে মহাসমারোহপূর্ব্বক বৃষভানুর ভবনে আগমন করিতে লাগিল ॥ ২৮

জগুর্ননৃতু রাজন্, তুষ্টুবুস্তে মুদান্বিতাঃ।
হৃষ্টঃ প্রাদাদ্ধনং রাজা তেভ্যোবহুবিধং দ্বিজ ॥ ২৯

হে দ্বিজ! অজির, ঐ আগত গায়ক সকল সুস্বরে গান করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণেরা নৃত্য করিতে ও বাদ্যকরগণেরা বাজাইতে লাগিল, মহামোদযুক্ত হইয়া স্তুতিপাঠকগণেরা যশোবর্ণন পূর্ব্বক কল্যাণকর স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল, তৎশ্রবণ ও দর্শনে রাজা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন ॥ ২৯

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শতসহস্রশঃ।
নাগরাঃ শিল্পিমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদা অপি।
তৎশ্রুত্বা প্রাযয়ুঃ সর্ব্বে বিচিত্রা ভরণোজ্জ্বলাঃ॥ ৩০

মহারাজার সুলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে, এতৎবার্ত্তা শ্রবণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় আর প্রধান প্রধান শিল্পকরগণ, এবং জনপদবাসী ও পুরবাসিগণ সকলে বিচিত্রালঙ্কারে সালঙ্কৃত হইয়া কন্যাদর্শন মানসে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩০

কৃতকৃত্যং তদাত্মনং মন্য মানো মনাঃ সদা।
সাফল্যং তপসোবাপি জন্মনীশ্চাপি ভূমিপঃ॥ ৩১

অবনীপতি বৃষভানু আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া তখন উৎফুল্লমনা হইলেন এবং আপনার তপস্যার ও জন্মের সফলতা মানিলেন॥ ৩১

দ্রষ্টুং প্রতিযযৌ কন্যাং বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ পুরতঃকৃত্বা স্বস্তিবাচ্য দ্বিজোত্তম॥ ৩২

হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণকে অগ্রে করত বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া মহারাজা বৃষভানু কন্যামুখ দর্শন কামনায় কন্যা-সন্নিধি গমন করিলেন এবং জাতকর্ম্ম করণার্থ ব্রাহ্মণ-দ্বারা স্বস্তিবাচন করিলেন॥ ৩২

বিধিবৎ মন্ত্রপূতেন হবির্ভিস্তা হুতাশনম্॥ ৩৩

পুরোহিত বিধিবৎ মন্ত্রপূত দ্বারা বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দানে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন॥ ৩৩

পৌরৈঃ প্রকৃতিভিশ্চৈব গলিকা সূত মাগধৈঃ।
বন্দি গায়ক যথৈশ্চ বাদিত্র কুশলৈ র্ন রৈঃ॥ ৩৪

স্তুতিপাঠক, গায়ক, বাদ্যকর সমূহ, এবং স্তুতি সঙ্গীতবাদিত্র, নিপুণ মনুষ্যগণের সহিত, আর পুরবাসী ও অমাত্যগণ এবং নর্ত্তকীগণের নৃত্যদর্শন পরায়ণ হইয়া রাজা গমন করিলেন॥ ৩৪

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবৈশ্যশ্চ শূদ্রৈশ্চাপি সহস্রশঃ।
চিত্রাম্বরধরৈশ্চিত্র গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
বরুদগণৈঃ সমাসীনো বভাবিন্দ্র ইবাপরঃ॥ ৩৫

বিচিত্র বস্ত্রপরিধারী, বিচিত্র গন্ধ মাল্যানুলেপিত গাত্র সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিবৃত হইয়া রাজা অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইলেন; যেমন মরুদ্গণে পরিবেষ্টিত সুরপতি সুরলোকে সুরসভাতে সমাসীন হইয়া পরিশোভিত হয়েন॥ ৩৫

তমায়াস্তমুপাজ্ঞায় সবন্ধুং কীর্ত্তিদা তদা।
প্রোৎফুল্ল নয়নাম্ভোজা রাজ্ঞে সাচ দদে বচঃ ॥ ৩৬

বন্ধু-বান্ধবে পরিবেষ্টিত রাজা আগমন করিলেন ইহা দেখিয়া মহারাজ্ঞী কীর্ত্তিদা তখন উৎফুল্ল কমলনয়না হইয়া রাজাকে আনন্দপুলকিত এই বাক্য কহিলেন ॥ ৩৬

কীর্ত্তিদোবাচ।—রাজীবরাজিনয়নাং তনয়াং তনয়প্রদাম্।
রাজেন্দ্রতেঽপবর্গায় জাতাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্॥ ৩৭

কীর্ত্তিদা হর্ষে গদগদাক্ষরে বৃষভানুকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার অপবর্গ-সাধিনী, প্রফুল্ল নলিনরাজি নয়না ত্রিলোকমোহিনী, তনয়প্রদা তোমার তনয়া হইয়া জন্মিয়াছেন, দর্শন কর ॥ ৩৭

আবয়ো স্তপসা জাতা সর্ব্বভূতহিতায় চ।
দুষ্ট ক্ষত্রিয় ভূভার-হরণায় জগন্ময়ী ॥ ৩৮

হে মহারাজ! আমাদিগের তপো দ্বারা অর্থাৎ তপস্যা সাফল্যার্থে ও সর্ব্বজীবের হিতের নিমিত্তে এবং দুষ্ট দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়ভরে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরণার্থে বিশ্বরূপিণী জগন্ময়ী জগজ্জননী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।—এতদাকর্ণ্য তদ্বাক্যং প্রত্যুৎফুল্ল মুখাম্বুজঃ।
প্রণম্য দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভক্তি নম্রধাঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কীর্ত্তিদার মুখে এই বাক্য শ্রবণমাত্র মহারাজার বদনকমল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রসন্ন হইল। তখন কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি নম্র বুদ্ধিরাজা পরমা ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৯

হর্ষ গদগদয়া বাচা হর্ষাশ্রুপূর্ণলোচনঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো জগন্মাতরমম্বিকাম্॥ ৪০

সর্ব্ব বচনজ্ঞ মহারাজ হর্ষাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়ন হইয়া হর্ষ গদগদস্বরে জগন্মাতা অম্বীকা দেবীকে এই বাক্য বলিলেন ॥ ৪০

বৃষভানুরুবাচ।—মাতং কাত্বং বিশালোরু নয়না চিত্রভূষণা।
ত্বানহং নৈবতত্ত্বে ন জানে তৎকথয়স্ব মাম্॥ ৪১

বৃষভানু মহাদেবীকে কহিলেন,—হে বিশালোরু! বিশালনয়নে! বিচিত্র ভূষণা তুমি কে? আমি তত্ত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, অতএব অনুকম্পা করিয়া আমাকে তোমার স্বরূপ তত্ত্ব কহেন ॥ ৪১

শ্রীদেব্যুবাচ।—বিদ্ধি তাত পরাং শক্তিং নারায়ণকৃতাশ্রয়াম্।

বিষ্ণুনারাধিতামুগ্রতপস্তা ব্রতচারিণা ॥ ৪২

বৃষভানুর প্রতি মহাদেবী কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি আমাকে নারায়ণ কৃতাশ্রয়া পরমা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া জানিবে। উগ্রতপঃ ও উগ্রব্রতাচরণশালী বিষ্ণু কর্তৃক আমি সম্যক্ রূপে আরাধিতা ॥ ৪২

বিশ্বসর্গাবনলয় বিধাত্রী নিষ্টদাং নৃনাম্।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতাম্ ॥ ৪৩

হে তাত! এই বিশ্বের সৃজন-পালন-নিধনকর্ত্রী আমি জগৎ বিধাত্রী, সমস্ত লোকের অভিলষিত ফলপ্রদাত্রী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল স্বরূপা, আমার প্রকৃতি সংজ্ঞা ॥৪৩

সর্ব্বান্তঃ পঞ্জরগতাং সংসারার্ণবতারিণীম্।

যুবয়োস্তপসা জাতা পুত্রীভাবেন লীলয়া।

তববেশ্মনি রাজেন্দ্র দুষ্ট নিগ্রহণায় চ ॥ ৪৪

হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বজীবের হৃদপঞ্জরগামিনী, সংসার-রূপ ঘোর সমুদ্র, নিস্তারিণী বলিয়া আমাকে জানিবে! শুদ্ধ তোমাদিগের উভয়ের তপঃপ্রভাবে ও লীলা করণার্থে এবং দুরাত্মাদিগের নিগ্রহার্থে তোমার গৃহে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৪

বৃষভানুরুবাচ।—অম্বত্বং কৃপয়া যদীশ্বরী গৃহেজাতা স্বয়ং লীলয়া।

তন্মেভাগ্য চয়ান্বিতাস্ত সুকৃতঃ জ্ঞেয়ং মহন্মোক্ষদন্ ॥

দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং ভবাদ্যৈঃ সদা।

সূক্ষ্মা শৈবতনুং যদীশ্বরী কৃপা মে দর্শ্যতাং তে নমঃ ॥ ৪৫

বৃষভানু কহিলেন,—হে মাতঃ তুমি যে কৃপা করিয়া মম গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহা আমার বহুভগ্য বশতঃ একান্ত পূর্ব্ব :সুকৃতির ফল জ্ঞান করিলাম। হে ঈশ্বরি! যেহেতু তুমি ভবাদি দেবগণের নিত্য ধ্যেয় এবং পরম মোক্ষদ পরাৎপরতর তোমার এইরূপ আমার দর্শন হইল। হে ঈশ্বরি! যদি আমার প্রতি কৃপা হয়, তবে তোমার এই সূক্ষ্মা শিবতনু আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫

দেব্যুবাচ।—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য রূপমনুত্তমম্।

ছিন্দ্যসৎ সংশয়ং তাত সর্ব্বদেবময়ং মম ॥ ৪৬

বৃষভানুর প্রার্থনা-সূচক বাক্য শ্রবণান্তর মহাদেবী তাঁহাকে কহিলেন,—হে তাত! আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি অসৎ সন্দেহ ছেদন করত সর্ব্বদেবময় আমার অত্যুত্তম ঐশ্বর-রূপ দর্শন কর ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।—ত্বমিত্যুক্ত্বা তদাতাত্বং দত্ত্বাজ্ঞানমনুত্তমম্।

স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা॥ ৪৭

জগৎপিতা অঙ্গিরাকে কহিলেন,— হে পুত্র! পরমেশ্বরী রাধা পিতা বৃষভানুকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুত্তম জ্ঞানময়চক্ষু প্রদানপূর্ব্বক, স্বীয় মাহেশ্বরী তনু দর্শন করাইলেন॥ ৪৭

কোটিন্দীবর সঙ্কাশং চারু চন্দ্রার্দ্ধমস্তকম্।

ত্রিশূল-বর-হস্তঞ্চ জটামণ্ডলমণ্ডিতম্॥ ৪৮

নিষ্কলঙ্ক কোটিচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কান্ত, ললাটফলকে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ ত্রিশূল ও বর ধৃত যুগল ভুজ, জটাজাল মণ্ডিত মস্তক॥ ৪৮

ভয়ানকং ঘোররূপং কালাগ্নি সদৃশং রুচা।

পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনয়নং নাগযজ্ঞোপবীতকম্॥ ৪৯

অতি ভয়ঙ্কর ঘোর মূর্ত্তি, কালাগ্নির ন্যায় তীব্র দীপ্তি, পঞ্চবদন, প্রতিবদনে ত্রিলোচন, নাগ যজ্ঞোপবীত স্কন্ধদেশে বিরাজিত॥ ৪৯

দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানং দ্বীপিচর্ম্মোত্তরীয়কম্।

নাগেন্দ্র ভূষণং রূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতম্।

বভাষে বচনং মাতা রূপমন্যৎ প্রদর্শতম্॥ ৫০

পরিধৃত শার্দ্দূল চর্ম্ম, শার্দ্দূলাজিন উত্তরীয়, ভুজঙ্গবর ভূষণ এবম্ভূত ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া বৃষভানু অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদ্দৃষ্টে মহাদেবী তাঁহাকে কহিলেন, পিতঃ! তুমি অতিশয় ভীত হইয়াছ, একারণ তোমাকে অন্যরূপ দেখাইতেছি, দর্শন কর॥ ৫০

সংহৃত্য তৎপরং রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।

অন্যদ্রূপং বিশালাক্ষীং জগদ্রূপা সনাতনী॥ ৫১

এই কথা কহিয়া জগদ্রূপা সনাতনী দেবী তৎক্ষণমাত্রে সেই পরমরূপ সংহরণ করত বিশালনয়না অন্য ভগবদ্রূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন॥ ৫১

শতচন্দ্রনিভং ভাসা প্রভাসিতদিগন্তরম্।

হার-কেয়ূর-মুকুট-বনমালাবিরাজিতম্॥ ৫২

শত শত শশধর সদৃশ কলেবর দীপ্তি, সেই দীপ্তিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিভাসিত হইল। হার, কেয়ূর, মুকুটাদি আভরণ ও বনমালা পরিভূষিত॥ ৫২

শঙ্খ চক্রাজ পরিঘা প্রোল্লসৎ করপঙ্কজম্।

প্রসন্ন বদনং নেত্রং শ্রিয়োজ্জ্বলং সুনাসিকম্॥ ৫৩

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে করকমল চতুষ্টয় পরিশোভিত, সুপ্রসন্নায়ত প্রফুল্ল কমল সদৃশ নয়নদ্বয়, সুশোভন নাসিকা পরমোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত কান্তি ॥ ৫৩

শ্বেতমাল্যাম্বরধর শ্বেতগন্ধানুলেপনম্।
অজযোনীন্দ্র সুবন্দ্য পাদ পথোরুহান্বিতম্ ॥ ৫৪

শুক্ল পুষ্পমালা ও শুক্লাম্বর পরিধৃত, শুক্লগন্ধানুলিপ্ত গাত্র, ব্রহ্মেন্দ্র কর্তৃক বন্দনীয় পাদ পদ্মদ্বয়। অনন্তর অন্যরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৫৪

সহস্রচাহ্বক্ষি শিরোবরাননং সহস্র তাড়ঙ্ক ভুজপ্রভাসিতম্।
সহস্র কর্ণাম্বর কুণ্ডলান্বিতং সহস্র শক্ত্যৃষ্টি গদাসি তোমরম্ ॥ ৫৫

অনন্তর ভগবৎ স্বরূপ রূপ ধারণ করত মহাদেবী রাজাকে দর্শন দিলেন। সহস্র বাহু, তাহাতে সহস্র সহস্র তাড়ঙ্কাদি আভরণ বিভূষিত, সহস্র চক্ষু সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র কুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র কর্ণ, সহস্র বস্ত্র পরিধান, সহস্র ভুজে সহস্র সহস্র গদা, খড়্গ শক্তি, যষ্টি, তোমরাস্ত্র পরিশোভিত অতিপ্রভাসিত রূপ ॥ ৫৫

সহস্রদেবেন্দ্র শিরোমণিপ্রভা সভাজিতং দৈত্যগণ প্রাণনাশম্।
সহস্র যোগীন্দ্র সুসেবিতাঙ্ঘ্রিকং সহস্রধারাগ্র বিরাজিতাঙ্ঘ্রিকম্ ॥ ৫৬

সহস্র সহস্র দেবরাজের মুকুট মণিতে প্রতিভাষিত সহস্রচরণ, সহস্র যোগীন্দ্র কর্তৃক সুসেবিত পাদপদ্ম, সহস্র ধাম, অনন্তের শিরঃস্থিত মণিপ্রভাতে পরিরাজিত সহস্রাঙ্ঘ্রি এরূপ দৈত্যসূদন ভগবানের পরিশোভিত রূপ সম্পদ হয় ॥ ৫৬

নিরীক্ষ্য তদ্রূপমিদং পরাৎপরং ননাম মূর্দ্ধ্না ভুবি রাজসত্তমঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ হরিপ্রিয়াং শ্রিয়া দিদৃক্ষুরন্যন্মনসাভিলাষিতম্ ॥ ৫৭

রাজসত্তম বৃষভানু তাঁহার এই পরাৎপর রূপ দর্শন করিয়া অতিশয় ভয়প্রযুক্ত ভূমিগত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর অভিলাষিত অন্য মনোহর সৌম্যরূপ দর্শনেচ্ছু হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক হরিপ্রিয়া রাধাকে কহিলেন ॥ ৫৭

বৃষভানুরুবাচ।—তদেবং পরমং রূপমৈশ্বরং পরমাদ্ভুতম্।
ভীতোঽহং তন্নিরীক্ষ্যান্যদ্রূপং দর্শয় তে নমঃ ॥ ৫৮

অতিশয় ভীত হইয়া বৃষভানু দেবীকে নিবেদন করিলেন,—হে মাতঃ! অতি আশ্চর্য্যময় তোমার এই পরম ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন করিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। এক্ষণে অন্য মনোঽভিলষিত রূপ আমাকে দর্শন করাও। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫৮

যৎপ্রসন্না ত্বমাতস্তং তস্য কিং দুর্লভং ভবেৎ।
অনুগ্রাহ্যস্ত্বয়া মাতরহং কৃপণধীর্ভৃশম্ ॥ ৫৯

নমঃ প্রসীদ মাতর্মে কৃপয়া বনমালিনম্।

রূপং দর্শয় দেবেশি স্বরূপং চিত্তরঞ্জনম্॥ ৬০

হে মাতঃ! তুমি যাহার প্রতি প্রসন্না হও, ত্রিজগতে তাহার দুর্লভ কি আছে? আমি অতিশয় দীন, অতএব আমাকে অনুগ্রহ কর। হে দেবেশি! তোমাকে নমস্কার করি। প্রসন্না হও। মৎপ্রতি কৃপা করত স্বীয় চিত্তরঞ্জন বনমালীরূপ দর্শন করাও॥ ৫৯—৬০

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য পিত্রা সা বৃষভানুনা।

অপহৃত্য পুনর্দেবী অন্যদ্রূপং সমাদধে॥ ৬১

ব্রহ্মা কহিলেন,—পিতা বৃষভানুর এই বিনয়োক্তি শ্রবণ করত জগন্মাতা রাধা ঐ বিশ্বরূপ সংহরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কমনীয় ও সুদর্শনীয় অন্যরূপ ধারণ করিলেন॥ ৬১

নব পাথোধর শ্যামমিন্দীবর নিভচ্ছবি।

বনমালারাজিত শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলান্বিতম্॥ ৬২

নবীন নীল নীরদ ন্যায় শ্যামবর্ণ, ইন্দীবর-সদৃশ কান্তি, গলদেশে দোদুল্যমান বনমালা পরিশোভিতা; শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত বক্ষঃস্থল॥ ৬২

দ্বিভুজং কৌস্তুভোরস্কং বেণুবাদনতৎপরম্।

গোপালবৃন্দ সংগীতে নৃ্ত্যন্তং প্রমুদান্বিতম্॥ ৬৩

দ্বিভুজ মুরলীধর, কণ্ঠভূষণ কৌস্তুভমণির দীপ্তিতে উরঃস্থল সুশোভিত, বেণুবাদন তৎপর হইয়া সংগীত-পরায়ণ গোপবালকদিগের সহিত সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৬৩

প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননং ভবাদিভির্ম্মৃগ্যতমাঙ্ঘ্রি যুগ্মকম্।

সুনন্দনন্দপ্রমুখা সংভাজিতং শুভাঙ্গ বাহ্বক্ষি পদাম্বুজান্বিতম্॥ ৬৪

প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ প্রসন্নবদন, শিবাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিতব্য চরণারবিন্দ, সুনন্দ নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সুবাহু, শুভলোচন এবং ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত যুগল চরণতলে সুশোভিত॥ ৬৪

ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিঃ প্রভয়া দিগন্তরং প্রকাশিতা জ্ঞান তমোরিসন্নিভম্।

গোপালবেশং সুরসিদ্ধ সংস্তুতং বিনোদয়ন্তং গণং মুনান্বিনম্॥ ৬৫

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মনোহর মূর্ত্তিপ্রভা দিগ্‌দিগন্তর প্রকাশক দিনকর-সদৃশ দীপ্তিমান রূপে জন-হৃদয়স্থ অজ্ঞানধ্বান্তরাশিকে ধ্বংস করিলেন। সুরগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তবনীয় মোদমান গোপালবেশ সমস্ত গোপীগণকে অতিশয় আনন্দযুক্ত করেন॥ ৬৫

যদ্বীক্ষ্য পরমং পরাত্মনো রূপং বৃকোহর্ষভরাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

প্রোৎফুল্লবিজ্ঞান সরোজরাজিঃ সুযোগ যোগা বৃষভানুসুতোঃ॥ ৬৬

বৃষভানু পরমাত্মা-স্বরূপিণী স্বকন্যার পরম ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া অতিহর্ষভাবে

আকুলেন্দ্রিয় হইলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞান কমলকলিকা সম্যক্ উৎফুল্ল হইল ও শোভন যোগপথও সুপরিষ্কৃত হইল। অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানোদয়ে স্বকন্যাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী বলিয়া জ্ঞান জন্মিল ॥ ৬৬

ভূভারগম্যাং ভবভাবনচ্ছিদাং ভবাধ্বভারার্থ বিমুক্তিদাং নৃণাম্।
অস্তোষীদম্বাং তনয়াং জনুপ্রদাং ঘৃণাভবা নম্রবিবুদ্ধি কন্ধরঃ ॥ ৬৭

মহারাজা বৃষভানু, ভক্তিসহকারে নম্রবুদ্ধি ও নতমস্তক হইয়া ভূভারহারিণী উৎপত্তি পথরোধিনী, এবং সর্ব্বজীবের উৎপত্তির কারণ স্বরূপা, সংসার মূলচ্ছেদিনী, জগৎ-জননীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭

বৃষভানুরুবাচ।—বিশ্বেশি বিশ্বেশ সমর্হণার্চ্চিতপদাম্বুজে বিশ্বজনিত্রি তে নমঃ।
বস্তুঃত্বদন্যন্নহি বিদ্যতে ভুবি জগদ্বিভাবিরনুগৃহ্ণমাং নিজম্ ॥
সুত্রাম পাথোজ জনু হরীশ্বরৌ তবৈব দেবি জগদেব নস্করম্ ॥ ৬৮

হে বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সম্যক্ উপকরণ দ্বারা পরিপূজিত তোমার যে পাদপদ্ম, হে বিশ্বজননি! আমি সেই চরণপাথোজে প্রণত হই। হে জগদ্বিভাবিনি! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভগবন্ হরি ভূতপতি শঙ্কর আর সুরপতি ইন্দ্র সকল রূপই তোমার, তোমাভিন্ন জগতে অন্য বস্তুমাত্র নাই, জগৎভ্রান্তিমাত্র তুমিই সকল; হে মাতঃ! কৃপা প্রকাশে আমাকে নিজ দাস জানিয়া অনুগ্রহ কর ॥ ৬৮

ধাতা বিধাতা বরদা বরেশ্বরি শক্তিঃ পরা কিং মম বর্ণ্যমেবতে।
অচিন্ত্যরূপ-চরিতে বিচিত্রতং সুরেশবন্দ্যং তবরূপমদ্ভুতম্ ॥ ৬৯

হে বরেশ্বরি! তুমি বরপ্রদা, ধাতা, বিধাতা, তুমি পরমাত্ম-স্বরূপা :পরাশক্তি, হে অচিন্তনীয় চরিতবতী দেবি! সুরেশ্বর বন্দনীয় বিচিত্রিত তোমার অদ্ভুতরূপ, আমা কর্ত্তৃক তৎ স্বরূপ বর্ণন কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৬৯

স্বাহাত্মিকা সর্ব্বসুরেশতৃপ্তিহেতুঃ স্বধেতি পিতৃ-তৃপ্তিহেতুঃ।
নাকস্থিতা নাকপ্রদানরূপা সমস্ত যজ্ঞাদি ফলপ্রদানা ॥ ৭০

হে দেবি! তুমি দেবগণের তৃপ্তির কারণভূতা স্বাহা, আর স্বধারূপে পিতৃলোকের তৃপ্তির কারণ হও। তুমি সমস্ত স্বর্গাধিদেবী, সর্ব্বলোকে স্বর্গপ্রদানরূপিণী এবং সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলপ্রদায়িনী তুমি ॥ ৭০

রূপং সুসূক্ষ্মং তব দেবি বিদ্যয়া যদ্‌যোগিনো ব্রহ্মময়ঃ বদন্তি।
মাতস্তবেদং মনসোহ্প্যাসদং বাচামগম্যং বচসোপ্যবর্ণ্যম্ ॥ ৭১

হে মাতঃ! তোমার এই সূক্ষ্মরূপ কে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অবলোকন করিয়া যোগী-গণেরা তোমাকে ব্রহ্মময় বলেন, হে জননি! তোমার এই মহাদ্ভুত পারমার্থিক রূপ মনের অধ্যেয়, বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বর্ণনা করিতে বাণী অসমর্থা হন্ ॥ ৭১

ত্রিলোকবীজং পরমোরু বিশ্ব বিসর্গসংহার বিধীয়তে নমঃ।
কৃপাণ শঙ্খাব্জ গদাদ্যদায়ুধং সহস্রভানু প্রতিমানুভাসিতম্॥ ৭২

হে মাতঃ! কৃপাণ, শঙ্খ, গদা, পদ্মাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি মণ্ডিত এই তোমার পরম উরুরূপ ত্রিলোকের বীজস্বরূপ হয়, ইহার দ্বারা এতৎ বিশ্বের উৎপত্তি সংহারাদির বিধান হইতেছে। সহস্র সূর্য্যের তুল্য প্রতিভাসিত নিরূপম রূপ বিশিষ্টা তুমি॥ ৭২

মাহেশি মাহেশধৃতং মনোহরং রূপং তবেদং পরমোরু বর্চ্চসা।
সহস্র শীতাংশু সুশীত ভাস্বরং বালাং ত্রিনেত্রাঃ শশীবধিভূষিকাম্॥৭৩

হে মাহেশ্বরি! সাতিশয় পরম দীপ্তিমৎ মনোহর, সহস্র তুহিনকর সদৃশ শীতল এই মাহেশ্বর-রূপ ধারণ করিলে, তুমি বালা ত্রিপুরা ত্রিলোচনা, নির্ম্মল শশধর বিভূষণা, তোমাকে নমস্কার করি॥ ৭৩

যোগীন্দ্র যোগেশ সুযোগযোগিতাঃ ভবপ্রভাব প্রভব প্রণুস্পদম্॥
নাগেন্দ্রভূষং রজতাদ্রিসন্নিভং প্রপঞ্চ পঙ্কাজ বরাননং ত্রিভিঃ॥ ৭৪

হে মাহেশি! যোগীন্দ্র যোগেশ্বর শোভন যোগযুক্ত তোমার মহেশ্বররূপ যাহা চিন্তা করিলে ইহ সংসারে পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ঐ রূপ রজতাচল সন্নিভ ও নাগেন্দ্রভূষণ। সুপ্রকাশিত পঞ্চবদন সুশোভিত হয়॥ ৭৪

ত্রিভিঃ সুভীমায়তলোচনৈর্ল সৎ ধৃতার্দ্ধচন্দ্রং জটয়া বিভূষিতম্।
ভবাদ্যগম্যং ভবভাবনচ্ছিদং নমামি তে রূপমনুত্তম শ্রিয়া॥৭৫

হে দীন জননী! উত্তম শ্রীযুক্তা তোমার মাহেশ্বরীতনু অতি ভয়ঙ্করা, তিন তিন লোচন দ্বারা পঞ্চ বদনারবিন্দ সুশোভিত, কপালফলকে ধৃত অর্দ্ধচন্দ্র, জটা দ্বারা বিভূষিত মস্তক, শিবাদিদেবতার অগম্য ও অচিন্ত্যনীয় ভবহার-সংহরণ তোমার এবম্ভূতরূপ, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৭৫

দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ পরিবীজ শঙ্খাদ্যদায়ুধং কোটি শশাঙ্কপ্রোল্লসৎ।
স্বদেহদীপ্ত্যা জগতাং বিমোহয়ন্ শ্রিয়াভিলিঃ গলশোভিকৌস্তুভম্।
নামামিতে রূপমিদঃ স্মিতাননং স্বভক্ত সংলালিতপাদপদ্মম্॥ ৭৬

হে দেবি! অতঃপর তোমার শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবরূপকে আমি প্রণাম করি। গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্রাদি বরাস্ত্র দ্বারা সুশোভিত বাহুচতুষ্টয়, তোমার স্বদেহ দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ বিমুগ্ধ হয়। গলদেশে পরিশোভিত কৌস্তভমণি, শ্রীবৎসচিহ্নে শোভিত উজ্জল উরঃস্থল। স্বীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পাদপদ্ম যুগল, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল॥ ৭৬

নবীন নীলাম্বুজসন্নিভং রুচা প্রোৎফুল্ল পঙ্কেরুহ নেত্রপঙ্কজম্।
স্বকান্ত কান্ত্যা ত্রিজগদ্বিমোহনং স্মিতাননং রত্ন-বিচিত্রভূষণম্॥ ৭৭

হে মাত! তোমার নবীন নীল নীরদ সমদীপ্তিমৎ বনমালীরূপ, কমনীয় কান্তি দ্যুতিতে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ হয়। উৎফুল্ল সরোজ তুল্য যুগল নয়নকমল বিচিত্র রত্ন ভূষণে ভূষিত, ঈষৎ হাস্যানন বিশিষ্ট ॥ ৭৭

কেয়ূর-তাড়ঙ্ক বরোল্লসৎমনঃ শ্রোত্রাভিরামং বনমালয়াম্বিতম্।
নমামি নম্যং নমনীয়পাদং পাথোরুহে রূপমনন্তমীড্যম্ ॥ ৭৮

হে মাতঃ! কেয়ূর-তাড়ঙ্কাদি আভরণে পরিশোভিত জগৎ নমনীয় ও সুরাসুর তোমার বনমালীরূপ, বনমালাতে শোভনীয়, ঐ রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান দ্বারা দর্শন করিলে বা রূপের কথা শ্রবণ করিলে মনের এবং শ্রবণের অভিরঞ্জন হয়, অতএব অনন্ত কর্তৃক সংস্তুত তব পাদপদ্মযুগলে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৮

অনন্তরূপং তব নাম মাতঃ কেবা গুণং তে পরিবর্ণিতুং ক্ষমঃ ॥
বেদৈরগম্যং মনসো দুরাসদং বাচা নগম্যং সুরলোকবিক্ষিতম্ ॥ ৭৯

হে মাতঃ! তোমার নাম ও রূপ এবং গুণের অন্ত নাই, এমন ব্যক্তি কে আছে তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? মনের দুরাসদ, অর্থাৎ মনেরও অচিন্ত্যনীয়, যেহেতু চতুর্ব্বেদের অগম্য অর্থাৎ বেদ সকল বর্ণনা করিতে অসমর্থ এহেতু বাক্যের অতীত মনুষ্যলোকের কথা কি? দেবাদিরাও ধ্যানে, অনুদর্শন করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৭৯

বিশ্বাত্মকং বিশ্ববিমোহনঞ্চ বিড়ম্বন লোকহিতায়তে ধৃতম্।
মর্ত্ত্যোঽথবা দেবয়োর্জগত্রয়ে শক্তোস্তিতে রূপমদো বিবর্ণিতুম্ ॥ ৮০

হে জগজ্জননি! বিশ্বমোহন বিশ্বাত্মক তোমার এইরূপ, লোকের হিতের নিমিত্ত এবং লোককে ভুলাইবার নিমিত্ত ত্বৎ কর্তৃক সংধৃত হইয়াছে। এই জগত্রয়ে মনুষ্য অথবা দেবতা সকলের মধ্যে কে তোমার স্বরূপ রূপের বর্ণন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৮০

যুগৈঃ সহস্রৈরহমেকমানুষো ব্রবীমি মে দেবি কথং স্বরূপকম্।
গুণৈঃ স্বকীয়ৈর্ব্বরদে ন বন্ধয় স্বকীয়মায়াগুণ বন্ধনেন মাম্ ॥ ৮১

সহস্র ২ যুগ তপোযোগে যুক্ত থাকিয়াও যোগসিদ্ধ যোগিগণেরা অনুদর্শনে অক্ষম, ইহাতে আমি অতি লঘুজীব মনুষ্য, হে দেবি! কি প্রকারে তোমার স্বরূপ বলিতে শক্ত হইল? হে মাতঃ! হে বরদে! তুমি আপন গুণে আমাকে তোমার স্বকীয়া মায়া গুণ দ্বারা বন্ধন করিও না, এক্ষণে এই প্রার্থনা করি ॥ ৮১

বিশ্বেশি বিশ্বেশ্বর-পূজ্য-পূজ্যে নমামি তে পাদসরোজযুগ্মকম্।
ধন্যঃ কৃতার্থশ্চ জগৎত্রয়েন তুল্যোঽস্তি কঃ পাদসরোরুহাসরম্ ॥ ৮২

হে বিশ্বেশ্বরি। হে পূজনীয়ে! বিশ্বেশ্বর কর্তৃক পূজ্য তোমার পাদপদ্মযুগলে আমি প্রণাম করি। সম্প্রতি আমার তুল্য ধন্য এবং কৃতার্থ পুরুষ এ তিন জগতে আর

কে আছে? যেহেতু তোমার চরণসরোজ-মকরন্দ আমি নয়নমুখে পান করিলাম। ৮২

যতোপিবং দেবি দৃশা ভবচ্ছিদং ততঃ কৃপাপাঙ্গ বিলোকনং ময়ি।
পরাবরে ব্রহ্মণী নিষ্কলে মলে তুষ্যস্তু চিত্তমনন্তুতং বিভৌ॥ ৮৩

হে দেবি! ভববন্ধনমোচন তব রূপাসব যখন আমি এই নয়নরূপ মুখে পান করিলাম। তখন আমাতে তোমার কৃপাপাঙ্গাবলোকন আছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে আমি জ্ঞান করিলাম। অতএব মম প্রার্থনা এই যে পরাবর নিষ্কল ব্রহ্মরূপা তুমি তোমাতে আমার চিত্ত প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে দীপ্তিমান হউক॥ ৮৩

ভবস্থ সাফল্য মতোনুমেয়ং যতস্তদণ্ড্রাজবরাসবামৃতম্।
দৃশাপিবং মোক্ষবরো ন দুর্ল্লভং কৃপারসার্দ্রা মম সন্নিধিং গতা॥ ৮৪

হে মাতঃ। অদ্য আমার জন্ম সফল অনুমান করি, যেহেতু নেত্রমুখে তোমার অত্যুত্তম পাদপদ্মাসব আমি পান করিলাম। যখন আপনি কৃপারসে আর্দ্র হইয়া মম সন্নিধানে সমাগতা হইয়াছেন, তখন আমার পরম মোক্ষপদ আর দুর্ল্লভ নহে॥ ৮৪

ক্ষন্তব্যমেহস্মৎ কৃতকিল্বিষোৎ করং ত্বয়া গুণৈশ্চর্য্য বিমুক্তিসম্পদা।
গৃহে গৃহোৎসাহকরী স্বমায়য়া বিড়ম্বনায়ৈ নরদেবরাক্ষসাম্॥ ৮৫

হে দেবি! মোক্ষসম্পদপ্রদ ঐশ্বরগুণময়ি! তোমা কর্ত্তৃক অস্মৎ কৃত উৎকট পাপসমূহ ক্ষমা করণীয় হইয়াছে, তুমি স্বীয় মায়াতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়া আমাকে গহোৎসাহ প্রদান করিয়াছ অর্থাৎ অনপত্যতা দোষে আমার গৃহবাসেচ্ছা ছিল না, তুমি দেব রাক্ষস ও মনুষ্যদিগের বিড়ম্বনার্থ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনপত্যতা দোষ নিবারণপূর্ব্বক আমাকে গৃহধর্ম্মরক্ষার্থ উৎসাহযুক্ত করিলে॥ ৮৫

জাতাসি ভূভার হৃদে সুহৃদ্দাং বধায় দেবেন্দ্রকৃত দ্বিষাং মম।
তাতস্তমষেতি কুতোহস্তুসম্ভবঃ পাথোজ জম্বিন্দ্রভবাঃ সবিত্র্যা॥ ৮৬

হে দেবি। দুর্দ্দম দেবেন্দ্র শত্রুদিগের বধের নিমিত্ত, এবং অধর্ম্ম ভরা পৃথিবীর ভার হরণার্থ তুমি মম গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছ, তোমার কে মাতা, কে পিতা, জন্মই বা কোথায়? যেহেতু তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মা ইন্দ্র ভবাদির জন্ম তোমা হইতে হইয়াছে॥ ৮৬

তাতেতি মাতেতি বিড়ম্বনং ত্যজ ত্বং মাতৃতাতো জগতামমূভূতাম্।
প্রসীদ বিশ্বেশ সমর্হণার্চ্চিতবরাজ্ঘ্রি পাথোরুহ যুগ্মকে নমঃ॥ ৮৭

হে মাতঃ! পিতা মাতা বলিয়া আমাদিগকে যে সম্বোধন করিতেছ, এই বিড়ম্বনাবাক্য এখন ত্যাগ কর। যেহেতু এই জগত্রয়ে সকলের মাতা ও সকলের পিতা তুমি। বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক সম্যক্ অর্চ্চিত তব পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করিয়া বলিতেছি একণে আমা প্রতি প্রসন্না হও॥ ৮৭

পুরো নমস্তেঽস্তু পুরঃ স্থিতায়াঃ পশ্চান্নমস্তে বরদে ভবচ্ছিদে।
ব্রবীমি ভাগ্যং মম কিং গিরেশ্বরি প্রসীদ জাতাসি যতোঽনুকম্পয়া ॥৮৮

হে বরদে! পুরতঃ স্থিতা তুমি তোমার অগ্রে আমি নমস্কার করি। এবং ভববন্ধন ছেদনকর্ত্রী তুমি, তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি, প্রসন্না হও। হে সর্ব্ববাক্যেশ্বরি! আমার ভাগ্যের কথা কি বলিব? তুমি সানুকম্পিতা হইয়া মম গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ॥ ৮৮

বিভাসি শুদ্ধস্ফটিকান্তরং গতা যথা দেবী সমীপসংস্থিতা।
তথা বিভাসি জগদীশ্বরি ত্বং জড়েষু রূপেষু পরমাত্মরূপে ॥ ৮৯

হে দেবি! নিকটস্থিত জবার রক্ততায় যেমন নির্ম্মল স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখায় হে জগদীশ্বরি! তদ্রূপ তোমার চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মারূপে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে॥ ৮৯

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি সংস্তুয় সংস্তুয় প্রণিপাতত্য চেশ্বরীম্।
ভক্তি নম্রাত্মধী রাজা প্রাহগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯০

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! এই প্রকারে বারম্বার পরমেশ্বরীকে স্তব করিয়া ভক্তিতে নম্রকায়, বৃষভানু গদগদ বাক্যে এই কথা কহিতে লাগিলেন॥ ৯০

বৃষভানুরুবাচ।—অদঃ সংহর রূপত্বমলৌকিকমিতোবরম্।
বিশ্বাত্মংস্তে সুদুর্দ্দর্শং যোগিনামপি তে নমঃ ॥ ৯১

মহাদেবীর পুরতঃ বৃষভানু কহিলেন,—হে বিশ্বাত্মন্! পরমাত্ম স্বরূপা দেবি! যোগীদিগের দুর্দ্দর্শ অনুত্তম এই অলৌকিক রূপ তুমি সংহরণ কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ৯১

কিং ব্রূমঃ কীর্ত্তিদায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্।
ভবত্রিজগতাং মাতুরপিমাতা ভবদ্ধতঃ ॥ ৯২

হে জগন্মাতঃ! কীর্ত্তিদার ভাগ্যের কথা কি বলিব? যেহেতু ত্রিজগতের মাতা তুমি, শত শত জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তিনি তোমার মাতা হইয়াছেন॥ ৯২

ব্রহ্মোবাচ।—নর বৃকান্তস্য মুদাগিরেড়িতা প্রসন্ন পাথোরুহ সন্নিভাননা।
জগাদ তাতং করুণার্দ্রধীশ্বরী সৃজন্তী পাথোনয়নে শনৈরিব ॥ ৯৩

জগন্মাতা কহিলেন,—হে বৎস! মহারাজা বৃষভানুর সকরুণ স্তুতিবাক্য শ্রবণে প্রফুল্ল পঙ্কজবদনী জগদীশ্বরী করুণার্দ্র হইয়া নয়নযুগলে অল্প অল্প অশ্রুজল ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ হর্ষাশ্রুজলে ছল ছল নেত্রা হইয়া এই কথা বলিলেন॥ ৯৩

শ্রীদেব্যুবাচ।—মহতা তপসোগ্রেণ ত্বয়াতাত গৃহস্থয়া।
অম্বয়ারাধিতা রাজং স্তৎ পুত্রীত্বমিতোগম্॥ ৯৪

দেবি কহিলেন,—হে তাত! গার্হস্থ্য-বৃত্তির সংস্থাপন জন্য অতিশয় উগ্রতপদ্বারা

মাতা কীর্ত্তিদার সহিত তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, হে রাজন্! তোমাদিগের দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৯৪

দর্শিতানি স্বরূপাণি ময়া প্রত্যয়কারণাৎ।
ময়িবিশ্বমিদং ব্যাপ্তমাকাশেনৈব সর্ব্বতঃ ॥ ৯৫
পয়ো বা সর্পিষা যদ্বন্নিবেশ মৃণ্ময়ং জগৎ ॥ ৯৬

হে পিতঃ! তোমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার যাবৎরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। আমাতে সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করিতেছে, যেমন আকাশকে অবলম্বন করিয়া সকলের স্থিতি হয়, অথবা আকাশ যেমন সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং ঘৃত যেমন দুগ্ধ মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এতজ্জগতে আমার অনুপ্রবেশ, আমিই জগন্ময় সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা আমাতে বিশ্ব ও বিশ্বেতে আমি আছি ॥ ৯৫—৯৬

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্য তদা তাতং সঞ্চহার স্বরূপকম্।
আধায় সাঙ্গুলী বক্ত্রে বালবন্ প্ররুরোদ চ ॥ ৯৭

ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন।—হে বৎস! স্ব পিতা বৃষভানুকে দেবী এই কথা বলিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা পুনর্ব্বার আচ্ছন্ন করত প্রাকৃত বালিকার ন্যায় চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী বদনে দিয়া স্তন্যার্থিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

দাড়িমী কুসুমাকারা সহস্রাদিত্যবর্চ্চসা।
রূপেণাসদৃশী রম্যা বভৌসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ॥ ৯৮

প্রস্ফুটিত দাড়িমী কুসুমের ন্যায় আরক্তবর্ণা, সহস্র সূর্য্যের সদৃশ উজ্জ্বল দীপ্তিমতী, অতি রমণীয় রূপা, তৎসদৃশী নারী জগতে নাই, এবম্ভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপে দেবী প্রকাশ পাইলেন ॥ ৯৮

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যদ্রূপঃ ত্রিধু বিদ্যতে।
লোকেষু দ্বিজ শার্দ্দূলাঃ কিঞ্চিন্নসদৃশং ভবেৎ ॥ ৯৯

ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এই ত্রিলোকমধ্যে আমার যত রূপ হইয়া গিয়াছে, যত রূপ বিদ্যমান আছে, আর যত রূপ হইবে কিন্তু এ রূপের নিকট সে সকল রূপ কোন অংশে তুল্য হইবে না ॥ ৯৯

ততো বৃকো নরবৃকো জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
চকার মতিমাংস্তস্যা ব্রাহ্মণৈ ব্রহ্মর্ষিভিঃ ॥ ১০০

অনন্তর নরব্যাঘ্র, মতিমান্ রাজা বৃষভানু, ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কন্যার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ১০০

রাধিতা তপসোগ্রেণ বাধ্যারাধ্যা তয়া মুনে।
তেন রাধেতি তস্যাঃ স নামচক্রে পিতা তদা ॥ ১০১

হে মুনে! পরমারাধ্যা দেবী উগ্রতপস্তা দ্বারা আরাধিতা হইয়া বাধ্য হইয়াছিলেন, একারণ পিতা বৃষভানু তাঁহার রাধা বলিয়া নামকরণ করিলেন॥ ১০১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধোৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধিকার জন্ম কথন নাম সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়ঃ

গোলোকপ্রতি সনৎকুমারের অভিশাপাখ্যান।

অঙ্গিরা উবাচ।—যোগিযোগেশ্বরেশ্বর্য্যা ব্রূহি যোগেশ্বরেশ্বর।
কস্মাৎ শপ্তং পুরং তেন গোলোকাখ্যং মহাপ্রভম্॥ ১

অঙ্গিরা ঋষি রাধিকার উৎপত্তি কথা শ্রবণ করিয়া জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যোগেশ্বরেশ্বর! যোগেশ্বর ও যোগসিদ্ধ যোগীদিগের ঈশ্বরী রাধা মহাদীপ্তিমৎ গোলোকাখ্য তাঁহার মহৎপুর কি কারণে অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়॥ ১

সনৎকুমার মুনিনা সুতেনা তে পয়োজজ।
কুজায়ত কিংকর্ম্ম কুত্রস্থঃ কৃতবান্ হরিঃ॥ ২

হে পদ্মজ! তব পুত্র মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, তৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ধাম গোলোক কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকিয়া তাঁহার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তিনি কোপিত হইয়া উৎকট শাপ প্রদান করেন?॥ ২

ভক্তায় গুরবো ব্রূয়ুঃ প্রণতায় কুগুহ্যকম্।
নতৃপ্যামঃ পিবন্তস্তৎ কথামৃতমনুত্তমম্॥ ৩
পিপাসা বর্দ্ধতে নিত্যং পিবতাং তদ্গুণামৃতম্॥ ৪

হে প্রভো! অত্যন্ত গুপ্তকথা যদিও হয় তথাপি প্রণত ভক্তকে গুরুগণেরা তাহা কহিয়া থাকেন। অতএব আপনি সদয় হইয়া আমাদিগকে কহেন। আমরা অনুত্তম হরিকথামৃত পান করিয়াও আমাদিগের তৃপ্তি জন্মিতেছে না, হরিলীলামৃত পানে নিত্যই পিপাসার বৃদ্ধি হইতেছে॥ ৩—৪

ব্রহ্মোবাচ।—মনসা যেন ন ধ্যাতা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।

চিদ্রূপা পরমেশানী তৎস্বান্তং মলগর্ত্তবৎ ॥ ৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী নিত্যা ব্রহ্মরূপিণী রাধা, যৎকর্ত্তৃক মন দ্বারা হৃদয়ে চিন্তনীয়া না হয়েন। তাহার সেই হৃদয় পুরীষগর্ত্ত-সদৃশ জানিহ ॥ ৫

পদ্ভ্যাং যাভ্যাং নিরতস্থায়তনানি গতা ন তাঃ।

তে পদে ধরণী জন্মবস্তাবোলং মমানঘ ॥ ৬

হে অনঘ! আমি সারোপদেশ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মনুষ্য পাদদ্বয় দ্বারা তত্তীর্থস্থানে গমন না করে তাহার সেই পাদদ্বয় ব্যর্থ, স্থাবর মহীরুহের তুল্য হয় ॥ ৬

অজনাভান্তকধ্বংসি মহোৎতচ্চরণাম্বুজৌ।

অর্চ্চিতৌ নার্চ্চিতৌ যেন স বাহুঃ শববাহুবৎ ॥ ৭

অজনাভ নারায়ণ, অন্তকারী পঞ্চানন এবং পদ্মাসন, জগদম্বিকা রাধিকার পাদ-পদ্মযুগল অর্চ্চনা করেন, সেই পাদপদ্ম যুগল যাহাদের করদ্বয় দ্বারা অর্চ্চিত না হয়, সেই কর তাহাদিগের শবকর সদৃশ অশিব কর জানিহ ॥ ৭

শ্রোত্রে বিলেতেদ্বিজবর্য্য যাভ্যাং ন পীতং গুণকর্ম্মচামৃতম্।

নজিঘ্রতো যে তুলসী সুগন্ধং যে নাসযুগ্মে শুষিরে মলস্য ॥ ৮

হে দ্বিজবর্য্য! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তুমি অতিশয় শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছি। যে শ্রবণ যুগলে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন ও তৎলীলাকথামৃত পান না হয়, সেই শ্রবণ শুদ্ধ মলগর্ত্ত স্বায়। অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ হীন শ্রোত্র ধারণের ফল কি? ॥ ৮

তে চক্ষুষি তচ্চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বাসবং সর্ব্ববিমোহ মোচকম্।

যাভ্যাঃ ন পীতং মুহুরন্তমানে ঘাস্তেন পশ্চেতি মৃবৈবধত্তে ॥ ৯

দেখ, সম্যক্ মোহনিবারক ভগবৎ চরণাবিন্দ যুগলের শোভামৃত যে চক্ষুর্দ্বয়ে ঐকান্তিকচিত্তে নিরত পান না করে, সেই নয়ন যুগল ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রিকার ন্যায় ধারণ করা হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ শোভাদায়ক—কার্য্য সার্থক নহে ॥ ৯

বিবিৎসা বর্ত্ততে সাধো জন্ম কর্ম্মাদিলাপনে।

হরেরুদার বৃত্তস্যাভিৎস্তে শৃণু সত্তম ॥ ১০

হে ঋষিসত্তম! উদারচরিত্র হরির জন্ম কর্ম্মাদি লীলাকথার আলাপনে সাধু-দিগের শ্রবণেচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ হরিকথালাপ শ্রবণে সাধুর অনন্তানন্দের উদয় হয় ॥ ১০

উগ্রেণ তপসাপ্রাপ্তা হরিণোদার কর্ম্মণা।
সা রাধা পরমারাধ্যা চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ১১

বৎস! চৈতন্যরূপা বিশ্বমোহিনী পরমারাধ্যা শ্রীরাধা, উদার কর্ম্মা ভগবান্ নারায়ণ অতি কঠিনতর রূপ উগ্রতপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১.

হিমালয়োদারগিরেঃ সুতাং গঙ্গাং সরিদ্বরাম্।
গাত্রেনিলীয়াভ্যরক্ষৎ ভীরুর্ব্বাণ্যাঃ শ্রিয়শ্চ সঃ ॥ ১২

ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ভয়ে শ্রেষ্ঠতম হিমালয়ের কন্যা সর্ব্ব নদী-শ্রেষ্ঠা যে গঙ্গা, তাঁহাকে আত্মকলেবরে লয় করিয়া রাখেন ॥ ১২

দারৈশ্চতুর্ভিঃ পরমৈ রমমাণো বসৎসুখম্।
তাসু সর্ব্বাস্বভ্যধিকা প্রিয়া প্রিয়তরাদপি।
আসীদ্রাধা বিশ্বরূপা পরমাত্মাস্বরূপিণী ॥ ১৩

গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী আর বিরজা ভগবানের চারিজন পত্নী। এই চারিপত্নীই পরমা প্রিয়া, তাঁহাদিগের সহিত রমমাণ গোবিন্দ পরম সুখে অবস্থান করেন। কিন্তু সকল প্রিয়তরা হইতে বিশ্বরূপিণী পরমাত্মাস্বরূপা রাধা তাঁহার অধিকতরা প্রিয়া ছিলেন ॥ ১৩

একদা বিরজোৎসঙ্গে রমমাণোবসদ্ধরিঃ।
আজ্ঞায়ারক্ত নয়না প্রেষ্যাভিযোগমাস্থিতা ॥ ১৪

কোন এক সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরজাক্রোড়ে রমমাণ হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ইহা স্বীয়া সখীগণের মুখে রাধা শ্রবণ করিয়া কোপে তাঁহার নয়ন যুগল ঘোরতর রক্তবর্ণ হইল। সেই রক্তনয়না রাধা স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে তৎস্থানে গমনোন্মুখী হইলেন ॥ ১৪

রাধাগমত্ত্বয়া তত্র যত্রযোগেশ্বরো হরিঃ।
চালয়ন্ত্যাঃ পদে তস্যা ভূশ্চচাল সসাগরা ॥ ১৫

অতিশয় ত্বরান্বিতা হইয়া যথায় সর্ব্বযোগেশ্বর হরি অবস্থান করিতেছেন তথায় গমন করিলেন। তাঁহার গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

সপর্ব্বত বনোদ্দেশা সপুরাট্টাল তোরণা।
সদিগ্নাগা সুরাসুরা সযক্ষোরগ রাক্ষসা ॥ ১৬

ঐ পৃথিবী কেবল সাগর সহিতা নহেন, পর্ব্বত বন প্রদেশরাষ্ট্র, পুরী সতোরণ অট্টালিকা, দিগ হস্তী ও সুরাসুর যক্ষ রাক্ষসাদির সহিত কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৬

তদ্বীক্ষ্য ত্রাস্তমনসো গমন্ সর্ব্বেদিবৌকসঃ।
কৈলাসমদ্রিপ্রবরং সোমোযত্রাবসদ্ধরঃ॥ ১৭

এতদ্ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণেরা ত্রাসযুক্ত মনে পর্ব্বত প্রবর কৈলাসে গমন করিলেন, যেখানে চন্দ্রমণ্ডলাখ্য ধামে সোমাখ্য দেব শঙ্কর বিরাজমান আছেন॥ ১৭

হরোঽপিতদানাজ্ঞায় তৈঃসার্দ্ধং তৎপুরঃ সরঃ।
আসেদুর্গোলোকং সর্ব্বে স্তুবন্তোরু পরাক্রমম্॥ ১৮

মহাদেব তাহা জ্ঞাত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গোলোকধামে আগমন করিলেন। এবং তথায় গমন করত উরুপাক্রম গোবিন্দকে সকলে স্তুতি করিতে করিতে পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন॥ ১৮

তান্যাহূয় সুরান্ সর্ব্বাংস্তৈঃ সার্দ্ধং প্রাবিশৎ পুরম্।
বিরজোৎসঙ্গ আসীনং বীক্ষ্যোবাচ রুষন্বিতা॥ ১৯

অতঃপর শ্রীরাধিকা হরাদিদেবগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং বিরজাকোড়ে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত রোষযুক্তা হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৯

ময়ি জীবতি গোলোকে ভৃত্যাছুর্ব্বৃত্তিরীদৃশী।
ছুর্ব্বৃত্তং শঠ ছুর্ব্বৃত্তং বরীবৃত্তো ময়াকরোৎ॥ ২০

হে দুর্ব্বৃত্ত! হে শঠরাজ! আমি গোলোকে জীবিতা থাকিতেই তোমার এতাদৃশী দুর্ব্বৃত্তি উপস্থিতা হইল। হে দুর্ব্বৃত্ত! প্রবঞ্চনামূলক এত চাতুরী আমার সহিত করিলে! অর্থাৎ নিঃশঙ্কে এতাদৃশী ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে তোমার শঙ্কা বোধ হইল না॥ ২০

সংগৃহ্যে মাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদগচ্ছ লম্পট।
ভাবং জ্ঞাত্বাপুরা সর্ব্বং সখীভির্ব্বারিতং মুহুঃ॥ ২১
পুনর্দ্রক্ষ্যে বিরজয়া সার্দ্ধং চন্দনকাননে॥ ২২

এইরূপ বিরজার সহ পূর্ব্বে বিহার করিয়াছিলে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিয়া সখীগণ দ্বারা তোমাকে বারম্বার বারণ করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার সেই বিরজার চন্দনকাননে দেখিতেছি। রে লম্পট! রতিচোর! এই স্বভাব তোমার চিরকাল অতএব এক্ষণে ঐ মনোভিলাষ পূরিণী প্রিয়াকে লইয়া শীঘ্র গোলোক হইতে গমন কর॥ ২১—২২

এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং রাধাঃ বীক্ষ্য ক্রোধান্বিতা।
বিরজা যোগমায়ায় সরিদ্রূপাভবৎ ক্ষণাৎ॥ ২৩

বিরজা গোপী শ্রীরাধাকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া এবং তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে নদীরূপা হইয়া গেলেন ॥ ২৩

ষট্‌ত্রিংশদেবাজনায়াম দৈর্ঘ্যে যোজনকং শতম্।
নেদিষ্ট ধরণী জাতান্ ভঙ্‌ক্ত্যা গমদধোমুখী ॥ ২৪

ছত্রিশ যোজন প্রস্থে, দৈর্ঘ্যে শত যোজন ধরণীতল জাত বৃক্ষ সকলকে ভঙ্গ করিয়া ক্রমে অধোমুখী হইয়া গমন করিলেন ॥ ২৪

বিরজেতি তদালোকে বিদ্বন্‌সা প্রথিতা ভুবি ॥ ২৫

হে বিদ্বান্! অঙ্গিরা তদবধি পৃথিবীতে লোকে বিরজা বলিয়া তাঁহাকে খ্যাত করিয়া থাকে, অর্থাৎ নদীরূপে বিরজা পৃথিবীতে বিশ্রুতা হইয়াছেন ॥ ২৫

ততং সংভূয়ো দেবর্ষি গন্ধর্ব্বোরগকিন্নরাঃ।
অহং ভবাব্জনাভ শক্রাদি প্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২৬
সগদগদঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ।
স্তুবন্ত্যো মুহুরব্যগ্রা ভগবন্তং পরাৎপরম্ ॥ ২৭

অনন্তর ভগবানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব নাগ, কিন্নরগণ এবং আমি ব্রহ্মা, বাসুদেব বিষ্ণু, ভব মহাদেব আর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সকল সজল-নয়নে গদ্‌গদ বচনে পুলকে অন্বিত দেহ হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষ ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৬—২৭

জ্যোতির্ম্ময়ং পরংব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
অমূল্যরত্ন নির্ম্মাণ রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ২৮

শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সকল কারণের কারণ, পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রত্ননির্ম্মিত ভবনে রত্নসিংহাসনোপরি সমাসীন ॥ ২৮

সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা।
গোপালিকা নৃত্যগীতৈঃ পশ্যন্তং সস্মিতাননঃ ॥ ২৯

শ্বেত চামরের সমীরণ দ্বারা গোপালগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান, ঈষৎ হাস্য যুক্ত মুখচন্দ্র, গোপীগণে নৃত্য-গীত দ্বারা সেবা করিতেছেন, সন্দর্শন-পরায়ণ হইয়া অবস্থিত আছেন ॥২৯

পরিতো ব্যাবৃতং শশ্বৎ গোপৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণ ভূষিতম্ ॥ ৩০

চন্দনে চর্চ্চিত সর্ব্ব কলেবর, রত্ননির্ম্মিত ভূষণে পরিভূষিত, এমত শতকোটি গোপ চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টিত ॥ ৩০

নবীন নীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসম্।
যথা দ্বাদশবর্ষীয় বালং গোপালরূপিণম্॥ ৩১

অভিনব জলধর সমশ্যামবর্ণ সুন্দর কলেবর, পরিধৃত পীতবসন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায় গোপালরূপী পরমাত্মা গোবিন্দের মনোহর রূপ॥ ৩১

কোটি কোটি শীতাংশু সংশীত দ্যুতিং শ্রীবৎসবক্ষসম্।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলালাবণ্য ধামকম্॥ ৩২

কোটি শীতরশ্মি-ন্যায় সুশীতল কান্তিমান, শ্রীবৎস চিহ্নে সুলক্ষিত বক্ষঃস্থল, কোটি কন্দর্প তুল্য লাবণ্য এবং লীলা-লাবণ্যের এক ধাম স্বরূপ অর্থাৎ সংসারের যত লাবণ্য সে সকল ঐ শ্যামসুন্দর রূপকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে॥ ৩২

সস্মিতানন পাথোজ গোপীভিঃ সম্পৃহং দ্বিজ।
রত্নেন্দ্রসার মাণিক্য বিচিত্রাভি মূর্দ্দেক্ষিতম্॥ ৩৪

হে দ্বিজ! গোপীগণের সম্যক স্পৃহনীয় রূপ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনারবিন্দ, অত্যুত্তম রত্নসার ও মাণিক্য নির্ম্মিত বিচিত্রাভরণ দ্বারা ভূষিত কলেবর, অতি দুর্দ্দর্শনীয় রূপ॥ ৩৩

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতা।
তয়াদত্তঞ্চ তাম্বুলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতম্॥ ৩৪

বক্ষঃস্থলে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা রাধা অবস্থিতা, সেই রাধাদত্ত সুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ পরায়ণ, এবম্ভূতরূপ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ॥ ৩৪

পরিপূর্ণতমং রাসে দদৃশুরীশ্বরং সুরাঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা স্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ॥ ৩৫
প্রহৃষ্ট মানসাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ পরম বিস্ময়ম্।
পরস্পরং সমালোচ্য তে সমুচু শ্চতুর্ম্মুখম্॥ ৩৬

সমস্ত দেবগণেরা পরিপূর্ণতর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলে দর্শন করিলেন-এবং মুনি মনু সিদ্ধগণ, ও তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে পাপরাশি এমন তপস্বিগণ, ইঁহারা প্রহৃষ্ট মানসে সকলে ভগবৎ রূপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমালোচনা করিয়া সকলে ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন॥ ৩৫—৩৬

নিবেদিতং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায়মভীপ্সিতম্।
অহং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুং স্থিত্বা স্বদক্ষিণে॥ ৩৭
অপ্রমাং সংস্মৃতঃ কৃষ্ণো বচনং মধুরোপম্ ৩৮

স্বাভিলষিত অভিপ্রায় জগন্নাথ ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন—ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে

কহিলেন, বৎস! তাঁহাদিগের স্বাভিপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করতঃ দণ্ডায়মান থাকিলাম। অনন্তর আমাকর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দক্ষিণে আমাকে দেখিয়া মধুর তুল্য বাক্যে কহিলেন ॥ ৩৭—৩৮

গোলোক রাস রচনা।

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—ব্রহ্মন্ বাদয় বাদ্যানি নৃত্যন্ত্বপ্সরসাং গণাঃ।
ভবো গায়তু গীতানি প্রীতয়ে মেঽতিসুস্বরম্ ॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া অনুমতি করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ং বাদ্য বাদনকর, অপ্সরাগণেরা নৃত্য করুক, মহাদেব সদাশিব আমার প্রীতির নিমিত্তে অতি সুস্বরে স্বয়ং সংগীতে প্রবৃত্ত হউন ॥ ৩৯

তস্মিন্ মহোৎসবে রাসে সর্ব্বেষাং প্রীতিদেঽনঘ।
ততোমুঞ্চন্ প্রিয়ারোষং বিভজ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৪০

হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা! সর্ব্বজীবের প্রীতিদায়ক এই মহামহোৎসব রাসে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ক্রোধ নিবারণ করত আপনি আপনার শরীরকে অনেকরূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ৪০

শতধা রূপ লাবণ্যোদার্য্য মাধুর্য্য রিষ্ঠিতম্ ॥ ৪১
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বনমালা বিরাজিতম্ ॥ ৪১

শ্রীকৃষ্ণ আপন রূপকে শত শত রূপে বিভক্ত করিলে সকল রূপই সমরূপে রঞ্জিত হইল, অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর বনমালা ভূষিত, রূপলাবণ্য ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য সকল রূপেই সমান ॥ ৪১

ময়ূর পুচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন লসদ্ধৃদি।
দিগ্ভূষণ গুণৌঘেন বয়ো রূপৌজসাশ্রিয়া ॥ ৪২

শিরোপরি শিখিপুচ্ছ চূড়া, কৌস্তুভমণি জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হৃদয় সুশোভিত দর্শকদিকের ভূষণ স্বরূপ গুণনিকরে ও বয়সে, রূপে, ও ওজ এবং শ্রীতে সমান কল্প ॥ ৪২

মূর্ত্তি কীর্ত্তি যশোবাসো ভঙ্গিমা সমশোভনং।
কৃষ্ণঃ ব্যঞ্জিতমাত্মানং সমং শতবিধং মুনে ॥ ৪৩

হে মুনে! সমমূর্ত্তি, সমকীর্ত্তি, সমযশ, সমবাস, সমান শোভা, সমানভঙ্গী, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শতবিধরূপে বিভাগ করিলেন ॥ ৪৩

বীক্ষ্যাত্মানং শতবিধমকরোৎ বিশ্বমোহিনী।
রাসোৎসবং রসোপেতং রসিকান্তি রসাচ্যুতঃ।
রচয়মাস সর্ব্বাভি স্তাভিঃ স্বাং সন্তবৈরপি ॥ ৪৪

হে দ্বিজবর! শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সমরূপে শতবিধরূপে বিভাগ করিলেন, তদ্দণ্ডেই বিশ্বমোহিনী রাধাও শতরূপে বিভক্ত হইলেন। সে সকল আত্মসম্ভব মূর্ত্তির সহিত রাধাঙ্গ-সম্ভবা সকল গোপীতে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসযুক্ত রাস মহোৎসবের রচনা করেন ॥ ৪৪

ভুজাবাবদ্ধ্য বাহুভ্যাং স্বাভ্যাং মধুরিপুর্হরিঃ।
নদী নৃত্যন্তিং কৃষ্ণেস্ত নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ ॥ ৪৫

ভগবান্ মধুসূদন স্বভুজদ্বয় দ্বারা গোপীদিগের পরস্পর ভুজদ্বয় আবদ্ধকরতঃ নৃত্যপরা যোষিৎগণ সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং নৃত্যমানা গোপবালাগণেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নটনচর্য্যাদ্বারা চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া ভ্রাম্যমাণা হইলেন ॥ ৪৫

অচুচুম্বদলীলিঙ্গচ্চনরী নৃত্যদচ্যুতঃ।
মধ্যে মধ্যে স্থিত স্তাসা মুড়ূরাড়ুড়ূভি যথা ॥ ৪৬

নৃত্যমানা এক এক গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে আলিঙ্গন করতঃ সকল গোপীরই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ গগনমণ্ডলোপরি উড়ুগণ বেষ্টিত উড়ুপতি চন্দ্রের শোভা, তদ্রূপ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থিত জগন্নিবাস গোবিন্দ পরিশোভিত হইলেন ॥ ॥ ৪৬

রমমানো বভৌকৃষ্ণো নিরীহো দ্বিজ সত্তম।
মুখবাসন্ন তাম্বুল চর্ব্বণোৎকবলং দদৌ।
আস্যেষু তাসাঃ রাধানাং মধ্যে কৃষ্ণো দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৭

হে দ্বিজসত্তম! শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপিও নির্গুণ সর্ব্ব চেষ্টারহিত বটেন, তথাপি রাধানুরাগে অনুরাগীর ন্যায় রমণমূর্ত্তিতে দীপ্তিমান হইলেন। সমস্ত রাধা মূর্ত্তির বদনকমলে সুবাসিত চর্চ্চিত তাম্বুল প্রদান করিলেন এবং দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৭

অথাশ্লিষ দথানন্দ সন্দোহাব্ধিবরং গতাঃ।
ভুজাবাচ্ছিদ্য তরসা ভুজাভ্যাং কৃষ্ণমাহরৎ ॥ ৪৮

আনন্দ সন্দোহ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া গোপীমূর্ত্তি সকল শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছেন। কেহবা ভুজবন্ধ ছাড়াইয়া সহসা স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তিমান কলেবরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্তে বাণী মধুরবাদিনী।
বীণামাদায় বাহুভ্যামবাদয়ত সুস্বরাম্ ॥ ৪৯

এরূপ গোলোকমণ্ডলে রাসস্থলে রসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে। বাগ্বাদিনী বেদ-

বিদ্যাধীশ্বরী সরস্বতীদেবী হস্তদ্বয়ে সুস্বর বিশিষ্টা মধুরবাদিনী বীণা ধারণ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।—অহং মৃদঙ্গং পণরংবি ষ্ণুর্দ্রেবগণারিহা।

ভবস্তম্বুরুণা সার্দ্ধং সগণেভ্যো ব্যজীগণৎ ॥ ৫০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—বৎস! ঐ সময় আমি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলাম, সর্ব্বাসুর মর্দ্দন বিষ্ণু পণব অর্থাৎ তম্বুরা যন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বাজাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়ক ভূতপতি ভব মহাদেব সংগীতনায়ক তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সহযোগে এবং কাল মহাকাল ভৈরবাদি স্বগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মাধুর্য্যরস সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫০

সুস্বরো মধুরালাপৈ মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিতৈঃ ক্রমাৎ।

মূর্চ্ছিতং সর্ষি গন্ধর্ব্ব সুরাসুর মণোরগম্ ॥ ৫১

শিবকৃত সুস্বরালাপ সংগীতে মূর্চ্ছনা ও মূর্চ্ছিত শুদ্ধ সংগীত ক্রমে অনন্তাদি নাগরাজ দেবাসুর গন্ধর্ব্ব এবং সভাস্থ সকল সিদ্ধঋষিগণ একেবারে সংমূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৫১

সযক্ষো রক্ষ কিংমর্ত্ত্য বিদ্যাধর মুনীশ্বরম্।

বিবংজ্ঞং হরগীতেন মধুরালাপ মূর্চ্ছনৈঃ ॥ ৫২

যক্ষ, রাক্ষস, কিং পুরুষ, বিদ্যাধর মুনীন্দ্রগণ মূর্চ্ছনা সমন্বিত রাগ-রাগিণী মধুরালাপচারি শিবসংগীত শ্রবণে এককালে সংজ্ঞারহিত নিস্পন্দ জড়বৎ হইলেন ॥ ৫২

বীণাবাদ রবৈ বিদ্বন্ সমস্তাদ্রাসমণ্ডলম্।

চিত্রার্পিতমিবা. ভাতে সভদারাসমণ্ডলম্ ॥ ৫৩

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! মহাদেবী সর্ব্ববিদ্যা, বিনোদিনা বাণীর বীণাবাদন রবে সমস্ত রাসমণ্ডল এবং রাসমণ্ডলাগত জন মাত্রেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ প্রায় হইলেন। অর্থাৎ সেই বীণা গান শ্রবণে কাহারই সংজ্ঞা রহিল না ॥ ৫৩

শিবসংগীত শ্রবণে রাধাকৃষ্ণ দ্রব।

অত্যন্তং মধুরঞ্চৈব সুকোমল মধুস্বরম্।

ভূয়োনিশম্য তদগীতং দ্রবীভূতো ক্ষণাদিব ॥ ৫৪

অতিশয় সুকোমল সুমধুর স্বর এবং সুমধুর রাগালাপ মূর্চ্ছনা সমন্বিত বারম্বার হর সংগীত শ্রবণ করিতে করিতে তৎক্ষণ মাত্রে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ এককালে জলপ্রায় দ্রবীভূত হইয়া গেলেন ॥ ৫৪

নির্ম্মলং স্ফটিকা ভাসং জলং গোলোক ধামকম্।

ব্যাপ্ত বত্তেন সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বদেবাঃ সবাসবাঃ।

হাহাকারং তত চক্রুঃ কিমতে দিতি চিন্তয়ন্। ৫৫

স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল সেই সম্যক্ গোলোকধামে পরিব্যাপ্ত হইল, তদ্দৃষ্টে শচীপতি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আঃ একি হইল? এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

অহো দৌর্ব্বল্য মাহাত্ম্যং কর্ম্মৌজ যশসোগুণান্।
কর্ম্মণশ্চ পরিজ্ঞাতুং ন শক্যামঃ কথঞ্চন ॥ ৫৬

পরস্পর অমরগণেরা পরমেশ্বরের কর্ম্ম ও যচ গুণাদি বিষয়ে আপনাদিগের দুর্ব্বলতা জানিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—আহা কি আশ্চর্য্য বিষয়, ভগবানের কর্ম্মের কি মহিমা, আমরা কিছুমাত্র পরিজ্ঞানে সমর্থ নহি। অর্থাৎ কর্ম্মের যে কখন কি ঘটনা হয় তাহা কিছু বলা যায় না ॥ ৫৬

ক যাতা মূর্ত্তয়ো হেতাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাধায়া বা মহেশান্যঃ ক গতং রাসমণ্ডলম্।
কুতোবা তোয়মায়াতং সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি গোলোকম্ ॥ ৫৭

কি আশ্চর্য্য? পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি কোথায় গমন করিল। আর মহেশ্বরী রাধাই বা সেই সকল মূর্ত্তি কোথায় গেল? এবং সেই মনোহর রাসমণ্ডলই বা কোথায় গমন করিল? আর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়াবৎ এত জলই বা কোথা হইতে আইল? যাহাতে সমস্ত গোলোকধাম প্লাবিত হইল ॥ ৫৭

অহো অদ্ভুতমেতন্নো দৃষ্টং কর্ম্ম মহাত্মনঃ।
তুষ্টুবুস্তেতদা কৃষ্ণং সরাধং দেবসত্তমাঃ ॥ ৫৮

বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেবগণ কহিলেন,—আহা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একি অদ্ভুত কর্ম্ম আমরা দর্শন করিলাম, ইহার মর্ম্ম কিছুমাত্র আমাদিগের উপলব্ধি হয় না। ইহা আলোচনা করিয়া দেবসত্তমেরা সকলে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

দেবা উচুঃ।—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় চ।
নির্গুণায় চ শান্তায় রাধাকান্তায় তে নমঃ ॥ ৫৯

সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অধিবাসস্থল, সর্ব্বভূতের একাশ্রয়, শান্ত, নির্গুণ, শ্রীরাধিকার একান্ত প্রিয়, হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫৯

বিরিঞ্চি ভব সুত্রামো ধ্যায়ন্তেঽহর্নিশং বিভো।
তৎপাদ পাথোজননং তুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬০

হে বিভো! জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, জগৎসংহর্ত্তা শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, অতএব তোমাকে আমরা ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি ॥ ৬০

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং কারণং করুণানিধে।

হরি-বিরিঞ্চিহরাণাং ত্বং জনকত্বাং নতাস্মতে ॥ ৬১

হে করুণানিধে! তুমি এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ, হরি-হর হিরণ্য-গর্ভের জনক, অতএব তব পাদপদ্মে আমরা নত হই ॥ ৬১

সদেব সৌম্যেদমগ্র·আসীন্মধ্যন্দিনা জগুঃ।

ত্বং হিতৎ পরমং ব্রহ্ম তুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬২

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ীগণ বলেন, সদ্রূপ চিন্মাত্র যে ব্রহ্ম সকলের অগ্রে ছিলেন। হে গোবিন্দ! সেই নিত্য পরমবস্তু তুমি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬২

যস্মাদ্বিশ্বমিদং জাতং যস্মিন্নেব প্রলীয়তে।

তদ্‌ব্রহ্ম শাশ্বতং তস্মৈ প্রণমামি জগৎপতে ॥ ৬৩

হে জগৎপতে! যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, পুনর্ব্বার যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, শ্রুত্যুক্ত যে পরমব্রহ্ম, সেই পরমব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।

তৎ ত্বংহি শব্দ পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতাবয়ম্ ॥ ৬৪

মুণ্ডক শ্রুত্যুক্ত অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এই বিদ্যাদ্বয় দ্বারা শব্দব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্মকে জানা যায়, সেই সগুণ নির্গুণ উভয়রূপ তুমি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৬৪

তাৎপর্য্য। অপরাবিদ্যাকে বিজ্ঞান, আর পরাবিদ্যাকে জ্ঞান স্বরূপা বলিয়া মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত করিয়াছেন। ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ এই ছয় বেদের অঙ্গ, অর্থাৎ প্রণবালম্বন পর্য্যন্ত যাবৎ বেদোক্ত তত্ত্ব সে সমস্তই অপরাবিদ্যার বিষয়, তাহা কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হয়। যাহার দ্বারা পরব্রহ্মে অধিগমন হয় তাঁহার নাম পরাবিদ্যা। অতএব শব্দব্রহ্মকে জানিলে পরব্রহ্মে অধিগমন করা যায়। হে গোবিন্দ! তুমি সেই উভয়রূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্বৃহদারণ্যকোঽব্রবীৎ।

তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬৫

হে দেব! বৃহদারণ্যকশ্রুতি যে একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়াছেন সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম তুমি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৬৫

একোহবৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্মকম্।

শ্রুতিজয়স্ত বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোঽব্যয় ॥ ৬৬

হে অব্যয় পুরুষ গোবিন্দ! একমাত্র পুরুষ যিনি সর্কলের অগ্রে ছিলেন, নারায়ণাদি

শ্রুতিকে কহেন। এবং মণ্ডল ব্রাহ্মণাদিতে সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক ব্রহ্ম বলেন। এই শ্রুতিদ্বয়ের বিষয় পরব্রহ্ম তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি॥ ৬৬

ইতিশ্রুত্যাদিভিঃ স্তোত্রৈ মধুরৈঃ সুপদৈরপি।
ততোদেবান্ প্রহস্যাহ শিবোদায্যান্নসান্ত্বয়া॥
বিস্ফুরান্ সজলস্নিগ্ধ মেঘগম্ভীরয়া হরিঃ॥ ৬৭

শোভন পদ মিলিত, মধুস্বর সমন্বিত এই শ্রুতি উক্ত স্তব দ্বারা সন্তোষিত হইয়া ভগবান্ হাস্যবদনে দেবগণকে সকল স্নিগ্ধ জলদ ন্যায় গম্ভীর স্বরে অতি উদার এবং কল্যাণকর সকল বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৬৭

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—সুস্থা স্ততো নভেতব্যং কর্ম্মণা বোঽমরা মম।
কৃতা পরীক্ষা হ্যেতেন ব্যেতু বো মনসোজ্বরঃ॥ ৬৮

দেবগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা সুস্থ হও। অর্থাৎ বিস্ময়কর কর্ম্ম দ্বারা তোমরা ভীত হইও না, এই কর্ম্ম দ্বারা আমি তোমাদিগের পরীক্ষা মাত্র করিলাম, তোমরা মানস চিন্তাকে ত্যাগ কর॥ ৬৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিতমাকর্ণ্য দেবা ভব পুরোগমাঃ।
সুপ্রসন্নমুখাঃ সর্ব্বে শান্তাঃ শ্বান্তেন সান্ত্বিতাঃ॥ ৬৯

শিবাদি দেবগণেরা ভগবানের অশরীরী বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রসন্ন বদন হইলেন এবং আশ্বস্ত বাক্য দ্বারা সকলে তৎকর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ চিন্তস্থ উদ্বেগকে ত্যাগ করিলেন॥ ৬৯

বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ মনোবদন চক্ষুষঃ।
তমাবভাষিরে দেবাঃ কৃষ্ণমজদলেক্ষণম্॥ ৭০

ভগবৎ কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মুখপদ্ম ও চক্ষু এবং মন সুপ্রসন্ন হইল, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই তখন বিনয় সহকারে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৭০

দেবা ঊচুঃ।—নৈতচ্চিত্রং ভগবতি ত্বয়িযোগেশ্বরেশ্বরে।
বিচিত্র কর্ম্ম মাহাত্ম্যং রূপৈশ্বর্য্যং বিমুক্তিদে॥ ৭১

ভগবৎ প্রতি দেবগণেরা সাম্নুনয়ে এই বাক্য কহিলেন,—হে ভগবন্! তুমি সর্ব্ব-যোগেশ্বরের ঈশ্বর, তোমার এরূপ, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষপ্রদ অভাবনীয় কর্ম্ম মহিমা তোমাতে অসম্ভব নহে। যে হেতু সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ঈশ্বরীয় সকল কর্ম্মই অলৌকিক, তাহাতে কোনমতে অনীশ্বরজনের যুক্তি চলিতে পারে না॥ ৭১

কোবিজ্ঞাতুং ক্ষমোদেব তব বিশ্বাত্মকর্ম্মণঃ।
চরিতং মনসাগম্যং বচসা কর্ম্মণা হরে॥ ৭২

হে হরে! তুমি বিশ্বাত্মা, সমস্ত বিশ্বকার্য্য তোমা হইতে সম্পন্ন হয়, তোমার মহিমা লোকের বাক্য, মন ও কর্ম্মের অগম্য। অর্থাৎ অবাঙ্মনসো গোচর, তুমি অতিন্দ্রিয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, হে দেব! তোমার কার্য্য জানিতে কেহই সমর্থ হয় না॥ ৭২

যদিতেঽনুগ্রহোঽস্মাসু ভক্তাভীপ্সিতদো যদি।

কৃপণেষু চ বাৎসল্যং দেহি নোদর্শনং বিভো॥ ৭৩

হে বিভো! যদি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হয়, আর কাতরজন প্রতি করুণা থাকে, হে গোবিন্দ! তবে অনুগ্রহ প্রকাশে এই দীন দেবগণকে দর্শন দাও। কেননা তব অদর্শনে আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়াছি॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ।—এবং সম্প্রার্থিতো দেবৈরলক্ষ্য গাতরীশ্বরঃ।

সহসাবিরভূৎ প্রেম্ণা পরিষক্ত কলেবরঃ॥ ৭৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ অলক্ষ্য গতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপূর্ণ কলেবর হইয়া, তদ্দর্শনার্থী দেবগণের এই প্রার্থনাসূচক বাক্য শ্রবণমাত্র সহসা আবির্ভূত হইলেন॥ ৭৪

নবীন সজলশ্যাম পাথোধরবরচ্ছবিঃ॥

বনমালারাজিতোরঃ-স্থলোরাধোরসিস্থিতঃ॥ ৭৫

সজল নবীন জলধর ন্যায় সুদীপ্ত শ্যাম শরীর, বনমালাতে সুশোভিত বক্ষঃস্থল এবং হৃদয়গতা শ্রীরাধিকা এবম্ভুত নয়ন রঞ্জন মনোহর রূপে সুপ্রকাশিত হইলেন॥ ৭৫

বর্হচূড়ঃ সস্মিতাস্যো দ্বিভুজশ্চারুলোচনঃ।

মনোহরন্ বেণু গীতৈ মূর্চ্ছনা মধুরস্বরৈঃ॥ ৭৬

শিখিপুচ্ছ চূড়ায় সুশোভিত মস্তক, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখচন্দ্রিমা, দ্বিভুজ মুরলীধর, সুচারু বঙ্কিম নয়ন যুগল, সুমধুর স্বর মূর্চ্ছনা সমন্বিত বেণুগীত দ্বারা সকলের মনোহরণ করিলেন॥ ৭৬

কোটিগোপাল গোপীভি বীক্ষ্যমাণো মুদান্বিতৈঃ।

স্তূয়মানো মুনিগণৈঃ সুনন্দ নন্দকাদিভিঃ॥ ৭৭

পরম হর্ষযুক্ত চিত্ত কোটি গোপালগণ ও কোটি গোপীকাকণ কর্তৃক বীক্ষ্যমাণ দর্শনীয় রূপ, নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং সুনন্দনন্দাদি পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত॥ ৭৭

তংপ্রেক্ষ সকলাদেবা মুদমাপুরনুত্তমাম্॥ ৭৮

সর্ব্ব মনোভিরামরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সকল দেবগণেরা নিরতিশয় অনুত্তম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭৮

গোলোকে সনৎকুমার আগমন।

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুশ্চরন্নসুগতৈঃ সহ।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈ স্তচ্ছিষ্যৈ মুনিভিঃ সংশিত ব্রতৈঃ॥ ৭৯

পঞ্চবৎসর বয়স্ক প্রায় দৃশ্যমান্ পরমযোগী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার, গোলোকমণ্ডলে ঐ সময়ে সমাগত হইলেন, ক্রমে তৎপরিবারাদির বর্ণনা করিতেছেন॥ ৭৯

তাৎপর্য্য। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! দেবগণ কর্ত্তৃক স্বরূপ দর্শনান্তর শ্রীকৃষ্ণ সুখোপবিষ্ট হইলেন। এমত সময়ে যদিচ্ছাচরণশীল সনৎকুমার, ব্রতকষিত মুনিগণ এবং অনুগামী শিষ্য প্রশিষ্যগণ এবং তৎশিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকে উপস্থিত হন।

বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত পুরাণাগমবেদিভিঃ।
পঞ্চষট্ শত সংখ্যৈস্ত বায়ুবদগতিভির্মুনে॥ ৮০

হে মুনে! সকল মুনি শিষ্যগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় শত, তাঁহাদিগের বায়ু, তুল্য গতি, এবং সকলেই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও পুরাণ আগমাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ও পরম সাধক॥ ৮০

আশুরোষা মহাতেজা গ্রীষ্ম তীক্ষ্ণকরপ্রভাঃ।
ধমনীভিরবচ্ছন্ন কলেবর বরঃ সুধী॥ ৮১

সকলেই আশু ক্রোধী, মহতেজস্বী, গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের ন্যায় অত্যুগ্র প্রভাযুক্ত, অস্থি চর্ম্মাবিশিষ্ট শরীর শিরাজালে আবৃত, সকলেই শোভন বুদ্ধিমান্॥ ৮১

মেরুলগ্নোদরামাংসঃ কোটরাবিষ্টলোচনঃ।
অনাভিদোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরঃ॥ ৮২

সকলেরই উদরের মাংস মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সকলেরই কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু এবং নাভিদেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত শ্মশ্রুজালে আচ্ছন্ন শরীর ও অতিশয় শীর্ণাবয়বধারী॥ ৮২

রৌরবাজিন বাসোভিঃ পরীধানোত্তরীয়কঃ।
প্রবৃদ্ধ বৃদ্ধতাপন্নঃ প্রগলভ বদনোরুবাক্॥ ৮৩

সকলেরই রুরুজাতীয় মৃগচর্ম্ম পরিধৃত ও উত্তরীয় বস্ত্র এবং অতিশয় বৃদ্ধরূপ, সকলেরই প্রগলভতা পূর্ব্বক বাক্‌জাল সমন্বিত প্রসন্নবদন, অর্থাৎ কেহই পাণ্ডিত্যে ন্যূন নহেন॥ ৮৩

আপিঙ্গায়ত কেশৌঘ জটামণ্ডল মণ্ডিতঃ।
কমণ্ডলু ব্যগ্রদণ্ড করদ্বিতয় শোভিতঃ॥ ৮৪

সংযত পিঙ্গলবর্ণ কেশ সমূহ জাত জটা, সেই জটাজাল মণ্ডিত মস্তকমণ্ডল। সকলেরই করদ্বয় দণ্ড ও কমণ্ডলুতে পরিশোভিত॥ ৮৪

শ্রীনারায়ণ নামৌঘামুচ্চৈরুচ্চারয়ন্মুহুঃ।
শ্রীনারায়ণ নামৌঘ কৃতং তিলকমাবহন্॥ ৮৫

শ্রীমন্নারায়ণ নামরাজি উচ্চারণ-পরায়ণ এবং নারায়ণ নামশ্রেণি কৃত চিত্রিত তিলকে সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত॥ ৮৫

মুনিভিঃ স্তূয়মানস্ব প্রভয়েব হুতাশনঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাসাগম বিদাম্বরঃ॥ ৮৬

উপরোক্ত মুনিগণ কর্ত্তৃক, স্তূয়মান, প্রচণ্ড প্রতাযুক্ত সাক্ষাৎ হুতাশন প্রায়, এবং শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং আগমাদি শাস্ত্রজ্ঞ॥ ৮৬

সনৎকুমারো দেবর্ষিঃ কৃষ্ণ-দর্শনলালসঃ।
প্রতীহারপতীম্ প্রৈত্য প্রোবাচ মধুরং বচঃ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেচ্ছু দেবর্ষি প্রবর সনৎকুমার গোলোকধামে সমাগত হইয়া দ্বারপাল-দিগের ঈশ্বরের নিকট গিয়া সুমধুর বাক্যে এই কথা কহিলেন॥ ৮৭

মার্গং দদত ভদ্রং বো দিদৃক্ষা স্বজনাভকম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণ ঘনশ্যামং ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহম্॥ ৮৮

হে দ্বারপালকপতে! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহবান্ ভগবান্ পদ্ম-নাভ নবোদিত মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া পথ দাও॥ ৮৮

প্রতীহারিণ উচুঃ।—রহঃস্থো নাধুনাদ্রষ্টুং শক্যঃ কেনাপ্যুরুক্রম্।
ক্ষণং বিশ্রম বিপ্রর্ষে সক্ষণং দ্রক্ষ্যসি প্রভুম্॥ ৮৯

সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করত দ্বারপালগণ তাঁহাকে কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! এ সময় ভগবান্ উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণ অতি গোপন স্থানে রাধাসহ অবস্থান করিতেছেন,একারণ কেহই তাঁহাকে এমন সময় দর্শন করিতে সক্ষম নহে। অতএব ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া আপনি বিশ্রাম করুন, পশ্চাৎ বহির্নিক্রান্ত হইলে প্রভুকে দর্শন করিবেন॥ ৮৯

সনৎকুমার উবাচ।—অধুনৈব ময়াকৃষ্ণো দ্রষ্টব্যোরহসি স্থিতঃ।
দেহিদ্বার মরে মূঢ় ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশৎ বলাৎ॥ ৯০

ভগবান্ সনৎকুমার সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানযোগে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, যে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অবস্থিত আছেন, দ্বাররক্ষক তাঁহাকে রহঃস্থ বলিয়া মৃষা বাক্য উল্লেখ করিল, একারণ জাতরোষ ঋষি সকোপান্তরে তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ওরে মূঢ় মিথ্যা বচনশীল! রহসি স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এই ক্ষণেই আমার দ্রষ্টব্য হইবেন, তুমি আমাকে দ্বার ছাড়িয়া দাও, এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক পুর প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন॥ ৯০

অবরোধিতোবেত্রেণ দেবর্ষিঃ প্রাহতং রুষা।
নসেহে প্রতিঘাতঃ রে ক্ষণং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে॥ ৯১

দ্বারপাল কর্তৃক বেত্রদ্বারা প্রতিবারিত হইয়া মহাক্রোধে দেবর্ষি তাঁহাকে কহিলেন। রে মূঢ়! ক্ষণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাত আমি সহ্য করিতে পারি না॥ ৯১

দ্বারং দেহি নচেৎ শপ্সে সপুরং ত্বাং নরাধম।
ন জানাসি চ রে জাল্ম পশ্যমে তপসো বলম্। ৯২

একে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে ঋষির রোষ জন্মিয়াছে, তাহাতে বেত্রদ্বারা প্রতিবারিত হওয়াতে সনৎকুমার দ্বিগুণ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রতিহারিকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আরে জাল্ম, মূর্খ! ওরে নরাধম! তুই আমাকে জানিস্ না দ্বার ছাড়িয়ে দে, যদি আমাকে পুর প্রবেশ করিতে না দেও, তবে এইক্ষণ মাত্রেই পুরসহিত তোমাকে অভিশপ্ত করিব, অদ্য তুমি আমার তপস্যার যে কি পর্য্যন্ত বল, তাহা দেখ॥ ৯২

প্রতিহারিণ উচুঃ।—অনুগৃহ্ণ মুনে নাথ সুদীনান্ দীনবৎসল।
গতশ্রমেণ হি পুরং প্রবেষ্টব্য ত্বয়াগুরো॥ ৯৩

দ্বারপালপতি প্রতি অতিক্রোধিত দেখিয়া তদধীন প্রতিহারিগণ সান্ত্বনয় বাক্যে দেবর্ষি সনৎকুমারকে কহিলেন—হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে ঋষে! আমরা অতিশয় দীন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন্! হে গুরো! এই স্থলে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করত শ্রান্তিদূর হইলে পর আপনি পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। প্রেষ্যগণ প্রতি কোপ করিবেন না॥ ৯৩

সনৎকুমার উবাচ। অনুগ্রহস্য পাত্রাণি নো মদান্ধাবিচেতসঃ।
মূঢ়াঃ পণ্ডিতমাত্মানং মন্যমানাঃ স্বপৌরুষম্॥ ৯৪

সংজাতমন্যু সনৎকুমার দ্বারিগণ প্রতি কহিলেন—হে প্রতিহারিগণ! তোমরা এক্ষণে যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ তাহা সফলা হইবে না। কেননা যাহারা মদান্ধ হতজ্ঞান, আপনাতে পণ্ডিতাভিমানী, মূঢ়গণ সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে পৌরুষাভিমান করে, তাহারা কদাচ সাধু সন্নিধানে অনুগ্রহের পাত্র হয় না॥ ৯৪

ব্রহ্মোবাচ। উদীর্য্যবচনং রোষাৎ স্ফুরদ্রক্তান্তলোচনঃ।
মুনির্জগ্রাহ তোহয়ং স স্ফুরদোষ্ঠঃ কমণ্ডলোঃ॥ ৯৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। বৎস! দ্বারপালগণ প্রতি সনৎকুমার এই বাক্য-মাত্র কহিয়া তাঁহার ক্রোধে প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ ও আরক্তবর্ণ চক্ষু হইল, স্বীয়করধৃত কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া মহামুনি কহিলেন॥ ৯৫

মুনিরুবাচ।—ঐশ্বর্য্য মদমত্তাস্ত্বমীদৃশা দুর্ম্মদা জনাঃ।
পুরস্থা ভ্রষ্টদৌরাত্ম্যাদভ্রষ্টৈশ্বর্য্যামরপ্রভাঃ।
সেশ্বরাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে যায়ান্তু ধরণীমিতিঃ॥ ৯৬

মুনীশ্বর প্রজাপাত তনয় সনৎকুমার তাহাদিগকে রোষভরে কহিতে লাগিলেন। রে পামরেরা! ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্ম্মদ মদান্ধজন সকল অমরতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও নষ্ট শ্রীকা হয়। অতএব তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মত্ত, অতি অহঙ্কারী, আপন দৌরাত্ম্যবশে তোমরা তোমাদিগের ঈশ্বরের ও পুরস্থ অনুগতজনগণের সহিত সত্বধাম গোলোক হইতে অতি সত্বর পৃথিবীতলে গিয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে॥ ৯৬

ইত্যুদীর্য্যবচোঘোরং মুনি বৈশ্বানরোপমঃ।
সশিষ্যো গতবাংস্তস্মাদ্‌যথা গত মমিত্রহন্॥ ৯৭

হে অমিত্রহন্! এই ঘোরতর অভিশাপ বাক্য প্রয়োগান্তর অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহামুনি সনৎকুমার তথা হইতে আগত হইয়াছিলেন, গোলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত সেইস্থানে পুনরায় গমন করিলেন॥ ৯৭

তাৎপর্য্য। মহাজ্ঞানী সনৎকুমার, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, মহাযোগী সমদর্শী স্বত্বগুণাবলম্বী, উদার স্বভাব, লাভালাভ জয়, মানাপমানে সমানজ্ঞান, তিনি স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের পরবশ হইয়া এমন অভিসম্পাৎ কেন করিলেন? তদুত্তর। সর্ব্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নিজাপমানে ক্ষুব্ধ হ'ন নাই, শুদ্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা ভগবানের মনোগত ভাব বুঝিয়া অভিশপ্ত করণাভিপ্রায়েই গোলোকে আগমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেবীবাক্যে ভগবান মর্ত্ত্যলীলা করণার্থে ধরাতলে গমন করিবেন, কিন্তু নিষ্কারণে গোলোক ত্যাগ করা হয় না, ইহা বিবেচনার ছলে সনৎকুমার শাপ প্রকাশ করিলেন॥ ৯৭

ব্রহ্মোবাচ।—গতে তস্মিন্ মুনৌ বিদ্বং শ্চচাল তৎপুরং মহৎ।
দেবদেবো ববর্ষাদৌ শোণিতং সাস্থিচোল্বণম্॥ ৯৮

জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বিদ্বান্! মহামুনি তথা হইতে গমন করিলে পর সেই মহাপুর গোলোক তখন সহসা কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বদা সেই দেবদেব ভগবান অস্থির সহিত উল্বণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৯৮

সনির্ঘাতং ববুর্ব্বাতাশ্চণ্ডবেগাঃ সুদারুণাঃ।
রাহুরগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বাণ নিশাকরম্॥ ৯৯

অতি ভয়ঙ্কর বেগে নির্ঘাত শব্দবান্ সুদারুণ বায়ু বহিতে লাগিল। অপূর্ব্বকালে দিবাকর ও নিশাকরকে রাহু গ্রাস করিল। অর্থাৎ অমঙ্গল সূচক উৎপাত সকল সমুপস্থিত হইল॥ ৯৯

গতশ্রীকা গতবলা গতপ্রাণা গতৌজসঃ।

গতোৎসবা গতোৎসাহা গতোত্তম পরাক্রমাঃ॥ ১০০

অরিষ্ট সূচক নিমিত্ত দর্শনে গোলোকবাসী জন সকল, বিগতশ্রী, বলরহিত, প্রাণহীন প্রায় তেজওজ রহিত বিগতোৎসব, বিগত উৎসাহ, সর্ব্বোত্তম শূন্য এবং সকলেই বিক্রম হীন হইলেন॥ ১০০

ভ্রান্তচেতা মনসঃ সর্ব্বে ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।

প্রেত্যাতৎ সর্ব্ব বৃত্তান্তং বৈশসং নিবিবিৎসবঃ॥ ১০১

ক্ষয়সূচক অরিষ্ট দর্শনে সকলে ভ্রান্তমনা হইয়া বিনাশপ্রায় গোলোকের বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন॥ ১০১

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য সংস্তূয় কৃতাঞ্জলিপুটাস্থিতাঃ।

তান্ সংপ্রেক্ষ্য তথা ভূতান্ জনান্ সর্ব্বমশেষতঃ॥ ১০২

ভগবচ্চরাণাবিন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক অর্চ্চনা করতঃ বিনয় বাক্যে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগবান্ সবিশেষ ও বৃত্তান্ত সকল আত্মমনে উপলব্ধি করিলেন। অর্থাৎ সনৎকুমার গমনাবধি পুরাভিশপ্ত ও সংশয়সূচক নিমিত্ত দর্শনাদি কুৎসিত বিবরণ সকল আত্মহৃদয়ে অবগত হইলেন॥ ১০২

নিঃশ্বস্য পরমঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিৎকালং নিনায় চ।

প্রহস্য স্বানুগানাহ ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ১০৩

অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল অতিপাত করত পশ্চাৎ ভগবান্ মধুহন্তা হরি হাস্য করিয়া স্বীয় অনুগত জনগণকে এই কথা কহিলেন॥ ১০৩

সর্ব্বং জানে সুরশ্রেষ্ঠা বৈশসং মুনিনা কৃতম্।

ভুবং গচ্ছত ভদ্রং বঃ কুরু বৃষ্ণ্যন্ধকেষু চ॥ ১০৪

কুকুরেষু দশার্হেষু ভোজ পাঞ্চাল মন্নথ।

কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক যদুদেবেষু তেজথ॥

জায়ন্তাং সর্ব্ব সত্ত্বানাং প্রধানেষমরোত্তমাঃ॥ ১০৫

হে অমরোত্তমগণ! মহামুনি সনৎকুমার কর্ত্তৃক বৈশস প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষয়দশা সংপ্রাপ্ত গোলোকের বিবরণ সকল আমি জানি, তাহা আমাকে বলিতে হইবে না, এক্ষণে তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন কর, মঙ্গল হইবে। কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর, দশার্হ ও ভোজ পাঞ্চাল দেশে গিয়া কুরুবংশে ও পাঞ্চাল রাজকুলে, বাহ্লীয়াদরে, এবং

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশকুলে অপর প্রধান প্রধান মনুষ্য গৃহে সকলে জন্মগ্রহণ কর। কদাপি মুনিশাপ অন্যথা হইবে না॥ ১০৪—১০৫

মৎপরা মৎকথালাপ মদনুধ্যান তৎপরাঃ।
মন্নাম কীর্ত্তনপরা মদ্‌গুণ শ্রবণেরতাঃ॥ ১০৬

ধরাতলে নরদেহ ধারণ করত আমাতে ভক্তি-পরায়ণ, আমার কথা আলাপন ও আমার স্বরূপ ধ্যান-পরায়ণ এবং আমার নাম সংকীর্ত্তন-পরায়ণ হইবে আর আমার গুণলীলা শ্রবণে সর্ব্বদা রত থাকিবে॥ ১০৬

মদ্ভক্ত সঙ্গনিরতা মৎপাদসেবনেরতাঃ।
বিদ্বাংসঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্ব ধনুষ্মতাম্॥ ১০৭

আমার ভক্তসঙ্গে নিয়ত সঙ্গ করিবে, অবিরত আমার চরণ সেবায় রত থাকিবে। আর আমার আজ্ঞায় সকলে সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান্ ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না॥ ১০৭

অজেয়া দেব দৈতের যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
কিঞ্চিৎ কালং তত্রনীত্বা পুনরপ্যাগমিষ্যসি॥ ১০৮

দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, এবং নাগগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইয়া তদ্রূপে তথায় কিছুকাল অবস্থান করত পুনর্ব্বার এই মম ধাম গোলোকে সকলে আগমন করিবে॥ ১০৮

কিং বিষাদেন শোকেন বৈক্লব্যেনা ধুনাচবঃ।
অমোঘমুক্তং মুনিবাগ্বজ্রং পরমোঘণম্॥ ১০৯

হে প্রিয় শিষ্যগণ! এক্ষণে তোমরা আর কি বিষাদ কর? আর কি নিমিত্তই বা শোক কর? আর বৈক্লব্যাচরণে কি সুসার হইবে? পরম উগ্রতেজ প্রায় মুনি কর্ত্তৃক অমোঘ বাক্যবজ্র পরিত্যক্ত হইয়াছে ইহাতে কোনমতেই পরিত্রাণ নাই॥ ১০৯

অহমপ্যাগমিষ্যামি প্রার্থিতো হ্যব্জযোনিনা।
দুষ্টক্ষত্রিয় ভূভার বলৌঘক্ষয় জিষ্ণুনা॥ ১১০

তোমরা কেহ মদ্বিরহাশঙ্কা করিও না, যেহেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ আমিও পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইব। ভূভার অপনয়ন জন্য জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনের সহিত দুরাত্মা ক্ষত্রিয়-বল সমূহ সংহার করিব॥ ১১০

মৎপরা যাশ্চ গোপ্যশ্চ গোপালাশ্চ সহস্রশঃ।
গোকুলেষু সমৃদ্ধেষু মদ্ভক্তি পরমেষু চ॥ ১১১

মৎপরায়ণা ভক্তি মতে যে সকল গোপিকা, আর ভক্তিমান সহস্র সহস্র যে গোপগণ, ইহারা সকলেই মদ্ভক্তিপরায়ণ, পরমধাম সমৃদ্ধিমৎ গোকুলে গিয়া গোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন॥ ১১১

যাতু রাধাত্বং দেবি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।

কীর্ত্তিদায়াং বৃষগৃহে সম্ভব স্তেভবিদ্যুতি ॥ ১১২

মম প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবি! হে রাধে! তুমিও ধরণীতলে গমন কর। নন্দব্রজে বৃষভানুগৃহে কীর্ত্তিদা ক্রোড়ে তোমার সম্ভব হইবে ॥ ১১২

ব্রহ্মোবাচ।—এব মাদিশ্যতান্ সর্ব্বান্ শোকাপহৃতচেতনঃ।

স্বাং কলাং প্রেষয়ত্যেকাং গোকুলেষু চ তৈঃসহঃ ॥ ১১৩

ভগবান্ সেই সকলকে এই আদেশ করত শোকে অপহৃত চিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আপনার এক কলাংশকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন ॥ ১১৩

মৌন্যাস লক্ষণং দেবো নিঃশ্বসন্ বিলপন্ হসন্ ॥ ১১৪

ভগবান্ গোবিন্দদেব তাঁহাদিগকে গোকুলাভিমুখে প্রেরণ করত ক্ষণেককাল মৌনাবলম্বী হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন হাস্য কখন বা বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৪

ততঃ সর্ব্বে মহাত্মানঃ পঞ্চাল কুরুবৃষ্ণিষু।

যদ্বন্ধক দশার্হেষু ভোজ বাহ্লীকয়োরপি ॥ ১১৫

অজায়ন্ত মহাভাগা বৈষ্ণবী বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১১৬

অনন্তর ঐ সকল মহাভাগ বিষ্ণুগণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা, কৃষ্ণ নির্দ্দেশে পৃথিবীতলে কুরু, বৃষ্ণি, যদু, অন্ধক, দশার্হ এবং ভোজ ও বাহ্লীকাখ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১১৫—১১৬

গোকুলেষু ব্যজায়ন্তঃ গোপগোপ্যঃ সহস্রশঃ।

রাধাপিকলয়া বৃন্দা কলয়াবর্ব্বরী তথা ॥

স্বয়ং যজ্ঞে কীর্ত্তিদায়াং কাত্যায়ন্যা প্রসাদতঃ ॥ ১১৭

অপর সহস্র সহস্র গোপ ও সহস্র সহস্র গোপী সকল গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রাধাও অংশদ্বয়ে গোকুলে বৃন্দা ও তুলসীরূপে জন্ম লইলেন। অপর কাত্যায়নী বৃষভানুর প্রতি প্রসন্না হইয়া অযোনিসম্ভবা দেবী রাধারূপে কীর্ত্তিদার তনয়া হইয়া জন্মিলেন ॥ ১১৭

কৃষ্ণস্ত কলয়া যজ্ঞে জটিলায়াং প্রভাসতঃ।

তিলকো দুর্ম্মদশ্চাপি আয়ানাবরজৌ সুতৌ ॥ ১১৮

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও অংশকলাতে জটিলাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম আয়ান হয়। আয়ানের জ্যেষ্ঠ তিলক ও দুর্ম্মদ নামে জটিলা অপর দুই পুত্র প্রসব করেন ॥ ১১৮

তেষামবরজা কন্যে কুটিলাচ প্রভাকরী।

জঘন্যজা বরারোহা যশোদা নন্দগেহিনী ॥ ১১৯

ঐ আয়ানাদি তিন সহোদরের কনিষ্ঠা কুটিলা ও প্রতাকরী নামে জটিলার দুই কন্যা হয়। কিয়ৎকাল পরে যশোদা নামে সর্ব্ব কনিষ্ঠা আর এক কন্যা হয়। ঐ যশোদা গোপরাজ নন্দের গৃহিণী হয়েন॥ ১১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্ম-সপ্তর্ষিসংবাদে
সনৎকুমার শাপোনামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

এই ব্রহ্মাণ্ডাক্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-সপ্তর্ষি সংবাদে সনৎকুমারের অভিশাপ এবং শ্রীরাধাদি গোপ গোপীর জন্ম প্রস্তাবে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গ।

অঙ্গিরা উবাচ।—প্রসীদ নাথ নোব্রহ্মন বিবিৎসামো বয়ং গুণান্।
তস্যোদার চরিত্রস্য জন্ম কর্ম্মাদি শংসনঃ॥ ১
অজন্মনোঽব্যয়স্যাস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ২

মহর্ষি অঙ্গিরা জগদ্ধাতাকে প্রশ্ন করেন। হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, যেহেতু তুমিই সকলের একমাত্র রক্ষক। হে নাথ! আমরা উদার চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব আপনি আজ অব্যয় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে কহেন॥ ১—২

ব্রহ্মোবাচ।—সাধো তে মনসঃ প্রীতিঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
গুণানুবাদ শ্রবণে সাধুস্তে বিহিতং মনঃ॥ ৩

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—হে সাধো! যখন অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে তোমার মনের প্রীতি জন্মিয়াছে অর্থাৎ শুনিতে উৎসাহ হইয়াছে, তখন তুমি সাধু এবং তোমার মনও যথার্থ সাধুসম্মত॥ ৩

দুষ্ট দৈত্যাংশ সম্ভূতা দুষ্টক্ষত্রী ভরামহী।
রুদন্তী শনকৈঃ প্রায়াৎ সুত্রাম ধাম ভূসুর॥ ৪

হে ভূদেব! দুষ্ট দৈত্যগণের অংশে উৎপন্ন দুরাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের ভারে আক্রান্তা ধরণী, অসহ্য ভারবহনে অশক্তা হইয়া তিনি রোদন করিতে করিতে আত্মপীড়া নিবেদনার্থ স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন॥ ৪

তাং রোদমানাং সংপ্রাপ্তাং প্রেক্ষ্য সর্ব্বেসবাসবাঃ।
দিবৌকসো ভয়োদ্বিগ্না হতোৎসাহাঃ সভাসদঃ॥ ৫

সমস্ত দেবগণে সমন্বিত ইন্দ্র রোদপরা ধরণীকে সমাগতবতি দেখিয়া, সভাসদগণের সহিত সকলে সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ বর্জ্জিত ও মহাভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন ॥ ৫

তাং দৃষ্ট্বাতু তদাদেবী উপেন্দ্র বাক্য মাদদে ॥ ৬

কাতরাবস্থা সংপ্রাপ্তা জগদ্ধাত্রীকে অবলোকন করত সান্ত্বাক্যে দেবরাজ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬

উপেন্দ্র উবাচ।—ভয়স্ত কারণং ভদ্রে ব্রূহিমাং বরবর্ণিনি।

কর্ম্মাদ্রোদিষি সর্ব্বং ত্বং যথা বৃত্তমনিন্দিতে ॥ ৭

উপেন্দ্র কহিলেন,—হে ভদ্রে! নির্দ্দোষা বরবর্ণিনী ধরণি! তুমি কি কারণে এত ভয়যুক্তা হইয়াছ? আর কি নিমিত্তেই বা রোদমানা হইয়া সুরলোকে আগমন করিলে? যথাবৎ ইহার সম্যক্ বৃত্তান্ত আমাকে বল ॥ ৭

ধরণ্যুবাচ।—নৃশংসাঃ পাপ কর্ম্মাণো যেচ ধর্ম্ম বিদূষকাঃ।

পৃথিব্যাং পৃথিবীপালা স্তান্ সোঢ়ুং নক্ষমেনঘ ॥ ৮

উপেন্দ্র বাক্য শ্রবণে ধরিত্রী কহিলেন,—হে অনঘ! যে সকল পাপকর্ম্মা, ক্রূর, অনৃতবাদী, নিয়ত ধর্ম্ম ব্যাঘাৎকারী দুষ্ট ক্ষত্রিয় সকল পৃথিবীতে রাজা হইয়া অধর্ম্মে প্রজাপালন করিতেছে, সেই সকল দুরাত্মাদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা হইয়াছি ॥ ৮

ইত্যাকর্ণ্য বচোদেব্যা ধরণ্যা ধরণীসুর।

সত্যালোকং যযুঃ সর্ব্বে যদত্রাহং স্থিতঃ সুখী ॥ ৯

হে ধরণীদেবি! অঙ্গিরা দেবীর এই কাতোরোক্তি শ্রবণে ইন্দ্রাদি সকল দেবগণে সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, আমি নিত্যসুখে যেস্থানে অবস্থান করি ॥ ৯

ময়ি সর্ব্বং যথাবৃত্তং প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য তে ব্রুবন্।

তৎশ্রুত্বাহং বিষণ্ণাত্মা তৈঃ সার্দ্ধমগমদ্দ্বিজ ॥ ১০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে দ্বিজ! দেবগণেরা প্রণাম পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া যথাবৎ পৃথিবীর অবস্থা আমাকে বলিলে পর, আমি ঐ সকল দেবগণের সহিত বিষাদিত চিত্তে সত্বর গমন করিলাম ॥ ১০

ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং যত্র সর্ব্বেশ্বরোচ্যুতঃ।

শেতেশেষে মহাবাহুর্বিরাট পুরুষাকৃতিঃ।

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ রমমাণো বসৎ সুখম্ ॥ ১১

ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর তীরে যেখানে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ প্রচ্যুত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষাকৃতি মহাবাহু বিরাট রূপ ভগবান্ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত রমমাণ হইয়া পরমসুখে অবস্থিত আছেন ॥ ১১

তত্রৈতং গন্ধমালাদ্যৈ-রর্চ্চয়িত্বার্ঘ্য ধূপকৈঃ।
অস্তুবং পরমেশানং বাগ্‌ভিরিষ্টাপ্তি-রচ্যুতম্॥ ১২

তথায় গন্ধমাল্য অর্ঘ্য ধূপাদি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করত স্বাভীষ্ট ফল সিদ্ধ্যর্থে বচনবিন্যাসে সেই ক্ষয়োদয়রহিত পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা স্তব করিতে লাগিলাম॥ ১২

ততঃ প্রসন্নো ভগবন্মেঘ গম্ভীরয়া গিরা।
অদৃশ্যমানুবাচেদং বচনো হিতমাত্মনঃ॥ ১৩

অনন্তর অস্মদাদির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ মধুসূদন অদৃষ্ট রূপে মেঘ-গম্ভীর-স্বরে আমাদিগের হিতসাধক এই বাক্য কহিলেন॥ ১৩

অপনেষ্যে ধরাভারং ধরায়ামভবন্ সুরাম্।
বহবো বৃষ্ণি ভোজাদি বংশে মৎপরমাশ্চমে॥ ১৪

হে দেবগণ! আমি পৃথিবীর, ভারাপহরণ করিব, ভয় কি? তোমরা সকলে পৃথিবীতে নররূপে স্থানে স্থানে জন্মগ্রহণ কর। মৎপরায়ণ অনেক বৃষ্ণিবংশে, ও ভোজবংশাদিতে আবির্ভূত হইয়াছেন॥ ১৪

জায়ায়াং বসুদেবস্য দেবক্যাং গর্ভপঞ্জরে।
অহং জায়াং সুরবরা ব্যেতুব্যো মানসজ্বরঃ॥ ১৫

হে সুরবরেরা! তোমরা সকলে মানসী চিন্তাকে দূর কর। আমি স্বয়ং বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিব, ভয় কি?॥ ১৫

দেবক্যা অষ্টমোগর্ভে ভাবয়িত্বাত্মানমাত্মনা।
অপনেষ্যে ধরাভারং তৈঃ সার্দ্ধং শূক্ষ্ণীরিব॥ ১৬

দেবকীর অষ্টমগর্ভে আমি আপনি আপনার শরীরকে উৎপন্ন করিয়া অবতীর্ণ দলবলগণের সহিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিব॥ ১৬

শেষোঽয়ং যাতু দেবকন্যা গর্ভে পরবলার্দ্দনঃ।
ততোঽহং বলদেবেন সহ বৎসামি গোকুলে॥ ১৭

পরবলমর্দ্দন এই অনন্তদেব দেবকী গর্ভে গমন করত বলদেব নামে খ্যাত হইবেন। অনন্তর আমি ঐ বলদেবের সহিত কিছুকাল গোকুলে বাস করিব॥ ১৭

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেবাস্তে শার্ঙ্গধন্বনা।
যযুঃ স্বং স্বং প্রমুদিতা ধামতে ত্রিদিবৌকসঃ॥ ১৮

শার্ঙ্গধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের প্রতি এই আদেশ করিলে পর, দেবতারা তদাদেশে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন॥ ১৮

অঙ্গিরা উবাচ।—নমামিতে পাদ পঙ্কজমুনাথ পুনীহিনঃ।
বাসুদেব গুণোৎকর্ষ স্বর্ধুনী পাথসা বিভো॥ ১৯

অঙ্গিরা ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে নাথ! তোমার চরণ যুগল সরসীরুহে আমরা প্রণাম করি। হে বিভো! জাহ্নবীজল তুল্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গুণকথন দ্বারা আমাদিগকে আপনি পরম পবিত্র করুন্॥ ১৯

তস্য কর্ম্মাণ্যদারাণি ভবাদীনি ভরস্য চ।
ব্রূহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং শুশ্রূষুণাং পিতামহ॥ ২০

হে পিতামহ! ব্রহ্মন্! ভগবানের অত্যুদার কর্ম্ম সকল, এবং জন্মাদি কথা সকল, আমরা শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি আমাদিগকে সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহেন॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।—আসীন্মহীক্ষিদোজস্বী মথুরায়াং পরার্দ্দনঃ।
শূরসেনো বৃহৎকীর্ত্তি গুণো ভোজান্ধকেষু চ॥ ২১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—বৎস! পরবলমর্দ্দন মহাতেজস্বী, অতিবিস্তার কীর্ত্তি মান এবং অতিমহৎ গুণবান্ ভোজ ও অন্ধকবংশে শূরসেন নামে মথুরাতে এক রাজা ছিলেন॥ ২১

মথুরান্ শৌরসেনাংশ্চ যামুনান্ ব্রজকোশলান্।
চীনহূন বিদর্ভাংশ্চ বর্ব্বারান্ পার্ব্বতান্ খশান্॥ ২২
শটচ্চর কিরাতাংশ্চ যবনান্ কাশি.গোপুরান্।
রাজধান্য ভবত্তস্য মথুরায়াং নরেশিতু॥ ২৩

মথুরাতে শৌরিসেন যমুনাতীরস্থ ব্রজভূমি, অযোধ্যা, চীন, হূন্, বিদর্ভ, বর্ব্বর, পার্ব্বতীয়, এবং খশ অপগণাদি পারসীক দেশ পটর্চ্চর অর্থাৎ অগ্নিময় শৈল কেন্দ্রে যে সকল দেশ, কিরাত, কম্বোজাদি যবনদেশ, এবং কাশী ও গোপুর ইত্যাদি সকল দেশই তাঁহার অধীনে ছিল, ঐ শূরসেনের রাজত্ব মধ্যে সর্ব্বলোক পূজিতা মথুরাতে তাঁহার রাজধানী ছিল॥ ২২—২৩

দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ বৈশ্বানর সমদ্যুতি।
অধরায়া মজায়েতাং মহাদেব্যাং তপস্বিনঃ॥ ২৪

হে তপস্বি প্রবর ঋষিগণেরা! মহাদেবী অধরা নাম্নী ভর্ত্তার্য্যাতে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেবক ও উগ্রসেন নামে তাহার দুই পুত্র জন্মে॥ ২৪

বলবন্তৌ মহাত্মানৌ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাম্বরৌ।
পারগৌ সর্ব্বশাস্ত্রাকে বৃহদ্গুণ যশস্বিনৌ॥ ২৫

ঐ দুই ভ্রাতা মহাবলবান্ উভয়েই মহাত্মা, সর্ব্বাস্ত্র বিজ্ঞান হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রবিৎ। সমস্ত শাস্ত্র-সাগরে পারগামী, অতি যশস্বী উৎকৃষ্ট গুণশালী ॥ ২৫

উভৌ সুহৃদ্ কর্ম্মাণৌ শত্রুসংঘারিমর্দ্দনৌ।
অন্বশাস দুগ্রসেনোগ্র্যো রাজ্যমাপ্তধর্ম্মতঃ ॥ ২৬

উভয়েই সুহৃদ্গণের প্রিয় কর্ম্মসাধক, সমূহ শত্রু নিগ্রহকারী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উগ্রসেন স্বীয় ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬

অব্যূবাহ কোশলজাং জয়ন্তীং জরতাম্বরঃ।
দেবকো দেবসংকাশ মনবদ্যাং শুচিগুণাম্ ॥ ২৭

সর্ব্বজয়শীলের জ্যেষ্ঠ উগ্রসেন জয়ন্তী নামে কোশল রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর দেবতুল্য দীপ্তিমান দেহ দেবক, অনিন্দিতা দেবরূপা পবিত্র গুণবিশিষ্টা শুচিনাম্নী পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন ॥ ২৭

অস্যাং যজ্ঞে বরারোহা দেবকী দেবসুর্ব্বিজ।
জয়ন্ত্যামুগ্রসেনস্য জজ্ঞিরে বহবঃ সুতাঃ ॥ ২৮

হে দ্বিজ! সেই দেবকপত্নী শুচির গর্ভে দেবমাতা বরারোহা অর্থাৎ সুধর্ম্মিণী মহাদেবী দেবকীর জন্ম হয়। আর কোশল রাজকন্যা জয়ন্তী দেবীতে মহারাজা উগ্রসেনের বহুতর পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল ॥ ২৮

কংসাদ্যাঃ সুহুরাত্মানো মহাবলপরাক্রমাঃ।
দেব ব্রাহ্মণহন্তারো যজ্ঞার্হণ বিহিংসকাঃ ॥ ২৯

মহাবল পরাক্রম কংসাদি উগ্রসেনাত্মজেরা, সকলেই দুরাত্মা অর্থাৎ নরদেহাপন্ন আসুর ধর্ম্মী তাহারা দেবতা ও গো ব্রাহ্মণ হন্তা, এবং যাগ যজ্ঞ পূজাদি সমস্ত ইষ্ট কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হয় ॥ ২৯

দেবকো মার্গমাণোঽপি নোপলেভে বরং বরম্।
কন্যার্থে পরিতো বিদ্বন্ রাজ ক্ষত্রান্বয়েষু সঃ ॥ ৩০

হে বিদ্বন্! রাজা দেবক স্বকন্যা দেবকীকে বয়স্থা দেখিয়া তৎসম্প্রদানার্থ নানাদেশে নানাস্থানে বর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই দেবকীর তুল্য শ্রেষ্ঠ গুণ রূপশালী বর ক্ষত্রিয়কুলে কোন রাজাকে প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সংকল্প করিলেন যে সুগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় অরাজা হইলেও তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০

অধিগত্য মুনে সর্ব্বান্ গুণৌজো যশসঃ পরান্।
বসুদেবস্য মৈত্রেয়াদদত্তাং যোগিতাং বরাম্ ॥ ৩১

হে মুনে! অনন্তর বসুদেবকে পরম যশস্বী, সর্ব্বগুণশালী, ওজস্বান্ দেখিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন। এবং বসুদেবের সহিত পূর্ব্বে মিত্রতাও ছিল, তন্নিবন্ধন আর বিধি নির্দ্দিষ্ট প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ বিবেচনায় সর্ব্বযোষিতশ্রেষ্ঠ দৈবকীকে বসুদেবে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৩১

বিধিনাহূয় সম্বোধ্য বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা।
কৃতোদ্বাহায় প্রদদৌ পারিবর্হাণ্যনেকশঃ ॥ ৩২

বিধিবৎ সম্বোধন পুরঃসর বসুদেবকে আহ্বান করতঃ যথাশাস্ত্র বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা কন্যাদান করণান্তর কৃতোদ্বাহ জামাতা বসুদেবকে দেবক বহুবিধ প্রকারে পারিবর্হ অর্থাৎ যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ৩২

দাসীনাং নিষ্কণ্ঠীনাং সহস্র দ্বিতয়ং দ্বিজাঃ।
দাসাশ্ব করি পাদাত রথাস্ত্র মহিষান্ খরান্ ॥ ৩৩

হে দ্বিজগণ! সুবর্ণমালাধারিণী দুই সহস্র দাসী তৎপরিমিত দাস, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, অস্ত্রপূর্ণ বহু রথ এবং মহিষ ও গর্দ্দভ অসংখ্যেয় ॥ ৩৩

উষ্ট্র মেষাজ বস্ত্রাণি মহার্হাভরণানি চ।
রত্ন মাণিক্য হীরাণি মণিময়রথসঞ্চয়ান্ ॥ ৩৪

উষ্ট্র, মেষ, ছাগ এবং তল্লোমজাত বস্ত্রাদি ও মহারাজোপযুক্ত আভরণাদি মাণিক্য রত্ন হীরকাদি মণিময় রথোপরণ সকল ॥ ৩৪

শ্বেতচ্ছত্রাণি শতশো বাসাংস্যজিন কম্বলান্।
প্রাযচ্ছৎ পৃথিবীপালো দুহিতুঃপতয়ে স্বকান্ ॥ ৩৫

শত শত শ্বেতচ্ছত্র, অপূর্ব্ব বসন অজিন, মৃগাদি চর্ম্ম ও কম্বলাদি নানাবিধ স্বীয় ব্যবহারীয় দ্রব্য সকল দুহিতা-পতিকে রাজা দেবক স্বয়ং যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ৩৫

কৃতোদ্বাহঃস্বস্ত্যয়নো হুতাগ্নির্গস্তমুদ্যতঃ।
পত্ন্যা নবোঢ়য়া সার্দ্ধং রথমারুহ্য হে নঘ ॥ ৩৬

হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! বিবাহকরণান্তর বসুদেব কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ নববিবাহিতা পত্নীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া স্বভবন গমনে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৬

তং প্রয়াস্তং রথারূঢ় মৌগ্রসেনি রবেক্ষ্য চ।
কংসঃ পামর সংহৃষ্টমনা রথমবারুহৎ ॥ ৩৭

দৈবকীকে সঙ্গে লইয়া বসুদেব গৃহাভিমুখে গমন করেন, ইহা দেখিয়া উগ্রসেন পুত্র কংস ভগিনীর মোহে আবদ্ধ হইয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, অত্যন্ত হর্ষযুক্ত মনে সেই রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭

প্রণয়াদুপ যন্তৃত্বমুপগম্যাতুদন্বয়ান্।
সান্ত্বয়ন্ ভগিনীং সাম বাচামধুরয়া দ্বিজ ॥ ৩৮

হে দ্বিজ! কংস ভগিনী-প্রতি প্রণয় প্রদর্শনার্থ বসুদেব দেবকীর সঙ্গে চলিলেন এবং আপনি স্বয়ং সারথি হইয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরালয়গামিনী রুদ্যমানা ভগিনীকে সামপূর্ব্বক মধুরবাক্যে বিস্তর সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

যচ্ছতো হয় রশ্মীঘামুবাচ মেঘনিস্বনা।
বাচামধুরয়া কংসমকায়া বাক্ ধরামর ॥ ৩৯

হে ধরামর অঙ্গিরা! অশ্বরজ্জুধারণ করত কংস গমন করিতেছেন এমত সময় আকাশ হইতে দেবগণেরা মেঘ গম্ভীর-মধুরস্বরে অশরীরী বাক্যে কংসকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিলেন ॥ ৩৯

দুর্ম্মতে ত্বং নিবোধেদং মায়াতো সুখদং বচঃ।
অস্যা ভূভারহরায় ভগবান্ প্রত্যগাত্মজ।
জনিতা হ্যষ্টমে গর্ভে সম্ভূয়ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৪০

হে দুষ্টমতি কংস! আমি তোমায় সুখদ বাক্য যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যে দৈবকীকে রথারোহণপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছ প্রত্যাগাত্মা অজ অজর অব্যয় ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর ভারহরণার্থ ইহার অষ্টমগর্ভে জন্মিবেন এবং জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে বিনাশ করিবেন ॥ ৪০

এবমার্কণ্য তদ্বাক্য সসম্ভ্রান্তগ্রহদসিম্।
হন্তুকামো বরারোহাং দৈবকীং সোঽভ্যধাবত ॥ ৪১

এই দৈবীভাষা আকর্ণন করত দুরাত্মা কংস আর কোন বিবেচনা না করিয়া নিষ্কোষিত খড়্গধারণ পূর্ব্বক বরারোহা দেবীকে বিনাশ করিবার কামনায় ধাবমান হইল ॥ ৪১

মূর্দ্ধজং প্রতিসংগৃহ্য মন্যুনাচ পরিপ্লুতঃ।
তং তথাভূতমালক্ষ্য বসুদেবঃ সুদুর্ম্মনাঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মৃদুপূর্ব্বমমিত্রহন্ ॥ ৪২

মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কংস তখন দৈবকীর শিরস্থবেণী নির্ম্মিত কেশরাজি বামহস্তে ধারণ করিল। এবম্ভূত অবস্থাপন্ন দেখিয়া বসুদেব চিন্তাযুক্ত চিত্তে কংসকে নীতিগর্ভ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তাৎপর্য্য। কংস দৈববাক্য শ্রবণ করত অতিশয় ভীত হইয়া তৎকালে এই বিবেচনা করিয়াছিল, যে দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান আমাকে নষ্ট করিবে? আমি যদি অদ্য ইহাকে বিনাশ করি, তবে আর অষ্টম গর্ভের শঙ্কা কি? কেননা তরু নিপাতন করিলে ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা আর কখনই থাকিতে পারে না।

বসুদেব উবাচ।—হন্যেমাং কৃপণাং বালামবলাং রাজসত্তম।
অবশোকয়্য মৈনত্বমবাপ্সসি সুদারুণম্॥ ৪৩

বসুদেব কংসকে এই উপদেশ দিতেছেন। হে রাজসত্তম! শত্রুমর্দ্দন!. তুমি সর্ব্ব রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ গুণশালী পরম সাধু স্বভাবাপন্ন। এই কনিষ্ঠ ভগিনী তোমার পুত্রিকোপমা, অবলা বালা, অতি দুঃখিনী, বিবাহপর্ব্বে ইহাকে বধ করিলে তোমার সুদারুণ অক্ষয় অপকীর্ত্তি লাভ হইবে। অতএব অন্তকশস্কর হইয়া এমন কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য নহে॥ ৪৩

যদহ্নি যৎক্ষণে পুংসাং বিয়োগো যোগ এববা।
· নির্দ্দিষ্ট বেধসা রাজন্ সত্যং তদন্যথা নহি॥ ৪৪

হে রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু যে দিন যেক্ষণে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই দিন সেইক্ষণে তাহার উৎপত্তি ও নিধন অবশ্যই হইবে তাহার অন্যথা নাই, অতএব নিরর্থ স্ত্রীহত্যা করিয়া আপনি কলঙ্কিত কেন হন? ৪৪

জায়মানস্য লোকস্য মৃত্যুর্ধাবতি পৃষ্ঠতঃ।
অবশ্যং জায়মানস্য মৃত্যুর্জন্ম মৃতস্য চ॥ ৪৫

ভো ভূপতে! যে সকল লোক জন্মিয়াছে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যুও ধাবমান আছে। অর্থাৎ জায়মান ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যই হয়, এবং মৃত ব্যক্তিরও জন্ম অবশ্যই হইয়া থাকে, যে হেতু জনম মরণ এই দুইই চক্রবৎ ভ্রমণ করে॥ ৪৫

যদহ্নি যৎক্ষণে দণ্ডে যল্লগে যন্মুহূর্ত্তকে।
তস্মিং স্তস্মিন্ ভবেন্নোন্যথা রাজসত্তম॥ ৪৬

হে রাজসত্তম কংস! যে যে দিনে, যে যে ক্ষণে, যে যে লগ্নে, যে যে মুহূর্ত্তে, মনুষ্যদিগের যাহা হইবার তাহাই হয়, ইহার অন্যথা কদাচ হয় না, তন্নিবারণ জন্য উপায় চিন্তা করা নিরর্থক, কেবল ব্যাকুলতা মাত্রই সার হয়॥ ৪৬

বেধসা যত্তু বিহিতং সুকৃতৈর্নিবশানৃণাম্।
অঘোনার্হসি হন্তুত্বমিমাং তে পুত্রিকোপমাম্॥ ৪৭

মহারাজ! স্বীয় সুকৃত দ্বারা বিধাতা কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের যে বিহিত বিধান সুস্থির হইয়াছে। তাহা কিছুতেই খণ্ডন হয় না, অবশ হইয়াও তাহা করিতে হয়। অতএব তোমার কন্যাতুল্যা লালনীয়া এই দেবকীকে বিবাহপর্ব্বে হত্যা করিতে তুমি প্রবৃত্ত হইও না॥ ৪৭

রোগিণাং বালবৃদ্ধৌ চ গাং স্ত্রিয়ং ব্রাহ্মণং গুরুম্।
নহন্যাচ্ছত দোষাপ্তং হন্নেনাক্ষয্যমাপ্নুয়াৎ।
অবশো ব্যাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং ত্রিলোকং সচরাচরম্॥ ৪৮

হে রাজন্! রোগী, বালক, বৃদ্ধ, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও গুরু ইহারা শতপ্রকার দোষে লিপ্ত হইলেও হন্তব্য হয় না। ইহাঁদিগকে হত্যা করিলে অক্ষয় নরক মাত্র প্রাপ্ত হয়। এবং সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র তাহার অযশ ব্যাপ্ত রূপে চিরস্থায়ী থাকে॥ ৪৮

বরং মৃত্যু নচাশ্রেয়ং কর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৪৯

মহারাজ! বরং মৃত্যুও উত্তমকল্প, তথাপি পুরুষের অযশস্কর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি অশ্রেয়ঃ কর্ম্ম করিতে সাহস করিবেন না, যে হেতু ভবৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত অযুক্ত কর্ম্ম হয়॥ ৪৯

সম্ভাবিতোসি শূরাণাং রাজ্ঞাং পুণ্যবতামপি।
অসম্ভাব্যং কথং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম লোক-বিগর্হিতম্॥ ৫০

ভো ভূপতে! তুমি বিখ্যাত মহাশূর, পুণ্যবান রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব লোকনিন্দিত অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম করিতে তুমি কি প্রকারে সাহস করিতেছ॥ ৫০

ত্যজৈনাং কৃপণাং বালাং রাজস্ত্বং দীনবৎসলঃ॥ ৫১

হে রাজন্! তুমি দীনবৎসল, দয়ার্দ্রচিত্ত, তোমার পুত্রিকোপমা সুদীনা, তব বালিকা ভগিনী অতএব দেবকী বধে নিবৃত্ত হইয়া ইহাকে ত্যাগ কর॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ।—তথ্য পথ্যং শ্রেয়োবাক্যং নিশম্য দুর্ম্মনাভৃশম্।
জহৌ শোক পরীতাঙ্গো বীরঃ স্বগৃহমাগমৎ॥ ৫২

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—বৎস! বসুদেবোক্ত শ্রেয়স্কর যথার্থ পথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন, অনন্তর সাতিশয় শোকাভিযুক্ত শরীর হইয়া দেবকীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন, অর্থাৎ আর বসুদেব দৈবকীর সমভিব্যহারে গমন করিলেন না॥ ৫২

বসুদেবোঽপি সংহৃষ্টো নিবৃত্তে কুলপাংশনে।
কংসে স্বভার্য্যামাদায় জগাম স্ব নিবেশনম্॥ ৫৩

কুলাঙ্গার কংস ভগিনীবধে নিবৃত্ত হইলে পর অত্যন্ত হর্ষযুক্ত চিত্ত হইয়া বসুদেব ও স্বীয় নবোঢ়া ভার্য্যা দেবকীকে লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন॥ ৫৩

এতস্মিন্নন্তরে দেবো বিবিচ্য পরমং হিতম্।
নারদং প্রেষয়ামাস ত্বরা কৃষ্ণাগমাশয়া॥ ৫৪

বসুদেব স্বগৃহ প্রাপ্তানন্তর দেবতাগণে আপনাদিগের পরমহিত বিবেচনা করিয়া পৃথিবীতে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণাগমন শীঘ্র হয় এজন্য ত্বরাপর কংসালয়ে দেবর্ষি নারদকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন॥ ৫৪

গচ্ছত্বং মোহিতার্থায় যথাশীঘ্রং ধরাং প্রভুঃ।
ঈরয়াত্বং প্রবচ্ছং ত্বং হিনঃ পরমোগুরু॥ ৫৫

দেবতারা দেবর্ষিকে সাতিশয় বিনয় বাক্যে কহিলেন। হে মুনে! কংসাসুরকে মোহিত করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ধরাতলে প্রভু নারায়ণ শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়ে আপনি বিশেষ যত্নপর হউন্। আপনিই দেবতাদিগের এক মাত্র পরমহিত-সাধক ও পরমগুরু হন্॥ ৫৫

ইত্যাদিষ্টো মঘবতা নারদো দেবদর্শনঃ।
ইচ্ছন্দেব হিতং যত্নাদাত্মনশ্চ বিশেষতঃ॥ ৫৬

মঘবান ইন্দ্র আদেশ করিলে পর দেবদর্শন নারদমুনি দেবতাদিগের হিতেচ্ছুক যত হউন্ বা না হউন বিশেষতঃ আপনার হিত ইচ্ছায় অতিশয় যত্নবান্ হইলেন॥ ৫৬

আসসাদ ক্ষণার্দ্ধেন রণয়ন্মধুরাং মুনিঃ।
বীণাং কৃষ্ণগুণৌঘাঢ্যাং কংসস্য পুরমাবিশৎ॥ ৫৭

দেবর্ষি মধুরশব্দময়ী বীণায় শ্রীকৃষ্ণগুণ সমূহ গান করিতে করিতে ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে ভোজরাজ কংসের পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৫৭

আরাদায়ান্তমালোক্য দেবর্ষিং দেবলোকতঃ।
মন্যমানঃ কৃতার্থং স্ব মাত্মানং পূর্ণমাশিষাম্॥ ৫৮

স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া কংস দেখিলেন, যে দেবলোক হইতে দেবর্ষি নারদ মমভবনে সমাগত হইলেন। তাহাতে রাজা আপনাকে সম্পূর্ণ কল্যাণ নিধান এবং আত্মকৃতার্থতা সিদ্ধি মনে মনে মান্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৮

প্রত্যুত্থানাভিবাদাদ্যৈ রহমার্হনীয়মীশ্বরম্।
কৃতাতিথ্যোপবিশ্য স মুনিরাহ নৃপং তদা॥ ৫৯

নারদমুনিকে সমাগত দেখিয়া কংস আসন হইতে গাত্রোত্থান করত প্রণামপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিলেন। রাজদত্ত আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ রাজাকে তখন এই কথা বলিলেন॥ ৫৯

সাধু প্রীতিরীদৃশীতে মদ্বিধেষু নরেশ্বর।
প্রীতোঽহং তে নবদোন শীলেন-বচনেন চ॥ ৬০

হে নরপতে! আমার মত ব্যক্তি-প্রতি সাধুলোকের এইরূপ প্রীতিই হইয়া থাকে। অতএব তোমার সবিনয় বচনে এবং আনন্দিত স্বভাবগুণে আমি সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইলাম॥ ৬০

বচোবৎস নিবোধেদং হিতং তে রায়িশাশ্বতং।
যে জাতা বৃষ্ণিভোজাদৌ যদ্বন্ধক কুলেষুচ॥ ৬১

বৎস কংস! তোমার এবং তোমার ধনৈশ্বর্য্যের নিত্য নিত হয়, মসত বাক্য আমি

তোমাকে কহি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৃষ্ণি, ভোজ, যদু এবং অন্ধকবংশে যে সকল লোক জন্মিয়াছে॥ ৬১

কুরুপাঞ্চাল বাহ্লীক কুকুরেষু নরেশ্বর।
গোকুলে নন্দগোপাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ॥ ৬২

হে নরেশ্বর! কুরু, পাঞ্চাল, বাহ্লীক, এবং কুকুর বংশে, আর গোকুল নগরে নন্দাদি গোপ, অপর যদুবংশে দেবকী প্রভৃতির যে সকল স্ত্রীগণ জন্মিয়াছে॥ ৬২

যশোদাদ্যা গোপনার্য্যাঃ শ্রীদামাদ্যাশ্চ বালকাঃ।
সর্ব্বদেবনিকরাস্তে গোলোকা দাগতা নৃপ॥ ৬৩

হে রাজন্! যশোদা প্রভৃতি গোপনারীগণ এবং শ্রীদামাদি যে সকল গোপবালক জন্মিয়াছে তাহারা সকলেই দেবরূপ দেবপ্রায় দেবকার্য্য সাধনার্থে গোলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন॥ ৬৩

তাদৃক্ক্ষত্রিয় ভূভার হারায়াজ ভুবাৰ্থিতঃ।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষো দেবক্যষ্টম গর্ভজঃ॥ ৬৪

তোমার মত অসুর প্রায় ক্ষত্রিয়ভারে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন-দেবকীর অষ্টমগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন॥ ৬৪

সংভূয় অচিরাদেব হন্তা তাদৃগণ্ড্নরেশ্বরান্।
যথা ন নাশ মভ্যেতি লোকং তৎ কুরু মা চিরম্॥ ৬৫

হে রাজন্! দৈবকীরগর্ভে জন্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল তোমাকেই বিনাশ করিবেন এমত নহে, ভবদ্বিধ নৃপতিগণ সকলকেই নষ্ট করিবেন। এক্ষণে আমি তোমাকে এই কথা বলি যাহাতে সকল লোক নাশ না হয় অবিলম্বে তুমি তাহার বিহিত উপায় কর॥ ৬৫

তৎশ্রুত্বা বচনং তস্য পরমোদ্বিগ্ন মানসঃ।
অনার্য্য প্রকৃতিং সর্ব্বাঃ পুরোহিতপুরোগমাঃ॥ ৬৬

মহারাজ কংস নারদ কর্ত্তৃক ইঙ্গিত আত্ম-অমঙ্গলসূচক সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন। অনন্তর সপুরোহিত সমস্ত অমাত্য মন্ত্রিগণকে আপন নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন॥ ৬৬

মন্ত্রয়ামাস যত্নেনা মিচ্ছন্নাত্ম হিতং নৃপম্।
কংসো দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং তৃণাবর্ত্ত বকাদিভিঃ॥ ৬৭

অনন্তর সমস্ত দুষ্টমন্ত্রী তৃণাবর্ত্ত বক প্রভৃতির সহিত রাজা কংস, আপনার হিতান্বেষী হইয়া প্রযত্ন সহকারে যথাবিহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ৬৭

নিগৃহ্য পিতরং রাজ্য মন্বগাৎ পৃথিবীপতিঃ।

আনীয় বসুদেবঞ্চ দৈবকীং পিতরং তদা।
কারাগারে রুধল্লৌহনিগড়ে বৃষ্ণিভোজকান্ ॥ ৬৮

কংস স্বপিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি পৃথিবীপতি হইলেন এবং বসুদেব দৈবকীকে আনিয়া কারাগারে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করত রোধ করিয়া রাখিবেন। এতদ্ভিন্ন বৃষ্ণিবংশ ও ভোজবংশে উৎপন্ন যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের সকলকেই কারাগারে আবদ্ধ রাখিবেন ॥ ৬৮

দৈবকী প্রসবে পুত্রান্ ষট্কং সোঽহনচ্চতান্।
ততোধক্ষজ আজ্ঞাপ্য শেষং পর্য্যঙ্করূপিণম্ ॥
দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে জন্মার্থং স্বাংশরূপিণম্ ॥ ৬৯

অনন্তর দৈবকীর কারাগৃহ মধ্যে ক্রমে ছয় পুত্র জন্মে, দুরাত্মা কংস সেই সকল সন্তানকে নির্দ্দয় হইয়া বিনাশ করে। ভগবানের পর্য্যঙ্করূপী অনন্তকে শ্রীনারায়ণ দৈবকীর সপ্তম গর্ভে স্বীয় অংশে জন্মিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন ॥ ৬৯

তেনাজ্ঞপ্তো ভগবতা সহস্রানন মূর্দ্ধবান্।
বিবেশ দৈবকী গর্ভং দরীংমেরো মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ৭০

ভগবানের আদেশ গ্রহণ করত সহস্রবদন ও সহস্র মস্তকধারী অনন্তদেব স্বীয় অংশে দৈবকী গর্ভে আসিয়া প্রবেশ করেন, যেমন সুমেরু পর্ব্বতের গুহা মধ্যে পশুরাজ সিংহ প্রবিষ্ট হয় ॥ ৭০

তস্মিন্ প্রবিষ্ট তস্মিংস্তু বীক্ষ্য সর্ব্বদিবৌকসঃ।
বৃষ্ণীন্ ভোজান্ধকাদীংশ্চ বসুদেবঞ্চ দৈবকীম্।
ত্রস্তান ধ্বস্তান নিলীনাশ্চ কৃষ্যমানান্ দুরাত্মনা ॥ ৭১

দৈবকীগর্ভে অনন্তদেব প্রবেশ করিলেন এবং বৃষ্ণি ভোজ অন্ধকাদি বংশীয় পুরুষ মধ্যে দেবগণকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, আর দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক দৈবকী বসুদেব প্রভৃতি যাদববর্গকে বিলীন, বিধ্বস্ত প্রায় ক্লিশ্যমান, অতি ত্রাসিতাবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভগবান্ কাত্যায়নীকে আদেশ করেন ॥ ৭১

কাত্যায়নীং মহামায়ামাজ্ঞাপয়ত জন্মনে।
আকৃষ্য দৈবকী গর্ভাৎ শেষং গোকুলমণ্ডলে।
রোহিণ্যা গর্ভ আধায় যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৭২

স্নেহ পুরঃসর রসগর্ভ বাক্যে বলদেবের জন্ম বিষয়ে মহামায়া কাত্যায়নী দেবীকে নারায়ণ এই কথা কহিলেন। হে মাতঃ! তুমি দৈবকী গর্ভ হইতে অনন্তকে আকৃষ্ট করিয়া গোকুলে রোহিণী গর্ভে সংস্থাপন করত আপনি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করহ ॥ ৭২

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা দেবী কাত্যায়নী শুভা।
আকৃষ্ট দেবকী গর্ভং বোহিণ্যা গর্ভ আদধৎ ॥ ৭৩

শুভ সূচনী মহামায়া কাত্যায়নী দেবী, ভগবানের আদেশে মথুরা হইতে দৈবকী গর্ভে আবিষ্ট অনন্তকে লইয়া গোকুলে বসুদেব পত্নী রোহিণী গর্ভে সংস্থাপন করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে রোহিণী গর্ভস্থ মৃত বালককে লইয়া দৈবকী ক্রোড়ে রাখিয়া আইলেন। বৃন্দাবনে নন্দাদি গোপ কি মথুরাতে বসুদেব দৈবকী এবং কংস দূতেরা মায়ার এই কার্য্য কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না, দৈবকীর গর্ভস্রাব হইল সকলে তথায় এই মাত্রবাক্যের ঘোষণা করিল। ৭৩

তাতা মুকুন্দো ভগবাং স্তয়াস্বাংশেন চাবিশৎ।
যশোদা গর্ভ আনন্দ মুদ্বহন্ গোকুলৌকসাম্ ॥ ৭৪

অনন্তর মোক্ষপ্রদ ভগবান্ গোবিন্দ সেই মহামায়া ভগবতীর সহিত স্বয়ং অংশরূপে যশোদাগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে গোকুলবাসী সকলের পরম আনন্দোদয় হইল অর্থাৎ যশোদা দেবী ব্রজরাজ পত্নী, সকলের মানীয়া, একারণ তাঁহাকে গর্ভবতী দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন ॥ ৭৪

আবির্ব্বভুব ভগবন্ স্বয়ং দেবোরমাপতিঃ।
দৈবকী গর্ভদর্য্যান্ত শঙ্খচক্র গদাধরঃ ॥ ৭৫

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দৈবকী দেবীর গর্ভ গুহাতে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। আর্থাৎ অযোনিসম্ভব নারায়ণ বায়ুরূপে দেবকী গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫

অথ বলদেব আবির্ভাব।

তং প্রবিষ্টমুপাজ্ঞায় ভগবন্তমুরুক্রম্।
সচাবতিরহং বিষ্ণুঃ সশ্রীঃ সোমামহেশ্বরম্ ॥ ৭৬

উরুবিক্রম ভগবান্ দৈবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা জানিয়া লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ আর উমার সহিত সর্ব্বভূতপতি দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর ॥ ৭৬

ঐরাবত করীন্দ্রস্থঃ সখভুক্ষঃ সহস্রদৃক্।
স্বাহয়াহুতভুগ্ দেব সমবর্ত্তী সবাহনঃ ॥ ৭৭

মহাগজেন্দ্র ঐরাবতারূঢ় সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত। আর স্ববাহনারোহণ পূর্ব্বক দেব হুতাশন স্বপত্নী স্বাহাদেবীর সহিত ॥ ৭৭

নৈঋ্ঋতঃ পবনো মৃত্যুরপাংপতিরুদারধীঃ।
সগুহ্য গুহ্যকাধীশো ঈশো রাক্ষসখেচরাঃ ॥ ৭৮

পুণ্যজন নৈর্ঋতাধিপতি পবন, প্রেতপতি যমরাজ, উদার বুদ্ধি জলাধিপতি বরুণ, যক্ষগণের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, সবাহন ত্রিশূলধারী ঈশান এই অষ্ট দিক্‌পালগণ এবং রাক্ষস ও আকাশচারিগণ ॥ ৭৮

অব্ধয়ঃ সরিতাং শ্রেষ্ঠৈর্গ্রহাবসব এব চ।
দেবরাজর্ষয়শ্চৈব ব্রহ্মা বিপ্রর্ষয়োনঘ ॥ ৭৯

হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নদীনিকরের সহিত জলাধিপতি সমুদ্রগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ধ্রুবাদি অষ্টবসু এবং দেবর্ষি রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহিত ব্রহ্মা ॥ ৭৯

মুনয়ো মুনিপত্ন্যশ্চ মনবো মনুজাপরে।
কিন্নরোরগ পৈশাচ দৈত্য-দানবপন্নসাঃ ॥ ৮০

মুনি ও মুনিপত্নীগণ, অপর মনু ও মনুপুত্র সকল এবং কিন্নর সর্প. পিশাচ দৈত্য দানব ও পন্নগ অর্থাৎ সরীসৃপগণ ॥ ৮০

ধৃতরাষ্ট্রাদি নাগেশো যাতুধানাঃ সহস্রশঃ।
কুষ্মাণ্ড ভৈরবাঃ সর্ব্বে ডাকিনী পুতনাদয়ঃ ॥ ৮১

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নাগেন্দ্রগণ, আর সহস্র সহস্র যাতুধান, কুষ্মাণ্ড ভৈরব সকল, ডাকিনী বালঘাতিনী পুতনাদি সকলে দৈবকীর সূতিকাগারে সমাগমন করিলেন ॥ ৮১

নারদোগস্ত্য ভৃগবো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
যমদগ্নি র্ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৮২

অনন্তর মুনিগণ সকল আইলেন। যথা নারদ, অগস্ত্য, ভৃগু, মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয়, যমদগ্নি ভরদ্বাজ আর শিষ্যগণের সহিত পরশুরাম ॥ ৮২

কৌশিকো দেবলো ধৌম্যো মৈত্রেয়তথ্যকোমুনি।
দ্বৈপায়নঃ শুকঃ কণ্বো গর্গ গৌতমকাদয়ঃ ॥ ৮৩

কৌশিক বিশ্বামিত্র, দেবল, ধৌম্য, মৈত্রেয়, উতথ্য, প্রভৃতি আর বেদবিভক্ত পুরাণ প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তৎপুত্র মহাযোগী শুকদেব, আর যজুঃ শাখাধ্যায়ী কণ্ব, জ্যোতির্ব্বিৎগণ এবং তর্কশাস্ত্র প্রণেতা গৌতমাদি মুনি সকল ॥ ৮৩

সশিষ্যাঃ সানুগাঃ সর্ব্বে সপ্রিয়াঃ সপরিচ্ছদাঃ।
সায়ুধাঃ সহযানাশ্চ সহভূষাঃ সবস্ত্রকাঃ ॥ ৮৪

উপরোক্ত সকলে স্ব স্ব শিষ্য ও অনুগামীজন, সপরিচ্ছদ পত্নীগণ সহিত, আর অস্ত্রশাস্ত্র, যানবাহন, স্ব স্ব বেশ ভূষণ বসন সমন্বিত হইয়া আগমন করিলেন ॥ ৪৮

পরমং যোগমাস্থায় দেবকী-গর্ভপঞ্জরম্।
বিবিশু র্যোনিরন্ধ্রেণ ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ৮৫

উক্ত দেবাদিগণ পরম যোগাবলম্বন করত যোনিরন্ধ্র দ্বারা দৈবকী গর্ভপিঞ্জরে সকলে প্রবেশ করত আধোক্ষজ ভগবান্ নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

শঙ্খ চক্রাব্জ পরিঘ প্রোল্লসৎ করপঙ্কজম্।
পীতাম্বরং স্মেরপাথো জমুবদরুণাননম্ ॥ ৮৬

কিম্ভুত রূপ ভগবান্! শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা দ্বারা পরম শোভিত করপদ্ম চতুষ্টয় পীতবস্ত্র পরিধান, ঈষৎ হাস্যযুক্ত রক্তপদ্ম সদৃশ প্রসন্ন বদন ॥ ৮৬

কিরীট হার কেয়ুর তাড়ঙ্কাভাতি ভাসিতম্।
কৌস্তুভোবক্ষমাসীনং কুণ্ডলদ্যোতিতাননম্ ॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্যমুরুহাসমুরুক্রম ॥ ৮৭—৮৮

মণিময় কিরীট ভূষিত মস্তক, রত্নময় হার শোভিত কণ্ঠ, কেয়ুর ও তাড়ঙ্ক ভূষণে উদ্দীপ্ত কলেবর, কোটি কন্দর্পতুল্য লাবণ্য, উরুক্রম ভগবানের কৌস্তুভ শোভিত হৃদয়, শ্রুতিমূলে আন্দোলিত রত্নকুণ্ডলে দীপ্তিমত মুখ পঙ্কজ, দৈবকীর হৃদিপদ্মোপরি বিরাজমান গোবিন্দকে দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭—৮৮

দেবা উচুঃ।—নমঃ পঙ্কজনাভায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে।
পঙ্কজোদ্ভূতয়ে পঙ্কজোদ্ভবো ভূতয়ে নমঃ ॥ ৮৯

হে ভগবান্! আপনি পদ্মনাভ, কমলাঙ্ঘ্রি, পদ্মোৎপাদক এবং পদ্মোদ্ভবের উৎপত্তির কারণ, তোমাকে আমরা প্রতিপদে নমস্কার করি ॥ ৮৯

পঙ্কজাস্যায় তে নাথ নমঃ পঙ্কজবাহবে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় ভক্তহৃৎপদ্ম ভানবে ॥ ৯০

হে নাথ! তুমি প্রসন্ন পঙ্কজ বদন, পদ্মবাহু, প্রফুল্ল পঙ্কজ নয়ন এবং ভক্তদিগের হৃদয়কমলে ভানু স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯০

হৃষীকেশায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
হৃষীকানামধিষ্ঠায় হৃষীকায় নমো নমঃ ॥ ৯১

হে ভগবান্! সর্বেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, সর্বেন্দ্রিয়াধিপতি, সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, সর্বেন্দ্রিয়াধিবাস অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সর্বেন্দ্রিয়রূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৯১

সাধুত্রাণায় সাধুনামভবায় নমো নমঃ।
সাধুপূজ্যায়ানুগম্যায়াসাধুপেশয় তে নমঃ ॥ ৯২

হে জগদ্বন্ধো! তুমি সাধু পরিত্রাণের এবং অসাধুদিগের বিনাশের কারণ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার। তুমি সাধুদিগের সদা পূজনীয়, সংরক্ষণার্থে সাধুদিগের পশ্চাৎগামী ও সাধুদিগের হৃদয়াধিবাস, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯২

সাধবে সাধুসাধ্যায় সাধুবৎসল তে নমঃ।
দৈত্যারয়ে দৈত্যদর্প সূদনায় নমো নমঃ॥ ৯৩

হে পরমাত্মন্! তুমি সাধুরূপ, সাধুগণের সাধনীয় ও সাধুবৎসল, তোমাকে নমস্কার। তুমি দৈত্য নিপাতন ও দৈত্যদিগের সম্যক্ দর্পাপহারক, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৯৩

গোবিন্দায় গোপবালবয়স্যায়ারি নাশিনে।
যোগায় যোগগম্যায় যোগনাথায়স্তে নমঃ॥ ৯৪

হে গোলোকাধিপতে! তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিশ্ব রক্ষাকর্ত্তা, ও সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক, শ্রীদামাদি গোপবালকের সখা এবং সম বয়স্য এবং গোকুলশত্রুহারী। তুমি যোগরূপ, সর্ব্বযোগেশ্বর, যোগগম্য, যোগনাথ তোমাকে নমস্কার করি॥৯৪

প্রপন্নান্ দুঃখশোকার্ত্তান্ শরণাগতপালক।
ত্রাহিমাং পরমেশান ত্বং হি নঃ পরমাগতিঃ॥ ৯৫

হে শরণাগতপালক দীনবন্ধো! এই দীন দেবগণের তুমিই পরমাগতি, তোমা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। আমরা দুঃখ শোকে অত্যন্ত কাতর, তব অনুগত শরণাকাঙ্ক্ষী, আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর॥ ৯৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং ভূতভাবনভাবনঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ নয়নঃ প্রহসংশ্চতান্॥
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো ভগবানাদি পুরুষঃ॥ ৯৬

জগৎ পিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন—বৎস! সর্ব্বজীবের উৎপত্তির একমাত্র কারণ, সমস্ত বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আদিপুরুষ গোবিন্দ, অরুণ পদ্মায়তলোচন শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের এতৎ স্তুতিবাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন॥ ৯৬

শ্রীভগবানুবাচ।—তত্তর্থোঽহয়ং মমারম্ভো নাস্তিবো ভয়মণ্বপি।
স্বপদং প্রাপ্সথ ক্ষিপ্রমৃদ্ধিযোগমহৈতুকম্॥ ৭৯

ভগবান্ আশ্বাসিত করিয়া দেবগণকে কহিলেন,—হে দেবগণেরা! তোমাদিগের ভয়ের লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু তোমাদের ভয় নিবারণ নিমিত্ত এই অবতার হওয়া। সমৃদ্ধিযুক্ত স্বীয় স্বীয় পদ তোমরা নিঃসংশয় প্রাপ্ত হইবে॥ ৭৯

সাধূনাং সমচিত্তানামভাবায় সুরদ্রুহাম।
ধরা ভারায়মানানা-মভারায় সুরাধিপাঃ॥ ৯৮

হে সুরাধিপতিরা! সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুদিগের ভয় নিবারণার্থে এবং দেবশত্রু-

দিগের বিনাশার্থে আর দৈত্য-ভারে ভারাক্রান্তা ধরণীর ভারাবতারণ জন্য আমার সমারম্ভ জানিবে॥ ৯৮

সম্ভবোঽয়মব্যয়স্যা মূর্ত্তস্য পরমেষ্ঠিনঃ।

ধাম গচ্ছত ভদ্রং বঃ করিষ্যে নাত্রসংশয়ঃ॥ ৯৯

অধ্যয়াত্মা, নিরীহ, নিরঞ্জন, সর্ব্বাকার বর্জ্জিত, পরমেশ্বরের এই অবতার হইয়াছে, তোমরা সকলে নিঃশঙ্করূপে আপন আপন ধামে গমন কর, কোন ভয় নাই, অসংশয় আমি তোমাদিগের কল্যাণ বিধান করিব॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিত-মাশ্রুত্য দেবাস্তে মম্মুখা মুনে।

ধাম স্বং স্বং প্রমুদিতা যুযুঃ প্রণতকন্ধরাঃ॥ ১০০

মহর্ষিপ্রবর অঙ্গিরাকে ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন—হে দ্বিজবর! ভগবানের এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করত প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণ সকলে আপন আপন ধামে গমন করিলেন॥ ১০০

অথ বলদেবের জন্ম।

জ্যৈষ্ঠেমাসি সিতাষ্টম্যাং নক্ষত্রে যমদৈবতে।

জাতোরামো রৌহিণেয়ঃ শেষোংশেষ পরাক্রমঃ॥ ১০১

দেবগণেরা স্বধামোপগত হইলে পর, শুভ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে, যমদৈবত মঘানক্ষত্রে অনন্ত পরাক্রম পরমাত্মা অনন্ত, সর্ব্বজন চিত্তরঞ্জন রামরূপে রোহিণীর গর্ভপিঞ্জর হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন॥ ১০১

দেবাদুন্দুভয়োর্নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টির্মুচো দিবি।

জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ১০২

বলরাম দেব আবির্ভূত হইলে পর সূতিকাগারোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং গগনান্তরালস্থিত দেবগণেরা মহোৎসব জ্ঞানে দুন্দুভি বাদ্য করিলেন! গন্ধর্ব্বপতি হাহা হুহু, তুম্বুরু প্রভৃতি ভগবত্তোষণ-সংগীত এবং অপ্সরগণেরা নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ১০২

অথ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবঃ।

ভাদ্রেমাস্যাসিতাষ্টম্যাং রোহিণ্যক্ষ যুতেঽহনি।

হরিস্তান্ সুদৃঢ়ান্ মত্বা কারাগারস্য রক্ষিণঃ॥

মায়েশো মায়য়া মেঘৈ রাবণোৎ খং খরস্বনৈঃ॥ ১০৩

বলদেবাবির্ভাব হওনানন্তর, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলে, ভগবান্ কংসস্থাপিত কারাগাররক্ষকগণকে সুদৃঢ় জানিয়া সর্ব্বমায়েশ্বর ভগবান্ গোবিন্দ খরতর শব্দবান মেঘদ্বারা সমস্ত আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিলেন॥ ১০৩

ইরম্মদস্ফূর্য্যাম্বুভি স্তনন্তি স্তনয়িত্নুভিঃ।
ঘন ঘর্ঘর সংঘোষ প্রবহা ঘোর ঘোষণৈঃ।
ভীরুসন্তীতি জননৈঃ ভাগয়ন্তির্দ্দিশোম্বরম্॥ ১০৪

আকাশ হইতে স্ফূর্য্যমাণ মেঘরাজি বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। অশনি শব্দে অত্যন্ত শব্দিত হইল। ঘন ঘন ঘর্ঘরিত শব্দে স্তব্ধপ্রায় জনসকল এবং ঘোরতর শক্রর বজ্রঘোষণে সাতিশয় ভয়োদ্ভাবন হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দশদিক ও গগন-মণ্ডল ক্ষণে ক্ষণপ্রভাব দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল॥ ১০৪

কুর্ব্বাণৈ ধ্বান্তপটলং নিবিড়ং পয়মোঘণম্।
হ্রদাগার গিরিবরৈঃ প্রাসাদাট্টাল তোরণৈঃ॥ ১০৫

হ্রদ, আগার, পর্ব্বত, প্রাসাদ, অট্টালিকা তোরণসহ পরম ভয়ঙ্কর রূপ ঘোরতর অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, অর্থাৎ কোথা গৃহাট্টাল প্রাসাদ, কোথা হ্রদ, কোথা বা পর্ব্বত ব্যপ্তময় অন্ধকার সমুহে কিছুই লক্ষ্য করা যায় না॥ ১০৫

প্রাচীর গিরিশৃঙ্গৈশ্চ পতিতৈ ধরণীস্নুর।
চণ্ডবাত প্রমুদিতৈ নাদৃশ্যত ধরাতলম্॥ ১০৬

হে অবনীসুর! অঙ্গিরা! পুরপ্রাচীর সকল ও পতিত পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল প্রচণ্ড সমীরণে উদ্ধত ও সর্ব্বত্রে আকীর্ণ হইয়া পড়াতে পৃথিবীতল দৃশ্য হয় না॥ ১০৬

সততাং দ্রুমসংঘানাং প্রাচীর গিরিবেশ্মনাং।
প্রাসাদ তোরণাট্টাল রথাশ্বখর দন্তিনাং।
নাদিতৈ র্নাদিতাঃ সর্ব্বা ধরা কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে॥ ১০৭

পতমান বৃক্ষসমুহের ও গৃহভিত্তিপ্রাচীর সমুদায়ে, আর অট্টালিকা মন্দির, ফটক এবং গিরি শৃঙ্গপাতের শব্দে, রণবাজী, গর্দ্দভ, হস্তী সকল ভীত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, সেই সকল নাদেতে অদৃশ্যমানা ধরণীর সকল স্থানই প্রতিশব্দিত হইল এবং ভগ্নগৃহাদিতে আচ্ছন্না পৃথিবীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ১০৭

খরস্থূলোম্বণৈ র্লোকানাসারৈ রিষ্টকোপমৈঃ।
পয়োদাঃ পীড়য়ামাসুর্য্‌গান্তইব সম্মতঃ॥ ১০৮

সম্বর্ত্তাদি মেঘ সকল অতি তীব্র, অতি ভয়ঙ্কর রূপ অতিবড় ইষ্টক ন্যায় বর্ষণধারা দ্বারা সকল লোককে পীড়িত করিল, তৎকালে সকলেই এমন অনুমান করিলেন, বুঝি সর্ব্বতোভাবে যুগান্তকালের ন্যায় প্রলয় উপস্থিত হইল॥ ১০৮

গোহশ্বোষ্ট্র মহিষান্ দন্তি খরমেষ বরাহকান্।
মনুজান্ পীড়িতাম্ বীক্ষ্য মেনিরে যুগসংক্ষয়ম্॥ ১০৯

গো, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, হস্তী, গর্দ্দভ, মেষ, বরাহ এবং মনুষ্য সকলকে বৃষ্টি ও ঘোরতর ভয়ঙ্কর বাত্যার পরিপীড়িত দেখিয়া তৎকালে মহাপ্রলয় হইল বলিয়া সকলে অনুমান করিলেন॥ ১০৯

ন ধরা ন নভোভাতি ন প্রভান্ সুযোগবিৎ॥ ১১০

আসার সম্পাতে এমত দুর্য্যোগোপস্থিত হইল যে অন্ধকারময় দশদিগের অপ্রকাশ সুযোগ্যজনের রাত্রি কি দিবা, কি সন্ধ্যা এবং পৃথিবী কি আকাশ, প্রভাত কি অপ্রভাত ইহার কিছুই উপলব্ধি হয় নাই॥ ১১০

আসারৈঃ প্লাব্যমানাভূ র্নালক্ষ্যত নভোম্বতৎ।
পেতিরে শতশস্তত্র নভসোম্বাশনি প্রভাঃ॥ ১১১

আসারধারাপাতে অকালে প্রলয় সদৃশ ভূমিতল পরিপ্লাবিত হইল, কোনমতে সুপ্রকাশরূপে আকাশ দৃশ্যমান হয় নাই, তৎসময়ে সকলি অন্ধকারময়, কেবল মেঘস্থিত শত শত বিদ্যুৎ প্রভাবে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল॥ ১১১

এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বন্ নিশার্দ্ধং সমমুস্তত।
তে বীক্ষ্য দুর্দ্দিনং ঘোরং কারাগারস্থ রক্ষিণঃ।
সুসুপুনিদ্রায়াচ্ছন্না মায়য়া শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১১২

হে বিদ্বন্! দিবাভাগে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদনন্তর ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিকে দেখিয়া দৈবকীর কারাগার রক্ষিত কংস কিঙ্করগণ সকলে ভগবন্ মায়াতে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন হইল॥ ১১২

এতস্মিন্নন্তরে নন্দ গেহিনী সূতিকাগৃহম্।
প্রাবিশৎ প্রসবায়ৈব বেদনার্ত্তা ধরাসুর॥ ১১৩

হে অবনীদেব অঙ্গিরা! এমত সময় উপস্থিত হইলে পর নন্দরাজ-গৃহিণী যশোদা দেবী প্রসব বেদনাতে অতি কাতর হইয়া, প্রসব হইবার নিমিত্ত সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন॥ ১১৩

সুসুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতঞ্চহ॥ ১১৪

অনন্তর নন্দ-মহিলা যশোদা রাণী এক কন্যা আর একটি পরম সুন্দর পুত্র, এই যুগল সন্তান প্রসব করিলেন॥ ১১৪

নবীন জলদ শ্যাম পাথোধরবরচ্ছবিম্।
সুনাসং সুকপোলঞ্চ সাম্যদন্তৌষ্ঠ বাহুকম্॥ ১১৫

নবীন-নীল-নীরদ ন্যায় শ্যাম সুন্দর এবং সজল মেঘের ন্যায় সুস্নিগ্ধ কান্তি, সুশোভন নাসিকা, সুশোভন কপোলদেশ, সমান দন্ত পংক্তি শোভিত, সমান ওষ্ঠাধর ও সমান বাহুদ্বয়॥ ১১৫

চার্ব্বায়ত ভুজদ্বন্দ্বং বনমালা বিরাজিতম্।
বেত্রবেণু বিষাণাদি স সংন্যস্তমুরচ্ছবিম্॥ ১১৬

আজানুলম্বিত সুশোভন ভুজদ্বয়, বনমালা বিরাজিত বক্ষঃস্থল, অবয়ব বিশেষে বেত্র, বংশী, শৃঙ্গাদি সংন্যস্ত অর্থাৎ করদ্বয়ে সংধৃত মুরলী, কটিতটে সংন্যস্ত বেত্র শৃঙ্গাদি এবম্ভূত মনোহর কান্তিমান বপু॥ ১১৬

বেণুবাদননিরতঃ প্রসন্নাজারুণাননম্।
অজযোনীন্দ্র সংবন্দ্য কোটিসূর্য্য প্রভাঙ্ঘ্রিকঃ॥ ১১০

নিয়ত বেণুবাদ্যরত, প্রস্ফুটিত অরুণ পদ্মের ন্যায় মুখারবিন্দ শোভা, কোটি সূর্য্য প্রভার ন্যায় যুগল চরণতল, অজযোনি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনীয় সেই চরণ-কমলদ্বয়॥ ১১৭

কোটি কন্দর্প-লাবণ্যমংশজং শার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১১৮

কোটি কন্দর্পের ন্যায় রূপলাবণ্যযুক্ত ভগবানের রূপসম্পদ, কিন্তু কন্দর্পের সহিত তুলনা করাও অবিহিত, যেহেতু সকলেই কন্দর্পকে ভগবানের অংশজ বলেন॥ ১১৮

প্রভাতারুণ সূর্য্যাভাং দ্বিভুজাং পরমা রুচা।
নচোপলেপতাং কন্যাং যশোদানন্দগেহিনী॥ ১১৯

প্রভাতকালের সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তিমতী, দ্বিভুজা একটি কন্যাও জন্মিল, কিন্তু নন্দগৃহিণী যশোদা দেবী তাঁহাকে তৎকালে দর্শন করিতে পারিলেন না।

তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবলমাত্র পুত্র জন্মিয়াছে, এইরূপ মনে করিলেন, কন্যা জন্ম তাঁহার উপলব্ধি হইল না, তৎকালে মহামায়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন; যেহেতু দৈবকীর কন্যা হইয়াছিল ইহা তিনি পশ্চাৎ ব্যক্তরূপে জানিবেন॥ ১১৯

এবং বীক্ষ্য দম্পতীতৌ জ্ঞাত্বা তৎপরমেশ্বরম্।
তুষ্টাবতু মুদাযুক্তৌ নম্রাপ্রণত কন্ধরৌ॥ ১২০

এবম্ভূত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষণে লক্ষিত পুত্রকে পরমেশ্বর রূপ জানিয়া অতি হর্ষযুক্ত মনে নত মস্তকে প্রণাম করত নন্দ যশোদা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১২০

মায়েশো মায়য়াচ্ছন্নৌ দম্পতী ব্যাকুলেন্দ্রিয়ৌ।
নিদ্রয়াচ্ছন্ন গাত্রৌ তৌ সুস্বাপতুরথোনিশাম্॥ ১২১

সর্ব্বমায়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নন্দ যশোদা উভয়েই তাঁহাকে স্তব করিতে পারিলেন না। যেহেতু যোগমায়া প্রভাবে তৎকালে উভয়ের গাত্রই গাঢ় নিদ্রাতে সমাচ্ছন্ন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত উভয়েই ভূমিতলে শায়িত হয়েন, তদবস্থাতেই প্রায় সমস্ত যামিনী গত হয়॥ ১২১

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রন্ নির্ম্মলক্কাভবন্নভঃ।
ববুর্গন্ধবহা দিব্যা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ১২২

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন—হে বিপ্রন্! অনন্তর মথুরামণ্ডলে ঐ সময়ে সুদারুণ বাত বৃষ্টির উপশমে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমালা সুপ্রকাশ হইল, মনোহর শোভন গন্ধবান্ সমীরণ বহিতে লাগিল। যত অপ্সরাগণেরা সুললিত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ১২২

জায়মানে জনে সর্ব্বে দেবাং সর্ষিগণাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরোরগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ উপাবিশন্॥ ১২৩

গোকুলে গোকুলচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পর মথুরাতে আসন্ন প্রসবা দৈবকী দেবী প্রসব বেদনাতে অবসন্না হইলেন। সে সময়ে আকাশমণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, পক্ষিগণ, বিদ্যাধরগণ, উরগগণ, যক্ষগণ এবং পিশাচগণেরা (অজ অব্যয় পরমাত্মা নারায়ণকে সকলে স্তব করিতে লাগিল)॥ ১২৩

আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ শঙ্খাব্জ শরিঘাযুধাঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহু রজাস্যোব্জ পদদ্বয়ঃ॥ ১২৪

এমত সুশোভন সময়ে দৈবকীর সূতিকাগারে জগন্নাথ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আজানুলম্বিত চতুর্ভুজ, পীতবসন, বনমালী, প্রসন্ন কমল বদন, সুপ্রসন্ন ফুল্ল লোহিত কমল সদৃশ চরণ ভগবান্ নারায়ণ নিজ পরিকর সহ আবির্ভূত হইলেন॥ ১২৪

এবমালোক্য তদ্রূপং বসুদেবো মুদান্বিতঃ।
অস্তৌষীদবধার্য্যাথ দণ্ডবৎ প্রণমন্মুহুঃ॥ ১২৫

পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত পুত্রকে দর্শন করিয়া বসুদেব অতিশয় হর্ষচিত্ত হইলেন। অনন্তর মম গৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চিত অবধারণা করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত বহুবিধ স্তব করিলেন॥ ১২৫

তাৎপর্য্য। কিরূপ স্তব করিলেন, তাহা ভাগবতে সুব্যক্ত আছে। এখানে প্রকাশ নাই, এক প্রস্তাব সকল পুরাণে বাহুল্যরূপে প্রকাশ করা বেদব্যাসের অভিপ্রেত নহে। এক পুরাণে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য পুরাণে আর তাহার বিস্তার করে নাই। কিন্তু মূলানুগত প্রস্তাবানুসারে প্রসঙ্গতঃ যৎকিঞ্চিৎমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। দেখ, ভাগবতে বিশেষরূপ রাধার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন নাই, মাহাত্ম্য বর্ণন থাকুক রাধার নামও উল্লেখ করেন নাই। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতেই তাহার সমুদ্যাংশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাসাদি বর্ণনা স্থলে প্রসঙ্গতঃ প্রধানা গোপী বলিয়া

যথা কথঞ্চিৎ উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। এ পুরাণে শুদ্ধ শ্রীরাধা-মাহাত্ম্য বর্ণন সংকল্প বিধায় কৃষ্ণাবির্ভাবাদি প্রসঙ্গ সংক্ষেপতঃ সুবর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবে বসুদেব যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা না কহিয়া কেবল ঈশ্বর বুদ্ধিতে বসুদেব স্তব করিলেন এইমাত্র সঙ্কেতানুসারে বর্ণনা করেন। অতএব যে যে স্থানে সংক্ষেপ বর্ণন দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থানে এই অভিপ্রায় বোধ করিতে হইবে॥

ততোহৃষ্টোচ্যুতোদেবঃ প্রাহতাতং কৃপানিধিঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রসন্ন পঙ্কজাননঃ॥ ১২৬

এই বসুদেব কৃত স্তবে সংহৃষ্টমনা হইয়া প্রফুল্ল কমল বদন ভগবান্ অচ্যুত, অকিঞ্চন বিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীরস্বরে স্বপিতা বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন॥ ১২৬

শ্রীভগবানুবাচ।—তাত মাং বিদ্ধি পরমং তপঃফলমুপাগতম্।
ইত্যুক্ত্বা সংজহারাশু রূপমৈশ্বরমুত্তমম্॥ ১২৭

ভগবান্ কহিলেন—হে পিতঃ! তোমার পরম তপস্যার ফলস্বরূপ আমাকে জ্ঞান কর। এইমাত্র কহিয়া অতি সত্বর আত্ম পরমোত্তম ঐশ্বর রূপ সংহরণ করিলেন॥ ১২৭

তাৎপর্য্য। বসুদেবকে ভগবান্ এই আভাসে কহিয়াছেন, যে তোমার পূর্ব্বজন্ম কৃত তপস্যার ফলে পুত্ররূপে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বে প্রশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলে, শতরূপা নাম্নী তোমার পত্নী, তোমরা দুইজনে আমাকে পুত্রভাবে প্রাপ্ত হইবার মানসে অনেক কঠিন তপস্যা করিয়াছিলে, সেই ফলে বসুদেব দৈবকী নাম ধারণ করত ইহ জন্মে আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়ে॥ ১২৭

অথ বাসুদেবাবির্ভাবঃ।

তাতং প্রাহ পুনঃ শীঘ্রং নয়মাং গোকুলং প্রতি।
তদাশ্রুত্য তস্যবাক্যং মযৈবীনন্দ গোকুলম্॥
সুতিকাগৃহমধ্যে তং বেশয়িত্বানয়ন্ সুতাম্।
যশোদয়া মহাভাগ কারাগারমথাগমৎ॥ ১২৮

হে মহাভাগ অঙ্গিরা! ভগবান্ পুনর্ব্বার পিতাকে এই উপদেশ করিলেন। হে তাতঃ! তুমি অতি শীঘ্র আমাকে লইয়া গোকুলে গমন কর (তথায় নন্দালয়ে যশোদার শূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্রোড়ে আমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে আনয়ন কর) বসুদেব এই উপদেশ কথা শ্রবণ করিয়া অতি সত্বর গমনে নন্দ গোকুল প্রাপ্ত হইয়া সূতিকা গৃহমধ্যে যশোদা ক্রোড়ে আত্ম বালককে নিবেশিত করত

তাঁহার কন্যাটীকে লইয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১২৮

তাৎপর্য্য। এ পুরাণে বসুদেব কৃষ্ণ লইয়া গোকুলে আগমন কালে অনন্ত কর্ত্তৃক বারিধারা নিবারণ, যমুনাতে পুত্রের পতন ও শিবারূপে পথ প্রদর্শন, মহামায়ার যমুনা জল সন্তরণ এবং বসুদেব কন্যা লইয়া যেরূপে কারাগারে সমাগত হন তাহা বর্ণন করেন নাই, এ সকল পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে। এখানে সে সকল বর্ণনা করা সঙ্কল্প সিদ্ধ নহে। অন্যচ্চ যৎকালে বসুদেব পুত্র সংস্থাপন করেন, তৎকালে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত ছিলেন, তদাগমনানন্তর উভয় কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়া পূর্ণরূপে এক কৃষ্ণ প্রকাশ মান থাকিলেন॥ ১২৮

ততো বুধ্যন্ততে সর্ব্বে কারাগারস্থ রক্ষিণঃ।
বালস্বনমবাশ্রুত্যা ত্বরা রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্॥ ১২৯

অনন্তর (কারাগারে বসুদেব, দৈবকী ক্রোড়ে মহামায়াকে স্থাপনা করিবামাত্র তিনি উচ্চৈস্বরে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন) সেই বালকের রোদনধ্বনি শ্রবণে কারাগার রক্ষিগণেরা জাগ্রত হইয়া দ্রুতপদে গিয়া রাজা কংসকে নিবেদন করিল, মহারাজ! দৈবকী অদ্য প্রসূতা হইয়াছেন॥ ১২৯

অবেত্য ত্বদ্বচঃ কংস স্তরসেত্যাবধীচ্চতাম্।
বিদ্যুদ্রূপ ধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্॥ ১৩০

দূতমুখে দৈবকীর প্রসববার্ত্তা, শ্রবণে কংসরাজ আমুক্তকেশে ধাবমান হইয়া অতিবেগে সূতিকাগার সংপ্রাপ্ত হইয়া ঐ কন্যাকে লইয়া শিলাপরি আঘাত করিল। মহামায়া জগদ্ধাত্রী তাঁহার হস্তচ্যুতা হইয়া অষ্টভূজারূপে আকাশ পথে শিবসন্নিধানে গমন করিলেন। অর্থাৎ জগন্নিয়ন্ত্রী ঐশ্বরীশক্তিকে বিনাশ করিবার ক্ষমতা কি? যন্মায়াবশে এই জগৎ অভিভূত প্রায় রহিয়াছে॥ ১৩০

তাৎপর্য্য। ভাগবতাদিতে এই প্রস্তাব বিপুলীকৃত করিয়া কহিয়াছেন। অর্থাৎ কংসহস্তচ্যুতা অচ্যুতানুজা মহাদেবী গগনান্তরালে অবস্থিতা হইয়া হাস্যাননে কহিলেন। রে দুর্ব্বিনীত! তুই আমাকে কি নষ্ট করিবি? তোকে নষ্ট যে করিবে সেই তোর পূর্ব্বশত্রু—যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কহিয়া দেবী যথাস্থানে গমন করেন॥ ১৩০

এতাবন্মাত্র কৃষ্ণাবির্ভাব কহিয়া অতঃপর উত্তরাধ্যায়ে শ্রীরাধিকার জন্মানন্তর বাল্যলীলা বর্ণনা করেন। আর গোকুলপর্ব্ব যে নন্দোৎসব, পুতনা, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, বক, বৎস বধাদি ও ভগবানের গোচারণাদি কোন লীলা বর্ণন করেন নাই, শুদ্ধ শ্রীরাধি-

কার সহ শ্রীকৃষ্ণের মিলনাবধি মাধুর্য্য-লীলাই কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি সকল পুরাণান্তরে দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে প্রসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তি নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে কৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

দেবদানবের যুদ্ধ বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—অহন্যহনি সাতস্য গেহে রাধাবিবর্দ্ধত।
ঐন্দবী সিতপক্ষীয়া কলাবৎশারদী শুভা ॥ ১

অঙ্গিরাকে ব্রহ্মা শ্রীরাধার জন্মানন্তর যেরূপে বৃষভানুপুরে বৃদ্ধিদশা প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবী যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। হে বৎস! বৃষভানুপুরে শুক্লপক্ষীয় শরৎ শশধর কলার ন্যায় সেই মহাদেবী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ১

কলবাগ্‌ভিঃ সুললিতৈঃ পাদোর্গমন পেশলৈঃ।
হাস্যালাস্যধরৈর্ভঙ্গ্যা লাবণ্যরূপ সম্পদা ॥ ২

ভগবতী রাধাদেবী প্রাকৃত বালিকার ন্যায়, সুললিত আধ আধ মধুর বাক্য দ্বারা এবং হস্ত পদ দ্বারা খেল-গতিতে গমন দ্বারা সুভঙ্গিম নৃত্য ও শোভন লাবণ্য রূপ সম্পৎ এবং সুমধুর হাস্য দ্বারা নিয়ত মাতা পিতাকে রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২

অর্দ্ধমুক্তাক্ষর গিরা রময়ামাস দম্পতি।
আনন্দাব্ধি নিমগ্নৌ তৌ কীর্ত্তিদা বৃষভানুকৌ ॥ ৩

রাধিকার নৃত্য ভঙ্গী হাস্য আর অর্দ্ধাস্ফুট বাক্য মাধুর্য্য এবং বদনারবিন্দ শোভা সন্দর্শনে, তন্মাতা কীর্ত্তিদা ও পিতা বৃষভানু নিয়ত আনন্দসাগরে মগ্ন প্রায় হইতে লাগিলেন ॥ ৩

রাধাকর্ত্তৃক মাকরীগ্রস্তা কীর্ত্তিদার উদ্ধারণ।

ব্রহ্মোবাচ।—একদাহর্কর সুতা পুলিনে ভোত্যা কীর্ত্তিদা।
স্বাঙ্কাৎ সখ্যঙ্কমারোপ্যাগাৎ পাথসি শনিস্বসুঃ ॥ ৪
বরদাং সা বরারোহা সুতাং বিষ্ণুসুতাং তদা ॥ ৫

জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! কদাচিৎ প্রত্যুষকালে অবগাহনার্থ বরারোহা কীর্ত্তিদা রাজ্ঞী বিষ্ণু-প্রসূতা বরদা স্বকন্যা শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সখিগণ সমভিব্যাহারে দিবাকর তনয়া যমুনার ঘাটে উপস্থিতা হইয়া আপনার কোলে হইতে তীরস্থা সখীর কোলে রাধিকাকে সমর্পণ করত শনৈশ্চর ভগিনী কালিন্দীর জলে, অবতরিতা হইলেন। এবং যমুনার স্বচ্ছজলে মগ্না হইয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫

স্নানার্থঃ খরগম্ভীরোত্তুঙ্গ তারঙ্গকে মুনে।
বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কূর্ম্ম নক্রঝসাকুলে ॥ ৬

হে মুনে! গাত্র মার্জ্জনানন্তর বরাননা কীর্ত্তিদা খরস্রোতা অতি গম্ভীরতোয়া অতিশয় উত্তুঙ্গ তরঙ্গযুক্তা, সমীরণ প্রবাহে উল্লাসিত কল্লোলবতী, কূর্ম্ম কুম্ভীর মৎস্যাদি জলচরনিকর ব্যাপ্তা যমুনার দূর জলে স্নানার্থ অবতরিতা হইলেন ॥ ৬

ভীরূণাং ভীতিদে গাধে তচ্চ কুচ্ছেচরৎ খগে।
সুভীমা মকরী রোষা দ্রবমাশ্রুত্য সত্বরা ॥
জগ্রাহাভ্যেত্য জঙ্ঘেদ্বে সাননাদার্ত্ত বর্ত্তদা ॥ ৭

অতি ভয়ঙ্করী যমুনা, ভীরুদিগের অতি গাঢ় ভয়প্রদ, তাঁহার অগাধ জল তদগর্ভে হংস, হংসী, কারণ্ডব, কঙ্ক, ক্রৌধ, সারসী, চক্রবাকাদি জলচর পক্ষিনিকর প্রচরিত এবম্ভূতা যমুনার জলে স্নাতুমতী কীর্ত্তিদা কর্ত্তৃক আস্ফালিত জলশব্দ শ্রবণে এক মহাভীম মূর্ত্তি মকরী তরসা মহাক্রোধে আসিয়া মহারাজ্ঞীর জঙ্ঘাদ্বয় গ্রহণ করিল। তদ্‌-ত্রাসিতা রাজমহিলা অত্যন্ত কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (এবং সখিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) হে সখিগণেরা! আমাকে উদ্ধার কর। আমি সুভীম গ্রাহগ্রস্তা হইলাম ॥ ৭

সপ্যস্ত্রস্তাঃ স অভ্রান্তা দিক্ষুপশ্যন্নকং নরম্।
স্বাক্ষস্রবত্তোয় ধার সার্দ্রবাঙ্গাঃ সবাসসঃ ॥ ৮

মকরীগ্রস্তা মহারাজ্ঞীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে তীরস্থ সখিগণেরা সন্ত্রস্তমনা, অতিশয় ত্রাসযুক্তা হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক কোন একজন মনুষ্যকেও দেখিতে পাইলেন না—যে তাহাকে ডাকিয়া উদ্ধার করিতে বলেন। তদ্দর্শনে নিরাশ হইয়া চক্ষুতে শত শত অশ্রুধারা ব্যাপ্ত হইল, তজ্জলে সকলের অঙ্গ এবং অঙ্গাবৃত বসন আর্দ্র হইয়া গেল ॥ ৮

হাহেতি কাচিদ্‌ব্রুবতি কিমেতদিতি চাপরাঃ।
হানাথ তাত দেবেতি মাত্রাতরিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৯

কীর্ত্তিদার জীবন ত্রাণের উপায় না দেখিয়া সকল সখিগণেরা একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল। হা, এ কি হইল? হা নাথ! হা গোবিন্দ! ঠাকুর কি করিলে? কেহ বা হা পিতা, হা মাতা, হা ভ্রাতা ইত্যাদি (বাপ মা ভাই এই নাম ব্যারহণ পূর্ব্বক কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা হইল)॥ ৯

নাসাগ্রদত্ত করজা কচ্ছেকাচিদ্বরাঙ্গনা।

ভয়ার্ত্তা নাস্পৃশং স্তোয়ং তাঃ সখ্যো ধরণীসুর॥ ১০

হে অবনীদেব! অঙ্গিরা! কোন বরনারী যমুনাগর্ভে অবতরিতা নাসাগ্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল, কিন্তু অতিশয় ভয়ার্ত্তা হইয়া সখিগণেরা কেহই তজ্জল স্পর্শ করিতে সাহস পাইল না॥ ১০

ধূলি ধূসর সর্ব্বাঙ্গা রুদন্তি কাচিদঙ্গনা।

অটাট্টমানা লোলুণ্ঠ্যমানা কাচিৎ বরাঙ্গনা॥১১

তীরের উপরে কোন সখি ভূমিতলে লুণ্ঠ্যমানা ধূলিতে অবলিপ্ত গাত্রা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোন সখি হাহাকার রবে ব্যাকুল চিত্তে ইতস্তত চারিদিকে ধাবমানা হইয়া ভ্রমণ পরায়ণা হইলেন॥ ১১

হা স্বামিন্নিতি স্বামিন্ বা প্রভোএহীতি চাব্রবীৎ।

তমগাঃ স্বামিনি ক্ষিপ্রমেতাং পরম দুর্দ্দশাম্॥ ১২

কোন সখি মহারাজা বৃষভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে স্বামিন্! কোথা রহিলে একবার শীঘ্র আসিয়া মহারাণীর দুর্দ্দশা অবলোকন কর। কেহ কেহ মহারাজাকে সংবাদ দিতে মহাবেগে চলিলেন। কেহ বা হে প্রভো! হে অনাথনাথ গোবিন্দ! হে মধুসূদন! এই বিপদে রক্ষা কর বলিয়া ক্রন্দমানা হইতে লাগিলেন॥ ১২

কুবর্য্যা ঘোরসন্নাদ রূপায়া রাজ্ঞি কীর্ত্তিদে।

কথমস্মানপাহায় নোনাথা নয় সুন্দরি॥ ১৩

কোন সখি কুররীর ন্যায় ঘোর শব্দে চীৎকার করত মহাখেদে রোদন, করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে মহারাজ্ঞি কীর্ত্তিদে! তোমা ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই, তুমি কি নিমিত্ত আমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করত অনাথা করিয়া গমন করিতেছ, এ তোমার উচিত নহে। হে সুন্দরি! আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, সঙ্গে করিয়া লও। ইহা কহিয়াই সকলেই যমুনা জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যতা হইলেন॥ ১৩

সুপ্রভে সুভ্রুনয়নে পীনোন্নত পয়োধরে।

ত্যক্তপ্রাণাঃ কথমিমামপহায় গতাহসি॥ ১৪

কোন সখি শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে করিয়া সাক্ষেপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, গোজ্জ

প্রভাযুক্তা সুনয়না পীনোন্নত পায়োধরা হে দেবী কীর্ত্তিদে! শুদ্ধ স্তন দুগ্ধপানে প্রাণ রক্ষা হয় এমন কন্যাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে (আমরা কন্যা মুখ হেরিয়া যে প্রাণ ধরিতে পারি না, দুঃখে আমাদিগের যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়) ॥ ১৪

রাজ্ঞে কিং বা বদিষ্যাম স্তন্যজীবামিমাং কথম্।
বালমব্যক্ত বচনাং পালয়িষ্যাম সুন্দরি ॥ ১৫

হে বর সুন্দরি! আমরা গৃহে গিয়া রাজাকে বা কি বলিব? এবং দুগ্ধ পোষ্যা কেবল স্তন্যপ্রাণা অস্ফুট এই বালিকাকেই বা কিরূপে প্রতিপালন করিয়া বাঁচাইব ॥ ১৫

কিং রুষ্টাসি ময়া দেবি দেহ্যস্মাসু স্বদর্শনম্।
প্রহাসার্থং নিলীনাসি তোয়েঽগাধে শুচিস্মিতে ॥
আত্মানং ব্যঞ্জয়িত্বাতু প্রাণান্ রক্ষসুমধ্যমে ॥ ১৬

হে পবিত্র হাসিনি! কীর্ত্তিদা দেবি! তুমি কি এক্ষণে দাসীগণ প্রতি রোষ করিয়া, না পরিহাস করিবার জন্য অগাধ যমুনা জলে মগ্না হইয়া রহিয়াছে? আমরা যে তব অদর্শন রূপ দাবদাহে দগ্ধ হইতেছি, ঝটিতি আমাদিগকে তোমার স্বীয়রূপ দেখাইয়া জীবন দান কর ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাহত্য তাঃ সর্ব্বাঃ করোণারোমুহুর্মুহুঃ।
বিলেপিরে মুক্ত কণ্ঠ্যো মুক্তাভরণ বাসসঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজ! এবম্প্রকারে মহাখেদযুক্ত চিত্তে সকল সখিগণেরা বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমুক্তকণ্ঠে বিলাপ করত বারবার হৃদয়ে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

রোরূয়মানাঃ সত্রাসা মুক্তমূর্দ্ধজপংক্তয়ঃ।
মূর্চ্ছয়া সম্পরীতাঙ্গাঃ সুষুপুঃ সর্ব্বে যোষিতঃ ॥ ১৮

রোরুয়মানা সকল সখিগণের কেশপাশ আলুলায়িত হইল, সম্যক্ ত্রাসসমন্বিত গাত্রা সকলে মুর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতলে নিদ্রিতার ন্যায় শয়ন করিলেন। (কোন মতে আর সংজ্ঞার লেশমাত্রও থাকিল না) ॥ ১৮

মূর্চ্ছাক্রান্তাঃ সমালোক্যা পতত্রাধাম্ভসি ক্ষণাৎ।
রুষাকালানল প্রখ্যা ত্রিনেত্রা ঘোররূপিণী ॥ ১৯

মূর্চ্ছাগত সখিগণকে অদ্ধপ্রায়া দেখিয়া প্রলয়ানল সদৃশ ঘোররূপা রাধিকা মাতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহাক্রোধে তৎক্ষণাৎ সেই যমুনার অগাধ জলমধ্যে নিপতিত হইলেন ॥ ১৯

খড়্গ খট্টাঙ্গ পরিঘাসিতোমরাদিবরায়ুধা।
অনন্তরূপা জননী সাগ্রহীত্তরসাম্বিকা॥
মকর্য্যা সহকৌসুম্য মাল্যবৎ কতিচিৎ পদে॥ ২০

মহাদেবী খড়্গ, খট্টাঙ্গ, গদা, অসি, তোমরাদি, বরায়ুধধারিণী অনন্তরূপিণী বিশ্বজননী অম্বিকা অতি সত্বর কতিপয় পাদগমনান্তর পুষ্পমাল্য ন্যায় মাতা কীর্ত্তিদার সহিত ভয়ঙ্করী মকরীকে গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ (পুষ্পমালা গ্রহণে যেমন লোকের শ্রম বা ভারবোধ হয় না তদ্রূপ তদ্‌গ্রহণে তাঁহার কোন আয়াস বোধ হইল না)॥২০

পদ্ভ্যামতাড়য়দ্দুষ্টাং মকরীং তাং রুষান্বিতা।
আনিনায় তটে ধৃত্বা কৃপাণেন শিরোহহরৎ॥ ২১

ভগবতী রাধা মহারোষযুক্তা হইয়া জল মধ্যে সেই দুষ্টা মকরীকে চরণদ্বয়ে আঘাত করত যমুনাতীরে আনিয়া কৃপাণ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন॥ ২১

কায়াৎ কায়াপতত্তস্যা শ্চালয়ন ভূমিজন্মনঃ।
ভঞ্জন সহস্রশো বিদ্বন্ কম্পয়ন ধরণীতলম্॥ ২২

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! রাধাকর্ত্তৃক নিহিতা মকরী শরীর হইতে মস্তক ভূমিতলে নিপতিত মাত্র যমুনাতীরস্থ মহীরুহ সমূহ প্রচলিত হইল, তন্নিবন্ধন বৃক্ষে বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া সহস্র সহস্র বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এবং পৃথিবীও প্রকম্পিতা হইয়া উঠিলেন॥ ২২

অদ্যপ্যাস্তে মুনে ব্যাপ্য কায়ঃ কচ্ছে যমস্বসুঃ।
ভীরু ভীমো মহারৌদ্রো যোজনানি চতুর্দ্দশঃ॥ ২৩

অঙ্গিরাকে কহিলেন—হে মুনে! অদ্যাপিও সেই মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর ভীমরূপা মাকরী তনু পাষাণময়ী হইয়া যমুনাতীরে চতুর্দ্দশ যোজন ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছে॥ ২৩

খগাঃ সখগদৈত্যেয় দানবোরগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরাপ্সরঃ সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ॥
পিশাচশ্চারণাঃ সর্ষিগণা রাজর্ষয়শ্চ যে।
মুমুচুঃ সুমনো রাজ্ঞী রাজীরেতাং সুরামুনে॥ ২৪

হে মুনে! মকরীতনু নিপাতনানন্তর গগনান্তরাল হইতে দেবতা যক্ষ রাক্ষস কিংপুরুষা, সিদ্ধ, চারণ, উরগ, খগ, দৈত্য, দানব, পিশাচ, বিদ্যাধরও অপ্সরগণ আর দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলে শ্রীমতি রাধিকার উপরি সুগন্ধ কুসুমরাজি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং অপ্রতিহতা ভক্তি সহকারে দেবতারা মহাদেবীকে স্তুতিবাক্যে বহুশঃ স্তব করিলেন॥ ২৪

উদগত্য কায়াম্মাকর্য্যাঃ সর্ব্বভূষণভূষিতা।
দিব্যস্রগগন্ধ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর ধরাশুভা॥ ২৬

মাকরী তনু নিপতিত তদ্দেহ হইতে সর্ব্ব ভূষণে পরিভূষিতা, দিব্যমাল্যধারিণী সুগন্ধ লিপ্তগাত্রা, দিব্যবস্ত্রপরিধানা সুশোভন এক কামিনী উদগতা হইল॥ ২৬

রথোপস্থে স্থিতা সর্ব্বান্ দিব্যাঙ্গী সুরোপমা।
দেবকন্যাকর বরোদ্ধৃত চামর বীজিতা॥ ২৭

দেবগর্ভ-সদৃশ উত্তম অনিন্দিতাঙ্গী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ঐ কন্যা বহুমাল্যভূষিত শূন্যাগত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। এবং শত শত দেবকন্যাদিগের হস্ত উদ্ধৃত সুশ্বেতচামর ব্যজন সমীরণে উপবীজিতা হইলেন॥ ২৭

তামেত্যাভ্যর্চ্চ্যচ মুদা প্রহ্বারাধাং বরাঙ্গনা।
ক্রীড়া মনুজতাং প্রাপ্তা মস্তৌষীদ্ বৃষনন্দিনীম্॥ ২৮

ঐ বরাঙ্গনা মুক্তদেহা বরনারী, পরম ভক্তিসহকারে লীলার্থ মানুষরূপিণী বৃষভানু নন্দিনী রাধার পুরতঃ সমাগতা হইয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তদর্চ্চন করত স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৮

জানেঽহং তাং পরাত্মানমীশ্বরং জগদম্বিকে।
নমস্যে সর্ব্বভূতানাং জননী মর্ত্ত্যসম্ভবাম্॥ ২৯
পরাৎপরাং চিদানন্দরূপিণীং বিশ্বমোহিনী॥ ৩০

হে মাতঃ! আমি তোমাকে জানি, তুমি অণ্ড হইতে উৎপন্না পরমাত্ম স্বরূপা, পরমেশ্বরী, জগদম্বিকা সর্ব্বজীবের উৎপাদনকর্ত্রী, হে জগদম্বিকে! তুমি পরাৎপরা জ্ঞানস্বরূপা বিশ্বমোহনকারিণী, তোমাকে নমস্কার॥ ৩০

অহং রম্ভাপ্সরা পূর্ব্বং শপ্তা দুর্ব্বাসসোম্বিকে।
ত্বং প্রসাদাদব্যাপ্তাস্মি মাং গতিং দেবি তে নমঃ॥ ৩১

অতি বিনয়াবনত কন্ধরে রম্ভা শ্রীরাধিকাকে কহিলেন হে জগদম্বিকে! আমি রম্ভানামা অপ্সরা, পূর্ব্বে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমাকে অভিশপ্তা করেন, একারণ আমি মাকরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া এই কালিন্দী সলিলে অধিবাস করিয়াছিলাম। অদ্য তব প্রসাদে স্বীয়া গতি প্রাপ্তা হইলাম। অর্থাৎ মকরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম। হে দেবি! তোমাকে আমি প্রণাম করি॥ ৩১

ইত্যুক্ত্বা স্বাং গতিং পদে রম্ভা সাপ্সরসাং বরা।
বিস্ময়োৎফুল্ল পাথোজ নয়নাস্তাস্ত্রিয় স্তদা॥ ৩২

সর্ব্বাপ্সরার শ্রেষ্ঠা রম্ভা, দেবী প্রসাদে পরিমুক্তা হইয়া বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্যে

তাঁহাকে বিনয় করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। এই পরমাশ্চর্য্যময় শ্রীরাধিকার কর্ম্ম দেখিয়া কীর্ত্তিদার সখিগণেরা তখন অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৩২

বীক্ষ্যতি মানুষং কর্ম্ম রূপঞ্চ পরমাদ্ভুতম্।
প্রণেমুঃ সার্দ্রচিত্তাস্তাঃ সশংসুর্নন্বুর্জগুঃ॥ ৩৩

কীর্ত্তিদা প্রভৃতি সমস্ত সখীগণেরা শ্রীরাধার পরম অদ্ভুত ঐশ্বররূপ, আর মনুষ্যাতি-রিক্ত আশ্চর্য্যকর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন। এবং ভক্তিরসে আর্দ্রচিত্তা হইয়া তদ্‌গুণানুকীর্ত্তন পূর্ব্বক অনেক প্রশংসা করত মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৩৩

চুচুম্বু শিশ্লিষু রাধাং জহৃষুশ্চ কূজুঃ কলম্।
অঙ্কাদঙ্কং সমারোপ্য মমৃজু র্বদনং স্ত্রিয়ঃ॥ ৩৪

শ্রীরাধিকার অলৌকিকী ক্রিয়া দর্শনে সকলে সংহৃষ্টা হইয়া পরস্পর সখিগণেরা রাধাকে বক্ষঃস্থলে করিয়া তাঁহার মুখারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং মনো-হর ঐ মধুর কথা বারংবার কল্পনা ও একজনের কোল হৈতে অন্যজনে আপনার কোলে লইয়া স্ব স্ব অঞ্চলে শ্রীরাধার মুখপদ্ম মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৪

ততোহৃষ্টাঃ স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূয় নগরং যযুঃ।
বৃত্তমাবেদয়াঞ্চক্রুরাজ্ঞে সর্ব্বমশেষতঃ॥ ৩৫

অনন্তর সমস্ত যোষিৎগণেরা সংহৃষ্টমনা হইয়া রাধিকাকে লইয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন। এবং সম্পূর্ণরূপ রাধাকর্ত্তৃক গ্রাহগ্রস্তা কীর্ত্তিদার উদ্ধার ও তাঁহার অদ্ভুত মূর্ত্তিধারণ ও মকরী বধ বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানুকে বিস্তারিতরূপে কহিলেন। অর্থাৎ (মহারাজ! তোমার এই তনয়া সামান্যা মানুষী নহেন, ইনি জগজ্জননী পরমারাধ্যা পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি হয়েন)॥ ৩৫

তদাশ্রুত্যবচস্তাসাং সর্ব্বং জানন্নশেষতঃ।
গুহ্যং নোদঘাটয়া মাস ধাত্র্যাং ত্রিজগতাং তদা॥ ৩৬

সেই সকল সখিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন মহারাজা বৃষভানু কিছুই বলিলেন না। আত্মকন্যা শ্রীমতী রাধা যে ত্রিজগতের জননী তাহা তিনি বিশেষরূপ জানেন কিন্তু লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার গোপনীয় তত্ত্ব কাহারও সাক্ষাতে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন না॥ ২৬

অঙ্কেনিধায় তাং রাজা ব্যশ্বাদয়দনিন্দিতাম্।
মাভৈর্ব্বৎসে কুতোভীতি মদঙ্কে শ্বসিতাসুকিম্।
ত্রস্তা ব্যস্তা নিলীনাচ ভীতেব পরিলক্ষ্যসে॥ ৩৭

স্বরূপ তত্ত্ব গুপ্ত করিয়া প্রাকৃত ভীতিযুক্ত বালককে যেমন মাতা পিতা আশ্বাস করে সেই রূপ রাজা বৃষভানু রাধাকে নিজাঙ্কে লইয়া আশ্বাস করিতে লাগিলেন। বৎসে! তুমি অতি ত্রাসযুক্ত ব্যস্ত সমস্তা, সঙ্কুচিত কলেবরা ভীতার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্তত অবলোকন কেন করিতেছ। মাতঃ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমার ক্রোড়ে আছ তোমার ভয় কি? এই আশ্বাসবাক্যে সেই অনিন্দিতা কন্যাকে বহুল সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

এবমাশ্বাস্য তাং বালাং বৃষভানু র্মহাযশাঃ।
ব্রাহ্মণৈ র্বেদবিদ্বদ্ভিঃ পুণ্যেষ্বায়তনেষু সঃ॥
দেবীমভ্যর্চ্চয়া মাস জগন্মাতরমম্বিকাম্।
সর্ব্বলোক শ্রেয়স্কর্য্যাঃ শ্রেয়স্কার্য্যো মহামনাঃ॥ ৩৮—৩৯

মহাযশস্বী মহামতি রাজা বৃষভানু আপন কন্যাকে এই প্রকার আশ্বাস করত অনন্তর আত্ম কল্যাণকামী হইয়া সর্ব্বলোকের কল্যাণকারিণী মহাদেবীর অধিষ্ঠিত পুণ্যতমালয়ে গিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা জগন্মাতা অম্বিকাকে বিবিধোপচারে গাঢ় ভক্তির অনুসারে অর্চ্চনা করিলেন॥ ৩৮—৩৯

অথ রম্ভার শাপ বৃত্তান্ত কথন।

অঙ্গিরা উবাচ।—নাথ ত্বেম্মান্নুগ্রাহ্য মন্তীত্যেবোপলক্ষয়ে।
শপ্তা রম্ভাপ্সরাঃ পূর্ব্বং কেন দুর্ব্বাসসাজ্ঞ॥ ৪৪

অঙ্গিরা বিনত কন্ধরে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! হে পদ্মলোনে! বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, যে আপনার কর্ত্তৃক আমরা অনুগৃহীত হই-য়াছি অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কারণে পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনি বরাপ্সরা রম্ভাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন? ৪০

কারণং তত্রনো ব্রূহি গরীয়ো ভাতি নোমনঃ॥ ৪১

হে ব্রহ্মন্! তৎকারণ জানিতে আমাদিগের মনের অত্যন্ত আগ্রহতা জন্মিয়াছে, তএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা বিস্তার করিয়া বলুন॥ ৪১

হ্মোবাচ।—একদা নন্দনে রম্যে শতদ্রু শতবেষ্টিতে।
সর্ব্বর্ত্তু ফলপুষ্পাঢ্যে নানাগুণ সমন্বিতে॥ ৪২

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস অঙ্গিরা! পূর্ব্বযুগে কোন এক সময়ে নন্দনকাননে সা ঋষি রম্ভা বিদ্যাধরীর সহিত রমমাণ হইয়াছিলেন। সেই নন্দনবন কি প্রকার শ্রবণ কর। নানাবিধ গুণে সম্যক্ অন্বিত, অতি রমণীয় শত শত দ্রুম পাদপে বেষ্টিত, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত এই ছয় ঋতুর সময়োচিত ফল-পুষ্প ত বৃক্ষ সকল॥ ৪২

স্থিরচ্ছায়া কিশলয় নবশাখা সমন্বিতে।
মন্দসৌগন্ধ সংশৈত্য বহানিলগণন্বিতে॥ ৪৩

বৃক্ষ সকল স্থিরছায়াবিশিষ্ট, নবীন পল্লবে পল্লবিত শাখাসমূহ সমন্বিত, সুশীতল কুসুম সৌগন্ধ লইয়া দক্ষিণাগত মলয় সমীরণগণ ইতস্তত বহমান হইতেছে॥ ৪৩

কুঞ্জদল্যালি সংঘোষে মধুরং পিকনাদিতে।
পারিজাত প্রসূনোত্থ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতে॥ ৪৪

পুনঃ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণপর ভ্রমরনিকরের মনোহর ধ্বনি বিশিষ্ট সুমধুর কোকিলগণের কুহুনাদে প্রতিনাদিত প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমোত্থিত গন্ধে আকৃষ্ট ঝঙ্কারণাদি মধুব্রত মণ্ডিত ও কুঞ্জ সমূহে সমন্বিত॥ ৪৪

শীতাংশুশীত কিরণা চুম্বিতে মদনাস্পদে।
মন্দাকিনী তরঙ্গোঘ মঞ্জুমন্দনিনাদিতে॥ ৪৫

সর্ব্বস্থল সুশীতল চন্দ্র চন্দ্রিকা কর্ত্তৃক আচুম্বিত, এবং উন্মাদ মদনাশ্রয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মনোভবের বিহার স্থান, সমূহ তরঙ্গমালিনী মন্দাকিনী মনোহর জলকল্লোল শব্দে প্রতিশব্দিত॥ ৪৫

নাগ কিং পুরুষা যক্ষা রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈঃ।
নাসন্ যত্র তদা কেচিৎ ব্রতি বেশধরান্ বিনা॥
নরমাণান্স্মরশরাক্রান্ত স্বান্তকলেবরান্॥ ৪৬

আর ঐ রম্যবনে নিজ নিজ প্রিয়াগণের সহিত নাগ, কিন্নর, এবং যক্ষগণেরা নিয়ত রতি-পরায়ণ হইয়া বাস করিতেছেন। অমোঘ কন্দর্পবাণে আক্রান্ত মন ও কলেবর সকলেই প্রায় মিথুনী ভাবপ্রাপ্ত। রমণ বেশধারী ব্যতীত তথায় কোন স্ত্রী পুরুষই দৃষ্ট হয় না॥ ৪৬

তত্ররম্ভাপ্সরঃ শ্রেষ্ঠা নিত্যপ্রীতি করাভবৎ।
মুনের্দুর্ব্বাসসো বিদ্বন্ রতিমণ্ডলমণ্ডিতা॥ ৪৭

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! রতিমন্দির-শোভনীয়া রতি নিপুণা, সর্ব্বাপ্সরাঃ শ্রেষ্ঠ রম্ভা মহামুনি দুর্ব্বাসার চিত্ত-প্রীতি প্রদায়িনী রূপে নিত্য ঐ নন্দনকাননে অধিষ্ঠান করেন॥ ৪৭

রমমাণো মুনিঃ সাকং রম্ভয়াপ্সরসামুদা।
হাব হাস্তৈঃ সুললিতৈঃ মধুরাব্যক্তভাষিতৈঃ॥ ৪৮

ঐ নন্দনবনে কদাচিত মহামুনি দুর্ব্বাসা রম্ভার সহিত রমমাণ আছেন। এবং, পরমামোদমাত্রা রম্ভাপ্সার হাব ভাব হাস্তাদি, এবং অতি সুললিত অব্যক্ত মধুরবাক্য দ্বারা দুর্ব্বাসাকে স্বীয়বশে আনয়ন করিয়াছেন॥ ৪৮

তাম্বুলং কবকৈঃ প্রেষ্ঠা মস্তমাসাশনৈরপি।
বস্ত্র প্রহারৈ রাশ্লেষৈ শ্চুম্বনৈঃ ক্ষপণৈ রপি ॥ ৪৯

সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ এবং মস্ত মাংস ভোজনদ্বারা আর বাহুবন্ধ আলিঙ্গন নিতম্ব প্রহার দ্বারা পরস্পর উভয়েই উভয়ের মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ পরস্পর রতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৯

নখালী বরপাতৈশ্চ দংষ্ট্রাঘাতৈঃ সপিচ্ছলৈঃ।
স্মোরস্তাং ধায় তাং চিত্রাং চিত্রাভরণ ভূষিতাম্।
মুনিরেমে তয়া সার্দ্ধং বর্ষং রমণ কোবিদঃ ॥ ৫০

হে মুনে! পরস্পর মুখামৃতপানে পরিতৃপ্ত মানস, ও দন্তাঘাত এবং নখরাঘাত চিহ্ন অঙ্কিত কলেবর পরিশোভিত, এইরূপ রতিরস নিপুণ রমণ পণ্ডিত মহর্ষি দুর্ব্বাস সেই বিচিত্রালঙ্কার ভূষণা বিচিত্রা রমণী রম্ভাকে স্বহৃদয়ে ধারণ করত তাহার সহিত সুরতে সুরত হইয়া সম্পূর্ণ একবৎসর কালকে অতিপাত করেন ॥ ৫০

ঐরাবতেভমারূঢ় মায়াস্তং নমুচে রিপুম্।
বীক্ষ্যরম্ভা ভয়োদ্বিগ্না সবেপথুরজায়ত ॥ ৫১

হে ব্রহ্মন্! দৈবনিবন্ধন ঐ নন্দন উদ্যানে সেইকালে নমুচিসূদন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করত আগমন করিলেন। ইন্দ্রাগমনাবলোকন করিয়া রম্ভা বিদ্যাধরী সভয়ে উদ্বিগ্নমনে অতিশয় কম্পিত কলেবরা হইলেন ॥ ৫১

সুত্রামালক্ষ্যতাং তেনঃ রহঃ স্থাং মুনিনা তদা।
রুষাহায়িনিভৃতস্থাং দুষ্টে কিং কৃতবত্যসি ॥ ৫২

সুত্রামা সুরপতি, সেই দুর্ব্বাসা মুনির সহিত রহঃস্থান স্থিতা রম্ভাকে দর্শন করিয়া মহাক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া ঐ নিভৃত স্থানস্থা রম্ভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। অয়ি! দুষ্টে পুংশ্চলি! এ কি কার্য্য করিলি (আমাকে তৃণীকৃত করত এই অনার্য্য কর্ম্ম করিতে তোর কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না?॥ ৫২

ভীরুমাশ্রুত্য তদ্বাক্য মুত্তস্থৌ শাপভীতিতঃ।
মুনিং নিরস্য তরসা সোক্রুধ্যত মুনি স্তদা ॥ ৫৩

দেবরাজের ভয়ঙ্কর রোষযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভা শাপভয়প্রযুক্ত অতি সত্বর দুর্ব্বাসা মুনিকে ত্যাগ করত উঠিয়া দণ্ডায়মানা হইল, তখন অতৃপ্তকাম মহামুনি দুর্ব্বাসা রম্ভাকৃত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৩

গর্ব্বাদয়ং কৃতমেতন্মে নিরাকার মনীপ্সিতম্।
কুম্ভীরী জায়তাং দুষ্টে দুষ্টোঽহয়ং ত্র্যংক্ষতিভিরয়ঃ ॥ ৫৫

রে দুষ্টে পুংশ্চিল! আমার অপূর্ব অভিলাষে যেমন আমাকে নিরাকৃত করিলে তৎকলে তুমি অগাধ কালিন্দী সলিলে কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুবর্ষ অবস্থান করিবে। আর এই দুরাত্মা ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত সম্পদমদে মত্ত মহৎ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যেমন আমার মনোভিত কামে ব্যাঘাত জন্মাইল, একারণ মম শাপে এই অনার্য্যশীল অচিরাৎ ভ্রষ্টশ্রীক হইবেক॥ ৪৫

উভৌতাবভিশপ্যাথ মুনির্বৈশ্বানর দ্যুতিঃ।
তপসেগাদ্বনং বিপ্রো রেবায়া অতিযোষণঃ॥ ৫৫

সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান অতিরোষণ দুর্ব্বাসা মুনি রম্ভা আর ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিয়া অতি সত্বর রেবানাম্নী নদী তীরে বনমধ্যে তপস্যার্থে গমন করিলেন। ৫৫

অথ দেবদানব সংগ্রাম।

ব্রহ্মোবাচ।—অমূল্য রত্নমাণিক্য মণি হীরক নির্ম্মিতে।
পর্য্যঙ্কে স্বাপয়িত্বা তাং রাধাং বৃষ গৃহেশ্বরী॥ ৫৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—বৎস! এই রম্ভা-শাপের কারণ কহিলাম, অতঃপর রাধার অপর চরিত্র কথা শ্রবণ কর। বৃষভানু রাজার গেহিনী কীর্ত্তিদা মণি-মাণিক্য হীরকাদি রত্ন নির্ম্মিত পালঙ্কে শ্রীরাধাকে শয়ন করাইয়া (বহির্নিক্রান্ত হইলেন)॥ ৫৬

একদোপবনে রাজ্ঞী প্রেষ্যাভিঃ সহসাদরা।
দিদৃক্ষু শ্রিয়মব্যগ্রা স্বোদ্যানস্য বরাননা॥ ৫৭

কোন এক দিবস রাধার মাতা কলাবতী রাধিকাকে নিভৃত গৃহে শায়িত রাখিয়া আদর পূর্ব্বক সখিগণ সমভিব্যাহারে অতি ধীরে ধীরে আপন উদ্যানশোভা সন্দর্শনার্থ উপবনে গমন করিলেন। অর্থাৎ পুরী সন্নিহিত কৃত্রিম বনের নাম উপবন॥ ৫৭

তত্রৈত্য ঋষি গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগাঃ।
অহংসগীর্ভবঃ সোমঃ সরমো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
বৃহস্পতিঃ সতারশ্চা স্তবং স্বাং দৈত্যদর্পহাম্॥ ৫৮

হে ঋষিবর অঙ্গিরা! কীর্ত্তিদা রাজ্ঞীর উদ্যান গমনানন্তর গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগবর অনন্ত এবং ঋষিগণ সমভিব্যাহারে আমি সরস্বতীর সহিত, মহাদেব শিব পার্ব্বতীর সহিত, অব্যয় অচ্যুত বিষ্ণু কমলাদেবীর সহিত ও তাহার সহিত দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীরাধার শয়ন গৃহে সমাগত দৈত্যদর্পদলনী দীন দয়াময়ী রাধাকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৫৮

দেবা উচুঃ।—নমোদৈত্যারি স্মরারি প্রজাপতি পতিব্রতে।
দৈত্যারয়ে নমস্তুভ্যং পুরারিপতয়ে নমঃ॥ ৫৯

দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ স্মরারি মহাদেব শঙ্কর, প্রজাপতি ব্রহ্মা, এই ত্রিদেব কর্তৃক সংস্তুতা তুমি, হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। আর দৈত্যারি বিষ্ণু ও কামারি শিব ইহাদিগের উৎপাদন কর্ত্রী তুমি। হে দৈত্যসূদনি তোমাকে আমরা নমস্কার করি। (দৈত্যারয়ে পুরারিপতয়ে ইতি পাঠে তদন্তস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও উদ্দেশতো নমস্কার করিতেছেন। অর্থাৎ দেবকার্য্য সংসাধনার্থ উভয়েরি আবির্ভাব হয়)॥ ৫৯

মুরারি পূজ্য পাথোজ পাদায়ৈ পরমাস্পদে।
ধরাধর ধরাপাল ধরাত্রিধরয়ে নমঃ॥ ৬০

হে পরমাস্পদে! অর্থাৎ তুমি জগতের পরম আশ্রয়ভূতা সুরগণ কর্তৃক পূজিত তোমার পাদপদ্মযুগল, অচলাধর নাগও ধরাপালক নারায়ণ, ধরাধর ধারক কচ্ছপ কর্তৃক পরি নমস্কৃত তব পদারবিন্দে নমস্কার করি॥ ৬০

নমোদৈত্যান্তক পূজ্যাঙ্ঘ্রি কমলায় বরাবরে।
পারাবার বয়ে দেবি পারাবার বরেশ্বরি॥ ৬১

দৈত্যগণান্তক অন্ধকরিপু কর্তৃক পরি পূজ্য তব পাদপদ্মদ্বয়, অতএব তোমার চরণ কমলবরে প্রণাম, হে দেবি! পারাবার স্বরূপা ও পারাবার সকলের তুমি ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি॥ ৬১

পাতাধাতা বিধাতাসি ধাতৃধাতা কৃপাকরে।
দৈত্যদর্পাগ্নি সন্তপ্ত দেহানাং শরণং ভব॥ ৬২
শরণ্যে শরণত্রাণে শরণ্যেশ্বরিতে নম॥ ৬৩

হে কৃপাকরে! অর্থাৎ করুণার আকার স্বরূপা দেবি! তুমি বিশ্বধারিণী, বিশ্বপরিপালিনী, বিধাতা এবং ধাতার ধাতা স্বরূপা, হে মাতঃ! এক্ষণে দৈত্যগণের দর্পরূপ হুতাশন জ্বালায় সম্যক্ পরিতাপিত কলেবর দেবগণের তুমি আশ্রয় ভূতা হও। হে শরণ্যে! তুমি জগদাশ্রয় শরণাগত ত্রাণকারিণী, তুমি সকল শরণ্যদের ঈশ্বরী তোমাকে নমস্কার করি। ৬২—৬৩

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যভিষ্টুয়তাং দেবীং প্রহ্বস্কন্ধ শিরোহংশকাঃ।
প্রণিপাপত্য ভূয়স্তা মহ্যা মহ্যন্ধধরামরাঃ॥ ৬৪

ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন,—হে অবনিদেবেরা! শ্রবণ কর, এইরূপ বিশেষ ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে দেবগণের পরমার্চ্চনীয়া মহাদেবীকে প্রণাম করত বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করিলেন॥ ৬৪

স্মাহ তান্ সুরান্ সর্ব্বান্ মন্মুখাম্মগুসম্ভবা।
ভানবী পরমেশান মর্চ্চ্য পাদপয়োরুহা॥ ৬৫

হে ভৃগুবর অঙ্গিরা! আমাদিগের সকল দেবতার স্তুতি বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্টা হইয়া পরমেশ্বর পূজিত পাদপদ্ম অণ্ডসম্ভবা মহাদেবী বৃষভানুনন্দিনী রাধা ঈষৎ হাস্য মুখে অস্মদাদি দেবগণকে এই কথা বলিলেন॥ ৬৫

দেব্যুবাচ।—শ্রেয়োস্তবো মহাভাগাঃ স্বাধিকার ভুজঃ সুরাঃ।
বিবর্ণবদনাম্ভোজা দৈন্যাহত বরশ্রিয়ঃ॥ ৬৫
হতোৎসাহা হতবলা হতপ্রাণা হতৌজসঃ।
লক্ষয়ে কথমেবং হি সর্ব্বে সংগ্রাম কোবিদাঃ॥ ৬৭

মহাদেবী দেবগণকে কহিলেন। হে মহাভাগ! স্ব স্ব অধিকার ভুক্ দেবগণেরা! তোমাদিকে অতিশয় মলিন বিবর্ণবদন কেন দেখিতেছি অর্থাৎ তোমাদিগের বদনাম্ভোজ অতিশয় মলিন কেন হইয়াছে? এবং অতি দীনতাপ্রাপ্ত বিগতশ্রী, হতবল, সর্ব্বোৎসাহ ওজহীন ম্রিয়মাণ প্রায় কেন দেখিতেছি। ইহার যে কারণ তাহা বল, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমরা সকলেই সংগ্রাম-পণ্ডিত (তথাপি এমত অবস্থার ঘটনা কেন হইয়াছে) শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ৬৬—৬৭

দেবা উচুঃ।—রোষেণা মর্ষণশ্চৈব দানবৌ যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
কালনেমী সুতৌ বীরৌ ভবদত্ত বরায়ুধৌ॥ ৬৮

দেবীবাক্য শ্রবণে হর্ষ গদগদস্বরে দেবগণেরা নিবেদন করিলেন। ভো ভুবনেশ্বরি! পূর্ব্বকল্পে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত দুর্জ্জয় কালনেমী দানব তৎপুত্র রোষণ ও মর্ষণ নামে মহাবীর দুই দানব শিবদত্ত বরায়ুধধারী অতিশয় বলবান্ দুর্ম্মদ যোদ্ধা॥ ৬৮

দুরাত্মানৌ দুরাচারৌ সুরর্ষি সুরহিংসকৌ।
সপ্ততন্তু বিতানাদি ভঞ্জকৌ লোলচক্ষুষৌ।
অস্মান্ যুধি বিনির্জ্জিত্য স্বৌজসাতু দুরাসদৌ॥ ৬৯

হে দেবি! ঐ দুরাত্মা দানবদ্বয় অতি দুরাচার, দেব দেবর্ষি হিংসক, ঘোর রক্তবর্ণ চঞ্চল চক্ষু, সপ্ততন্তু বিতানাদি সমস্ত যাগ যজ্ঞ বিধ্বংসক অতি দুরাসদ, তাহারা স্বীয় বলদ্বারা আমাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য অপহরণ করিয়াছে॥ ৬৯

সৌত্রামং বারুণং সৌম্যং যান্যমাগ্নেয় সৌরকম্।
শৈবং নৈর্ঋত মৈশানং কৌবেরং পদমাসতে॥ ৭০

হে মাতঃ! দেবগণ পরাজিত হইলে পর ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, চন্দ্রলোক, যমলোক, অগ্নিলোক, সূর্য্যলোক, এবং নাগলোক, নৈর্ঋতিলোক, ঈশানলোক ও কুবেরলোক প্রভৃতিকে অধিকার করতঃ ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছে॥ ৭০

আয়ুধানি চ যানানি স্বাসনানি পৃথক্ পৃথক্।

তয়োরনুচরাঃ সর্ব্বে মহাবল পরাক্রমাঃ।
অধ্যাসাতে পদং তৌতু সৌত্রামঃ দানবর্ষভৌ॥ ৭১

এবং আমাদিরে অস্ত্র-শস্ত্র যান-বাহনাদি সমস্ত গ্রহণ করত মহাবল পরাক্রম ঐ দুই দানবের অনুচরগণেরা সর্ব্বলোকে পৃথক্ পৃথক্ আপনাদিগের সিংহাসন কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, নৈঋতি, বরুণ পবন, কুবের, ঈশানাদি পদ এক একজন গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব শাসনে রাখিয়াছে) কেবল ইন্দ্রের ইন্দ্রপদ লইয়া ইন্দ্রাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া রোষণ ও মর্ষণ নাম দুই ভ্রাতার অবস্থিতি করিতেছে॥ ৭১

বয়ং নিরস্ত ভূয়িষ্ঠা মর্ত্ত্যবন্মর্ত্ত্যবাসিনঃ।
বিচরামো জগদ্ধাত্রি পাহিনঃ শরণং গতান্॥ ৭২

হে মাতঃ! হে জগদ্ধাত্রি! আমরা সকলে স্বপদ ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে মনুষ্যবৎ মনুষ্যদিগের সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, এতএব হে মাতঃ আমরা তোমার শরণাগত, অতএব কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৭২

ব্রহ্মোবাচ।—শ্রাব্যমাণমুপাশ্রুত্য তৈর্ব্বাচাত্মহিতং সুরৈঃ।
আদদৌ ব্যাহৃতং পথ্যং শ্রেয়স্কর সুখাবহম্॥ ৭৩

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন॥ বৎস! আত্মহিতকর, এবং কল্যাণদায়ক, সর্ব্ব-সুখাবহ শ্রবণোপযোগ্য দেবগণ কর্ত্তৃক উক্তবাক্য শ্রবণকরত মহাদেবী তাঁহাদিগকে পথ্য এবং শ্রেয়স্কর বাক্য ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৭৩

দেব্যুবাচ। ব্যেতুবো মানসোত্তাপ স্বরদেবাহিতঙ্করঃ।
বিধাস্যে তত্র শৃণুত বচো ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৭৪

শ্রীরাধিকা দেবগণকে কহিলেন। হে ভাগবতোত্তম দেবগণেরা! তোমাদিগের অহিতশকারী অতির উত্তাপ বিশিষ্ট মানসজ্বর শান্ত্যর্থে আমি মহৌষধি স্বরূপ যে বাক্য কহিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর, চিন্তা কারও না, আমি তথায় গিয়া ইহার বিশেষ বিধান করিব॥ ৭৪

পুরধাম্বা পুরাভ্যাসং তয়োরাহ্বয়তাহমরাঃ।
সংগ্রামায়ানুগত্যাহং শ্রেয়োধাস্যেঞ্জসাচরাঃ॥ ৭৫

হে অমরগণেরা! আমার বাক্যে তোমারা সকলে তৎপুরে বা পুরসন্নিধানে সমাগত হইয়া যুদ্ধার্থে রোষণ ও মর্ষণ এই দুই দানবকে আহ্বান কর, পশ্চাৎ আমি তথায় গমন করত অনায়াসে তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব, ইহাতে কোন শঙ্কা নাই॥ ৭৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্নারায়ণ মনোহরা।
ছায়ামাধায় পর্য্যঙ্কে নির্জগাম স্ববেশ্মনঃ॥ ৭৬

অঙ্গীরা ঋষিকে পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন। বৎস! শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহিনী শ্রীরাধিকা শয়নমন্দিরে পালঙ্কের উপরে স্বীয় ছায়ামূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে স্বয়ং গমন করিলেন ॥ ৭৬

দেবাস্তে মম্মুখায়াম্বা পুরাভ্যাসং তদাতয়োঃ।
আহবায় সমাহবায় স্থিতাঃ সমর দুর্জ্জয়াঃ ॥ ৭৭

হে অঙ্গিরা! সংগ্রামে অজেয় মমাশ্রিত দেবগণেরা সকলে দেবীবচন শ্রবণানুসারে দানব পুরসমীপে গমন করত দণ্ডায়মান হইয়া ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক দূতদ্বারা সমরার্থে দানবদ্বয়কে আহ্বান করিলেন ॥ ৭৭

তমাশ্রুত্যানবং তেষাং দেবানামাহবৈরিণাম্।
নির্যযুর্নগরাচ্ছুরা ব্যূঢানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৭৮

সমরেচ্ছু দেবগণের আহ্বানে এবং সৈন্যগণের তুমুল কোলাহল রব শ্রবণে মহাস্ত্রপ্রহরী বহুতর দানবীসেনা এবং বহুতর অনীকপতি মহাবীর সকলে রণোন্মুখ হইয়া অতি সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৭৮

সেনান্যঃ কোটিশ স্তেষাং রথ যূথপ যূথপাঃ।
তেষাং সুতুমুলোঘোরঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৭৮

দানবদিগের কোটি কোটি রথ–যূথপতি, কোটি কোটি গজ যূথপতি ও সেনানি সকল বহিঃনিক্রান্ত হইয়া দেবসেনা ও দেবসেনাপতিদিগের সম্মুখীন হইয়া পরস্পর ঘোরতররূপে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অর্থাৎ তৎযুদ্ধ দর্শনে সকলেরই লোমাঞ্চিত কলেবর হইল ॥ ৭৯

আসন্মুখাশ্চ দেবৈশ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধানি কোটিশঃ।
সংগ্রামাদানবেন্দ্রেণ বলাসেন মহাভবৎ ॥ ৮০

সংগ্রাম সম্মুখে সমাগত কোটি কোটি দানবগণের সহিত দুই দুই জন মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দানবেন্দ্র রোষণ ও বলাস মর্ষণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৮০

ভাস্করো যুযুধে বিপ্রচিত্তিনা সহসত্বর।
দম্ভেন সমরং জাতং শীতরশ্মের্মহাত্মনঃ ॥ ৮১

দিনকর সূর্য্যদেব অতি সত্বর হইয়া বিপ্রচিত্তি দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর মহাত্মা তুহিনিকর কুমুদিনীকান্ত চন্দ্রের দম্ভনামা দানবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥ ৮১

কালেশ্বরেণ কালস্তু গোকর্ণেন হুতাশনঃ।
কুবেরঃ কালকেয়েন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন চ ॥ ৮২

কালেশ্বর নামে দানবের সহিত কালের সংগ্রাম, গোকর্ণের সহ অগ্নি, কালকেয়ের সহিত যক্ষাধিপতি কুবের, ময়দানবের সহ বিশ্বকর্ম্মা সমরে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮৩

মৃত্যুর্ভয়ঙ্করেণাপি সংহারক যমস্তথা।
কলবিঙ্কেন বরুণশ্চঞ্চলেন সমীরণঃ ॥ ৮৩

ভয়ঙ্করের সহ মৃত্যু অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক যম তাঁহার সংগ্রাম হয়, কলবিঙ্কের সহিত বরুণ, আর চঞ্চলাসুর সমভিব্যবহারে সমীরণ বায়ু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮৩

বুধশ্চঘৃতধূম্রেণ রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ।
জয়ন্তো রত্নসারেণ রসবো বর্চ্চসাংগণৈঃ ॥ ৮৪

চন্দ্রপুত্র বধুগ্রহ ঘৃতধুম্রনামা অসুরের সহিত, আর রক্তাক্ষের সহিত সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর গ্রহ, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রত্নসারাখ্য দানবের সহিত, বর্চ্চসাখ্য অসুরগণের সহ মহা হবে বসুগণেরা সংপ্রবৃত্ত ॥ ৮৪

অশ্বিনৌ রক্তপুণ্ড্রেণ ধূম্রেণ নলকুবরঃ।
ধুরন্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ কোটরাক্ষেণ ভূমিজং ॥ ৮৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয় রক্ত ও পুণ্ড্রের সহ, ধূম্রাসুরের সহিত কুবেরপুত্র নলকুবর দ্বৈরথ যুদ্ধে সম্মিলিত হন। আর ধুরন্ধর নামা দানবের সহিত ধর্ম্ম, এবং কোটরাক্ষের সহিত ভূমিপুত্র মঙ্গল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৫

পিঙ্গলাক্ষেণ চৈশানঃ পিঠরেণ চ মন্মথঃ।
গোমুখেন বৃষাক্ষেণ নীলেন পবনেন চ ॥
শিশুমারেণ পিত্তেন ধূম্রেণ সহ নন্দিনঃ ॥ ৮৬

দিক্‌পতি ঈশান পিঙ্গলাক্ষ নামা অসুরের সহিত, ও পিঠরের সহ রতিপতি কন্দর্পের সংগ্রাম হয়। গোমুখ বৃষাক্ষ, নীল, ইহাদিগের সহিত পবনের যুদ্ধারম্ভ হয়। শিশুমার, পিত্ত ও ধূম্রের সহিত নন্দীর যুদ্ধ হয় ॥ ৮৬

বরহাস্যেন বীরেণ বিষ্ণুর্গন্ধ বাহেন চ।
অহং শূরেণ দৈত্যানাং চমূনাথেন শর্ম্মণা ॥ ৮৭

মহাবীর বরাহ বদন ও গন্ধবহ, ইহাদিগের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, আর দৈত্যদিগের সেনাপতি মহাবীর শর্ম্মের সহ আমার যুদ্ধ হয় ॥ ৮৭

ভবঽপি দানবেন্দ্রেণ যুযুধে বৃষপর্ব্বণা।
একাদশ রুদ্রগণো যুযুধে দানবৈ সহঃ ॥ ৮৮

দানবেশ্বর বৃষপর্ব্বার সহিত ভব মহাদেব শিব স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একাদশ রুদ্রগণেরা অপরাপর দানবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন। ৮৮

মহামারী চ যুযুধে চোগ্রচণ্ডাদিভিস্তথা।
নন্দীশ্বরা দয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ॥ ৮৯

দৈত্য সৈন্যাধিকারিণী মহামারী উগ্রচণ্ডাদি দেবীগণের সহিত, নন্দীশ্বর প্রভৃতি শিবপার্ষদগণেরা অপর দৈত্যদানবদিগের দলবলের সহিত যুদ্ধে সংপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন॥ ৮৯

অসিপট্টিশ নারাচ ভল্লতোমর মুদ্গরৈঃ।
গদাপরিঘ নিস্ত্রিংশ বৎসদন্ত ক্ষুরপ্রকৈঃ॥ ৯০

আসি, পট্টিশ, নারাচ ও ভল্লাস্ত্র তোমরাস্ত্র, মুদ্গরাস্ত্র, গদা পরিঘ কৃপাণ এবং বৎস-দন্তাখ্য অস্ত্র ও ক্ষুরপ্র অর্থাৎ ক্ষুরপাশাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৯০

ক্ষুদ্রকৈঃ শক্তি সংঘৈশ্চ পাশৈঃ পরম দারুণৈঃ।
ধরারুহৈঃ পর্ব্বতাগ্রে র্যুযুধুস্তে পরস্পরম্॥ ৯১

অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শর, ও শক্তিসমূহ, পরম ভীষণ পাশাস্ত্র দ্বারা, এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বত শৃঙ্গ উৎপাটন করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল॥ ৯১

রত্নসিংহাসনস্থৌ তৌ প্রেক্ষকৌ দানবোত্তমৌ।
দেবাশ্চদ্রুদ্রুঃ সর্ব্বে দানবৈর্যুদ্ধদুর্ম্মদৈ॥ ৯২

অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দানবোত্তম রোষণ ও মর্ষণ উভয় ভ্রাতায় উভয়দলের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানবগণ কর্ত্তৃক সুতাড়িত হইয়া দেবগণেরা সকলে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯২

পরাজিতাঃ শরৈর্শীঘ্রং সর্ব্বেচ ক্ষত বিক্ষতা।
নশক্নুবন্ বারয়িতুং স্বশরৈ র্দানবোত্তমান্॥ ৯৩

সকল দেবতাগণেরা পরাজিত এবং দানবশরে সকলেরই অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। উত্তম যুধি দানবগণের অস্ত্র নিবারণে অমরাগণেরা সক্ষম হইতে পারিলেন না॥ ৯৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে দেব
দানবাহবারম্ভো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়াখ্যানে দেবদানবের
যুদ্ধারম্ভনামে দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০

একাদশ অধ্যায়ঃ।

রোষণ ও মর্ষণ অসুরদ্বয় বধ।

ব্রহ্মোবাচ।—ততঃস্কন্দো মহাতেজাঃ কোপমুল্বণ মহারন্।
যযৌ যুদ্ধায় বিস্ফার্য্য ধনুরৈন্দ্রমনুত্তম্॥ ১

জগদ্ধাতা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! দানবসৈন্য কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হওনানন্তর শিব-সন্তান মহাতেজস্বী কার্ত্তিকেয় অতিশয় উল্বণ ক্রোধাহরণপূর্ব্বক পরমোত্তম ঐন্দ্রধনুতে অর্থাৎ ইন্দ্রদত্ত ধনুকে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধার্থ মহাবেগে সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলেন॥ ১

ময়িস্থিতে ন ভেতব্যং সংগ্রামে রণকোবিদাঃ।
এবামাশ্বাসয়িত্বাদৌ দেবানিন্দ্র পুরোগমান্॥ ২

মহাসেন শরজন্মা প্রথমতঃ সংগ্রাম ভূমি প্রবেশ করত ইন্দ্রাদি দেবগণকে এইরূপ আশ্বাস করিলেন। হে রণপণ্ডিত দেবগণ! আমি বিদ্যমান থাকিতে ভয় কি? তোমরা কেন অযথা ভীত হইতেছ তা বল দেখি?॥ ২

ববর্ষ শরজালানি তোয়ধারা ইবাম্বুদঃ।
রথান্ ধ্বজান্ পদাতীংশ্চ করিণোশ্বান্ সহস্রশঃ।
চর্ম্ম বর্ম্ম ধনুঃ শক্তি শরনালাঙ্গ ধ্বংসয়ন্॥ ৩—৪

ইহা বলিয়া মহাবীরবর শিবসুত কার্ত্তিকেয় মহাকোপে মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুকে শরযোজনা করত শত্রু-সৈন্যোপরি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন আসার-কালে অনবরত মেঘ সকল জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে তাহাতে শত্রুপক্ষীয় সধ্বজ রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। হস্তীর সহিত হস্তীযোধি অশ্বের সহিত অশ্বারোহী এবং পদাতিসৈন্য সকল নিহত হইয়া নিয়ত ধরণীপৃষ্ঠে শয়ন করিতে লাগিল। চর্ম্ম বর্ম্ম ধনুঃ শক্তি ও দানবকৃত শরজাল ছেদন পূর্ব্বক নিজাস্ত্রে দানবাজ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ৩—৪

সর্ব্বংসহা শবৈরাসীদগম্যা তত্র সংসদি।
হাহাকার মভূৎতত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ॥ ৫

সেই মহাসংগ্রামে নিহত শব শরীর দ্বারা তথাকার ভূমি অগম্যা হইল অর্থাৎ মার্গ রহিত প্রযুক্ত মনুষ্যের গতি রহিত হইল। হতাহত সৈন্যের হাহাকার রবে সেই সংগ্রাম ভূমি পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল॥ ৫

শিরঃসু সাঙ্গদভুজান্ শীর্যোজ্জি জঘনোরুকান্।
বাণৈরাসীদ্ভীমাকারৈঃ সরস্রংশু করপ্রকৈঃ ॥ ৬

মহাসেন প্রহিত বিষধর সদৃশ বাণ সকল প্রচণ্ড মার্কণ্ড প্রভাব ন্যায় জাজ্বল্যমান, তদ্বারা দানবদলের দলপতি সকলের কুণ্ডল উষ্ণীষ কিরীট সহিত মস্তক সকল ও অঙ্গদ বলয়াদি ভূষিত বাহু সকল, এবং ছিন্নমান পদাতিদিগের মস্তক, জঙ্ঘা, পদাদি অবয়ব সকল ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৬

মুষলৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাশৈর্ভল্ল মুদ্গর শক্তিভিঃ।
পাতয়ামাস বাণোঘৈরাশীবিষ সুতেজনৈঃ ॥ ৭

রণশোণ্ড মহাসেন ভুজঙ্গোপম বাণৌঘ দ্বারা আর মুষল মুদ্গর প্রাশ পট্টিশ শক্তি ও সুতেজন অর্থাৎ খরশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শত্রু-সৈন্যকে ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭

অক্ষৌহিণীনাং শতকং দানবানাং মহাবলম্।
ক্ষণেম তৎসহগ্রং হি শৈবিনির্ন্যেঘমক্ষয়ম্ ॥ ৮

এক শত অক্ষৌহিণী পরিগণিত দানবদিগের মহাসৈন্য; শিবসুত মহাসেন কার্ত্তিকের কর্ত্তৃক ক্ষণমাত্রে সে সমুদায় শমন-সদনে নীত হইল ॥ ৮

শোণিতোদাং মহাভীমাং নদীং তত্র প্রকর্ত্ততে ॥
দৈত্যেয় কচশৈবালাং শিরোশ্ম চর্ম্ম কচ্ছপাম্ ॥
গৃধ্রকঙ্ক বক্লাং ভীমা মূর্ত্তুঙ্গ লহরী মুনে ॥ ৯

হে মুনে! অঙ্গিরা! সেই সংগ্রাম স্থলে তৎক্ষণাৎ দানব শরীর নিঃসৃত শোণিতময়ী মহাভীমরূপা এক নদী বহিতে লাগিল। দানবদিগের কেশরাজি শৈবালরূপে ভাসমান হইল, মস্তক সকল তীরস্থ গণ্ডশৈল, অর্থাৎ ফলক সকল কূর্ম্মরূপ, শকুনি কঙ্ক বক চিল্লাদি ভয়ঙ্কর উত্তুঙ্গ লহরী স্বরূপ হইল ॥ ১০

যানোড়ুপাং রথাঙ্গোরু নক্রচক্র নিষেবিতাম্।
বীরাপঘন সংঘোযান্ রোহাণাং ভুজমৎস্যকান্ ॥ ১০

ঐ রৌধিরী নদীতে ভেলার ন্যায় রথ সকল ভাসিতে লাগিল, রথের ভগ্ন কুবরাদি নক্র চক্র এবং হাঙ্গর কুম্ভীরাদির ন্যায় ভয়জনক হইল, নিহত বীরবরদিগের শরীর তিমির ন্যায় ও আরোহীদিগের ভুজ সকল মৎস্য সদৃশ সঞ্চরিত হইল (অশ্ব সকল রাঘবকার, মৃত হস্তী মকরাদে পরিশোভিত হইয়া ভীরুদিগের ভয় প্রদান করিতে লাগিল) ॥ ১০

হা তাত বন্ধো দৈবেতি আসীদার্ত্ত স্বন স্তথা।
খর্পরেণ পপৌরক্তং কালীকমললোচনা ॥ ১১

ঐ সংগ্রামস্থলে আহত হইয়া কেহ হা তাত, হা তাত বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা হা মাত! হা ভ্রাতা! কেহবা হা পরমেশ্বর! অপরে আপন আপন বন্ধু বান্ধবগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, তৎকালে সেই সংগ্রামের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল তথায় আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শুনা যায় নাই। এমত সময়ে কমলোচনা মহাকালী খর্পর পরিপূর্ণ করিয়া দানবদিগের শোণিত পান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

দশলক্ষ গজেন্দ্রাণাং শতলক্ষঞ্চ ঘোটকম্।
সমাদায়েক হস্তেন মুখেচিক্ষেপ লীলয়া ॥ ১২

সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্টা কালী দশলক্ষ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্বকে এক হস্তে আকর্ষণ করিয়া অবলীলাক্রমে বদনমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

রথানাং দশসাহস্রং রথী সারথীনাং সহ।
তুরগৈঃ পৃষ্ঠ পার্ষ্ণিভ্যাং গৃহীত্বা মল্যবক্রবা ॥
আসো চিক্ষেপতান্ কালী হসন্তি শনকৈরিব ॥ ১৩

রথী এবং সারথির সহিত দশ সহস্র রথ ও রথাশ্ব সকলকে উভয় চরণের পার্ষ্ণি-দ্বারা আকর্ষণ করত ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে নিঃক্ষেপ করিয়া সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

কবন্ধানাং সহস্রাণি ননৃতুঃ কথিতানি হি।
স্কন্দস্য বাণ বর্ষেণ দানবঃ ক্ষতঃ বিক্ষতাঃ ॥ ১৪

মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের শরবর্ষণ দ্বারা সমস্ত দানবসৈন্য অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইল। আর সুতুমুল ঘোরযুদ্ধে এত সৈন্য নিপাতিত হইল যে তাহাতে কথিত শাস্ত্রানুসারে সহস্র সহস্র কবন্ধ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ১৪

হতশিষ্যা ছত্রবুস্তে পলায়ন পরায়ণাঃ।
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি র্দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কনঃ ॥
স্কন্দেন সার্দ্ধ যুযুধ যুগপৎ ক্রমশোঽপি চ ॥ ১৫

দানবসৈন্যদিগের মধ্যে সংহারাবিশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই সংগ্রাম স্থল হইতে পলায়ন করত চারিদিকে ধাবমান হইল, কোনক্রমে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না! তদ্দৃষ্টে দানব সেনাপতিরা তজ্জীয়ান সৈন্যদিগকে আশ্বাস করত বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তি, দম্ভ আর বিকঙ্কন এই চারিজনে ক্রমে একত্র মিলিত হইয়া একাকীন কার্ত্তি-কেয়ের সহি সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১৫

মহামারীচ যুযুধে ন বভূব পরাঙ্মুখী।
নসোঢ়ুঃ শরজালানি শক্তাঃ স্কন্দস্য তে ভবন॥ ১৬

ঐ মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করত কেবল মহামারী দানব পরম্মুখ নহেন। বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকম্পন এই চারিজনে কার্ত্তিকেয়ের শরনিকর বর্ষণের নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া তদাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না॥ ১৬

পরাঙ্মুখা হতোৎসহা হতোত্তম পরাক্রমাঃ।
চুক্রুবুঃ শঙ্খ তূর্য্যাণি বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
নেদুর্হৃষ্টভয়ো বিদ্বান্ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ॥ ১৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বিদ্বন্! বৃষপর্ব্বাদি দানব সকল কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নোৎসাহ, সর্ব্বোত্তম শূন্য, হত পরাক্রম হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তদৃষ্টে দেবগণেরা জয় সূচক শঙ্খধ্বনি করত সহস্র সহস্র বাদিত্র ও দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন। এবং কার্ত্তিকেয়ের মস্তোকোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টিপাত হইল॥ ১৭

স্কন্দস্যাহবমন্বীক্ষ্য পরাদ্ভুত মুল্বণম্।
দানবানাং ক্ষয়করং যুগান্ত ইব সর্ব্বতঃ॥ ১৮

দানবাধিপতি মর্ষণ, পরম অদ্ভুত অতি উল্বণ যুগান্তকালের ন্যায় দানবদিগের ক্ষয়-কর কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রাম দৃষ্টে মহাপ্রলয় জ্ঞান করিলেন॥ ১৮

হবিষেব হুতেনাগ্নিং বিধূমং জ্বলিতং মুনে।
কালহৃদয়জং বীক্ষ্য গুকার্ম্মুক বরং তদা।
মর্ষণো যানমারুহ্য শরৈরাচ্ছাদয়দ্‌গুহম্॥ ১৯

হে মুনে! ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত ধূমরহিত জাজ্বল্যমান উদ্দীপ্ত অগ্নির ন্যায় পার্ব্বতী নন্দনকে সংগ্রাম সমাজে অবলোকন করত মর্ষণ দানব মহাক্রোধে স্বরথে আরূঢ় হইয়া বরকার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক অতি সত্বর শরনিকর বর্ষণ দ্বারা কৃত্তিকানন্দকে আচ্ছাদিত করিলেন॥ ১৯

বাণৌঘ মুখতো বহ্নি নির্গত্য শতশঃ ক্ষণাৎ।
খেট খর্ব্বট বাট্যৌঘ রাষ্ট্রাণি নরগাণি চ।
দদাহ নরসংঘাশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য মুঞ্চতঃ॥ ২০

মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের হস্ত হইতে বিমুক্ত যে সকল বাণ তন্মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া শত শত গ্রাম নগর রাজ্য ও খেট খর্ব্বট বাটী এবং সমূহ মনুষ্যগণকে ক্ষণমাত্রে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিল॥ ২০

ততো জগ্রাহপার্জ্জন্যাং দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।

অক্ষিপচ্চ ততোমেঘৈ রাবৃত্য নভস্থলঃ ॥

ববর্ষুঃশর বর্ষাণি ঘনাঘনগণা মুনে ॥ ২১

কর্ত্তিকেয়ের অগ্ন্যস্ত্রে সেনা সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ইহা অবলোকন করত মহামর্ষী দানবেন্দ্র মর্ষণ, অগ্নি নির্ব্বাণার্থে চাপে মেঘবাণ সন্ধান করিল সেই বাণ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া মেঘরূপ গগনমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া জলরাশি বর্ষণদ্বারা তদগ্নি নির্ব্বাণ করিল এবং সেই মেঘ হইতে মহাসেনের উপর শরনিকর নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২১

ততঃ শিবাত্মজঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং পরমাদ্ভুতম্।

সন্দধে কার্ম্মুক মুঞ্চস্তেন মেঘানবারয়ৎ ॥ ২২

অনন্তর দেব সেনানী শঙ্করতনয় মহাক্রোধে পরমাশ্চর্য্যময় বায়ুবাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন! সেই মহাস্ত্র মহাবাত্যা রূপে ঘোরবেগে বহিতে লাগিল, তৎপ্রচণ্ড প্রতাপে দৈত্যেন্দ্র প্রহিত মেঘাস্ত্রকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করত নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

পার্জ্জন্যেন চ প্যর্জ্জন্থং বায়ব্যে নচ মারুতম্।

আগ্নেয়নাগ্নি সম্বন্ধাম্বিতেন সমবারয়েৎ ॥ ২৩

দানব সহিত কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ অতি আশ্চর্য্যময়। পরস্পর ক্ষিপ্ত পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা পার্জ্জন্যাস্ত্রে ব্যায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বায়ব্যাস্ত্রে আগ্নেয়াস্ত্রকে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা এবং অগ্নি সম্পর্ক হেতু সম্যকরূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সৌম্যেন সৌম্যং কৌবেরং কৌবেরেণ শিবাত্মজঃ।

ঐন্দ্রেনৈন্দ্রং নৈঋতেন নৈঋতং সমবারয়ৎ ॥ ২৪

দানবত্যক্ত চন্দ্রাস্ত্রকে চন্দ্রাস্ত্রদ্বারা কুবেরাস্ত্রকে কুবেরাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাস্ত্রকে ইন্দ্রাস্ত্র দ্বারা, নৈঋতাস্ত্রকে নৈঋতাস্ত্র দ্বারা শিব পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের সম্যকরূপে নিবারণ করেন ॥ ২৪

যাম্যেন যাম্য মৈশান্য মৈশেন সমবারয়ৎ।

বারুণং বারুণেনৈব শৈবং শৈবেন সর্ব্বতঃ ॥ ২৫

যমাস্ত্রকে যমাস্ত্রদ্বারা ঈশানাস্ত্রকে ঈশানাস্ত্রদ্বারা বরুণাস্ত্রকে বরুণাস্ত্রদ্বারা, শৈবাস্ত্রকে শৈবাস্ত্রদ্বারা কৃত্তিকাসুত শাঙ্করী সর্ব্বতঃ প্রকারে নিবারণ করিলেন ॥ ২৫

পার্ব্বতেন পার্ব্বতীয়াং গান্ধর্ব্বং তেন বারিতম্।

গান্ধর্ব্বেনচ পৈশাচ মৌরগস্থোরগেন চ ॥ ২৬

দেবসেনা পার্ব্বতীপুত্র পর্ব্বতাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বতাস্ত্রকে গন্ধর্ব্বাস্ত্রকে গন্ধর্ব্বাস্ত্রদ্বারা, এবং পৈশাচাস্ত্রদ্বারা পৈশাচাস্ত্রকে উরগাস্ত্রদ্বারা উরগাস্ত্রকে অর্থাৎ সর্পাস্ত্রকে সর্পাস্ত্রে নিবারণ করিলেন ॥ ২৬

রাক্ষসং রাক্ষসেনৈব দানব দানবেন চ।
পাশুপত্যং মহাশস্ত্রং পাশুপত্যেন বারিতম্॥ ২৭

রাক্ষসাস্ত্র রাক্ষসাস্ত্রদ্বারা, দানাবাস্ত্র দানবাস্ত্রদ্বারা নিবারিত হইল। এবং পশুপতি-নন্দন পাশুপতের কার্ত্তিকেয়, পাশুপতাস্ত্রকে পাশুপতাস্ত্রদ্বারা শমতী করিলেন॥ ২৭

নাগাস্ত্রং বারিতং সেনোবার্হেণ সমহাবলঃ।
এবং সর্ব্বাস্ত্র বিচ্ছুর পার্ব্বত্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
শময়ামাস শস্ত্রৌঘং মর্ষণস্য দুরাত্মনঃ॥ ২৮

পার্ব্বতীর হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন মহাবীর সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ কার্ত্তিকেয়, দানব প্রেরিত নাগাস্ত্রকে ময়ূর বা গরুড়াস্ত্রদ্বারা নিবারণ করেন। মহাবল শিবনন্দন দুরাত্মা মর্ষণের বাণ সমূহকে এবম্প্রকারে সম্যক্‌রূপে শমতা করিলেন॥ ২৮

ননক্তং নদিবা সন্ধ্যা নদিশোধরণী নভঃ।
নভাতি গ্রহ সূর্য্যানাং মণ্ডলানি ন চন্দ্রমাঃ।
নবায়ু র্বাতিতস্মিংস্তু সান্দ্রীভূতে শরোৎকরে।
পুনরাচ্ছাদয়ৎ স্কন্দং শরৌঘে মর্ষণো যুধা॥ ২৯—৩০

দেবসেনা কর্ত্তৃক সর্ব্বাস্ত্র নিবারিত দৃষ্টে মহাক্রোধে মর্ষণ পুনর্ব্বার উৎকট শর নিকর বর্ষণ দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন, বাণজালে সমাচ্ছন্ন গগন-মণ্ডল প্রযুক্ত রাত্রি দিবা কি সন্ধ্যা ইহার কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আকাশ কি পৃথিবী বা দিক সুন্দরীর মুখাবলোকন করা দুঃসাধ্য, আর চন্দ্র সূর্য্য গহ নক্ষত্রাদির দীপ্তি রহিত এবং বায়ুর গতি রোধ হয়। সেই তুমুল সংগ্রামে শরাচ্ছাদনে সমরস্থল এককালে নিবিড় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল॥ ২৯—৩০

ঘনঃ প্রবৃষিতপ্যন্তং ভাস্করেণ জলোযথা॥ ৩১

গাঢ়তর প্রাবৃট্‌কালে ভাদ্রপদ মাসে সূর্য্য কিরণ দ্বারা যেমন জলরাশি উত্তপ্ত হয়। সেই রূপ দানব করোৎসৃষ্ট শরতাপে সমরস্থল তখন অতিশয় তাপযুক্ত হইয়াছিল॥ ৩১

এবং ঘোরতরং বীক্ষ্য দেবাইন্দ্র পুরোগমাঃ।
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো ভীতা বাতাহত ঘনাইব॥ ৩২

এবম্প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে অতিশয় ভীত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক উদ্ধত মেঘাবলির ন্যায় দিক বিদিক্ অবলোকনের সাবকাস না পাইয়া সর্ব্ব-দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ৩২

ততঃ ক্রুদ্ধ্য স তেজস্বী নারাচেনাচ্ছিনদ্ধনুঃ।
মুষ্টিদেশে মর্ষণস্য ক্রুদ্ধঃ সোঽন্যৎ সমাদদে॥ ৩৩

অনন্তর মহাক্রোধে জাজ্বল্যমান সেই তেজস্বী কার্ত্তিকেয় সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা মুষ্টি-দেশে মর্ষণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তাহাতে ক্রোধিত হইয়া দানবেন্দ্র চক্ষুর নিমিষার্দ্ধে পুনর্ব্বার অন্য ধনু ধারণ করিল ॥ ৩৩

বিস্ফার্য্য স ধনুর্ঘোরং তোমরেণ ছিন্নদ্ধনুঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো হত্বা বাজিনো রথ সারথেঃ।
উচ্চকর্ত্ত্ব ক্ষুরপ্রেণ শিরঃ কুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪

মহাদর্পে দানবেন্দ্র ঘোর শব্দে ধনুষ্টঙ্কার করত তোমরাস্ত্র দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের ধনুকে-ছেদন করিল এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র চতুষ্টয়ে রথাশ্বকে নিহত করিল, আর ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা কুণ্ডল মণ্ডিত সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতলে নিপাতন করিল ॥ ৩৪

আগ্নেয়েন রথং দিব্যং স্কন্দস্য ব্যদহৎক্ষণাৎ।
ময়ূরঃ জর্জ্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চকার সঃ ॥ ৩৫

ক্ষণমাত্রে মহাসুর মর্ষণ কার্ত্তিকেয়ের মনোহর রথকে অগ্নিবাণে ভস্মসাৎ করিল এবং ধ্বজোপরি ময়ূরকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা একেবারে জর্জ্জরীভূত করিয়া তুলিল ॥ ৩৫

শক্তিং চিক্ষেপ স্কন্দায় শত সূর্য্য সমপ্রভাম্।
তয়া প্রদলিত প্রাণঃ ক্ষণং মূর্চ্ছা মবাপসঃ ॥ ৩৬

শত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এক শক্তি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি দানবেন্দ্র নিঃক্ষেপ করিয়া সেই মহাশক্তিতে আপীড়িত প্রাণ শঙ্করসুত ক্ষণকালমাত্রে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৬

সংপ্রাপ্য চেতনামন্যদাদত্ত কম্মুকং মহৎ।
যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং বিস্ফার্য্য সমবাকিরৎ ॥ ৩৭

ক্ষণকালান্তরে সংজ্ঞালাভ করত কার্ত্তিকেয় পুনর্ব্বার অন্য এক মহাধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহাকে পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু প্রদান করিয়াছিলেন সেই ধনু আকর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত মহাবেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শরৌঘৈ মর্ষণং ভূয়ো ব্যচ্ছাদয়দমর্ষণঃ।
রুক্ম পুংখৈঃ শিলাধৌতৈরাকর্ণাকর্ষিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৮

মহাবর্বী কার্ত্তিকেয় জাতক্রোধে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুঃ সন্ধিত স্বর্ণপাখা বিশিষ্ট শিলা-শাণিত তীক্ষ্ণশর নিকর দ্বারা পুনর্ব্বার দানবেন্দ্র মর্ষণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগি-লেন ॥ ৩৮

মুষ্টিদেশে দ্বাদশভি রাচ্ছিনজ্জ্যাং সমর্ষণঃ।
স্কন্দক্রুদ্ধো গৃহীচ্চক্রং পত্রাবর্ত্ত মুরুপ্রভম্ ॥ ৩৯

মহাক্রোধে মর্ষণবীর দ্বাদশ শরদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের করস্থিত ধনুকের মুষ্টিদেশে জ্যা-

ছেদন করিল, অনন্তর মহাবীর কার্ত্তিকের মহাপ্রভাযুক্ত শতাবর্ত্ত এক মহৎ চক্র ধারণ করিলেন ॥ ৩৯

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং তত্যাজঃ শম্ভুজঃ ক্ষণাৎ।
আয়াতং চক্রমালোক্যং রথা দবরুরোহ স।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তদগচ্ছ দ্বিয়াহসা ॥ ৪০

মহাসেন শম্ভুসুত সেই চক্রকে এক শত বার ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া ক্ষণমাত্রে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। আগত সে মহাচক্রকে দর্শণ করিয়া দানবেশ্বর রথ হইতে ভূমিতলে অবতারণ পূর্ব্বক ভূমিগতশিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন, তখন তাহাকে নতশিরা দেখিয়া সেই চক্র ঊর্দ্ধদেশে আকাশ পথে চলিয়া গেল ॥ ৪০

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা পাবকিঃ পাবকোপমঃ।
শতচন্দ্রং শতাবৃত্তং শততারং শতাক্ষিমৎ।
চর্ম্মাসিক্ত সজগ্রাহ বেগাদগচ্ছন্ বিহায় সা ॥ ৪১

অনন্তর পাবক-পুত্র পাবক তুল্য মহাতেজস্বী শত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি শততার যুক্ত ঘণ্টা বিশিষ্ট, একশত আবর্ত্তন, শত লোচনযুক্ত চর্ম্ম ও তীক্ষ্ণধার এক খড়্গধারণ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিবেগে গমন করিলেন ॥ ৪১

হন্তুকাম শিরস্তত্র সোচ্ছিনদসিচর্ম্মণী।
বৎসদন্তৈ রুক্মপুংখৈ রাশীবিব সমপ্রভৈঃ ॥ ৪২

মর্দ্দণের মস্তক ছেদনাভিলাষে অসি চর্ম্মধারি শিবসুত গমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মর্দ্দণ বিষধর সমপ্রভ-স্বর্ণপক্ষ বিশিষ্ট বৎস দন্তবাণ দ্বারা তাঁহার সেই খড়্গ চর্ম্মদ্বয় ছেদন করত ভূতলে পতিত করিলেন ॥ ৪১

ততস্তু কৃত্তিকাপুত্রঃ প্রাহসন্নবলীলয়া।
তোমরণে ধনুশ্ছিত্বা সারথিং তুরগান্ রথম্ ॥ ৪৩

অনন্তর মহাসেন কৃত্তিকাসুত কার্ত্তিকেয় ঈষৎ হাস্য করত তোমরাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে মর্দ্দণের করস্থিত ধনুচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার রথ যোজিত-অশ্ব সকলকে এবং সারথির সহিত রথকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

সন্নাহং রত্ন মাণিক্য কিরীটং তিলশঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ দ্বাদশ শরৈ স্তোমরৈ গাত্ররাজিতৈঃ ॥ ৪৪

মর্দ্দণকে ছিন্নধনু হতাশ্ব হত সারথি এবং বিরথ করত শম্ভুতনয় প্রখর খরশাণিত শরদ্বারা তাহার গাত্রাবরণ কবচ ছেদন করত রত্ন-মাণিক্য নির্ম্মিত মনোহর শিরঃস্থিত মুকুটকে শকুনিপক্ষ শোভিত দ্বাদশ তোমরাস্ত্র দ্বারা তিল তৈল করিয়া কর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৪

শক্তি মায়স রত্নৌঘ ভূষিতাং গন্ধচর্চ্চিতাম্।
অক্ষিপচ্ছম্ভুজো বিঘ্নন্ দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥৪৫

শম্ভুনন্দন সেনানী কার্ত্তিকেয় দিব্যরত্নে পরিশোভিতা সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্তা এক। লৌহসার বিনির্ম্মিতা শক্তি দানবেন্দ্র মর্ষণের হৃদয়ে আঘাত করিলেন ॥ ৪৫

মূর্চ্ছামাপ্য মর্ষণোঽপি ধ্বজ যষ্টিং সমাশ্রিতঃ।
সংজ্ঞামবাপ্য রোষাত্তু জগৃহে সোঽসিধর্ম্মণী ॥ ৪৬

অনিবারিতা সেই শক্তির আঘাতে মর্ষণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া রথের ধ্বজদণ্ডকে সমা-শ্রয় করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া অতিশয় ক্রোধের আহরণ করত অসি চর্ম্ম ধারণ করেন ॥ ৪৬

উৎপ্লুত্য মর্ষণো হন্তুকামঃ শিবসুতং তদা।
বিহায় সা তমালোক্য গচ্ছন্তং পাবকিস্তদা ॥
চিচ্ছেদ শরবর্ষেণ তীব্রেণ সোঽসি চর্ম্মণী ॥ ৪৭

ঐ অসি-চর্ম্মধারণ পূর্ব্বক শিবতনয় কার্ত্তিকেয়কে বিনাশ করিবার অভিলাষে মর্ষণ আকাশে যখন ধাবমান হইল তদ্দৃষ্টে তখন অগ্নি সম্ভব বিশাল সুতীব্র শর বর্ষণ দ্বারা তাহার করস্থিত অসিচর্ম্মকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

ততোঽপি মর্ষণো ভূয়ঃ শক্তিমাগৃহ্য সত্বরঃ।
প্রলয়াগ্নি শিখাকারাং শত সূর্য্য সমপ্রভাম্ ॥ ৪৮

তদনন্তর জাতামর্ষি মর্ষণ এক শত সূর্য্যের সমান দেদীপ্যমানা এবং প্রলয়কালে উত্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় জাজ্বল্যমানা মহাশক্তির করদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয় প্রতি আঘাত করিবার মানসে অতিসত্বর হইল। ৪৮

অমোঘং গন্ধ মাল্যাদ্যৈশ্চর্চ্চিতাং দানবৈঃ সদা।
চিক্ষেপতাং মহাজ্বালাং স্কন্দোরসি স দানবঃ ॥ ৪৯

সেই অমোঘ শক্তি দানবগণ কর্ত্তৃক গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরি পূজিতা মহাজ্বালমালা সমন্বিতা ঐ শক্তি মহারোষে মর্ষণ দানব কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি নিক্ষেপ করিল ॥ ৪৯

পপাতোরসি সা শক্তিঃ স্কন্দস্য পরমাত্মনঃ।
তয়া বিভ্রংসিত জ্ঞানঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫০

ঐ অমোঘা শক্তি পরমাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হৃদয়োপরি পতিত হইল, তদাঘাতে ভিন্ন বক্ষঃস্থল সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত হইয়া পার্ব্বতীপুত্র ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৫০

কালী গৃহীত্বা তং ক্রোড়ে নিনায় শিব সন্নিধৌ।

জীবয়ামাস মন্ত্রেণ স্কন্দং দেবো মহেশ্বরঃ ॥৫১

কার্ত্তিকেয়কে সংগ্রাম স্থলে মৃত দেখিয়া কালিকা দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র প্রভাবে ষড়াননকে পুনর্জ্জীবন দান দিলেন ॥ ৫১

অনন্ত বলমাধায় চোত্থাপয়দনিন্দিতম্।

পিতুঃ সকাশে তস্থৌসঃ আহবায় যযৌ শিবা ॥ ৫২

এবং সেই আনন্দিত পুরুষ কার্ত্তিকেয়কে মহাদেব অপরিমিত বল প্রদান পূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন। দেবসেন গাত্রোত্থান করত পিতার সন্নিধানে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর মহাদেবী কালিকা সংগ্রাম করণার্থে রণসমাজে স্বয়ং গতবতী হইলেন ॥ ৫২

ইন্দ্রাদায়ো লোকপালা অনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ।

দেবকিন্নর গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ রাক্ষসাঃ ॥ ৫৩

রণোন্মুখী হইয়া রণোন্মত্তা কলিকা সংগ্রামাভিমুখে যখন গমন করেন তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণ ও দেব, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসগণ তখন সহস্র সহস্র তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়া চলিলেন ॥ ৫৩

খগাঃসিদ্ধাশ্চারণাশ্চ বিদ্যাধর সভৈরবাঃ।

ডাকিনী যাতুধানাংশ্চ পুতনা-মাতৃকাদিভিঃ ॥ ৫৪

এবং পুণ্যজন যাতুধানাদিগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধাচারগণ, আর বিদ্যাধর ও অসিতাঙ্গাদি মহাভয়ানক ভৈরবগণ, ডাকিনী যোগিনী ও বালঘাতিনী পুতনাদি এবং গৌরী সম্মাদি মাতৃকাগণ ও ব্রাহ্মণী প্রভৃতি দৈবশক্তিগণও তদনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন ॥ ৫৪

ততঃ সা সিংহনাদেন ভীষয়ন্তি জগত্ত্রয়ম্।

হৃষ্টামধু পপৌ কালী ননর্ত্ত সমরে চ সা ॥ ৫৫

অনন্তর কালী সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ দ্বারা ত্রিজগতকে অতি ভয়যুক্ত করিলেন। এবং সমরহর্ষে হর্ষিতমনা কালী কৈরাতক মধুপান করত উন্মত্তারূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

উগ্রচণ্ডাদয়োষ্টৌ চ পপুর্মধু যথেষ্টতঃ।

যোগিন্যঃ কোটিশ স্তত্র ননৃতুর্য়াসবং পপুঃ ॥ ৫৬

উগ্রচণ্ডাদি অষ্টনারিকাগণ যথেচ্ছা পূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মধুপান করিলেন। আর কোটি কোটি যোগিনীগণেরাও আসবপানে প্রমত্তা হইয়া সংগ্রামভূমে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৫৬

রোষণো মর্ষণশ্চৈব রথমাস্থায় সত্বরৌ।

মর্ষণঃ প্রাহরাজানং তিষ্ঠেতি ভ্রাতরং রুষা ॥ ৫৭

অনন্তর রোষণ আর মর্ষণ দুই ভ্রাতা রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থ গমনে অতি সত্বর হইলেন। কিন্তু অতিক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রোষণকে মর্ষণ কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! আপনি স্থির হইয়া অবস্থান করুন আমি একাই এ ক্ষুদ্র সংগ্রাম জয় করিব ॥ ৫৭

তাৎপর্য্য। মর্ষণ এই অভিপ্রায়ে কহিল, যে আপনি মহাধনুর্দ্ধর ত্রৈলোক্যাধিপতি অতএব অবলা স্ত্রীলোকের সহিত আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। এ সংগ্রাম একা আমা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে তাহাতে সংশয় করিবেন না ॥ ৫৭

আভাস্য কবচী খড়্গী শরীরথ বরস্থিতঃ।

বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীত শরাসনঃ ॥ ৫৮

এই বাক্যে রাজসমীপে স্পর্দ্ধা করত মর্ষণ স্ব গাত্রে তনুত্রাণ পরিয়া শর চাপ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক রথবরে আরূঢ় হইয়া গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি ত্রাণ করে আবদ্ধ করিলেন ॥৫৮

দানবা ভয়সংবিগ্না পলায়ন-পরায়ণাঃ।

কালী চিক্ষেপ নারাচং প্রলয়াগ্নি শিখোপমম্ ॥ ৫৯

অত্র সংগ্রামে মহাকোপে কালমহিলা জগদম্বিকা কালী, প্রলয়-সদৃশ বাণ :সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দহ্যমানা দানবীসেনা সকল সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৯

নির্ব্বাপয়ন্মহাস্ত্রেণ পার্জ্জন্যেন স মর্ষণঃ।

তস্মাদক্ষিপদৈশান্যং গান্ধর্ব্বেণ সমর্ষণঃ ॥ ৬০

মহাকালী ক্ষিপ্ত অগ্নি অস্ত্রকে সক্রোধে মহৎ মেঘাস্ত্রদ্বারা মর্ষণ নির্ব্বাপণ করিলেন। তদ্বিঘাত কালী অতি কোপিনী হইয়া ঐশানাস্ত্র সন্ধান করেন। গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা তদস্ত্রকে মর্ষণ নিবারণ করেন ॥ ৬০

পাশুপতং সা চিক্ষেপ শত সূর্য্য সমদ্যুতিম্।

দানবেন্দ্রায় দেবেশী বারুণেন হ্যবারয়ৎ ॥ ৬১

মহাকালী সর্ব্বদেবেশ্বরী, দানবেন্দ্র মর্ষণ-বধেচ্ছায় পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহামর্ষী দানবকুলপতি মর্ষণ সুতীক্ষ্ণ বরুণাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করেন ॥ ৬১

নারায়ণাস্ত্রং মন্ত্রেণ পবিত্রা নগনন্দিনী।

অক্ষিপৎ ত্বরয়া রাজা ররুদ্ধ্য রথসত্তমাৎ ॥ ৬২

নগরাজ হিমালয় তনয়া দেবী কালিকা মন্ত্রপূত করত দানব প্রতি নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ

করিলেন। তদস্ত্র সন্দিগ্ধ দানবরাজ মর্ষণ রথসত্তম হইতে সত্বর ভূমিতলে অবরিত হইলেন॥ ৬২

ননাম পরয়া ভক্ত্যা তজ্জগাম বিহায়সা॥ ৬৩

সম্যক্ ভক্তি সহকারে রাজা দেবী-প্রহিত নারায়ণাস্ত্রকে অবনত শিরা হইয়া প্রণাম করিলেন। তদৃষ্টে রাজার কোন হানি না করিয়া ঐ মহাস্ত্র আকাশপথে চলিয়া গেল॥ ৬৩

ব্রহ্মাস্ত্রঃ শক্তিমূর্দ্ধাভাং দশযোজন বিস্তৃতাম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তদারাজা নিরবাপয়দচ্যুতম্॥ ৬৪

অনন্তর মহাদেবী ব্রহ্মাস্ত্র আর দশযোজন পর্য্যন্ত উর্দ্ধদীপ্তিমতী আকাশসন্নিভা শক্তি এই উভয়াস্ত্রকে এককালে দানবোদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। দানবেন্দ্র মর্ষণ এক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্র ও বিস্তীর্ণা অমোঘা মহাশক্তিকে এককালে নির্ব্বাপণ করিলেন॥ ৬৪

সাচিক্ষেপ মহাশস্ত্রং মন্ত্রেণ দানবোরসি।
মর্ষণোপ্যস্ত্র জালেন নিরবাপয়দচ্যুতম্॥ ৬৫

মন্ত্রপূত করত কালী দানব হৃদয়ে মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মর্ষণ দানব বাণজাল বর্ষণ দ্বারা দেবী প্রহিত সেই অমোঘ মহাস্ত্রকে নিবারণ করেন॥ ৬৫

যোজনায়াম বিস্তারং শূলং দীপ্তাগ্নি সন্নিভম্।
অসিনা শতধা কৃত্বা প্রাহিণোৎ পরমাস্ত্রবিৎ॥ ৬৬

একযোজন দীর্ঘ তদনুরূপ বিস্তীর্ণ প্রজ্বলিত বিধূম অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত এক ভয়ঙ্কর শূল দানবোদ্দেশে কালিকা দেবী নিঃক্ষেপ করিলেন। পরম রণ-পণ্ডিত সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দানব অসির আঘাতে সেই দেবী-প্রহিত শূলকে শতধা করত ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৬৬

পর্ব্বতং পার্ব্বতী তস্মৈ প্রাহিণোদ্দানবায় সা।
ববর্ষ পর্ব্বতৌঘাং স্তদস্ত্রং দানব মূর্দ্ধনি॥ ৬৭

অনন্তর দানবোদ্দেশে পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতী পর্ব্বতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সেই পর্ব্বতাস্ত্র দেবীর কর চ্যুত হইয়া দানবরাজের মস্তকোপরি অনবরত পর্ব্বত বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৬৭

বায়ব্যেন মহাস্ত্রেণ দানবো নাশয়চ্চতং॥ ৬৮

পর্ব্বতাস্ত্র কর্তৃক পর্ব্বত বর্ষণ দ্বারা দানবসৈন্য সকল উপদ্রুত হইতে লাগিল ইহা অবলোকন করিয়া মহাসুর মর্ষণ বায়ু অস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন॥ ৬৮

তপ্তজাম্বুনদ প্রখ্যাং জাম্বুনদ বিভূষিতাম্।
মুখেঽগ্নি লোকপালাশ্চ ফলে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ৬৯।

দানব কর্ত্তৃক পর্ব্বতাস্ত্র কর্ত্তিত হইলে পর হিমশৈলসুতা প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তি মতী এবং কাঞ্চনাভরণ ভূষিতা এক শক্তি ধারণ করিলেন। ঐ শক্তির মুখে অগ্নির এবং লোকপালদিগের অবস্থান আর তাহার ফলাতে অব্যয় নিত্য সত্য বিষ্ণুর অবস্থিতি হয়॥৬৯

মধ্যেঽহঃ পৃষ্ঠত তিষ্ঠন্ ভাস্করা দ্বাদশাত্মকাঃ।
তামাদায়তদা ক্ষেপ্তুংকালী শক্তিময়া স্বরীং॥ ৭০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। বৎস! তন্মধ্যে আমি অবস্থিতি করি আর তৎপৃষ্ঠদেশে দ্বাদশাত্মক সূর্য্যের অবস্থান, সেই সর্ব্বায়সী মহাশক্তি গ্রহণ করত কালী দানব প্রতি নিঃক্ষেপ করণোদ্যতা হইলেন॥ ৭০

বাগুবাচ মহাদেবীং নাদয়ন্তী নভস্থলম্।
নৈতৎ ক্ষেপ্তুং বরারোহে উচিতং দানবোরসি॥ ৭১

ঐ শক্তি পরিত্যাগের অব্যবহিত কালে সমস্ত আকাশমণ্ডলকে গম্ভীর শব্দে প্রতি-নাদিত করত মহাদেবী কালিকার প্রতি এই দৈববাণী হইল। হে বরারোহে! হে শম্ভুদয়িতে কালি! দানব হৃদয়ে তোমার এতৎ শক্তি নিক্ষেপ করা উচিত হয় না॥ ৭১

ইত্যুক্তা বিররামাথ কালী কমললোচনা।
শতলক্ষং দানবানামহনৎ শিববল্লভা॥ ৭২

এই আকাশবাণী শ্রবণ করত কমল-নয়না শিববল্লভা কালী সেই শক্তি নিঃক্ষেপের বিরাম করিয়া দানবদিগের শতলক্ষ সৈন্য হনন করিলেন॥ ৭২

ত্রস্তং জগাম তরসা মর্ষণং শক্রমর্দ্দিনী।
তদাস্যং পুরয়ামাস শরজালৈরনেকধা॥ ৭৩

অনন্তর চণ্ডরূপা মহোগ্রা মূর্ত্তি শক্র মথনী কালী অতি বিস্তীর্ণরূপে মুখ ব্যাদন করত মর্ষণাসুরকে গ্রাস করিতে চলিলেন। তদৃষ্টে মহামর্ষী মর্ষণ অনেক প্রকার বাণজাল বর্ষণ দ্বারা তাঁহার অতি বিস্তার বদনকে পরিপূর্ণ করিলেন॥ ৭৩

পয়োদধিজ মাদায়াক্ষিপদ্রোষ সমন্বিতা।
দিব্যাস্ত্রৈস্তং মহাশঙ্খং শতধা প্রহিণোদ্রুষা॥ ৭৪

মহাকোপ সংযুক্তা কালী জলধিজাত এক বরশঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবেন্দ্র প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। আগত শঙ্খাবলোকনে মহারোষ যুক্ত হইয়া মর্ষণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহাকে শতভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৭৪

পুনর্গ্রস্তং মহাদেবী তরসা তমধাবত।
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ ববৃধে বৈষ্ণবোত্তমঃ॥ ৭৫

মহাকালী অতিবেগে তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রাস করিতে যখন উন্মত্তা হইয়া ধাবমানা হইলেন। তদ্দৃষ্টে সর্ব্বযোগ সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব ঐ দানবোত্তম অতি বিপুলতর আত্ম-শরীরকে তখন বাড়াইতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীমান্ মর্ষণ কালীর গ্রহনাযোগ্য অতিশয় বর্দ্ধমান শরীরাপন্ন হইলেন॥ ৭৫

গৃহীত্বা তং ভুজাভ্যাং সা কোপেন দ্বিগুণাকৃতা।
বভঞ্জত রথং তস্য তুরগান্ সহসারথিম্॥ ৭৬

পরম ভীষণা সেই মহাকালী দ্বিগুণ কোপান্বিতা হইয়া দানবকে বাহুদ্বয়ে আকৃষ্ট করত সুদৃঢ় পদাঘাতে সতুরঙ্গ সারথির সহ তাহার রথকে ভঙ্গ করিয়া চূর্ণীকৃত করিলেন॥ ৭৬

পার্ষ্ণিগ্রাহান্ বরারোহান্ সাপ্রৈষীদ্যমভ্যবে তদা।
অচিক্ষিপন্মহাশূলং প্রলয়াগ্নি শিখোপমম্॥ ৭৭

অনন্তর মহাকালী দানবের পার্শ্বরক্ষক সেনাগণকে সহসা যমরাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এবং প্রলয়াগ্নি শিখার ন্যায় অতি জাজ্বল্যমান এক মহাশূল দানব প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন॥ ৭৭

দানবেন্দ্র স্ততঃক্রুদ্ধো নৈষীৎ ক্ষয় চমূং যদা।
মুষ্ট্যাজগ্রাহ কেশেষু মাল্যবর্ত্তস্য কোপিতা॥ ৭৮

মহাপ্রচণ্ড-পরাক্রমশালী দানবপতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ শূলকে নিষ্প্রভ করিয়া নিপাতিত করিলেন, তখন মহৎ কোপপরীতাঙ্গী হইয়া চণ্ডরূপী কালী মুষ্টি দ্বারা মাল্যের ন্যায় তাঁহার কেশপাশকে গ্রহণ করিলেন॥ ৭৮

অবভ্রমত্তদা দৈত্যং গতচেতনমাশু তং।
অচিক্ষিপত্তং তরসা নগান্নগমিবাশনিঃ॥ ৭৯

কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে গগনান্তরালে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দৈত্যপতি তদ্ভ্রমণে একেবারে চৈতন্যশূন্য হইল। সেই গতচৈতন্য দানবকে সত্বর দেবী পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না, ক্রমে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পতিত হইতে লাগিল, বজ্রস্পর্শে যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ হয় তদ্রূপ তাহার বজ্রাঙ্গস্পর্শে পর্ব্বত সকল বিচূর্ণিত হইতে লাগিল॥ ৭৯

মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
ক্ষণং বিশ্রাম্য দৈত্যেন্দ্র সংজ্ঞামাপ্যস সত্বরঃ॥ ৮০

অনন্তর দৈত্যপতি ধূলি ধূসরিতাঙ্গ সংজ্ঞা রহিত মূর্চ্ছিত প্রায় ভূমিতলে পতিত হইল! ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া পরে চৈতন্যলাভ করত পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে সত্বর হইয়া আগমন করিল ॥ ৮০

ত্বরস্বী কোপনোপচ্ছন্নভঃ কশ্মলমোহিতঃ।
সাগচ্ছত্তরসা দেবী বাহু যুদ্ধং তদা করোৎ ॥ ৮১

মহাকোপন অতি ত্বরস্বী মর্ষণ অতিশয় কোপে মূর্চ্ছিত হইয়া অতিবেগে আকাশ-পথে আগমন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে মহাদেবীও অতি সত্বরা হইয়া তখন তাহার সহিত শূন্যে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৮১

তেনসার্দ্ধমহোরাত্রং ননামতেন সা পুনঃ।
নাস্ত্রং মুমোচ তস্যৈ স মাতৃবুদ্ধ্যা চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৮২

মহাদেবী কালিকা মর্ষণের সহিত পুনঃ পুনঃ অহোরাত্র ব্যাপিয়া বাহুযুদ্ধ করিলেন। মহাবৈষ্ণব দানবপতি মর্ষণ ভগবতীর প্রতি আর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। মাতৃজ্ঞানে তাঁহাকে নতশিরা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ৮২

গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
ঊর্দ্ধে চ প্রেরয়ামাস পুনঃ সোব্যপতদ্ভুবি ॥ ৮৩

অনন্তর মহাদেবী কালিকা দনুতনয় মর্ষণকে গ্রহণ করতঃ বারবার ভ্রাম্যবান করিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সেই দানবপতি শ্রান্ত না হইয়া পুনরপি ভূমিতলে নিপতিত হইল ॥ ৮৩

তরসা স সমুত্তস্থৌ দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রণিপত্য মহাকালী মারুরোহ মহারথম্ ॥ ৮৪

মহাপ্রতাপশালী দানবরাজ অতিবেগে ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করত মহাকালীকে প্রণিপাত করণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় মহারথে আরোহণ করিল ॥ ৮৪

নমমার যদা দৈত্য স্তত্তশ্চিন্তা পরাভবৎ।
সর্ব্বমাখ্যাপয়ামাস বৃত্তঃ দেবী মহেশ্বরে ॥ ৮৫

মহাকালী দৈত্য নিধনার্থ বিবিধোপায় করিলেন কিন্তু কিছুতেই যখন দানবেন্দ্র মৃত্যুপথে গমন না করিল, তখন অতিশয় চিন্তাযুক্তা হইলেন। অনন্তর সংগ্রামা বহার করত সত্বর শিব সন্নিধানে গমন করত সমস্ত সংগ্রাম বিবরণ ব্যক্ত করিয়া মহাদেবকে কহিলেন ॥ ৮৫

তৎশ্রুত্বা তস্য বৃত্তান্তং সোহাপচিন্তাপরঃ শিবঃ।
সস্মার রাধাং মনসা রক্ষোঽস্মানিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৬

ভগবতী কলিকার মুখে দানবপতির সম্যক্ বিবরণ শ্রবণ করত দেব দেব মহাদেব সদাশিবও অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। অনন্তর ভক্তি সহকারে মানসে শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! হে হৃষীকেশ মহিলে! রাধে আমরা অত্যন্ত বিপদার্ণবে পতিত হইয়াছি, আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৮৬

ততঃখস্থা মহামায়া চিদ্রূপা পরমোত্তমা।
আজ্ঞায়া চিন্তিতং তস্য বধার্থং দৈত্যয়োস্তদা॥ ৮৭

অনন্তর চৈতন্যরূপিণী মহামায়া রাধিকা আকাশমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়া মর্ষণাসুর বিনাশার্থ মহাদেবকে পরম চিন্তিত দেখিলেন। ঐ দৈত্যদ্বয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভয়ানক রূপ হয়॥ ৮৭

অজেয়য়োঃ সুরৈরন্যৈ র্বৈষ্ণবোত্তময়ো স্তথা।
শতচন্দ্রং শতাবর্ত্তং সহস্রারং শতাক্ষিমৎ॥ ৮৮

উভয় দানব! বৈষ্ণবোত্তম, অন্য দেবগণ কর্ত্তৃক অজেয়, তাহাদিগের বধার্থে মহাদেবী স্বীয় দয়িতাস্ত্র সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। ঐ অস্ত্র কিন্তূত? না শত চন্দ্র সমান দ্যুতিমান, একশত আবর্ত্তনে তেজস্বী হয়, সহস্র ধারাযুক্ত, একশত চক্ষু বিভুষিত॥ ৮৮

কামগং কামহং কাম কামোঘং পরমোল্বণম্।
দৈত্যান্ত করণং নাম চক্রং দেবগণার্চ্চিতম্॥ ৮৯

কামগামী ঐ অস্ত্রবর চক্র ইচ্ছামত গমন করেন, পরাভিলাষ নামক, কামনানুরূপ কর্ম্মসাধক, অমোঘ, পরম উগ্র তেজোযুক্ত, সমস্ত দৈত্য-দানব সংহারক ও সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রপূজিত হয়েন॥ ৮৯

জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ কোটি সূর্য্যসমপ্রভম্।
সস্মার মনসা দেবী নির্ম্মিতং চক্রিণা ততঃ॥ ৯০

কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং সম্যক্ তেজো দ্বারা জাজ্বল্যমান, অতি ভয়ানক রূপ, চক্রধর নারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, সেই পরম প্রিয়াস্ত্রকে তৎকালে দেবী স্মরণ করিলেন॥ ৯০

তস্যা চিন্তিতমাজ্ঞায় প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
কিং করোমীতি তাং দেবীমুবাচ নতকন্ধরঃ॥ ৯১
তদাশ্রুত্য বচস্তস্য দেব্যবভাষত সাদরম্।
বৎসাব দেবান্ দৈত্যাভ্যাং ভবব্রহ্ম পুরোগমান্॥ ৯২

শ্রীরাধিকা স্মরণ করিবামাত্র সুদর্শনাস্ত্র মূর্ত্তিমান রূপে কৃতাঞ্জলি

তৎসমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক সাতিশয় বিনয় সহকারে দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ! কি কারণে আহ্বান করিলেন? আমায় কি করিতে হইবে? তাহা আজ্ঞা করুন। চক্রবরের এতদ্বাক্য আকর্ণন করত মহাদেবী আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ উভয় দানব কর্ত্তৃক পরমার্দ্দিত হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণকে তুমি অদ্য রক্ষা কর॥ ৯১—৯২

ত্বং বিনা নাস্তি দেবানাং ত্রাতা কশ্চিৎ সুরারিহন্।
সাদনং সর্ব্ব দুর্গানাং শূলনাশন আরুষঃ॥
ত্রৈলোক্য স্বৌজসা দগ্ধুং শক্তস্ত্বং নান্যথা কচিৎ॥ ৯৩

হে সুর শত্রুনাশন! তোমা ব্যতিরেকে দেবতাদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই, তুমি সমস্ত দুর্গনাশন, সম্যক্ বেদনাপহারক এবং সমস্ত আর্ত্তিবিনাশক হও। তুমি স্বকীয় তেজো দ্বারা ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ, ইহার অন্যথা নাই॥ ৯৩

নারায়ণ্যাঃ সমাকর্ণ্য বচশ্চক্রং তদাত্মনা।
আত্মানং বর্দ্ধয়ামাস সম্বর্ত্তক সমং মুনে॥ ৯৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মুনে! তখন পরমা শক্তি নারায়ণীর বদনকমল বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করত চক্রাস্ত্ররাজ সুদর্শন আপনি আপনার কলেবরকে সেইরূপ বর্দ্ধমান করিলেন যেমন প্রলয়কালে সম্বর্ত্তকনামা হুতাশন বৃদ্ধি হইয়া থাকেন॥ ৯৪

ধরাচচাল বেগেন চুক্ষুভুঃ সাগরা স্তথা।
হাহাকারমভূৎ সর্ব্বং জগৎ সসুরমানুষম্॥ ৯৫

চক্রবেগে ধরণী টলটলায়িতা হইলেন, সমস্ত সাগর সংক্ষুব্ধ হইল, এবং নরও দেবগণের সহ সমস্ত জগৎ হাহাকার শব্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ অকালে প্রলয় হইল বলিয়া সকলে ভয়াকুল হইলেন॥ ৯৫

তচ্চক্রং স্বৌজসা ব্যাপ্য ধরাখং রোদসীদিশম্।
তৎসকাশঃ ততোগত্বা তচ্চক্রঃ দৈত্যসূদনঃ॥ ৯৬

দৈত্যবিনাশন সেই মহাস্ত্র সুদর্শনচক্র স্বীয় তেজোদ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দশদিক ব্যাপ্তময় হইয়া মহাবেগে দানবপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ৯৬

সরথৌ সধ্বজৌ সাশ্ব সূত পার্ষ্ণিগ্রহৌ ক্ষণাৎ।
অদহচ্চক্রমগমৎ দেব্যাং পার্শ্বং সুরারিহা॥ ৯৭

দানবপতিদ্বয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ঐ দৈত্যবিনাশন মহাস্ত্র রথ ধ্বজ সারথি ও পার্ষ্ণিগ্রহ সহিত ক্ষণমাত্রে রোষণ ও মর্ষণকে দগ্ধ করত পুনর্ব্বার মহাদেবী রাধিকার নিকটে আগমন করিল॥ ৯৭

ততোদেবা স গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস ভৈরবাঃ।
বিদ্যাধরপ্সরঃ সিদ্ধাঃ পিশাচোরগ কিন্নরাঃ ॥ ৯৮

অনন্তর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বাপ্সর যক্ষ রাক্ষস ভৈরবগণ, সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ এবং কিং পুরুষ পিশাচ-উরগণ সকলে সুস্থমনা হইলেন ॥ ৯৮

জগুর্ননৃতু রাজন্যু র্বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
ঋষয়স্তুষ্টু বু শৈচনাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৯৯

মহানন্দ মনে সকলে গীত গাহিতে লাগিলেন। আর মহামহোৎসব সূচক নৃত্য করত সহস্র সহস্র বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণে হর্ষযুক্ত চিত্তে মহাদেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে দেবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৯৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রোষণ-
মর্ষণবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রোষণ ও মর্ষণনামে অসুরদ্বয় বধে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

ধুন্ধুমার নামক রাক্ষস বধ।

ব্রহ্মোবাচ।—তয়োঃ কায়ঃ বরাভ্যঙ্ক চক্রেণ দহ্যমানয়োঃ।
উত্থিতৌ পুরুষবরৌ শঙ্খ চক্রাব্জ পাণিনৌ ॥ ১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। বৎস! রোষণ ও মর্ষণ এই উভয় দানবের দেহ চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে পর তৎক্ষণাৎ সেই দগ্ধ শরীরদ্বয় হইতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষদ্বয় উত্থিত হইলেন ॥ ১

দিব্যমাল্যাম্বর ধরৌ স্রগ্বিনৌ মৃষ্টকুণ্ডলৌ।
স্বভাসা ভাসন্তৌ তৌ ধরাং খং রোদসীদিশম্ ॥ ২

ঐ উভয় পুরুষ দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র পরিধারী, দিব্য মৌক্তিক মালা মণ্ডিত, পরিমার্জ্জিত রত্নকুণ্ডলে শোভিত শ্রুতিমণ্ডলদ্বয়, তাহাদিগের শরীরের দীপ্তিতে ধরামণ্ডল গগনান্তরাল ও দশদিক্ সাতিশয় উদ্দীপ্ত হইল ॥ ২

দেবকন্যা করবরোদ্ধৃত চামর বীজিতৌ।
কৃষ্ণস্য পার্ষদং শ্রেষ্ঠৌ সেবিতৌ বৈষ্ণবোত্তমৌ ॥ ৩

দেবকন্যাগণের করকমলবর ধৃত উদ্ধৃত শ্বেত চামর সমীরণ দ্বারা উপবীজিত। শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণের মধ্যে উহারা অতি শ্রেষ্ঠ, ভাগবতগণ কর্তৃক পরিসেবিত বৈষ্ণবোত্তম হয়েন ॥ ৩

রথাদবপ্লুত্য মুদান্বিতৌ বরৌ বিয়ৎস্থ নারায়ণ পূজ্যপাদৌ।
প্রণম্যমূর্দ্ধা পরভক্তি যন্ত্রিতৌ সমর্হতা মর্হণ পুষ্পরঞ্জিতৌ ॥ ৪

বৈকুণ্ঠাগত আকাশস্থিত রত্নময় দিব্যরথস্থ থাকিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুই ভ্রাতায় সর্ব্বার্চ্চনীয় ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পরিপূজিত মহাদেবী রাধিকার পরম শোভিত চরণ কমলদ্বয়ে পরম ভক্তিসহকারে হর্ষযুক্ত শরীরে ভূমিগত শিরা হইয়া প্রণিপাত করিলেন ॥ ৪

দৃষ্টা পরাৎপরাং দেবীং চিদ্রূপাং বিশ্বমোহিনী।
পতিতৌ চরণোপান্তে ভক্ত্যা প্রণত কন্ধরৌ ॥ ৫

অনন্তর জ্ঞানস্বরূপা পরাৎপরা বিশ্বমোহিনী পরমা দেবী রাধিকাকে অবলোকন করত ভক্তিভরে অবনত মস্তকে উভয়ে শ্রীমতীর চরণান্তিকে পতিত হইয়া স্তুতি-বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫

মর্ষণ উবাচ।—মাতস্তৎ পাদপাথোজান্দ্বাসবপিপাসয়া।
মন্মূর্দ্ধ ভ্রমরোধ্যাস্তাং পাদয়োস্তে পরাবরে ॥ ৬

হে পরাবরে! হে মাতঃ! তব পাদপদ্মযুগল গলিত মোক্ষ মকরন্দ পিপাসায় আমাদিগের এই মস্তকদ্বয় নিরত ভ্রমররূপে অবস্থান করিতেছে, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ কৈবল্যরূপা হও ॥ ৬

তৎপ্রসাদাদ্বিমুক্তৌ স্ম ঘোরা ত্বৎ শাপ বহ্নিতঃ।
গন্তুমিচ্ছাব হে দেবি মামনুজ্ঞাতু মর্হত্তি ॥ ৭

হে অম্ব! হে জননি! ঘোরতর তব শাপাগ্নিতে দন্দহ্যমান হইয়া এতদিনের পরে তোমার প্রসাদে আমরা শাপাগ্নি হইতে পরিমুক্ত হইলাম। হে করুণাময়ি! আমরা পূর্ব্বে তোমা কর্তৃক, পরিশাপিত হইয়া ইদানীং তোমা কর্তৃকই পরিমোচিত হইলাম। অনন্তর বিশেষ ভক্তিসহকারে দুই ভ্রাতায় মহাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে দেবি! এক্ষণে আমরা স্বধামে গমন করিতে বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া আপনি অনুমতি প্রদান করুন। অর্থাৎ শুদ্ধ তোমার ইচ্ছাধীন জীবের শুভাশুভ-ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৭

ইত্যুক্ত্বা তৌ পরিক্রম্য পাদৌ সংবন্দ্যা ভক্তিতঃ।
যানশ্রেষ্ঠং সমারুহ্য যযতুঃ স্বং নিকেতম্॥ ৮

এই কথা বলিয়া শ্রীরাধার আজ্ঞানুসারে দুইজনে ভক্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরীর পাদ-পদ্মদ্বয়ে প্রণাম করিয়া রথবরোত্তম আরোহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন॥ ৮

অঙ্গিরা উবাচ।—কোহেতুরস্য শাপস্য কারণং নৈববিদ্মহে।
তং সংশয় নিবদ্ধান্নো মোচয়তং বচোসিনা॥ ৯

রোষণ ও মর্ষণ এই উভয় দানবের পরিমোচন প্রসঙ্গ শ্রবণে অঙ্গিরা ঋষি পরম বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জগদ্ধাতা প্রতি প্রশ্ন করিলেন। হে জগৎ পিতঃ! দানবদ্বয়ের এই শাপের হেতু কি? আমরা ইহা না জানিয়া অতিশয় সংশয়জালে আবদ্ধ হইলাম। আপনি কৃপা প্রকাশে বাক্যাসি দ্বারা "সেই শাপ করণ কহিয়া" সংশয় বন্ধন ছেদন করত আমাদিগকে পরিমুক্ত করুন্॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।—একদা গঙ্গয়া রেমে কৃষ্ণোভীরু প্রিয়োমুনে।
রাধায়াশ্চৈব বাণ্যাশ্চ নির্জ্জনে নগ মূর্দ্ধনি॥ ১০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে পুত্র! কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে লইয়া নির্জ্জন স্থান গিরিবর গন্ধমাদনের শৃঙ্গে গিয়া তাহার সহিত রমণে সংবতমনা হইলেন॥ ১০

রমমাণৌ নয়ৎকালং বর্ষাণি দশসপ্ত চ।
মার্গমাণা বরারোহা রাধা কৃষ্ণং নকুত্রচিৎ।
অদ্রাক্ষীম্মহতা যত্নেনাবিষ্টা ত্রিদশালয়ে॥ ১১

গঙ্গার সহিত রমমাণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সপ্তদশ বৎসর কাল অবসান হয়, এতাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া বরারোহা শ্রীরাধিকা ব্যগ্রধী হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক্ যত্ন দ্বারা অন্বেষণ করত কুত্রাপি তাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইলেন না॥ ১১

ক্বগতো মামপহায় ইতি চিন্তা পরাভবৎ।
ততোজ্ঞাসী ব্রহস্থংতং গন্ধমাদন সানুস্থ।
রমমাণং নগজয়া কৃষ্ণাগচ্ছত্তদন্তিকম্॥ ১২

শ্রীরাধিকা যখন মানসোদ্দিষ্ট কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না তখন তদ্বিরহে সন্দিগ্ধ চিন্তা ও অত্যন্তরূপ গাঢ় চিন্তাতে আপন্ন হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন। হা! উপায় কি? শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন

করিলেন? এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঐশ্বরযোগে বিজ্ঞাত হইলেন যে, সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতের কন্দরে নির্জ্জনবনরাজি মধ্যে গিরিকন্যা গঙ্গার সহিত সুরতে সুরত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তদনুচিন্তায় চিন্ত্যমানা শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জাতরোষে সহসা কৃষ্ণান্তিকে গমন করিলেন ॥ ১২

সানুদ্বারি বেত্রপাণি পুরুষৌ তাবপশ্যতঃ।
কৃষ্ণ বেশধরৌ দেবীস্রগ্বিনৌ পীতবাসসৌ ॥ ১৩

মহাদেবী শ্রীরাধা পর্ব্বতসানু সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সম বেশধারী বনমালা মণ্ডিত পীতবস্ত্র পরিধান পুরুষদ্বয় বেত্রপাণি হইয়া গুহাদ্বার রক্ষা করিতেছে ॥ ১৩

তাবীক্ষ্যোবাচ সংত্রস্তা দহন্তীব রুষান্বিতা।
অস্তীতি কৃষ্ণো রহসি গুহায়ামত্রনোবদ ॥ ১৪

শ্রীরাধিকা সন্ত্রস্ত মনে সেই বেত্রপাণি দ্বারপালদ্বয়কে অবলোকন করত অতিশয় ক্রোধে সন্দগ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রে পুরুষোদ্বয়! তোমরা আমাকে স্বরূপ কহিবে এই নির্জ্জন সুরম্য গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি? তা আমাকে সত্য বল ॥ ১৪

নেনিত্তা বুচতু স্তাঞ্চ তৎশ্রুত্বা মন্যুরিবিশৎ।
সাম্বভ্যন্ত রগাত্তত্রাপশ্যদগঙ্গাঞ্চ কেশবঃ ॥ ১৫

শ্রীরাধার বাক্যাবগত হইয়া তাঁহার ত্রাসযুক্ত হইয়া বারাংবার কহিলেন্। মাতঃ! এখানে শ্রীকৃষ্ণ নাই। এই মৃষাবাক্য শ্রবণে স্বচ্ছিত্তে সহসা ক্রোধোপস্থিত হইল। সেই ক্রোধভরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করত গঙ্গাসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণকে রমণোৎসুক অবলোকন করিলেন ॥ ১৫

তামবীক্ষ্য রুষাবিষ্টাং ভয়াদন্তর্দ্দধেহচ্যুতঃ।
সানুং ভিত্বা সরিৎ শ্রেষ্ঠা যযৌ বেগবতী তদা ॥ ১৬

অতিশয় কোপপূরীতাঙ্গী শ্রীরাধাকে অবলোকন করত সাতিশয় ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হত হইলেন। আর নদীশ্রেষ্ঠা শৈলতনয়া গঙ্গা রাধাভয়ে তখনি ঐ পর্ব্বতগুহা বিদীর্ণ করিয়া অতিবেগে পলায়ন করিলেন ॥ ১৬

রুষাবিষ্টা চ সারাধা শশাপ বেত্রপাণিনৌ।
ধরণ্যাং ধরণীশানৌ মৃষাবাদ প্রলাপতঃ ॥
জায়েতাং দানবৌ ঘোরাবজেয়ৌ দেবদানবৈঃ ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান এবং গঙ্গা নদীরূপে পলায়ন করিলে পর মহারোষযুক্তা

শ্রীরাধিকা গুহাদ্বারে সমাগতা হইয়া সেই বেত্রপাণি দ্বারপালকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। রে রে দুর্বৃত্ত পুরুষেরা! কৃষ্ণ এ স্থানে নাই এই মিথ্যা বাক্য বারংবার প্রয়োগ জন্য তোমরা মৎশাপে পৃথিবীতলে গমন করত দানববংশে জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু সর্ব্বলোক জয় করিয়া রাজ-রাজেশ্বর হইবে। অতি ঘোরতর দানবরূপে দেব দানব কর্ত্তৃক অজেয় হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না॥ ১৭

যক্ষ কিংপুরুষৈঃ সিদ্ধৈ ঋষিদৈত্যৈয় পন্নগৈঃ।
পিশাচ খগ কুষ্মাণ্ড গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ॥ ১৮

এবং যক্ষ কিংপুরুষ ও সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, পন্নগগণ, আর গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সুপর্ণ, বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম রাক্ষসাদি পিশাচগণ কর্ত্তৃক অজেয় হইবে॥ ১৮

অজেয়ৌ সত্ব সম্পন্নৌ নারায়ণ-পরায়ণৌ।
সর্ব্বাস্ত্রকোবিদৌ শূরৌ দর্পিতৌ যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
ময়ৈব মোক্ষিতৌ ভূয়ো মৎপদং প্রাপ্স্যথোচিরাৎ॥ ১৯

আর মহাবল পরাক্রান্ত, অতি শূর সংগ্রাম দুর্ম্মদ মহাদর্পে দর্পিত হইবে এবং সমস্ত অস্ত্রবিৎ সমরপণ্ডিত সর্ব্বজীবের অজেয় হইবে। পুনর্ব্বার আমা কর্ত্তৃক কালে মোক্ষিত অর্থাৎ মম হস্ত চ্যুত অস্ত্র তেজে দগ্ধ হইয়া অচিরকাল মধ্যে মৎপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে॥ ১০

ইত্যুক্তা বাস্প সংপূর্ণ নয়নে পরিমৃজ্যসা।
প্রিয়াৎ প্রিয়তমৌবাচ মাদদে কশ্মলান্বিতা॥ ২০

প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম-দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া মহামোহে আবিষ্টচিত্তা হইয়া শ্রীরাধার অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল হইতে বাষ্পরাশি পতিত হইতে লাগিল, তাহা মার্জ্জন করত অনন্তর তাহাদিগকে স্নেহগর্ভ বাক্যে কহিলেন॥ ২০

শ্রীরাধিকোবাচ।—দণ্ড্যেষু দণ্ডো নময়া বিধেয়ঃ সংবিধীয়তে।
তদা ন দুর্হৃদঃ পাপাঃ শমং যান্তি কদাচন॥ ২১

শ্রীরাধিকা কহিলেন,—হে বৎসগণ! আমি দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড বিধান না করিয়া অদণ্ড্যের দণ্ড করিলাম, তাহাতে সেই দুর্বৃত্তজনের অপরাধের সমতা কিছুমাত্র হইল না। অর্থাৎ আমার অসৌহার্দ্দ্যের প্রতিফল সে ব্যক্তি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিল না॥ ২১

নকার্য্যং কশ্মলং ভূয়ো ভবদ্ভ্যাং মৎপুরেবরৌ॥ ২২

হে বৎসদ্বয়! তোমরা আমার পুরদ্বারপাল-শ্রেষ্ঠ, মৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ বলিয়া পুনর্ব্বার তজ্জন্য কোন দুঃখ করিও না॥ ২২

ইত্যুক্তা বাস্প সংপূর্ণ নয়নান্তরয়া মুনে।
অভিবাদ্যাভি বাদ্যৌ তৎপাদ পাথরুহৌ চ তৌ ॥ ২৩

হে মুনে! বাস্প জল পরিপূর্ণ নয়নান্তরা শ্রীরাধা এই সস্নেহ বাক্য কহিলে পর ঐ দ্বারপালদ্বয় প্রফুল্ল সরসীরুহ সদৃশ অভিবাদনীয় তৎ পাদপদ্ম যুগলে অভিবাদন করিলেন ॥ ২৩

রোষণ মর্ষণের রাজ্যবর্ণন

নিঃশ্বসন সতুরুঞ্চ দীর্ঘঞ্চ পার্শ্বদাম্বরৌ।
ততোজাতৌ মহাসত্বৌ সর্ব্বাস্ত্র বিদূষাং বরৌ ॥ ২৪

দেবী বাক্য শ্রবণে ভগবৎ পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, দৌবারিকদ্বয় অতি উষ্ণ ও সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোলোক হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং মহাবলবন্ত ও সর্ব্বাস্ত্রবিৎ সংগ্রাম কুশল হইলেন। অর্থাৎ যুদ্ধশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত হইলেন ॥ ২৪

সুত্রামানং হুতভুজং সমবর্ত্তিন মেব চ।
নৈঋতঞ্চৈবমব্ধীশং মাতরিশ্বান মেব চ ॥ ২৫

ঐ দানবদ্বয় রোষণ আর মর্ষণ সর্ব্বত্র সংগ্রামে জিত হইয়া ইন্দ্রপদ, অগ্নিপদ ও যমপদ, নৈঋতপদ এবং বরুণের ও পবনের পদ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫

যক্ষরাজ মনন্তঞ্চ ঐশানংমাঞ্চ দানবৌ।
মন্মথং বিশ্বকর্ম্মাণং বসুগ্রহ সুরেশ্বরান্।
জিত্বাধিকারান্ স্ববলে রাক্রম্য সমতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬

মহামর্ষী প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দুই দানবপতি স্বীয় বাহু বলে, যক্ষরাজ কুবের ও ঈশান আর আমাকে পরাজয় করিয়া এবং কন্দর্প ও বিশ্বকর্ম্মা ও অষ্টবসু, নবগ্রহ প্রভৃতি অমরেশ্বরগণকে জয় করিয়া তাঁহাদিগের অধিকারকে স্ববশে অধিকৃত করত অবস্থিত হইল। অর্থাৎ একবারে দেবগণকে নিরাকৃতি করিয়া সেই সেই পদের কার্য্য সম্পাদক রূপে এক এক জন দানবকে নিযুক্ত করিল ॥ ২৬

তাভ্যাং বিনির্জ্জিতা দেবা ভবং শরণমযযুঃ।
ভবোঽপি সমরং চক্রে তাভ্যাং ঘোরতরোল্বণম ॥ ২৭

ঐ দুই দানব কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণেরা স্বপদ ভ্রষ্ট কষ্টদশাপন্ন হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবও দেবকার্য্য সাধনার্থে তাহাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর রূপ ঘোরতর সংগ্রাম করেন ॥ ২৭

ভবমাবদ্ধ্য তরসা সাংপেন যুদ্ধ দুর্ম্মদৌ।
স্বপুরং প্রাপ্যতাং ক্ষিপ্রং ভবেন শূলিনাম্বরৌ ॥ ২৮

অনন্তর সংগ্রাম মর্দ্দন দানবদ্বয় শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সত্বর নাগপাশাস্ত্রে মহাদেবকে আবদ্ধ করিল। সর্ব্ববলিশ্রেষ্ঠ দানবরাজেরা যুদ্ধ জয় করত শিবকে সঙ্গে লইয়া স্বপুর প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮

অদাৎ পাশুপতং তাভ্যামমোঘমববারণম্।
অধ্যাসাতাং পদং তৌতুং সৌত্রামং দানবর্ষভৌ ॥ ২৯

মহাদেব পরাজিত হইয়া আত্ম-মোক্ষণার্থ দানবশ্রেষ্ঠদ্বয়কে অনিবার্য্য অব্যর্থ নিজ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। অনন্তর তাহারা ইন্দ্রের পদকে অধিকৃত করিয়া আপনারা তৎ সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিল ॥ ২৯

উচ্চৈঃশ্রবস মশ্বং তাবৈরাবত গজং তথা।
পারিজাত তরুবরং সন্তানক বনোত্তমম্ ॥ ৩০

দুইজনে ইন্দ্রকে জয় করিয়া অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ আর হস্তিরত্ন ঐরাবত বৃক্ষরত্ন পারিজাত, নবরত্ন সর্ব্বোত্তম সন্তানক বনকে গ্রহণ করিল ॥ ৩০

নন্দনং পরমং রম্যং পুরীঞ্চৈবামরাবতীম্।
ইন্দ্রাণীমশনিঞ্চাস্ত্রং নীতবন্তৌ তরস্বিনৌ ॥ ৩১

অতি তেজস্বী দানবদ্বয়, অপর রমণীয় নন্দনোদ্যান, আর পুরীরত্ন অমরাবতী নগরী, স্ত্রীরত্ন ইন্দ্রাণী শচী, অস্ত্র রত্ন অশনি অর্থাৎ বজ্রকে লইয়া অবস্থিতি করিল। অর্থাৎ ইন্দ্রাণীকে গ্রহণ করিল যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পাপিব্রত্য ধ্বংস না করিয়া আসেধ পূর্ব্বক পুরান্তরে রাখিয়াছিল ॥ ৩১

বহ্নেরুৎক্রান্তিদাং নাম শক্তি ব্যর্থ পাতনাম্।
যমস্য মহিষং দণ্ডং নির্ঋত জ্ঞান মেব চ ॥ ৩২

উৎক্রান্তিদা নামক অগ্নির অমোঘ শক্তি অর্থাৎ তদাঘাত কোন ক্রমে ব্যর্থ হয় না। আর যমরাজের বাহন মহিষ ও যমদণ্ড এবং নৈর্ঋত পুণ্যজনের জ্ঞান সম্পৎ হরণ করিল অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র তথা হইতে অপহরণ করিল ॥ ৩২

বারুণং ছত্রমতুলং পাশঞ্চৈব হৃতং বলাৎ।
দেবানাং পরমং শস্ত্রং যানমৈশ্বর্য্য মেব চ ॥
হৃতবন্তৌ মহাত্মানৌ দানবৌ বাহুশালিনৌ ॥ ৩৩

যুদ্ধ দুর্ম্মদ বাহুবলশালী মহাত্মা দানবদ্বয় কাঞ্চনস্রাবি বরুণের অমূল্য বারুণ ছত্র এবং অমোঘ পাশকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। এইরূপ সমস্ত দেবগণের পরমাস্ত্র সকল, এবং যান বাহন প্রভৃতি সম্যক ঐশর্য্য বলে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়া বসিল ॥ ৩৩

এবং বর্ষ সহস্রাণি শতানি বৈকুবোত্তমৌ।
অধ্যাসতে পদং তৌতু সৌত্রামং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে ব্রাহ্মণোত্তমেরা! শ্রবণ কর। এইরূপে অসংখ্য শত সহস্র বর্ষ পরিমাণে বৈকুবোত্তম ঐ দুই দানব ইন্দ্রপদে অধ্যারূঢ় হইয়া পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৩৪

ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ।
সর্ব্বতো ঘোষয়ামাস দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৫

ঐ দানবেন্দ্রদ্বয় দেবপ্রতি বিদ্বেষাচরণ করণাভিলাষে দুর্বুদ্ধি বশতাপন্ন হইল। অতি প্রতাপবান্ দানবপতি কতিপয় বৎসরকে অতিপাত করত ব্রাহ্মণদিগের সমাজে এই ঘোষণা দিল। হে দ্বিজগণেরা! তোমরা সাবধান থাকিবে, কেহ যজ্ঞ করিবে না, দেবোদ্দেশে ঘৃতাহুতি বা পুজোপলক্ষে কোন দানাদি করিবে না করিলে সমুচিত রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

ঘৃতাহুতি ভোজনে দেবদ্বারা বলবান হইতে না পারে এইরূপ পটল ঘোষণ দ্বারা সাহা স্বধা বষট্ বৌষট্ প্রণবাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক শুভ কার্য্য বর্জ্জিত করত বসুধাতলে নিষ্কণ্টক রূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিল।

অথ ধুন্ধুমার বধোপাখ্যান।

মহর্ষি অঙ্গিরা পরমাধ্যা রাধার চরিতাখ্যান রোষণ ও মর্ষণের উৎপত্তি প্রকরণ শ্রবণান্তর পিতামহকে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

অঙ্গিরা উবাচ।—ক্রীড়ামনুজ রূপিণ্যাঃ পিবতাং নোগুণামৃতম্।
স্রুতং ত্বদাস্য পাথোজাৎ ন স্বান্ত তৃপ্তিমৃচ্ছতি ॥ ৩৬

হে ব্রহ্মন্! তব বদন শশধর বিগলিত লীলা মানুষরূপিণী ভগবতী শ্রীরাধিকার গুণামৃত পানশীল আমাদিগের অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইতেছে না অর্থাৎ তল্লীলা কথা শ্রবণেচ্ছার নিবৃত্তি নাই, পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে অতএব বিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ৩৬

ভূয়এব বিবিৎসাম স্তৎকর্ম্ম পরাদ্ভুতম্।
যৎশ্রুত্বানন্দ পয়োধি মগ্নস্বান্ত কলেবরাঃ ॥ ৩৭

হে পিতঃ! পুনর্ব্বার সেই রাধার পরমাশ্চর্য্যময় অপর কর্ম্ম সকল শ্রবণ লালসায় চিত্তকে আবদ্ধ করিতেছে। যেহেতু রাধিকার গুণ কীর্ত্তনাদি শ্রবণে আমাদিগের মন ও শরীর আনন্দময় সলিলে নিরন্তর মজ্জমান হইতেছে ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ।—একদালী সমূহেন স্নানার্থং পরিবারিতা।
যম স্বসু স্তটমিতা গন্ধবাহ প্রবাহিতম্॥ ৩৮

ব্রহ্মা কহিলেন। হে বৎস অঙ্গিরা! কোন এক দিবস বার্ষভানবী শ্রীরাধিকা সখিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া সুস্নিগ্ধ মকরন্দ-গন্ধস্পর্শী সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত যমুনাতটে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন॥ ৩৮

তাং বীক্ষ্যতাশ্চ পাদাস্ত গচ্ছন্তি দূরতো মুনে।
ধুন্ধুমারাভিধঃ কামরূপঃ কামগমঃ খরঃ॥ ৩৯

হে মুনে! এমত সময় সখিগণ সমন্বিত গমনশীলা শ্রীরাধাকে কামগামী এবং কামরূপী গর্দ্দভ কলেবরধারী ধুন্ধুমার নামে এক নিশাচর অবলোকন করিল॥ ৩৯

বিসৃজন্ রাক্ষসীং মায়াং মহারাবং নিনাদয়ম্।
প্রমুঞ্চন ঘোরঘোষং সতোয় ইবতোয়দঃ॥ ৪০

ঐ ধুন্ধুমার রাক্ষসী মায়াকে সৃষ্টি করিয়া মহারবে যমুনাতীর সংস্থিত বন স্থল সকলকে প্রতিশব্দিত করিল। এবং সজল জলধর গর্জ্জনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘোর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল॥ ৪০

তস্য নাদেন সংত্রস্তা জলস্থল বনৌকসঃ।
মনুজাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্ব করিণো জাবয় খগাঃ॥ ৪১

সেই ভয়ঙ্কর নিশাচরের ভীষণ রব শ্রবণে জলচর স্থলচর এবং কাননচর ও মনুষ্য· গর্দ্দভ উষ্ট্র অশ্ব হস্তী গো ছাগল মেষ ও পক্ষিগণ প্রভৃতি সকলেই ত্রাসযুক্ত হইল॥ ৪১

মার্জ্জার মহিষাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো দুদ্রুবুর্দিশঃ।
তদ্বনং তস্য নাদেন সকম্পিতমিবাভবৎ॥ ৪২

বিড়াল মহিষাদি প্রাণিমাত্র সকলেই মহাভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ঐ ঘোরতর গর্জ্জন শব্দে সেই বন তৎক্ষণাৎ কম্পান্বিত হইল॥ ৪২

পদচালয়ত তস্য গিরিস্কন্ধোপমে মুনে।
পস্তাং রুগ্নাঃ পাদপৌঘাঃ ভুবিপেতুঃ সহস্রশঃ॥ ৪৩

হে মুনে! পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ মহারাক্ষস ধুন্ধুমারের পাদ সঞ্চালনে প্রতিপদক্ষেপে সহস্র সহস্র মহীরুহ বিভগ্ন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল॥ ৪৩

চচাল তোয়ং বেগেন সঙ্কসং তদ্‌যম স্বসুঃ।
তৎ প্রেক্ষ্য মহদাশ্চর্য্যং বিরজ্বৃষ্টি প্রবাহিতা॥ ৪৪

তাহার পাদ-সঞ্চালন বেগে সজলচর যমুনার জলকম্প হইল, সেই উচ্ছলিত জলরাশি আকাশপথে উত্থিত হইয়া বর্ষণবৎ বায়ু কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইল, সেই মহৎ আশ্চর্য্যদর্শনে সখিগণ সকলেই সন্ত্রস্তা হইলেন ॥ ৪৪

দদৃশুস্তং মহাসত্বং ঘোরভীষণ ভীষণম্।
স্রগ্‌দাম পূরিতং শিখং বিয়দাগত মস্তকম্॥ ৪৫

মহা শরীরবান্ ঘোরতর রাক্ষস-রূপ অতি ভয়ঙ্কর, মালাবৎ আকুঞ্চিত কেশমণ্ডিত গগনস্পর্শী মস্তক, শ্রীরাধিকার সহিত তৎ সখিগণেরা সকলে ঐ মহাকায় রাক্ষসকে তখন অবলোকন করিলেন ॥ ৪৫

ক্রূরং মানুষ মাংসাদং মহাবীর্য্য পরাক্রমম্।
ষট্‌ত্রিশদেযাজনায়াম দৈর্ঘেণ শতযোজনম্॥ ৪৬

মহাবলপরাক্রম নরমাংস ভূক মহাক্রুর গর্দ্দভরূপ রাক্ষস তৎকলেবর প্রস্থে ষট্‌ত্রিংশৎ যোজন, দীর্ঘে একশতযোজন পরিমিত হয় ॥ ৪৬

ব্যাপ্য দেহেদ তিষ্ঠন্তং ভীষণাকার কর্কশম্।
প্রাবৃট্‌ জলধরশ্যামঃ পিঙ্গাক্ষো দারুণাকৃতিঃ ॥ ৪৭

ঐ মহাকায় দ্বারা যমুনোপবন ব্যাপিত হইয়া অবস্থিত করিতেছে। তাহার রূপ অতি ভয়ানক এবং স্বর অতিশয় কর্কশ বর্ষাকালে নিবিড় অঞ্জনবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অতি দারুণ ভীতিবর্দ্ধন পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিশিষ্ট ॥ ৪৭

অষ্টদংষ্ট্রং করালাস্যং পিশিতেপ্সুঃ ক্ষুরার্দ্দিতম্।
লম্বস্ফিক্ লম্বজঠরং রক্তশ্মশ্রু শিরোরুহম্॥ ৪৮

অতি করালবদন, বহির্নিক্রান্ত ভয়ানক অষ্টদন্ত সমন্বিত, নরমাংসভোজন লালসায় ক্ষুরাঘাতে ধরামণ্ডলকে খনন করিতেছে; অতি সুদীর্ঘপার্শ্ব আলম্বিত উদর, তাম্রবর্ণ গোঁপদাড়ী এবং লোহিতবর্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ ॥ ৪৮

জৃম্ভমানং মহাবক্ত্রং বিস্তৃতাস্যং পথিস্থিতম্।
বীক্ষ্যসর্ব্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ পুরোগত মিবান্তকম্॥ ৪৯

সর্ব্বদা জৃম্ভমান মহামুখ অর্থাৎ মাংসলোলুপ হইয়া মুখব্যাদন পূর্ব্বক হাই তুলিতে লাগিল, এইরূপে শ্রীরাধিকার আগমন পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তকাল যমরূপ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া শ্রীরাধার সখিগণের অতিশয় ভয়ে উদ্বিগ্নমনা হইলেন ॥ ৪৯

রোরূয়মানাং কৃপণামার্ত্তবৎ পর্য্যবেদয়ন্।
বাচো বিক্রবিতা স্তা স্তা রুরুদুর্ভৃশ দুঃখিতাঃ ॥ ৫০
তাগ্রস্থা রাক্ষসা ঘোর রূপেণাত্মানমাত্মনা ॥ ৫১

সকল বালিকাগণেরা সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষসকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রোদনোন্মুখী ও অতিশয় দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা হইলেন এবং ভয়যুক্ত চীৎকার ধ্বনি করত সকলে মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। ঘোররূপ নিশাচর কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া সকলে প্রাণ প্রত্যাশায় সঙ্কুচিত গাত্রী অতি ব্যস্তসমস্তা হইলেন ॥ ৫০

রাক্ষসগ্রস্তা সখিগণকে ব্যস্তসমস্তা দেখিয়া মহাদেবী শ্রীমতী রাধিকা তখন ঐ ক্রূর নিশাচরকে কহিতে লাগিলেন—

শ্রীদেব্যুবাচ।—অরে মানুষ মাংসাদ পাপাচার ন তেক্ষমম্।
গ্রস্তং মীনোজলহ্রদে বিষপিণ্ডং যথামৃতঃ ॥ ৫২

অরে পাপাত্মা মনুষ্যমাংসভুক্ রাক্ষস! আমার এই সখিগণকে গ্রাস করিলে তোর কোনমতে কল্যাণ হইবে না। যেমন হ্রদাস্থিত অগাধ জলে বিষমিশ্রিত আহার গ্রাস করিয়া মৎস্য সকল মৃত হয় সেই রূপ আমাদিগকে গ্রাস করিলে তোর জীবন রক্ষা কদাচ হইবে না ॥ ৫২

ত্যজমাং নাভিজানাসি জীবেপ্সা যদিতে হৃদি।
সবয়স্যা তদামাং ত্বং ত্যক্ত মর্হষিরাক্ষস ॥ ৫৩

অরে ক্রূরত্নাপরায়ণ! আমাকে ত্যাগ কর। তুই আমার স্বরূপ তত্ত্ব অনভিজ্ঞ, আমি কে তাহা জানিতে পারিস নাই। যদি তোর বাঁচিবার বাসনা থাকে তবে শীঘ্র আমার সখিগণের সহিত আমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হও ॥ ৫৩

ত্যজমাং যদি কল্যাণং বাঞ্ছসে রাক্ষসাধম।
সর্ব্বথাত্বাং হনিষ্যামি দেবযজ্ঞার্হণান্তকম্ ॥ ৫৪

অরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম। সর্ব্বতঃ প্রকারে আমি তোকে কহিতেছি, যদি তোর আত্মকল্যাণ ইচ্ছা হয় তবে আমাকে পরিত্যাগ কর। তুই দেবতাদিগের যজ্ঞ ও পূজাদির অপহারীক তোকে আমি অদ্য নিশ্চয় বিনাশ করিব ॥ ৫৪

তাদৃক্ দুর্ম্মদভূভার হারায়াজভুবার্থিতা।
শাসিতাস্মি বৃষগৃহে জাতা সর্ব্বসুরেশ্বরী ॥ ৫৫

অরে পাপ নিশাচর! সকল দেবতার ঈশ্বরী আমি, তোর মত উদ্ধত বঞ্চক পুরুষদিগের শাসনকর্ত্রী, অতএব পৃথিবীতে ভারহরণার্থ পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বৃষভানু রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫

সৃজত্যেবং সংহরিত জাজন্ জন্তান্ জনৈরিহ।
শ্রেয়ানন্তান্ প্রাপ্তকালাত্বাং মাং বিদ্ধিপরাৎপরাম্ ॥ ৫৬

অরে মূঢ়! সৃজন পালন সংহার আমা হইতে হয়, বিচক্ষণ জনেরা ইহা নিশ্চয়

জানেন। উৎপত্তিকালে জন্মগ্রহণ করত প্রাপ্ত কাল পর্য্যন্ত আমাতে স্থিতি করে এবং সংহারকালে হত হইয়া আমাতেই গমন করে। অতএব অখণ্ড দণ্ডায়মান কালরূপা পরমেশ্বরী বলিয়া আমাকে জানহ॥ ৫৬

ব্রহ্মোবাচ।—এতদা শ্রুত্যতদ্বাক্যং পরুষাক্ষর সংজ্ঞিতাম্।
নমর্ষয়ন্ বচস্তস্যা রোষার্চ্চিরিবপাবকঃ॥ ৫৭

অঙ্গিরাকে পিতামহ কহিলেন, কালস্বরূপা পরাৎপরা পরমেশ্বরী রাধার পরুষোক্তি বাক্য শ্রবণ করত দুর্ম্মেধা রাক্ষস তদ্বাক্য প্রতি মনোযোগ না করিয়া কটূক্তি প্রয়োগ বিবেচনায় মহাক্রোধে জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নির ন্যায় হইল॥ ৫৭

জাজ্বল্য রোষতাম্রাক্ষো বচনঞ্চাহতাতদা।
যমদন্ত্রাভ্যন্তরস্থা ত্বমেব পরিকথ্যসে॥ ৫৮

অতিশয় রোষে জাজ্বল্যমান তাম্রবর্ণ আরক্ত নয়ন হইয়া শ্রীরাধিকা প্রতি তখন সে এই কথা বলিল। রে পাপীয়সি। যমহস্তের মধ্যস্থিতা হইয়াও আবার এরূপ কথা কহিতেছ, অর্থাৎ আর কি তোমার জীবন মোক্ষের উপায় আছে? ৫৮

দর্শয়েৎ ভানুতয় মদনত্বমিতো ধমে॥ ৫৯

রে অবলে! রে অধমে! রে ভানুতনয়ে! কিঞ্চিৎকাল স্থির হও এই তোমাকে আমি তপন-তনয় সদন দর্শন করাইতেছি। পশ্চাৎ তুমি আমার যাহা করিতে পার তাহা করিবে, এক্ষণে তুমি আমার আহার ভূতা উপস্থিতা হইয়াছ॥ ৫৯

ইত্যুক্ত্বা বচনাস্বাস্থ ব্যাদায়ামস্থবিস্তরম্।
গ্রস্তুকামো গমৎ ক্ষিপ্রং রাহুশ্চন্দ্রসমং যথা॥ ৬০

নিশাচর এই কথা বলিয়া অনেক যোজন পরিমিত বদন বিস্তার করত সখিগণসহ শ্রীরাধিকাকে গ্রাস করিবার বাসনায় অতিশীঘ্র আগমন করিতে লাগিল, যেমন পূর্ণ-শশধরকে রাহুগ্রহ গ্রাস করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে॥ ৬০

তমাপতন্তমালোক্য বিস্তৃতাস্যং ত্রিযোজনম্।
অচিন্ত্যয়দমেয়াত্মা কথমেতদ্ভবং ভবেৎ॥ ৬১

তিনযোজন পথ ব্যাপিয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক ঐ মহারাক্ষস আগমন করিতে লাগিল, অপরিমেয় আত্মা মহাদেবী শ্রীরাধিকা তখন আত্মমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কিরূপে আত্মসখিদিগের পরিত্রাণ হইবে॥ ৬১

সাধুনামবলম্বস্থা যোরাপদ স রাক্ষসাৎ।
যথোস্থ দুষ্টশত্রোশ্চ বিনাশহিংসয়া ভবেৎ॥ ৬২

অনন্তর দেবী রাক্ষস হইতে সঙ্কট প্রাপ্ত সাধুদিগের পরিত্রাণ পথাবলম্বিনী হইয়া

উগ্রভাবা ঐ দুরন্ত শত্রুর বধচিন্তা করিলেন, অর্থাৎ বাহু বিক্রম প্রকাশ না করিয়া সাধ্যরূপে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬২

এবং চিন্তাপরিতাঙ্গী সখীং ক্ষুৎক্ষামকর্ষিতম্।
জগ্রাস তরসা ভ্যেত্য বদনাদুদরং গতা ॥ ৬৩

এইরূপ চিন্তাপন্না মহাদেবী রাধিকা সখিগণের সহিত দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর ক্ষুৎক্ষামে পীড়িত রাক্ষস অতি বেগে আগত হইয়া সখীগণের সহিত রাধিকাকে বিস্তৃত বদনে গ্রাস করিল গ্রস্তমাত্রে মহাদেবী বয়স্যাগণের সহিত তাহার মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশিতা হইলেন ॥ ৬৩

ববৃধে সাত্মনা আনং তড়িচ্চপলরূপিণী।
দশযোজন বিস্তারং রূপেণা রহতী শুভা ॥ ৬৪

তড়িতের ন্যায় চঞ্চলরূপিণী রাক্ষসোদরগতা হইয়া দেবী আপন শরীরের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শুভজননী ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আত্মদেহকে দশ যোজন পরিমিত বিস্তার করত ব্যস্তময়ী হইলেন ॥ ৬৫

ঔদরং ত্বচমাচ্ছিত্ত্যাসিনাপত্তদধো প্লুতাঃ।
নিরসারয়তাঃ সর্ব্বাঃ সখী রাশ্বাস্য সাদরা ॥ ৬৭

শ্রীরাধিকা রাক্ষসোদর গতা হইয়া অসি দ্বারা তাহার উদরের চর্ম্মচ্ছেদন করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ক্রুর নিশাচর সর্ব্ব প্রাণের সহিত বিমুক্ত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন শ্রীরাধা আদরের সহিত সখীগণকে আশ্বাস করত সেই উদরচ্ছিদ্র দিয়া সকলকে বাহিরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৬

অগস্তুবহির্রব্যগ্রা পূর্ব্ববৎ পঞ্চহায়ণী।
ভূবীক্ষ্য বিপুলং কর্ম্ম দেবাইন্দ্র পুরোগমাঃ ॥ ৬৭

অতি শীঘ্র শ্রীরাধিকা তাহার উদর হইতে বাহিরে আগত মাত্র পূর্ব্ববৎ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকারূপিণী হইলেন। অনন্তর এই আশ্চর্য্যময় সুবিস্তারিত তাঁহার কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৬৭

মুমুচুর্ননৃতুঃ পুষ্পং জগুরাজয়ু রুষণম্।
তুষ্টুবু স্তোত্রবৃন্দৈর্ন ভক্তি নম্রাত্ম কন্দরাঃ ॥ ৬৮

দেবগণেরা স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ বা দুন্দুভি বাদ্য কেহ বা সুস্বরে জয়সূচক সঙ্গীত কেহ কেহ ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া দেবীর গুণ সমূহ উদ্দীরণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে
ধূম্রকুমার-বধোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অথ রাধার বিবাহার্থ বরান্বেষণ।

অঙ্গিরা উবাচ।—ত্বদাস্য পাথোজ বরামৃতাসবং পিবন্নোভ্যেতি মনো ন তৃপ্তিম্
গৃহীহিনাথাশু তদুদ্বহাত্মিকাং ক্রিয়াং প্রপন্নান্ বচসাং পুনীহিনঃ ॥ ১

ধুন্ধুমার বধোপাখ্যান শ্রবণান্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎপিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে পিতামহ! তোমার প্রফুল্ল বদনকমল বিগলিত দেবী গুণামৃত পরমাসব তাহা শ্রোত্র মুখে পান করিয়াও আমাদিগের মনের তৃপ্তি হইতেছে না অর্থাৎ আরো পান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে নাথ! আমরা তোমার শরণাগত পুত্র এবং শিষ্য, আশু হৃদ-গ্রন্থিচ্ছেদিনী শ্রীমতী রাধিকার গুণবাহিনী ক্রিয়া কথানুবর্ণন দ্বারা আপনি আমাদিকে আশু পবিত্র করুন ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।—তামুদ্বীক্ষ্য বিশালোরু জঘনাক্ষীমুরুপ্রভাম্।
লাবণ্যৌদার্য্য সুগুণ শ্রীরূপোরু সুযৌবনাম্ ॥ ২

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন। মহারাজা বৃষভানু স্বকন্যা শ্রীমতী রাধাকে বিস্তীর্ণ উরু ও বিস্তীর্ণ জঘনা ও বিশাল নয়না হাব ভাবাদি ভাবযুক্তা অত্যন্ত প্রভাবিশিষ্ট ঔদার্য্য গুণশালিনী ও রূপলাবণ্যযুক্তা এবং দিন দিন উদ্ভিন্ন যৌবনাক্রান্তা অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজা স্মরশরৈরেণাধি কৃতা মুত্তুঙ্গ বক্ষজাম্।
সংপ্রৈষী দ্বন্দিনো দূতান্ যান্ যান্ নরবরেষু সঃ ॥ ৩

অতি উন্নত পয়োধরা এবং অনুদিন মদন রাজার শরে অধিকৃতা কন্যাকে দেখিয়া পৃথিবীপতি পৃথিবীতে রাজবংশে যে যে সকল উত্তম রাজপুত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বরান্বেষণার্থ গুণ-বর্ণন সক্ষম বন্দী দূত সকলকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বরপ্রেপ্সু র্বরো রাজ্ঞা দশার্ণ বঙ্গকেষু চ।
কলিঙ্গাঙ্গ চীন হূন্ বিদর্ভ কাশি কোশলে ॥
সুরাষ্ট্রাবন্তি কুরুষু পাঞ্চাল মাথুরেষু চ।
ব্রজাকরেষু গ্রাম্যেষু স্বচ্ছেষু বনজেষু চ ॥ ৪—৫

কন্যার বর প্রেপ্সু রাজা বৃষভানু কর্তৃক আদিষ্ট বন্দীগণ ও ভট্টগণেরা বরান্বেষণার্থ চারিদিকে ধাবমান হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দশার্ণ, আনর্ত্ত, অঙ্গ,

বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারাণসী, অযোধ্যা, সুরাষ্ট্র, অবন্তী, হস্তিনা, কুরুজাঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা, ব্রজাকরাদি এবং তপোবনে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪—৬

সংমার্গমানো রাষ্ট্রেষু নাধ্যগচ্ছদ্বরঃ বরম্।
দূতৈস্তৈ র্দত্তদায়েশ্চ ভুক্তভোজ্যৈরশেষেতঃ ॥ ৬

রাজদত্ত পাথেয় ধন দ্বারা পথি ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন পরায়ণ দূত সকল রাজ্যে রাজ্যে অশেষ মত অন্বেষণ করিয়া কোন রাজ্যে বা কোন নগরে কি কোন গ্রামে অসদৃশীরূপা শ্রীরাধিকার সদৃশ উত্তম বর সংপ্রাপ্ত হইল না ॥ ৬

তেষু সর্ব্বেষু দূতেষ্বা বেদিতাবেদ্যবেষু চ।
শনকো নিপুণো দৌত্যে কৃতনাম মহীভুজে।
রাজ্ঞি প্রিয়ম্বদো নীতি বুদ্ধি পৈষল্য বিদ্বরঃ ॥ ৭

দূত সকল দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপ্রাপ্ত বর বিষয় রাজপুরতঃ আবেদন করিল। হে মহারাজ! পৃথিবীতলে রাজবংশে আপনার কন্যার সদৃশ বর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতৎ শ্রবণান্তর দৌত্যকার্য্যকুশল শনক নামক কোন রাজ-দূতনীতিজ্ঞ সুবুদ্ধিমান অতি প্রিয়ম্বদ ও সর্ব্বভাবজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসভাতে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭

অভাষত মহাভাগং বৃষভানুঃ নৃণাম্বরম্ ॥ ৮

ঐ মন্ত্রিপ্রবর তখন মহাভাগ্যধর নরশ্রেষ্ঠ রাজা বৃষভানুকে এই কথা বলিলেন মহারাজ! যদি ক্ষত্রিয় বর অপ্রাপ্ত হয় তান্নমিত্ত সঙ্কুচিত হইবে না, আপনি বৈশ্যরাজ, বৈশ্য জাতির মধ্যে উত্তম বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করুন। ৮

শনক উবাচ।—হিতোপজীবি মদ্বাচ মায়ত্তৌ হিত সৌখ্যদাম্।
নরেন্দ্রা শ্রুত্যা তে পথ্যং কুরুনৈশ্রেয়সংপরম্ ॥ ৯

শনক অতি প্রিয়ভাবে রাজাকে কহিলেন। হে নরনাথ! হে নরেন্দ্র! আমি আপনার হিতসাধক অর্থাৎ হিত সাধনার্থ বেতন ভোগ করিয়া থাকি। আপনার সুখদ ও সুবিস্তীর্ণ যে বাক্য বলি তাহা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন তাহাতে আপনার পরম হিত এবং মঙ্গল হইবে ॥ ৯

কোশলে বসত স্তস্য মাল্যস্য জটিলাপতেঃ।
গোপান্বয় পুরোগস্য কুলোনোজো ধনেন চ।
যশসা সুকৃতোঘেন নীত্যা মাল্যস্য গোপতেঃ ॥ ১০

হে রাজন! কোশলদেশনিবাসি মাল্যক নামে এক গোপরাজ আছেন, তিনি ধনে

মানে কুলে শীলে বলে সর্ব্ব গোপশ্রেষ্ঠ এবং নীতিতে যশে ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠতম তত্তুল্য গোপকুলে কেহই নাই, তিনি সর্ব্ব প্রকারে সকলের অগ্রগণ্য তাঁর পত্নীর নাম জটিলা ॥১০

মদনো দুর্ম্মদদমা আয়ানোঽবরজঃ সুতঃ।
তিস্রেপি সুনব স্তস্যায়ানাবরজতা মিতাঃ ॥ ১১

ঐ মাল্যক গোপরাজের চারি পুত্র যথা, মদন, দুর্ম্মদ, দম এই তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ আয়ান, এই পুত্র চতুষ্টয় শোভনীয় রূপবান্ তন্মধ্যে আয়ান প্রখ্যাত রূপবানের মধ্যে গণ্য হয়েন ॥ ১১

যশোদা কুটিলা রাজন্ প্রভাকর্য্যভিধা স্বসা ॥ ১২

জটিলা জঠরজাতা ঐ মাল্যের তিন কন্যা অর্থাৎ উপরোক্ত ভ্রাতা চতুষ্টয়ের সহোদরা যশোদা, কুটিলা এবং প্রভাকরী ॥ ১২

মদনোঽলম্ভুষাং নাম মিত্রদক্ষস্য গোপতেঃ।
তনয়াং চারু সর্ব্বাঙ্গী মুপযেমে বরাবরম্ ॥ ১৩

মাল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মিত্রদক্ষ নামগোপের কন্যা অলম্ভুষাকে বিবাহ করেন ॥ ১৩

দুর্ম্মদো বসুসেনস্য প্রভূত ধন গোপতেঃ।
ব্যুবাহাবরজাং কন্যাং সুদেবীং কমলেক্ষণাম্ ॥ ১৪

মদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ম্মদ, তিনি প্রভূত ধনশালী গোপরাজ বসুসেনের কমলপত্র নয়না সুদেবী নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ॥ ১৪

দমো যামুনকাধীশ সুতামাহৃত্য শৌর্য্যতঃ।
অনূঢ়াং শতপত্রাক্ষীং নাম্নাং গন্ধবতীং বলী ॥ ১৫
পরিণীয়োপ ভুক্তেচানারতং রাজসত্তম ॥ ১৬

হে রাজসত্তম! তত্তৃতীয় ভ্রাতা মহাবলী দম, তিনি স্বীয় শূরতাবলম্বন পূর্ব্বক যামুন দেশাধিপতি গোপরাজের সরোজ দলায়ত নয়নী গন্ধবতী নাম্নী অবিবাহিতা কন্যাকে অপহরণ করত বিবাহ করিয়া নিরন্তর উপভোগ করিতেছেন ॥ ১৫—১৬

যশোদাং নন্দগোপায় প্রদ্যুম্নে কুটিলাং দদৌ।
প্রভাকরী মম্বুজাক্ষীং দদৌ হেমায় ম্যল্যকঃ ॥ ১৭

হে অবনীপতে! মাল্যক গোপরাজ আপনার প্রথমাকন্যা যশোদা, তাহাকে ব্রজরাজ নন্দকে প্রদান করেন। দ্বিতীয়া কন্যা কুটিলাকে প্রদ্যুম্ন নামক গোপকে তৃতীয়া কন্যা পদ্মপত্রাক্ষী প্রভাকরীকে হেম নামক গোপকে সম্প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৭

ভূরি গোরত্ন মহিষমজাদি খর সেবিতম্।
প্রভূত ধনধান্যঞ্চ বহুবেশ্ম পরিচ্ছদম্॥ ১৮

ঐ মাল্যক গোপ অপরিমেয় গোধন, মহিষ, অজ, মেষ, গর্দভাদি ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত, আর প্রভূত ধন ধান্য সম্পন্ন, তাঁহার ঋদ্ধিমৎ গৃহ বহু নিকেতন গৃহাট্টালিকাদি ও অমূল্য পরিচ্ছাদাদিতে উপবেসিত হয়েন॥ ১৮

রত্ন মাণিক্য হিরৌঘ মণিবাসো বরাসনৈঃ।
রাজপট্ট মহারত্ন দাসীদাস শতাবৃতম্॥ ১৯

নানারত্ন মণি মাণিক্য অপূর্ব্ব বসন ও উত্তমাসন এবং রাজপট্ট মহারত্ন হীরক-নিকরে মাল্যক গোপপতির বরবেশ্ম পরিপূর্ণ, আর শত শত দাস দাসীতে নিরন্তর পরিবৃত॥ ১৯

ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈ চর্ব্ব্য চোষ্যৈ লে'হ্যপেয় বরাবৃতম্।
ন রাজা রাজবৎ সর্ব্বং তদগৃহং বহুলর্দ্ধিবৎ॥ ২০

ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্ব্বিধ আহারীয় সামগ্রীতে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ, তিনি রাজা নহেন কিন্তু রাজগৃহের ন্যায় বহুতর ঐশ্বর্য্য সমন্বিত তদগৃহ পরি-শোভিত হয়। অর্থাৎ অতুলৈশ্বর্য্যবান পুরুষ, তাঁহার তুল্য গোপজাতিতে ধনী অতি বিরল॥ ২০

আয়ানোঽবরজ স্তেষা মকৃতোদ্বাহ সংশ্রিয়ঃ।
সিংহহর্ষ গতিঃ শ্রীমান্ মত্তমাতঙ্গ বিক্রম॥ ২১

মাল্যকের পুত্র আয়ান, পূর্ব্বোক্ত তিন ভ্রাতার কনিষ্ঠ, অকৃতোদ্বাহ তিনি অতি শ্রীমান্, সিংহের ন্যায় খেলগতি; প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, অতিশয় তেজস্বী হয়েন॥ ২১

রূপলাবণ্য পৈবল্য গতিমাধুর্য্য ভাষণৈঃ।
বাহুবল পরাক্রান্তোৎসাহোদেযাগ গুণৈর্ব্বরঃ ২২

ঐ আয়ান অতুল্য লাবণ্যবিশিষ্ট, অত্যুত্তম প্রেষণগতি মধুরভাষণ দ্বারা সর্ব্বলোকের প্রিয়, বাহুবল পরাক্রমযুক্ত, সর্ব্বোদেযাগ ও সর্ব্বোৎসাহ সমন্বিত অশেষগুণে সর্ব্বত্র বিখ্যাত পুরুষ॥ ২২

নাধ্যগচ্ছৎ বিনা তং জ্ঞে বরং নরঘরেষ্বহং।
নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু দেশ গ্রাম ব্রজাকরে॥ ২৩

হে রাজাধিরাজ! মাল্যক পুত্র আয়ান বিনা কোনদেশে, কোন নগরে বা ব্রজ আকরে কি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া কোন রাজ্যে আপনার কন্যার সমতুল্য বর প্রাপ্ত হইলাম না॥ ২৩

ভ্রমন্নানারূপং বিষয়লেভে বরমিপ্সিতম্।
ক্ষমোয়ন্তে মহাবাহো কন্যার্থে বরসত্তম ॥ ২৪

বরনাম শব্দানুসারে আমরাও যে স্থানে পাত্র আছে শুনিলাম সেই স্থানেই আমরা গমন করিয়াছিলাম ও তদ্ভিন্ন নানাদেশে অন্বেষণ করিয়াও হে রাজন্! বিদ্বন্! তব কন্যাযোগ্য উত্তমবর কোনদেশেই লাভ করিতে পারিলাম না, হে মহাবাহো! এক্ষণে যে বিহিত হয়, তাহা আপনি করুন ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।—ব্যাহৃতব্যং কৃতিং দূতমর্হ্য মর্হন্মহীপতিঃ।
শ্বান্তাজালী স্রজা বব্রে বরং নরবরং বৃকঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিলেন। বৎস! মহীপতি বৃষভানু, কর্ম্মকুশল দূতের মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যার উপযুক্ত মনুজশ্রেষ্ঠ বরানয়নার্থ, অন্তঃপুরস্থা পদ্মমালিনী রাজমহিলার সহচরীগণকে আজ্ঞা করিলেন ॥ ২৫

ততোবাচ মুবাচেদং প্রসন্নস্বান্ত চন্দ্রমাঃ।
যাহিতং বরয়স্বাশু বরমানয় সত্বরম্ ॥ ২৬
বচমান্মে মহাভাগ যদীচ্ছসি হিতং মম ॥ ২৭

অনন্তর চন্দ্রতুল্য সুপ্রসন্নচিত্তে রাজা মন্ত্রিবর শনককে কহিলেন॥ হে মন্ত্রিন্! তুমি যদি আমার হিতচিন্তক হও তবে অচিরাৎ এই সকল সখীগণ সমন্বিত হইয়া, হে মহাভাগ! আমার বাক্যানুসারে বরানয়নার্থ সত্বর গমন কর। অর্থাৎ তোমাভিন্ন অন্যদ্বারা এতৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না ॥ ২৬—২৭

ব্রহ্মোবাচ।—সৈব্য সুগ্রীবযুক্তেন রথেন চতুরঙ্গিনা।
যযৌকোশল রাজস্য বিষয়ে গোপবেশ্মনি ॥ ২৮
আমন্ত্রণার্থং রম্ভোর্ব্বা বিবাহায় মহামনাঃ ॥ ২৯

জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! শৈব সুগ্রীব অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মন্ত্রিবর রাজদুহিতা রম্ভোরু রাধিকার বিবাহার্থ বরানয়নের নিমিত্ত এবং অন্যান্য আত্মীয়গণকে বৈবাহিক নিমন্ত্রণ করণ জন্য কোশলরাজার অধিকারে মান্যক গোপের ভবনে গমন করিলেন ॥ ২৮

তদাকর্ণ্য বচঃ ক্রূরমহিতং শোকবর্দ্ধনম্।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা নিঃশ্বাস পরমাভবৎ ॥ ৩০

অতিক্রূরতর অহিত ও শোকবৃদ্ধির কারণ পিতা বৃষভানুর এই বাক্য শ্রবণ করত শ্রীমতী রাধিকা অতিশয় চিন্তাতে আপন্ন হইলেন। এবং পরম বিষণ্ণচিত্তা হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

নলভুং স্বপতী স্বাপ মিত্য স্বেন্দ্রিয় কোচনম্।
অশ্নতীভিষ্ঠতি স্নাতী গাত্রাণি পরিমার্জ্জতী ॥ ৩১
ব্রুবতী গায়তী গীতং শিল্পকর্ম্মাণি কুর্ব্বতী।
নলেভে মনসস্তুষ্টিং ভ্রান্তস্বান্তা সদা ভবেৎ ॥ ৩২

হে ব্রহ্মন্! আয়ানের সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন, আত্মপক্ষে এই কথাকে অশুভকরী জ্ঞানে শ্রীমতী রাধা মহতী চিন্তায় চিন্ত্যমানা হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রিয় সকল ভাবনাতে সঙ্কুচিত হইল। ভোজন করিয়া কি দণ্ডায়মানা থাকিয়া বা সুস্নাতা হইয়া, অথবা নানা শোভন সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা বা সখীগণের সহিত নানা প্রবন্ধে কথা বার্ত্তা করিয়া কি সুস্বরালাপে সংগীত গাইয়া, অথবা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বিবিধ শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছুতেই মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিরন্তর ভ্রান্তা হইয়া উদ্বিগ্নান্তরা হইতে লাগিলেন ॥ ৩১—৩২

পুরৈব শাপিতা তেন কৃষ্ণেনাহং মহাত্মনা।
কেনোপায়েন তং ক্ষিপ্রং মাস্যেঽধোক্ষজমব্যয়ম্ ॥ ৩৩

আয়ানকে বরনিরূপণ করাতে শ্রীরাধিকা আত্মমনে তখন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হা! আমার এক্ষণে উপায় কি? পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আমি অভিশপ্তা হইয়া রহিয়াছি, আমার পাণিগ্রহণ প্রাকৃত মনুষ্যে করিবে? সেই সময় কি এই উপস্থিত হইল? এখন কি উপায় দ্বারা সেই অধোক্ষজ অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেন, এবং আমি শীঘ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হই ॥ ৩৩

আল্যালীশত সংহূয় যযৌ কচ্ছং যম স্বসুঃ।
কাত্যায়নী ব্রতচ্ছদ্মারিরাধয়িষু রচ্যুতম্ ॥ ৩৪

ইতি চিন্তাপরায়ণা রাধা আপনার শত শত সখীগণকে আহ্বান করত সমভিব্যাহারে লইয়া কাত্যায়নী ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণারাধনেচ্ছুকা হইয়া যচ্ছতোয়া কালিন্দীতীরে সমাগতবতী হইলেন ॥ ৩৪

স্বেন বৃন্দপ্রচারৈঃ সা কালিন্দী লহরীবৃতে।
বিটপী বিটপচ্ছন্ন ছায়ে গুঞ্জন্ মধুব্রতে ॥ ৩৫

ঐ কলিন্দনন্দিনী যমুনা আপনার তরঙ্গ-সঙ্ঘ বিস্তার করত আপনাকে অতি শোভনীয়া করিয়াছেন। আকীর্ণ তরুরাজিচ্ছায়াতে বনরাজি অতিমনোরম দৃষ্ট হইয়াছে, উৎফুল্ল কুসুমরাজিতে মকরন্দলোলুপ মধুকর নিকর নিবিষ্ট হইয়া গুঞ্জরব করিতেছে ॥ ৩৫

ব্রততী শত সচ্ছংয়ে নানা কুসুমগন্ধিতে।
আরাধয়জ্জগন্নাথং পরং নিয়মমাস্থিতা ॥ ৩৬

বিস্তীর্ণ পুষ্পবতী শত শত লতায় সংচ্ছন্ন এবং নানা সুগন্ধি কুসুমগন্ধে সুগন্ধিত স্থানে শ্রীরাধিকা পরম নিয়মে অবস্থিতা হইয়া জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভ করিবার নিমিত্ত আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

এক ভক্তাদিবাহারা নিশাশানশনা ক্বচিৎ।
পয়োশনা ফলাহারা পয়ঃফেনাশনা ক্বচিৎ ॥ ৩৭

শ্রীমতী কৃষ্ণপতিপ্রাপ্তির আশয়ে কঠিনতররূপে কৃষ্ণব্রত অবলম্বন করিলেন। কখন দিবাতে একবার আহার করেন, কখন বা রাত্রিতে একাহার করিয়া থাকেন, কখন বা অনশন কখন বা ফলমাত্র ভোজনে, কদাচিত দুগ্ধফেন পানে দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অপর্ণরস সম্ভোজ্যা নিনায়াহ্ন শতঞ্চসা।
জিতেন্দ্রিয়া জিতশ্বাসা স্বাত্মারামাব্যরীরং ॥ ৩৮

কখন শুদ্ধ জলমাত্র আহার, কখন কেবল পত্ররসমাত্র পান করেন। এইরূপে শ্রীমতী বহু দিবস অতিপাত করিলেন। বহিরিন্দ্রিয় এবং অতিরিন্দ্রকে জয় করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া আত্মরঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তপসী তপতাং শ্রেষ্ঠা কন্দুকেনেব পোতকাঃ।
সাভূদনুদিনং ক্রোশাৎ কান্ত কান্তি রনুত্তমা ॥ ৩৯

মহাতপস্বিনী সর্ব্বতপস্বিশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অবলীলায় কঠিনতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপঃপ্রভাবে সমস্ত কান্তিমং হইতে অনুদিন কমনীয় পরমোত্তম কান্তিমতী হইলেন ॥ ৩৯

শিতপক্ষে শশিকলা লাবণ্য বারিধিপ্লুতা।
রূপৌদার্য্য শ্রিয়াবাচা গমনেন শুচিস্মিতা ॥ ৪০

পবিত্রহাসিনী শ্রীরাধিকা লাবণ্য রূপ জলধিমগ্না শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় রূপে ও ঔদার্য্য শ্রীতে এবং মাধুর্য্য বচনে ও সুললিত গতি দ্বারা পরম শোভনীয়া হইতে লাগিলেন ॥ ৪০

মধুর প্রেম গম্ভীর স্বান্তাজালী সুখাবহা।
নাম্নাসীদাস্ত পাথোজঃ প্রফুল্ল ইব নিত্যশঃ ॥ ৪১

সুমধুর প্রেম-গম্ভীরতায় সুনিপুণা সর্ব্বজনের ও হৃদয়ানন্দদায়িনী তাঁহার নামোচ্চারণে যেমন সকলের হৃৎপদ্ম প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ উৎফুল্লকমল সদৃশ নিয়ত তন্মুখ শোভা সম্বৃদ্ধা হইতে লাগিল ॥ ৪১

ক্লিষ্টায়া তপসোগ্রেণাতিমানুষ সুরেনতু।
গ্রীষ্মতিগ্ম করৈর্জুষ্টা সরসীব সরোরুহাঃ ॥ ৪২

দেবতা ও মনুষ্যের অসাধ্য উগ্রতপঃ দ্বারা ক্লিষ্টা হইয়াও শ্রীরাধিকার কান্তি শোভার হানি হয় নাই। যেমন অতি উগ্র চণ্ডাংশু প্রভাকরসন্তপ্ত হইলেও সরোবর জলে সরোজরাজি আত্ম-প্রসন্নতাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৪২

তপতীং তপসালোকান্ বীক্ষ্যে মাং মাধবোরিহা।
আবিরাসীৎ পুরস্তস্যা নবীন নীরদচ্ছবিঃ ॥

তপস্বিদিগের ন্যায় শ্রীরাধিকা ঘোর আড়ম্বরে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাকে তপঃ ক্লিষ্টা দেখিয়া সর্ব্বশক্র শ্রীপতি ভগবান্ নারায়ণ নবীন নীল নীরদ ন্যায় পরম মনোহর রূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩

মঞ্জুগুঞ্জাবতংসঃ শ্রীলক্ষ্ম লক্ষিত বক্ষসঃ।
প্রসন্নারুণ পাথোজ বরাস্য স্তেজসা জ্বলন্ ॥ ৪৪

কিবা গুঞ্জপুষ্প গুচ্ছে পরিশোভিত মনোহর বেশ, শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত বক্ষঃস্থল প্রস্ফুটিত সরসিরুহ সদৃশ বদনারবিন্দ, জাজ্জ্বল্যমান ব্রহ্মতেজ দ্বারা উদ্দীপ্ত কান্তিমান ॥ ৪৪

বেণুমঞ্জুল সংগীত রসিকোজ্জ বরাসনঃ।
বর্হি বর্হশিখঃ শ্রীমান্ ভৃগ্বঙ্ঘ্রি বর চিহ্নিত ॥ ৪৫

মনোহর বেণু-সংগীত-পরায়ণ রসিকবর পদ্মাসনস্থিত এবং ময়ূর পুচ্ছসমন্বিত মুকুট শোভিত মস্তকমণ্ডল, শ্রীবৎস ভৃগুপদ-চিহ্নে চিহ্নিত পরিশোভিত উরঃস্থল হয় ॥ ৪৫

বনমালানি গুঞ্জদ্ভ্রকুসুমমনোরাজি রাজিতঃ ॥ ৪৬

নানা প্রকার কুসুম পরিগ্রথিত বনমালা গলদেশে দোদুল্যমানা, তাহাতে মধুপানাসক্ত ভ্রমরপংক্তি সুমধুর গুঞ্জরবে উড্ডীয়মান হইতেছে ॥ ৪৬

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ বর বিমূর্দ্ধ রেখয়া বভৌ।
গোষ্পদেন বরাংঘ্রীদ্বৌ বিভ্রদ্বাহুসুবর্ত্তুলৌ ॥ ৪৭

ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও বিন্দু, ঊর্দ্ধরেখাদি চিহ্ন ও গোষ্পদাঙ্ক চিহ্নিত চরণতলদ্বয় সুদীপ্যমান এবং গূঢ়াস্থি বর্ত্তুলাকার বাহু যুগল সুশোভিত হয় ॥ ৪৭

আজানুলম্বিতৌ শশ্বৎ কূপবন্নিম্ন নাভিকঃ।
গয় প্রহলাদ দৈত্যেন্দ্র শুক নারদ সেবিতঃ ॥ ৪৮

আজানুপরিলম্বিত মৃণালায়ত ভুজ যুগল, কূপের ন্যায় সুগভীর নাভীমণ্ডল, গয়রাজ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যেন্দ্র সকল, এবং শুকদেব ও নারদাদি সুরর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৪৮

কাশয়ন্ স্বাস্ত পাথোজং স্বেক্ষা হংসকরৈর্বিভুঃ।
মধুর প্রেম গম্ভীর গিরোবাচ হংসশ্চতাম্॥ ৪৯

সেই মনোহর রূপ দর্শনে সকলের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্লিত হয়, যেমন সূর্য্যকর দ্বারা নলিনীরাজি প্রফুল্ল হইয়া থাকে, প্রেমগর্ভ সুমধুর রসপূর্ণ গম্ভীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে শ্রীহরি শ্রীরাধাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪৯

মা মাং তাপয় লোকাংশ্চ তপসাতে সুরেশ্বরি।
ক্রীতোঽহং দাসবত্তেঽহং বরয়ত্বং যদীপ্সিতম্॥ ৫০

হে সুরেশ্বরি! তুমি এক্ষণে তপস্যার বিরাম কর, এই উগ্রতপ দ্বারা আমাকে এবং ত্রিলোককে আর তুমি তাপযুক্ত করিও না। আমি তোমার ক্রীতদাসের ন্যায় বাধ্য হইলাম। এক্ষণে আমার নিকট মনোভিলষিত বর তুমি যাচ্ঞা কর॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ।—নিমীল্য নয়নে তঞ্চ বীক্ষ্যাভ্যুত্থাথ সত্বরা।
প্রণমাভ্যর্চ্চ, পূতাত্মা কৃতাঞ্জলি রথেশ্বরম্॥ ৫১

শ্রীরাধিকার ভগবদীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। এবং অতি সত্বর গাত্রোত্থান করতঃ প্রণাম পুরঃসর মানসোপচার দ্বারা পূজা করিয়া আপনাকে পবিত্রা করিলেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলি বদ্ধ-পাণি হইয়া ভগবানকে এই কথা বলিলেন॥ ৫১

দেব্যুবাচ।—ধর্ম্ম গাহ্যে ন ভগবন্ মা মা মা ক্ষিপতে নমঃ।
দাস্যহংতে বিভীতাস্মি ভীরুত্রাণ সুরারিহন্॥ ৫২

অতি বিনয়পূর্ব্বক মধুরাক্ষরে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে ভগবন্! সুরারিহন্! তুমি আমাকে জুগুপ্সিত ধর্ম্মে নিঃক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ভয়চ্ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, অতিশয় ভীতা হইয়াছি, হে নাথ! আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ কর॥ ৫২

নাথ তেঽহং পদম্ভোজৌ প্রণমে প্রহ্বকন্ধরা।
আয়ানায় পিতাদাতু মামিচ্ছতি বরানন॥ ৫৩

হে বরমুখ! নত শিরস্কা হইয়া তব পাদপদ্মযুগলে আমি প্রণাম করিয়া কহিতেছি। কোশল দেশজাত মাল্যক গোপের পুত্র আয়ানকে আমায় সম্প্রদান করিতে পিতা সম্মতি করিয়াছেন। একারণ আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি॥ ৫৩

কথমন্যো নরঃক্ষুদ্র স্বাং বিনা ত্বৎপরায়ণাং।
মামুদ্বহেয়চে ত্বং মা মুদ্বহিষ্যসি মানদ॥ ৫৪

হে মানপ্রদ! হে মধুসূদন! আমি তৎপরায়ণা, তোমা ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র মানবে আমাকে কি প্রকারে বিবাহ করিতে যোগ্য হইবে? ইহা চিন্তা করিয়া আমি অতিশয়

সম্মুচিতা হইতেছি অতএব হে নাথ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি আমাকে বিবাহ করা। নুচেৎ আমি এ প্রাণ রাখিতে কদাচ সক্ষম হইব না॥ ৫৪

ত্রিয়ে পাষাণ মাবধ্য কণ্ঠেহব্ধৌ পতিতা তদা।
কথম্বোপেক্ষতে সিংহ পৃষ্ঠমাংসানি খাদিতুম্॥
শ্বান মায়াত মারাত্তু ক্ষমমে পরমেশ্বর॥ ৫৫

হে নাথ! হে পুরুষসিংহ! তুমি আমাকে শরণাগতা জানিয়াও কি প্রকারে উপেক্ষা করিতেছ, সিংহের পৃষ্ঠস্থ মাংস ভোজনার্থে সমুদ্যম পূর্ব্বক কুকুর সমাগত হইবে? হা পরমেশর! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যখন তুমি আমায় পরিত্যাগ করিবে তখন আমি বৃহৎ শিলা কণ্ঠে বন্ধন করিয়া অগাধ সমুদ্রে নিপতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব॥ ৫৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষিত মাকর্ণ্য বচো মধুরিহা হরিঃ।
মুঞ্চতীং শোকজং বারি বীক্ষ্যাঙ্কে বিনিবেশ্যতাম্॥ ৫৬

পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিলেন। হে বৎস! শ্রীমতী রাধিকার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করত মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুগলনয়নে :অবিরত অশ্রুজল পতিত হইতেছে এবম্ভূতা সেই শ্রীরাধাকে দেখিয়া সত্বর আপনার কোলে আনিয়া বসাইলেন॥ ৫৬

বিমুজ্য নয়নে তস্যা শ্চুচুম্ব বদনং মুদা।
সান্ত্বয়া মাস গোবিন্দ শ্লক্ষ্ণা মধুরয়া গিরা॥ ৫৭

ভগবান্ সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চল দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া পরম হর্ষে তদ্বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং পরমানন্দে সুমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিস্তর আশ্বাস করিলেন॥ ৫৭

শ্রীভগবানুবাচ।—মাভৈঃ সুশ্রোণি শৃণুমে বচনং হিতমাত্মনঃ।
উপায়স্ত্বাসতে পদ্মদলপ্রভ শুভাননে॥ ৫৮

শ্রীভগবান্ শ্রীমতীকে কহিলেন, হে কমলসদৃশ শোভন মুখি! হে সুশ্রোণি! ভয় কি! কেন এত ভীতা হইতেছ? তোমার ভয় নিবারণের বিস্তর উপায় আছে। অতএব আমি তোমার হিতকর যে বাক্য বলি তুমি তাহা শ্রবণ কর॥ ৫৮

সোহপিজাতো মমাংশেন বরবর্ণিনি কিং ভয়া॥ ৫৯

হে বরবর্ণিনি! তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি যে আয়ান কর্ত্তৃক পরিণীতা হই-বার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারি অংশ, সে অন্য ক্ষুদ্র মানব নহে॥ ৫৯

অস্তত্বদংশজো নাথ তেননাহ প্রিয়ে সকৃৎ।
মরিষ্যেতে পুরোরজ্জুং গলে বধ্বা ন সংশয়ঃ॥ ৬০

হে নাথ! সে তোমার অংশজ হয় হউক, আমি একবারও তাঁহাকে মনে প্রিয় করিয়া ভাবিব না। যদি সে আমার পাণিগ্রহণ করে তবে আমি আত্ম গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করিব, নিশ্চয় কহিলাম, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৬০

শ্রীভগবানুবাচ।—সুশ্রোণি নানৃতং বচ্মি বাচং তেঽহং সুমধ্যমে।
রচনং কল্পিতং পূর্ব্বং কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুশ্রোণি! হে শোভনমধ্যে! শ্রবণ কর, আমি বৃথা বাক্য তোমাকে বলি নাই। এ বচন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে স্মরণ কর, ইহা তুমি জানিয়াও কি প্রকারে এখন এমন কথা বলিতেছ? ॥ ৬১

পতিদ্বৈধে হি নারীণাং মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।
ধর্ম্মং পুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ সর্ব্বং নস্যতি নান্যথা ॥ ৬২

হে রাধে! তুমি নিশ্চিত অবধারণা কর, এক স্ত্রীর দুই পতি হইলে মহান্ দোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ধর্ম্ম পুণ্য কীর্ত্তি এ সমস্তই নাশ পায় তাহার অন্যথা নাই ॥ ৬২

দেব্যুবাচ।—নাহং তেন রমে ক্বাপি প্রাণাযাস্যন্তি যদ্যপি।
কার্পণ্য মাপ্তদেহেন নহে স্তীহ প্রয়োজনম্ ॥ ৬৩

হে নাথ! যদ্যপি আমার প্রাণ সকল বিয়োগ হয় সেও উত্তম কল্প, তথাপি তাহার সহিত কখন রতিকার্য্যে লিপ্ত হইব না। আমি তোমাকে নিশ্চিত কহিলাম, সুতরাং দীনতাপ্রাপ্ত এমন দেহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬৩

শ্রীভগবানুবাচ।—উপায়স্তে প্রবক্ষ্যামি মানসোত্তাপনাশনম্।
তদ্বিবাহোৎসব প্রেক্ষা সিদ্ধার্থং মাতুলগৃহম্।
মাত্রা গমিষ্যে তদনু মাতুলাঙ্ক গতোস্ম্যহম্ ॥ ৬৪

ভগবান্ শ্রীরাধাকে এই কথা কহিলেন। হে রাধে! পূর্ব্ব বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। এক্ষণে তোমার মনের উত্তাপনাশন যে উপায় আমি বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার মাতুল আয়ান, তাঁহার বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত মাতা যশোদার সহিত আমি মাতুলগৃহে গমন করিব, অনন্তর মাতার ক্রোড় হইতে মাতুলের অঙ্কগত হইব ॥ ৬৪

আয়াস্যে ত্বৎ পিতুর্গেহং ক্রোড়গো মাতুলস্যহম্।
তং ভ্রংশয়িষ্যা দায়ানং পুং ত্বাৎ কৈতব মাতুলম্ ॥ ৬৫

হে রাধে! আমি মাতুল আয়ানের ক্রোড়স্থিত হইয়া বিবাহকালে তোমার পিতা বৃষভানুর ভবনে আগমন করিয়া, তদনন্তর শঠতা দ্বারা আয়ানকে পুরুষত্ব হইতে নিবর্ত্ত করত নপুংসক করিব ॥ ৬৫

তাৎপর্য্য। যখন বিবাহকালে আয়ানের ক্রোড়গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গমন করিবেন উল্লেখ করিয়াছেন তখন আয়ান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎগত থাকিবেক, সুতরাং বৈবাহিকোপকরণ কৃষ্ণের গ্রহণ করাই সুসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে রাধার পরিণয় শ্রীকৃষ্ণেরই সিদ্ধ হইবেক॥ ৬৫

উপায়স্থাম্য ধর্ম্মেণ ত্বামহং মত্তকাশিনি।

লোকাজানন্তু পরমং ননৌ গুহ্যতরং রহঃ॥ ৬৬

হে প্রিয়ে! আমি ধর্ম্মের সহিত এই উপায় স্থির করিয়া তোমাকে কহিলাম। হে মত্তকাশিনি! স্পষ্টরূপ লোকে জানিবে রাধার সহিত আয়ানের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমার ও আমার পরম গোপনীয় পরম তত্ত্ব-রহস্য কেহই জানিতে পারিবে না॥ ৬৬

সমস্যেহং ততো দেবি যথেপ্সিত মনিন্দিতে।

আয়ান পত্নীং ত্বাং সর্ব্বে জানন্তু লোকসজ্ঞকাঃ॥ ৬৭

হে অনিন্দিতে! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি রাধে! আমি তাহার সহিত তোমার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করিব। হে দেবি! কিন্তু পরম রহস্য না জানিয়া সকল লোকই তোমাকে আয়ানের পত্নী বলিয়া জানুক॥ ৬৭

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্য প্রিয়হিতং প্রিয়ায়াং প্রিয়মাত্মনঃ।

পুনরাহ বচঃ কৃষ্ণোললিতং রঞ্জয়ন্ প্রিয়ম্॥ ৬৮

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হিত এবং প্রিয়বাক্য কথনানন্তর আত্মহিতসাধক অতি প্রিয় সুললিত বাক্যে শ্রীমতীকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন॥ ৬৮

শ্রীভগবানুবাচ।—প্রীতোঽহংতে প্রিয়তমে পুনস্তেঽহং বরং দদে।

স্মৃতৌ প্রাগেব তে নাম স্মরিষ্যন্তি জনঃ সদা॥ ৬৯

শ্রীভগবান্ শ্রীমতীকে কহিলেন, হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রীতিযুক্ত হইয়াছি, একারণ তোমাকে পুনর্ব্বার আরও এক বর প্রদান করিতেছি। অদ্যাবধি মন্নাম চিন্তকজনেরা তোমার রাধানাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করত সর্ব্বদা আমার এই কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবে॥ ৭০

প্রাগ্রাধেতি পদং দত্বা চানুকৃষ্ণপদং প্রিয়ে।

স্মরন্নিত্যং জনোবিদ্বন্ মোক্ষভাগ জায়তে হি সঃ॥ ৭০

হে প্রিয়ে! হে রাধিকে! যে সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে রাধা এই শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ শব্দ যোগ করত নিত্য স্মরণ করিবে সেই ব্যক্তি নিশ্চিত পরম মোক্ষ ভাজন হইবে॥ ৭০

ত্রিকালৈনাং সমূহন্তু স্মরণান্নাশমেতিহ।

গোবাল ব্রহ্মনারীণাং হত্যা বিশ্বাসঘাতকঃ॥ ৭১

হে বরবদনে! যে ব্যক্তি প্রাতঃ মধ্যাহ্নে এবং সায়ং এই ত্রিকালে রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম জপ করে, তৎফলে গোহত্যা স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা আর বিশ্বাস ঘাতকাদি সমস্ত পাপ তাহার বিনাশ পায়॥ ৭১

কৃতঘ্নো বৃষলী ভর্ত্তা সুরাপী সোমবিক্রয়ী।
অগম্যাগমনং যত্র কৃতং স্বর্ণ হর স্তথা॥ ৭২
রাধাকৃষ্ণেতি পঠনান্মুক্তিমেতি ন সংশয়ঃ॥ ৭৩

কৃতঘ্ন সুরাপানশীল, শুক্র বিক্রয়কারক, অগম্যা স্ত্রী গমনকর্ত্তা আর শূদ্রাদির স্ত্রী সম্ভোগকৃৎ ব্রাহ্মণ এবং স্বর্ণাপহারী ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ এই যুগল নাম উচ্চারণ ফলে সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরামুক্তি লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই॥ ৭২· ৭৩

রাধাকৃষ্ণেতি যেনাম সুস্মৃতোগোপনন্দিনি।
মহাপাপোপ পাপৌঘ কোটিশো যান্তি সংক্ষয়ম্।
মৎসাযুজ্য পদমিতো মোদতে দেববৎ সদা॥ ৭৪

হে গোপনন্দিনী রাধে! রাধাকৃষ্ণ এই দুই নাম যে ব্যক্তি নিয়ত অনুস্মরণ করে মহাপাপ ও উপপাপ প্রভৃতি কোটি কোটি পাতক তাহার বিনষ্ট হয়। অন্তে দেহাবসানে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মম লোকে গমন করত মৎসাযুজ্য পদপ্রাপ্তে সর্ব্বদা মম সান্নিধ্য-দেববৎ প্রায় হইয়া পরমানন্দে অধিবাস করিবে॥ ৭৪

মমনাম পদস্থাদাবুচ্চার্য্য মোহতে পিবা।
শক্তিং স্মৃতিং জপন্মর্ত্ত্যো ভ্রূণহত্যা ফলং লভেৎ॥ ৭৫

যত্তপি মোহ প্রযুক্ত বা ব্যঙ্গোক্তি ক্রমে পরিহাসচ্ছলে কেহ আমার নাম অগ্রে উচ্চারণ করত পশ্চাৎ তোমার রাধানাম সংযুক্ত স্মরণ করিলে ভ্রূণহত্যা জনিত যে পাতক, সেই পাতক গ্রহণ করিতে হইবেক॥ ৭৫

কৃষ্ণ রাধেতি যোব্রূতে মোহাদজ্ঞানতোপিবা।
কোটি জন্মকৃতং পুণ্যং ক্ষণাদেব বিনশ্যতি॥ ৭৬

কৃষ্ণ রাধা বিপরীত ক্রমে এই নাম যে উচ্চারণ করিবে তাহার কোটিজন্মকৃত পুণ্য রাশি তৎক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হইবে॥ ৭৬

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
বিপর্য্যয়ে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৭

কেবল পুণ্যনাশমাত্র নহে, প্রথমতঃ রাধা পদ উচ্চারণ করিবে ইহার বিপরীত উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ লাভ হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ।—আশ্বাস্যমধুরালাপৈ হিতৈঃ কৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ।
গাত্রাণি মার্জ্জয় স্তস্যাঃ ক্ষণাদন্তরগাত্মনে ॥ ৭৮

সর্ব্বলোক পিতামহ চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিলেন—হে বৎস! এইরূপ মধুরালাপ দ্বারা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়া রাধাকে বিস্তর আশ্বাস করিয়া প্রেমভাবে স্বীয় পরিধৃত কনক কোপিনাঞ্চলে তাঁহার গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্দ্ধান হইলেন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে
রাধা বরপ্রাপ্তিনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে
শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার বরপ্রাপ্তি নামে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অথ রাধার বিবাহ

ব্রহ্মোবাচ।—ততোবৃষঃ সমানয্য প্রকৃতি ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
পুরোহিতৈঃ পৌরজনৈ র্নাগরৈঃ পরমোৎসবম্ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ হইতে বরলাভ করত শ্রীরাধিকা তখন সানন্দমনে পিতৃগৃহে সমাগতা হইলেন। অনন্তর মহারাজা বৃষভানু অমাত্য মন্ত্রিগণ, পুরবাসী ও নাগরবাসিগণ সকলে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বভবনে আনয়ন করিয়া রাধার বিবাহসূচক মহামহোৎসব করিলেন ॥ ১

ঘোষয়ামাস ঘোষেণ সদাসী দারবান্ধবান্।
জ্ঞাতীন্ কুলীনান্ কৌটুম্ব বন্ধু স্বজন ভূমিপান্ ॥ ২

রাজা বৃষভানু মহাঘোষ দ্বারা সর্ব্বত্রে রাধা বিবাহ ঘোষণা করিলেন। এবং দাস দাসী ও পত্নীগণের সহিত আত্মীয় জ্ঞাতিগণ, কুলীন কুটুম্ব বন্ধুগণ ও স্বজনগণ এবং আত্মীয় ভূপালগণকে স্বভবনে উপস্থিত হইবার কামনায় এবং মহামহোৎসব সম্বর্দ্ধনার্থে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২

বাদকান্ বায়বোধাশ্চ শিল্পিনো বণিজ স্তথা।
নট বৈতালিকান্ প্রৌঢ়ান্ সূত মাগধ বন্দিনঃ ॥ ৩

দূত দ্বারা সংবাদ দিয়া বহুশঃ বাদ্যকর, বাদ্যবাদনাদশ ও শিল্পকরগণ ও প্রচুর ধনশালী

বণিকগণকে, আর নৃত্যকর, বৈতালিক ও স্তোত্রপাঠক মগধ দেশীয় সূতগণকে এবং রাজবংশাবলীবাচক বন্দী ও ভট্টগণকে আহ্বান করিয়া সভায় আনয়ন করিলেন। ৩

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রান্ সানুগান সহবান্ধবান্।
ঋষীন্ ব্রহ্ম বিদোভিক্ষুগণানাভীরমণ্ডলাম্।
নিমন্ত্রয়ামাস দূতৈঃ শীঘ্রগৈঃ পত্রিকান্বিতৈঃ॥ ৪

অনন্তর রাজা বৃষভানু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণকে ও বেদবিৎ ঋষি সকলকে আর ভিক্ষুক, উদাসীন সন্ন্যাসিগণকে এবং অনুগত দাস দাসী স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত আভীরপল্লীস্থ গোপজাতি সকলের আমন্ত্রণার্থ নিমন্ত্রণ পত্র সমন্বিত শীঘ্রগামী দূত দ্বারা বৈবাহিক নিমন্ত্রণ করিলেন। ৪

শুভ সংসৃষ্ট সংসিক্ত গোপুরাট্টাল তোরণম্।
মণি মাণিক্য রত্নৌঘ হার হীরকস্রগ্ গণৈঃ॥ ৫

তদনন্তর মহারাজা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে পুরীশোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মনোহর গন্ধসংযুক্ত সলিলে পুরাভ্যন্তর্বহির্মার্গকে নিয়ত সংসিক্ত করিতে লাগিলেন। এবং প্রধান সিংহদ্বার ও তোরণ অট্টালিকামালাকে মণি মাণিক্যাদি রত্ননিকরে আর হীরকহারে ও অপূর্ব্ব কুসুমমালাতে সুমণ্ডিত করিলেন। ৫

গন্ধলাজ পরিক্ষিপ্তং ধূপ দীপানি সেবিতম্।
দ্বারাণি শত সম্বাধ সুচত্বর বরান্বিতম্॥ ৬

শত শত পুরদ্বারা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপথ ও প্রধান চতুষ্পথে এবং চত্বরে চত্বরে সুশোভন গন্ধান্বিত লাজ কুসুম বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে সপল্লব সিন্দুরাক্ত জলপূর্ণ কলস সকল সংস্থাপন করত আম্র পল্লবিত ও সুগন্ধ ধূপে ধূপিত করত সহস্র সহস্র আলোকমালায় মণ্ডিত করিলেন। ৬

সিতরক্তা সিতাপতি পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
মণয়ঃ শতশস্তত্র্যাকীর্ণাঃ পরম ভাস্বরাঃ॥ ৭

অপর শ্বেত রক্ত নীল পীতাদি নানাবর্ণে পতাকা দ্বারা প্রাসাদশিখর সকলকে পরিশোভিত করিলেন। স্থানে স্থানে আলোকার্থে মন্দিরাভ্যন্তরে উদ্দীপ্ত পরম কিরণাকীর্ণ শত শত মণিমালা সংস্থাপন করিলেন। অর্থাৎ তজ্জ্যোতিতে সম্যক্ গৃহোদর আলোকময় হইল।

গৃহাণি বাস্ত মুখ্যানি দধ্যক্ত সুচন্দনৈঃ।
রত্নদাম মণিবর হার মাণিক্য দীপকৈঃ।
শোভাতি শোভিতা হ্যাসন্ সুমৃষ্টানি সমন্ততঃ॥ ৮

প্রধান প্রধান বাটী ও প্রধান প্রধান গৃহ সকলকে রত্নমালাতে এবং মণিময় বরহারে সুমণ্ডিত করত দধি অক্ষত পুষ্প ও শোভন সুগন্ধ চন্দনে অন্বিত করিলেন; অপর মাণিক্য দীপাবলি দ্বারা শোভাতিরিক্ত শোভায় শোভিত এবং সুমার্জ্জিত করিয়া রাখিলেন ॥ ৮

ব্রহ্মণাবেদ বিদ্বাংসঃ পুণ্যেম্বায়তনেষু চ।
অমর্হন্ বেদমন্ত্রেণ দেবান্ মঙ্গলমাচরন্ ॥ ৯

বেদবিৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সকল রাজাজ্ঞানুমতে সুপুণ্য দেবালয়াদিতে নানোপহার দ্বারা বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করিয়া শুভ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

পুণ্যঘোষং শ্রুতিসু খং বেদঘোষাবঘোষিতম্।
পুরং বৃষস্য সর্ব্বং তদাসীৎ পরম শোভনম্ ॥ ১০

মহারাজ বৃষভানুর প্রতিভবনই শ্রবণ রসায়ণ সুপুণ্য বেদধ্বনিতে সম্যক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বিবাহ মহোৎসবকালে রাজভবন অপ্রতিম পরম শোভা সন্ধারণ করিল ॥ ১০

রথনাগাশ্ব শস্ত্রাণি মণি মাণিক্য রত্নকৈঃ।
হার হীরক গন্ধৈশ্চ স্রগ্ বরৈ শ্চার্চ্চিতানিহ ॥ ১১

এবং রথাশ্ব কুঞ্জরমালাকে ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সমূহকে মণি মাণিক্য রত্ন দ্বারা অপর হীরক নির্ম্মিত হার দ্বারা আর গন্ধপুষ্প ও পুষ্প-রচিত বরমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অর্থাৎ যাহাতে পরম শোভান্বিত দেখা যায় তদ্রূপ শোভা বিস্তারক উপকরণ দ্বারা অন্বিত করিলেন ॥ ১১

সায়ুধাঃ সপরীধানাঃ সভূষাঃ সোষ্ণিকামুনে।
বদ্ধ গোধাঙ্গুলি ত্রাণা স্তথায়ুধ কলাপিনঃ ॥ ১২

হে মুনে! পরিধাপনীয় পরিচ্ছদ বসন ভূষণান্বিত মস্তকে উষ্ণীষ ও করযুগলে আয়ুধধারক সেনাপতিগণ, গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণে আবদ্ধাঙ্গুলি ও তাহারা সকলেই নানাবিধ অস্ত্রকলাপে পরম কুশল ॥ ১২

রথিনঃ শ্বাদিনশ্চৈব পৃষ্ঠগোপাঃ পদাতয়ঃ।
অতিষ্ঠন্ কক্ষদেশে শতশোথ সহস্রশঃ ॥ ১৩

অপর রথিগণ ও অশ্বারোহিগণ আর হস্তীযোধি সেনাপতিগণ ও পশ্চাৎভাগ রক্ষক শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্যগণ, রাজদত্ত পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া প্রথম কক্ষে দণ্ডায়মান রহিল ॥ ১৩

বাদকা গায়কাঃ সর্ব্বে সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ।
নানাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর বিভূষিতাঃ॥
নানা সুগন্ধ লিপ্তাঙ্গা মধ্যকক্ষে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৪

সুমার্জ্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী, দিব্য বস্ত্রপরিধায়ী, নানা অলঙ্কারে আচ্ছন্ন গাত্র, বিবিধ সুগন্ধ সামগ্রী অনুলেপিত শরীর, শত শত বাদ্যকর ও শত শত গায়কগণ মধ্যকক্ষে অবস্থিত হইল॥ ১৪

নর্ত্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ নটা বৈতালিকা স্তথা॥
নটাশ্চ ভব্যবেশাঢ্যা বন্দিন স্তুতি-পাঠকাঃ॥
জগুর্ন্নৃতু রাজম্নু স্তুষ্টুবুশ্চ মুদান্বিতাঃ॥ ১৫

নর্ত্তকী বারাঙ্গনাগণ আর নর্ত্তকগণ ও বেশধারী নটগণ এবং স্তুতিপাঠক বৈতালিকগণ ইহারা সকলেই সুদিব্য বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া যথোপযোগ্য আপন আপন আধিকারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, অর্থাৎ পরম হর্ষযুক্তান্তঃকরণে নানা বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল এবং স্তুতিপাঠকগণেরা যশোবর্ণনা করিতে লাগিল॥

স্ত্রিয়শ্চ শতশো দিব্যাঃ কুণ্ডলদ্যোতিতাননাঃ।
চিত্রাম্বর পরীধানা শ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ॥ ১৬

কুণ্ডল দ্যুতিতে উদ্দীপ্ত বদন এমন শত শত যুবতী স্ত্রীগণেরা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী এবং বিচিত্র মাল্যধারিণী, দিব্য গন্ধে তাহাদিগের অনুলিপ্ত গাত্র॥ ১৬

হার কেয়ূর রত্নৌঘ নূপুরাঙ্গদ শোভিতাঃ।
সায়তাসিত কেশাঢ্যাঃ পৃথুশ্রোণ্য শ্চলৎকুচাঃ॥ ১৭

অপর বিপুলতর নিতম্বিনী বয়োধিকা প্রৌঢ়া স্ত্রীগণেরা দোদুল্যমান কুচ যুগল বিশিষ্টা, বিবাহোৎসব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাহারা সকলেই হার, কেয়ূর, নূপুর এবং অঙ্গদ বলয়াদি আভরণে পরিশোভিতা হইল; তাহাদিগের শিরস্থিত অতিশয় দীর্ঘতর ভ্রমরনিকর পরিনিন্দিতা অঞ্জনবর্ণ কেশপাশ পরিশোভিত হয়॥ ১৭

পুরন্ধ্র্যঃ পরমোদারা গোপনার্য্যঃ সহস্রশঃ।
বীথয়ো রাজমার্গাশ্চ মর্যষে কবরান্বিতাঃ॥ ১৮

আর পরম উদার স্বভাবা, পুরবাসিনী গোপাঙ্গনা সকল অপূর্ব্ব কবরীবেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক বর দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে রাজপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন॥ ১৮

তাসু তেষু চ সর্ব্বাসু নগরেষু পুরেষু চ।
মণি মাণিক্য রত্নৌঘ হার হীরক সূত্রকৈঃ॥ ১৯

সেই সকল গোপনারী ও গোপ সকল নগরে নগরে সকল পুরীদ্বারে মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন সমূহ নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক এবং সূত্র গ্রথিত হীরাহার মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৯

গন্ধদধ্যক্ষতৈ র্ধূপৈ র্লাজ সিদ্ধার্থ পল্লবৈঃ।
বিদ্রুম প্রবরা রক্তদামজাল শতাঙ্কিতৈঃ ॥ ২০

মঙ্গলসূচক প্রতি দ্বারে দধি অক্ষত গন্ধপুষ্প সিদ্ধার্থ লাজ এবং আরক্ত বর্ণ নব প্রবালমালা দ্বারা সকলকে শোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

সুশীত কুন্দশঙ্খাভ তোয় মাল্য শতান্বিতৈঃ।
যবৈর্দৃঢ়ৈরকালিম্যৈঃ কম্বুগ্রীবান্বিতৈ র্ঘটৈঃ ॥ ২১

অপর শঙ্খ ও কুন্দপুষ্প ন্যায় সুদীপ্ত শুক্লবর্ণ নির্ম্মল সুশীতল জলে পূর্ণ কম্বুগ্রীব যুক্ত অকালিম সুদৃঢ় নবীন ঘট দ্বারা প্রতিদ্বারের দুই পার্শ্ব পরিশোভিত করিলেন ॥ ২১

হিমবচ্ছিখর প্রেক্ষ্যবেশ্মনি কোটিশো নৃপঃ।
সুচত্বারাণি সর্ব্বাণি জাতরূপ ময়ানি চ ॥
সুদ্বারাণি সুমৃষ্টানি সুসিক্তানি জলৈর্মুদা ॥ ২২

মহারাজ বৃষভানু হিমালয় পর্ব্বতের সুশ্বেত শিখরের ন্যায় সুদৃশ্য কোটি কোটি রাজ-নিকেতনকে সুবর্ণমালায় মণ্ডিত করতঃ চত্বর শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। আর সুশোভন পুরদ্বারদিগকে সুমার্জ্জন করণ পূর্ব্বক পরমহর্ষে সুগন্ধি জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সুখারোহণ সোপান স্বাসনাসন দীপকৈঃ।
জাতরূপ শতচ্ছন্ন পালঙ্ক শোভিতানি চ ॥ ২৩

সুখে আরোহণ করা যায় এমন সোপান যুক্ত প্রতি মন্দির, শোভন শয্যাসন দ্বারা এবং রত্নদণ্ড সমন্বিত শত শত উদ্দীপ্ত দীপ দ্বারা গৃহরাজিকে শোভিত করিতে লাগিলেন। আর প্রতি গৃহই সুবর্ণমণ্ডিত পরম মনোহর পাতিত পালঙ্কে সুশোভিত হইল ॥ ২৩

অনর্ঘাজিন বস্ত্রাণি ভূষিতানি সমন্ততঃ।
নিরমীস পদেতানি নির্ব্বাসার্থং মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৪

মহারাজা রাজাদিগের যোগ্য সুপূজিত বসন ভূষণে ভূষিত সর্ব্বোপকরণ সমন্বিত শোভন গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া নিমন্ত্রিত রাজাদিগের বাসার্থ প্রস্তুত রাখিলেন ॥ ২৪

সরাংসি স্বচ্ছতোয়ানি সুখারোহ শিলানি চ।
কুশেশয়ানি কুমুদোৎপলাচ্ছন্ন জলানি চ ॥ ২৫

নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবর নিকর পদ্মোৎপল কুমুদ কহ্লার কোকনদে সমাচ্ছন্ন এবং সুখাবতরণীয় সুতীর্থ (সোপানশ্রেণী) সকল মনোহর পাষাণনিকরে আবদ্ধ ॥ ২৫

হংস কারণ্ডব বক চক্রবাক বৃতানি চ।
ময়ুর সারস বর কুক্কুটানি যুতানিহি ॥ ২৬

ঐ সকল সরোবরকূলে রাজহংস রাজহংসী চক্রবাক চক্রবাকী দাত্যূহকারণ্ডব ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী এবং ময়ুর ময়ূরী, সারস সারসী পরিবৃত, তত্তীরে বর কুক্কুটমালা খেলিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৬

নিরমাপয়দব্যগ্রে রমণীয়ানি সর্ব্বতঃ।
উদ্যানানি মনঃ শ্রোত্র নাসিকা সুখানি চ ॥ ২৭

কন্যা বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে মহারাজা ঐ সকল জলাশয়ের শোভা সম্পাদনীয় রমণীয় উপকরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখিলেন। তত্তীর নিঃসন্ন মনোহর, সুপুষ্পিত উদ্যান সকলকে বিবিধ কৌশলে সৌন্দর্য্যে গুণাদিতে এমন সংযুক্ত করিলে, যাহাতে আশু মনঃ শ্রবণ এবং নাসিকার সুখ সম্পাদন করিতে পারে ॥ ২৭

কারয়ামাস রাজর্ষিঃ পুণ্যশ্লোক ইবাপরঃ।
নানা বিধানি ভোজ্যানি পূপান্ন সায়সানি চ ॥ ২৮

সাক্ষাৎ পুণ্যশ্লোক নল শিবি রন্তীদেব ও যুধিষ্ঠিরাদির তুল্য দ্বিতীয় রাজর্ষিবর মহারাজা বৃষভানু নিমন্ত্রিত জননিকরের ভোজনোপযুক্ত নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পায়স, অন্ন, পিষ্টকাদি সুপকারী দ্বারা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

সুপানি চ বিচিত্রাণি মিষ্টানি শতশো মুনে।
ফলানি স্বাদুভূরীণি নানা দ্রব্যানি চানঘ ॥ ২৯

হে মুনে! হে নিষ্পাপ অঙ্গিরা! আর বিবিধ প্রকার বিচিত্র ব্যঞ্জন ও শত শত প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইলেন। এবং প্রভূত সুস্বাদু মধুর রসান্বিত নানা-জাতীয় ফল সমূহ, অপর অনেক প্রকার ভক্ষোপযোগী দ্রব্য সকল ও ভূরি ভূরি পকান্ন প্রস্তুতীকৃত করিলেন ॥ ২৯

মাংসানি মৃগজাতীনাং মেধ্যানাং বিবিধানি চ।
চর্ব্ব্য চোষ্যাণি লেহ্যানি পেয়ানি রসবন্তি চ ॥ ৩০

যথা মেধ্য মৃগজাতীয় মাংস নিচয়ের বিবিধ প্রকার স্বরসাযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া স্থানে স্থানে সংস্থাপন করাইলেন ॥ ৩০

দধিক্ষীর ঘৃতাদীনি নবনীতানি সর্ব্বতঃ।
ভূরীণি কারয়ামাস রাজসিংহ প্রতাপবান্ ॥ ৩১

প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহারাজ-রাজ-কেশরী ঘোষণা দ্বারা স্ববিষয়স্থ গোপদিগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভূত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি আনয়ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন ॥ ৩২

তত্তোদিগ্‌ভ্যঃ সমুপেতু র্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।

বেদেতিহাস মীমাংসা পুরাণাগমবাদিনঃ ॥ ৩৩

অনন্তর নানাদিক্ হইতে নিমন্ত্রিত ব্রহ্মবিৎ মুনিগণেরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন! তাঁহারা সকলেই বেদ, ইতিহাস, মীমাংসা ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা হয়েন ॥ ৩৩

জ্যোতির্ব্বেদান্ত বেদাঙ্গ ন্যায় তত্ত্ব বিচক্ষণাঃ।

পৃচ্ছন্তঃ কেচিদথতান্ শৃন্বন্তশ্চ তথা পরে ॥ ৩৪

ঐ সকল সমাগত পণ্ডিতগণেরা সভারোহণ পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেছেন, কেহ কেহ তাহাদিগের কৃত প্রশ্ন শ্রবণ করিতেছেন, অপরে প্রশ্ন শ্রবণান্তর তৎপ্রতি পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

ব্রুবন্তো বিব্রুবন্তশ্চ চলন্তইব বায়বঃ।

গ্রীষ্মতিগ্ম কররুচো জ্বলন্তো ব্রহ্ম তেজসা ॥ ৩৫

কেহ কেহ বক্তার প্রাতবক্তা হইয়া প্রচলৎ বায়ুর ন্যায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাচালতায় যেন ঘোরতর ঝড় বহিতে লাগিল। গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যাহ্ন কালোদিত প্রচণ্ড রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সকলেই ব্রহ্ম তেজে জাজ্বল্যমান। ৩৫

বৃদ্ধং প্রবৃদ্ধ চরণা নিজ কৌপীন বাসসঃ।

হবির্ভি গৃহ্যমানাঃ স্বপ্রভয়েব হুতাশনঃ ॥ ৩৬

অপর কত শত বিদ্বান্ তর ধর্ম্মাচরণ শীল সন্ন্যাসিগণেরা কৃষ্ণাজিন পরিধারী কেহ বা চেলখণ্ড কৌপীনাচ্ছাদিত কটী ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, যেমন প্রভূত ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত স্বপ্রভাবে দীপ্যমান হুতাশন তৎদৃশ রূপ হয়েন ॥ ৩৬

ধমনীজাল সংচ্ছন্ন কলেবরধরা মুনে।

মেরুলগ্নোদরামাসাঃ কোটরাবিষ্ট লোচনাঃ ॥ ৩৭

কত শত শত তপস্বিগণ আগমন করিলেন, হে মুনে! তাঁহাদিগের তপঃক্লেশে শিরাজাল সমূহে সমাচ্ছন্ন কলেবর, উদরের মাংস মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে, সকলেরই চক্ষু কোটরে সংপ্রবিষ্ট, সকলেই অতিশয় শীর্ণ দেহ ॥ ৩৭

কৌপানাজিন বাসোভিঃ পরিধানোত্তরীয়কাঃ।

আপিঙ্গায়ত কেশৌঘা জটামণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৩৮

ঐ সকল উদাসীন সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কাহার মৃগচর্ম্ম পরিধান উত্তরীয় বস্ত্রও মৃগ-চর্ম্ম, কাহার বা কৃষ্ণসারচর্ম্ম নির্ম্মিত কৌপীন তদ্দ্বারা সমাচ্ছাদিত কটিদেশ রব আপাদ লম্বিত দীর্ঘায়ত পিঙ্গলবর্ণ জটাজালে মণ্ডিত মস্তকমণ্ডল ॥ ৩৮

কমণ্ডলু ব্যগ্রকর দণ্ডাঙ্কিতকরা মুনে।
শাক্তশৈব বৈষ্ণবেন্দ্রাঃ সৌরাশ্চ গাণপত্যকাঃ ॥ ৩৯

হে মুনে! অপর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য এই পঞ্চায়তনী দীক্ষায় দীক্ষিত দণ্ড কমণ্ডলুধারী মুনিগণেরাও সমাগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভরদ্বাজাত্রি গর্গাশ্চাগস্ত্য জৈমিনি গৌতমাঃ।
কশ্যপৌ জমদগ্নিশ্চ জামদগ্ন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪০

ভরদ্বাজ, অত্রি, গর্গাচার্য্য, অগস্ত্য, জৈমিনি, গৌতম, কশ্যপ আর জমদগ্নি ও জামদগ্ন্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র মুনি সমাগত হইলেন ॥ ৪০

বিভাণ্ডকঃ কৌশিকশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মহামনাঃ।
দধীচি মিত্রাবরুণ বালখিল্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪১

বিভাণ্ডক, কৌশিক, মহামতি মার্কণ্ডেয় আর দধীচি, মিত্রাবরুণ ও বালখিল্যাদি সমাগত সহস্র সহস্র ঋষি ॥ ৪১

অসিতো দেবলো ধৌম্যো দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ।
অর্চ্চাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলিঃ ॥ ৪২

অসিত, দেবল, ধৌম্য মহামুনি দত্তাত্রেয়, আর অর্চ্চাবসু সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, এবং বলি প্রভৃতি ॥ ৪২

বকো দাল্‌ভ্য স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।
সুমন্ত যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সসুতো লোমহর্ষণঃ ॥ ৪৩

বক ঋষি, দাল্‌ভ্য, স্থূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তৎপুত্র শুকদেব। আর দারুণ কর্ম্মা অথর্ব্ব বেদাচার্য্য সুমন্ত ঋষি, রাজসনের যাজ্ঞবল্ক্য, এবং পৌরাণিক সপুত্র লোমহর্ষণ ॥ ৪৩

গালবো বায়ুভক্ষশ্চ শাণ্ডিল্য সত্যপালকঃ।
এনেচান্যে চ মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ সসুতা মুনে ॥ ৪৪

গালব, বায়ু ভক্ষক শাণ্ডিল্য, সত্যপালক, এই সকল মুনি এতদ্ভিন্ন পুত্র ও শিষ্যের সহিত আরও অনেকানেক মুনিরা আগত হইলেন ॥ ৪৪

দিদৃক্ষবো মহারঙ্গ ভোক্তুকামা যথেষ্টতঃ।
অর্থকামা ভোজকারি যৌতুকামাশ্চ ভো দ্বিজাঃ ॥ ৪৬

হে দ্বিজগণেরা! বিবাহ দর্শনেচ্ছু অনেক ব্রাহ্মণ সুশোভমানা সভাদর্শন কামনায় স্বপরে যথেষ্ট ভোজনীয় সামগ্রী ভোজনেচ্ছায় কত শত শত জন সমাগত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অর্থাকাঙ্ক্ষী ঘটক পাঠকগণ ও কুলপালক স্তাবক ভট্টাগণ সকল ঐ মহাসভায় সভায় হইতেছে॥ ৪৫

কাশ্যপাঃ ভৃগবশ্চান্যে আত্রেয়াঙ্গিরসাঃ পরে।
বাশিষ্ঠাঃ পৌলহা হ্যত্রকৌশিকাশ্চ তথৈব চ॥ ৪৬

অপর কাশ্যপ গোত্র, ভার্গবগোত্র, আত্রেয় গোত্র, অঙ্গিরস গোত্র, বাশিষ্টও পৌলহ গোত্র এবং বিশ্বামিত্র গোত্রজাত বহুশঃ বিপ্রবংশেরা সমাগত হইলেন॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্র বণিজো নাগর স্তথা।
আযযু র্নগরং তস্য সূত মাগধ বন্দিনঃ॥৪৭

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং মহাসমৃদ্ধিশালী নগরবাসী বণিকগণ সকলে মহারাজা বৃষভানুর নগরে বিবাহ দর্শনার্থ সমাগত, অপর ভট্ট ও বন্দী ও মাগধীয় স্তুতিপাঠকগণেরা যে যেখানে ছিল সকলেই ঐ বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর অনাহুত নটবৈতালিকগণ, ও সহস্র সহস্র বারযোষিতগণেরা সমাগতা হইল॥ ৪৭

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
সানুগাঃ সহভৃত্যাশ্চ সপরিচ্ছদ বাহনাঃ॥ ৪৮

অনন্তর দেশ দেশান্তরীয় নিমন্ত্রিত রাজা সকল সবাহনে স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অমাত্য ও অনুগামী দাস এবং পুরোহিতগণের সহিত সমাগত হইতে লাগিলেন॥৪৮

গান্ধার রাজঃ শকুনি সুবলশ্চ মহাবলঃ।
অচলো বৃষকশ্চৈব কর্ণশ্চ রথিনাম্বরঃ॥ ৪৯

গান্ধার দেশাধিপতি সুবল পুত্র মহাবল পরাক্রম শকুনি আর অচল রাজ বৃষক এবং অঙ্গদেশাধিপতি সর্ব্ব রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণ॥ ৪৯

ততঃ শল্যো মদ্ররাজো বাহ্লীকশ্চ মহাবলঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বঙ্গঃ কালিঙ্গক স্তথা॥ ৫০

তদনন্তর মদ্রাধিপতি গিরিদুর্গস্থ উত্তরদিক পতি শল্যরাজা এবং মহাবল পরাক্রান্ত বাহ্লীক রাজা, আর পৌণ্ড্রক রাজ বাসুদেব ও বঙ্গ রাজা, কলিঙ্গ রাজা প্রভৃতি তৎপুরে সকলেই সমাগত হইলেন॥ ৫০

ভূরিভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তঃ কৌরবনন্দনাঃ।
অশ্বত্থামা কৃপাদ্রোণঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ॥ ৫১

ভুরি ও ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। আর অশ্বথামা, কৃপাচার্য্য ও কুরুরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্য সমাগত হইলেন॥ ৫১

দ্রুপদোধৃষ্টকেতুশ্চ শাল্বশ্চ সসুতাইমে।
সাগরীয়াঃ পার্ব্বতীয়া ভগদত্তো বৃহদ্বলঃ॥ ৫২

আর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু শোত্তপাত শাল্বরাজা পুত্রের সহিত সমাগত হইলেন। সাগরান্তবর্ত্তী উপদ্বীপবাসী ও পার্ব্বতীয় রাজা সকল এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরকরাজার পুত্র ভগদত্ত ও মহারাজা বৃহদ্বল॥ ৫২

অকর্ষ কুন্তলশ্চৈব বারাণস্যান্ধ্রকা স্তথা।
দ্রাবিড়াঃ সৈংহলাশ্চৈব রাজা কাশ্মীরকাস্তথা॥ ৫৩

দাক্ষিণাত্য অন্ধ্রকরাজ, কাশীপুরাধিশ্বর, কুন্তল, আকষরাজ। আর দ্রাবিড় দেশীয় রাজা সকল সিংহলাধিরাজ এবং কাশ্মীরাধিপতি॥ ৫৩

সুদ্যুম্ন কুন্তিভোজাশ্চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বিরাট সহ পুত্রাভ্যাং শঙ্খনৈবোত্তরেণ চ॥ ৫৪

মহারাজা কোশলেন্দ্র সুদ্যুম্ন, কুন্তি ও ভোজরাজ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং শঙ্খ ও উত্তর এই পুত্রদ্বয় সহিত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজা সমুপস্থিত হইলেন॥ ৫৪

সপুত্রঃ শিশুপালশ্চ দন্তবক্রো মহাবলঃ।
ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সপাণ্ডবাঃ॥ ৫৫

সপুত্র চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপাল, আর করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্র। কুরুবংশীয় মহাপ্রতাপী ভীষ্ম, স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত অন্ধরাজ ধৃতারাষ্ট্র বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইলেন॥ ৫৫

বসুদেবোগ্রসেনৌ চ কংস দেবক এব চ।
জরাসন্ধশ্চ মতিমান্ বৃষ্ণয়ো যাদবান্ধকাঃ॥ ৫৬

মথুররাজ বসুদেব, উগ্রসেন, কংস ও দেবক প্রভৃতি যদুভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় রাজারা সকলেই সমাগত হইলেন। এবং মগধাধিপতি সুবুদ্ধিমান্ মহারাজা বৃহদ্রথের পুত্র পুত্র জরাসন্ধ সবল বাহনে আগত হইলেন॥ ৫৬

অন্যে চ বহুবস্তত্র নানা জনপদেশ্বরাঃ।
বৃত্তং বিবিৎসবস্তস্য কন্যারত্ন দিদৃক্ষবঃ।
আযধুর্ন গরং তস্য সানুগাঃ সপরিচ্ছদাম্॥ ৫৭

উপরি উক্ত রাজগণ, এবং তদ্ভিন্ন অন্ত নানা রাজ্যের রাজা সকল বিবাহ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত, এবং কন্যারত্ন বৃষভানু নন্দিনীর রূপলাবণ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্ব স্ব

পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক অনুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে বৃষভানু রাজার নগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন ॥ ৫৭

আয়াৎ সুতেষু সবৃষো রাজরাজেষু তেষথ।
অভ্যুত্থানাভিঃ বাদাদাবর্হ্যনর্হৈর্মহামনাঃ ॥ ৫৮

সেই সকল রাজ-রাজেশ্বরগণ সমাগত হইলেন, তদ্দৃষ্টে মহামতিমান বৃষভানু স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে যথা যোগ্যানুরূপ অভিবাদন করত সমাদরে সুপ্রীতরূপে সকলকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৮

তেষা মাবসথান্‌রাজা দিদেশাথ সুপুষ্কলান্‌।
কৈলাসশিখর প্রখ্যান্‌ মনোজ্ঞান্‌ দ্রব্যসংযুতান্‌ ॥ ৫৯

মহারাজা বৃষভানু সমাগত রাজাদিগের নিবাসার্থ পূর্ব্বকল্পিত গৃহ সকল আদেশ করিলেন। সেই সকল গৃহ কৈলাস পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় অত্যুচ্চ ও অতি ধবলবর্ণ, এবং নানাবিধ মনোহর রাজোপযোগ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ॥ ৫৯

সর্ব্বত্য সম্বৃতানুচ্চৈঃ প্রাকারৈঃ সুবৃতৈঃ সিতৈঃ।
সুবর্ণ মাল্য রত্নৌঘ মণি কুট্টিম শোভিতান্‌ ॥ ৬০

সকল গৃহই সর্ব্বতঃ প্রকারে সমান উন্নত, চতুঃপার্শ্বে সুশ্বেত বর্ণ প্রস্তর রচিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুবর্ণমালাতে সুমণ্ডিত, নানাবিধ রত্নসমূহে এবং মণিময় কলিকাকার কলস দ্বারা পরিশোভিত হয় ॥ ৬০

সুখারোহণ সোপনান্‌ মহার্ঘ স্থপরিচ্ছদান্‌।
স্রক্‌সংঘ সমবচ্ছন্না সুত্তমা গুরুবাসিতান্‌ ॥ ৬১

ঐ সকল গৃহের সোপান অতি সুখারোহ, সুপূজিত পরিচ্ছদে পরিশোভিত, এবং মাল্যনিচয়ে সমাচ্ছন্ন, উত্তম অগুরুগন্ধে গৃহাভ্যন্তর সুগন্ধিত ॥ ৬১

হংসক্ষীর প্রতীকাশা সাযোজন সুদর্শনান্‌।
অসম্বাধান্‌ সমবারানুচ্চানুচ্চাব চৈগুণৈঃ।
বহুধাতু বিচিত্রাঙ্গান্‌ হিমবচ্ছিখরানিব ॥ ৬২

অনেক ধাতু চিত্রিত হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাসিত অপ্রতিম মন্দিরাদি সকল এক যোজন পথ পর্য্যন্ত সুদর্শনীয়। অপ্রতিবদ্ধ সমাহার বিশিষ্ট এবং উচ্চাবর্ণ নানা গুণে সমন্বিত হয় ॥ ৬২

তেষু তেম্ববিশন্‌ হৃষ্টা রাজনো ভূরিতেজসঃ।
জ্ঞাতয়ো গোপসংঘাশ্চ কুটুম্বাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৬৩

সম্যক্‌ হর্ষযুক্ত মনে সমাগত অত্যুগ্রতেজস্বী রাজাগণ এবং সহস্র সহস্র জ্ঞাতি

বান্ধব গোপগণ আর আহুত কুটুম্বগণ সকল সেই সকল মনোজ্ঞ গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৩

আযযুর্নগরং তস্য সুবেশাভরণোজ্জলাঃ।
তনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈ র্দধিক্ষীর ঘৃতানি চ ॥
নানা বিধানি ভূরাণি দ্রব্যাণ্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥ ৬৪

নানাবিধ মনোহর বেশভূষা করত বিচিত্র আভরণে উজ্জলাঙ্গ স্ববিষয়বাসি গোপ সকল রাজ নিমন্ত্রিত হইয়া অনডুহ (ষাঁড়) যোজিত শকটে দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি নানাবিধ বহুল দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ করত বৃষভানুর ভবনে সমাগত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৪

নাসন কেচিদ্বিমনসো নাসন কেচিদ্বিমানিতাঃ।
কথয়ন্তঃকথা বহ্বীঃ পশ্যন্ত নটনর্ত্তকান্ ॥ ৬৫

আনন্দময়ীর শুভবিবাহোৎসবে কোন লোকই বিমনা নহে, আর আহুত রবাহুত আগত লোকের মধ্যে কেহই রাজা কর্ত্তৃক বিমানিত হয় নাই। নট নর্ত্তকদিগের নৃত্য দর্শন পূর্ব্বক বিবাহ সম্পর্কীয় নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে আসিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

ভুঞ্জতাঞ্চৈব বিপ্রাণাং বদতাঞ্চ মহাশ্বনঃ।
অনারতং শ্রুতস্তস্মিন্ প্রহৃষ্টানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৬

এবং স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সকল মহাহর্ষে ভোজন করিতে বসিলেন, অবিরত তৎকোলাহল শব্দে তৎস্থান মহাশব্দিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দীয়তাং দীয়তাং ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং খাদ্যতাং খাদ্যতাং! সর্ব্বদা এইমাত্র শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৬

দীয়তাং দীয়তামস্মৈ পীয়তাং পীয়তামিদম্।
খাদ্যতাং ভোজ্যতাং বিপ্রা মোদ্যতাং প্রচ্যতামিতি ॥ ৬৭

পরিবেশন দর্শকজনেরা পরিবেশনকারক বিপ্রগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! ইহার পত্র শূন্য দেখিতেছি ইহাকে কিছু দাও, ব্যগ্রধী ব্রাহ্মণগণকে কহিতেছেন ও ঠাকুরগণেরা! খাও খাও পেয়াদি দ্রব্য সকল পান করুন কেন ব্যস্ত হইতেছেন, মনস্বীনা হইয়া স্বচ্ছন্দযুক্ত চিত্তে ভোজনীয় সকল পরিমিত রূপে ভোজন করুন এমন বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিবেন যেন পরিণামে পরিপক হয় ॥ ৬৭

স্থীয়তাং গীয়তাং গীতং পঠ্যতাং ভণ্যতামিতি।
গম্যতাং সপ্যতামস্মিন্ বিশ্যতাং পূজ্যতে মপি ॥ ৪৮

কুটুম্ব পরিদর্শকজনেরা সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করত যথাযোগ্য কার্য্যে জন সকলকে নিয়োগ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহাদিগের বদনে এই মাত্র শব্দ হইতে

লাগিল। ওহে তোমরা স্থির হও স্থির হও, ওহে গায়কগণেরা তোমরা গীত গাইতে আরম্ভ কর, হে স্তুতিপাঠকেরা! স্তুতিপাঠ কর, ওহে কুলাচার্য্যগণ! তোমরা সকলে কুলবর্ণন কর। অপর দ্রব্যবাহকগণকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা দ্রব্যানয়নে যাও বিলম্ব করিও না। কুটুম্বাদির বাস গৃহে গিয়া কেহ কহিতে লাগিলেন, মহাশয়েরা এই-স্থানে শয়ন করুন এইস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হউন, এ বলে উহাকে সে বলে তাহাকে যাও ভাই নিমন্ত্রিত জনগণকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করহ, দেখ যেন কোনক্রমে অনাদর না হয়॥ ৬৮

ততঃ সদস্যৈঃ বহুভি ব্রাহ্মণৈ র্বেদবেদিভিঃ।
সর্ব্বমভ্যুদয়ার্থং স চকার পৈতৃকীং ক্রিয়াম্॥ ৬৯

অনন্তর বহুতর বেদবিৎ সদস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত মহারাজা বৃষভানু অভ্যুদয়ার্থ সম্যক্ মাঙ্গলিক কর্ম্ম এবং পৈতৃকী ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৬৯

দেবান্ সদস্যান্ ব্রহ্মণ্যান্ ব্রাহ্মণ্যান্ পরিতোষ্য চ।
দর্ভপাণিঃ প্রতীক্ষেত সতস্যাগমমঞ্জসা॥ ৭০

ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা সম্পাতন, আয়ুষ্যজপ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করণান্তর অর্চ্চনদ্বারা দেবগণের সন্তর্পণ করত ব্রাহ্মণগণকে দান মান পুরঃসর ভোজনাদি করাইয়া সন্তোষিত করিলেন। পরে মহারাজা বৃষভানু কুশহস্ত হইয়া পরমানন্দ মনে বরসহ বরযাত্রগণের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৭০

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধা বিবাহোৎসবো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪

ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি-সংবাদে
শ্রীরাধিকার বিবাহোৎসব নামে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অথ বরাগমন প্রস্তাব।

ব্রহ্মোবাচ।—তদাশ্রুত্য সসন্দেশং বৃষভানো মহাত্মনঃ।
রূপং গুণঞ্চ কন্যায়াঃ মাল্যঃ সংহর্ষিতস্তদা॥ ১

মহর্ষি অঙ্গিরাকে জগৎস্রষ্টা পিতামহ কহিতেছেন, বৎস! শ্রবণ কর। বরপিতা মাল্যক গোপরাজ মন্ত্রিসহ পুরন্ধ্রগণের মুখে বৃষভানুর সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকন্যা শ্রীমতী রাধিকার রূপ গুণ বর্ণনা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিতমনা হইলেন॥ ১

সূতান্ বন্দিবরান্ প্রৌঢ়ান্মাগধান্ স্তুতিপাঠকান্।
বাদকান্ গায়কান্ দক্ষান্নট্টান্ বৈতালিকাং স্তথা ॥ ২

গোপশ্রেষ্ঠ মান্যবর মাল্যক্পুত্র বিবাহ উৎসবে বৃষভানু পুরোগমনোন্মুখ হইয়া ভট্টকুলাচার্য্য স্তুতিপাঠে সুনিপুণ মাগধীয় বন্দিগণকে এবং নট নটী বৈতালিকগণকে আর বিশিষ্ট বাদ্যকর ও সঙ্গীত কুশল গায়কগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৩

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রান্ বণিজানন্ত্যজান্ বহূন্।
বান্ধবান্ জ্ঞাতি সুহৃদঃ কুটুম্বান্নগরৌকসঃ ॥ ৩

এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নানা পণ্যজীবি বণিকগণ ও সৎশূদ্রগণ আর বহুতর অন্ত্যজাতি জন সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া আয়ন পূর্ব্বক, জ্ঞাতি কুটুম্ব সুহৃদ্গণ ও প্রতিবেশী নগরীয়লোক সকলকে নিমন্ত্রণ দ্বারা স্বভবনে আনয়ন করিলেন ॥ ৩

গুরূন্ পুরোহিতামাত্যান্ মুনীন্ ব্রহ্মবিদস্তথা ॥ ৪

গুরুবর্গীয় জন সকলকে অমাত্যগণ পুরোহিতগণ এবং ব্রহ্মবিৎ মুনিগণকে যত্নপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ॥ ৪

মিত্রদক্ষং সাবরজং সজ্ঞাতিং সসুতং তথা।
সর্ভার্য্যং সানুগঞ্চাপি সধনং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৫

অনন্তর মাল্যক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মদনের শ্বশুর মিত্রদক্ষকে সহভ্রাতা, সপুত্র সভার্য্য, সধন পরিচ্ছদ যুক্ত ও অনুগামী জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ॥ ৫

বসুসেনং দুর্ম্মদস্য শ্বশুরং সহবান্ধবম্।
সজ্ঞাতিং সসুতাঞ্চাপি সভৃত্যবলবাহনম্ ॥ ৬

দ্বিতীয় পুত্র দুর্ম্মদ, তাঁহার শ্বশুর বসুসেনকে সপুত্র কলত্র জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব বাহন সামন্ত দাসদাসীগণের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ৬

বসুংযামুনকাধীশং সজ্ঞাতি সুতবান্ধবম্।
দমস্য শ্বশুরং মান্যং মহাকুল সমুদ্ভবম্ ॥ ৭

তৃতীয় পুত্র দম, তাঁহার শ্বশুর মহাকুলীন মহদ্বংশ প্রসূত যমুনাতীরস্থ বিষয়ের অধিকারী বসু, সপুত্র, সুবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব কলত্র সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বৈবাহিকপুরে বৈবাহিক নিমন্ত্রণে সমাগত হইলেন ॥ ৭

যশোদাং নন্দগোপঞ্চ সকৃষ্ণ বলদেবকম্।
সোপনন্দমহানন্দ প্রনন্দ পরিনন্দকম্ ॥ ৮

এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত, আর উপনন্দ, মহানন্দ, প্রনন্দ, পরিনন্দ প্রভৃতি

গোপ প্রবরগণের সহিত প্রধান জামাতা নন্দকে ও যশোদা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ॥ ৮

সুহ্যায় কুটিলাঞ্চৈব সভৃত্যং বলবাহনম্।
সবন্ধুং সানুগঞ্চাপি সজ্ঞাতি সুহৃদং তথা ॥ ৯

এবং সভৃত্যবর্গ, বলবাহন, বন্ধুবান্ধব, অনুগতজন এবং জ্ঞাতি ও সুহৃৎবর্গ প্রভৃতির সহিত মধ্যমজামাতা কুটিলা পতি সুহ্যয় ও মধ্যমা কন্যা কুটিলাকে সমাদর পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করিলেন ॥ ৯

হেমং প্রভাকরীঞ্চৈব সভ্রাতৃপিতৃকং তথা।
সবন্ধুজ্ঞাতি সুহৃদং সমিত্রং সপরিচ্ছদম্ ॥ ১০

কনিষ্ঠা কন্যা প্রভাকরীকে ও কনিষ্ঠ জামাতাকে পিতা ভ্রাতা সুহৃৎ-মিত্র বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতিগণের সহিত এবং সবাহন দাস দাসী পরিচ্ছদ সমন্বিত নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ১০

আনিনায় মহাযানৈরশ্বৈঃ করিবরৈস্তথা।
অনোভি রনডুদ্‌যুক্তৈ রথৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ১১

মহাঢ্য মাল্যক, এই জামাতাত্রয়কে সপরিবার মহাযানে, অশ্ব ও হস্তী দ্বারা এবং অনডাহযুক্ত শকট ও নানাবিধ বাহন যুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন ॥ ১১

দেবানভ্যর্চ্চয়া মাস ব্রাহ্মণৈ র্বেদবেদভিঃ।
নানোপহার বলিভিঃ পুণ্যোম্বায়তনেষু সঃ ॥ ১২

অনন্তর মহামতি মাল্যক বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রতি দেবালয়ে নানা উপকরণ ও পশুপুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবতাদিগের পূজা করাইলেন ॥ ১২

দৈবপৈতৃক মার্যঞ্চাভ্যুদয়ায় তদাকরোৎ।
কর্ম্মসর্ব্বং তদামাল্যো দেবকল্পৈ র্মহর্ষিভিঃ ॥ ১৩

মাল্যক গোপবর অভ্যুদয়ার্থ দৈব, পৈতৃক এবং আর্ষকর্ম্ম স্বয়ং সম্পন্ন করিলেন। অর্থাৎ গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা ও মার্কণ্ডেয়াদি চিরজীবিগণের পূজা, বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্যজপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করত দেবতুল্য মহর্ষিগণের দ্বারা অপর মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমুদায় যথা সময়ে সমাপন করাইলেন। অর্থাৎ ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাস্তুদেব, পঞ্চানন, সুবচনী এবং জলকুমারী প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করাইলেন ॥ ১৩

বরের সহিত বরযাত্রগণের যাত্রা।

সমাদায় সর্ব্বানীমন ব্রহ্মনোষান্।
বণিক গোপ গোপী র্নৃপক্ষত্র বৈশ্যান্।

লসদ্ধেমনিষ্কাংশ্চলৎ কুণ্ডলোঘান্।

লসচ্চিত্র দামস্ফুরচ্চিত্র দেহন্॥ ১৪

অনন্তর গমনোন্মুখ বরযাত্রগণের শোভা বর্ণন করিতেছেন। সমাগত মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, আঢ্যতম বণিকগণ, গোপ গোপীগণ ও ক্ষত্রিয় রাজগণ ও বৈশ্য শূদ্রাদিগণ সকলেই স্বর্ণমালামণ্ডিত পরিশোভিত আন্দোলিত কুণ্ডলবান্ বিচিত্র মণিমালা ও পুষ্পমালাতে পরিশোভিত কলেবর সেই সকলকে মাল্যক সমভিব্যবহারে লইয়া চলিলেন॥ ১৪

নানাভরণ সংচ্ছন্নান্নানায়ুধ লসৎকরান্।

রথিনো রথমারূঢ়ান্ লসদম্বর ভূষিতান্॥ ১৫

অপর নানাপ্রকার অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন অলঙ্কৃত দেহ, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রকর কঞ্চুকোষ্ণীষধারী, বিবিধ বস্ত্রোপশোভিত সুভূষিত রথিগণ রথারোহন পুর্ব্বক বরানুগমন করিতে লাগিলেন॥ ১৫

কেচিদশ্বেষু করিষু কেচিদ্রথবরেষু চ।

অনঃসুকেচিদব্যগ্রাঃ শিবিকাসু সহস্রশঃ॥ ১৬

কোন কোন ব্যক্তিরা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ হস্তাস্কন্ধে, কতক লোক উত্তম রথে, অব্যগ্রচিত্তে শকটে আরোহণ করিয়া এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি শিবিকারূঢ় হইয়া চলিলেন॥ ১৬

চর্ম্মী বর্ম্মী রথী খড়্গী শরী তূণীচ তোমরী।

মুদ্গরী মুষলী শূলী গদী চক্রী বরোষ্ণিষী।

ভিন্দিপালী বিপাশীশ্চ জগ্মুঃ শক্তি মদাদয়ঃ॥ ১৭

অপর চর্ম্ম বর্ম্মধারী রথী সকল, শরতুণধারী ধানুকিগণ ও, তোমর মুদ্গর, মুষল, শূলপাণিনিকের, গদা, চক্র ও উত্তম উষ্ণীষধারী সমূহ বিপাশ ভিন্দিপাল ও শক্তিধরী ইত্যাদি সামন্তগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বেদের দুই পার্শ্বে অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিল, তৎকালে সুসজ্জিত সৈন্যগণের শোভা সন্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন॥ ১৭

রক্তসূত্র লসদ্বাহুং বিচিত্রাম্বর ভূষণম্।

আরোহয়দ্‌যানি বরং কৃতকৌতুক মঙ্গলম্।

আয়ানং করমবগ্রে শস্ত্রপাণিং বরাসনম্॥ ১৮

অনন্তর রক্তসূত্রবদ্ধ বাহু, সুশোভিত বরাহবিচিত্র বস্ত্রালঙ্করণ ও মুকুট ধারণে পরিশোভিত, অব্যগ্র মন, অগ্রহস্ত বরবেশধারী আয়ানকে কৃত কৌতুকমঙ্গলে শুভক্ষণে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাইলেন॥ ১৮

অনুজগ্মুস্ততঃ সর্ব্বে গোপালাঃ সর্ব্বভূষণাঃ।

খেলন্তশ্চবদন্তশ্চ হসন্তশ্চ তথা পরে॥ ১৯

সর্ব্বভূষণে ভূষিত গোপালগণেরা খেল গতিদ্বারা নানাবিধ কথার জল্পনা পূর্ব্বক পরিহাস্য করিতে করিতে বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন॥ ১৯

গর্জ্জন্তশ্চ প্লবন্তশ্চ গায়ন্তশ্চ তথাপরে।

নৃত্যন্তশ্চ তথৈবান্যে পশ্যন্তঃ খেল খেলকম্॥ ২০

অপর কেহ গম্ভীরস্বরে গর্জ্জনপূর্ব্বক উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন গতিতে, নাচিতে নাচিতে, কেহ বা মনোহর শ্রবণ রসায়ন গীত গাইতে গাইতে কেহ বা অন্যান্য অনুযাত্র খেলকদিগের খেলা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। ২০

আযযুর্নগরাভ্যাসং বৃষভানো র্মহাত্মনঃ।

দূতং মাল্যঃ প্রহৃষ্টেন প্রৈষীৎ স্বান্তেন ভূসুরম্॥ ২১

মহামতি বরকর্ত্তা মাল্যক বরসহিত মহাত্মা বৃষভানুর নগর সন্নিধানে সমাগত হইয়া আপনাদিগের আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি সুবুদ্ধিমান্ প্রিয়ম্বদ শান্তমনা এক জন ব্রাহ্মণ দূতকে সত্বর বৃষভানু ভবনে প্রেরণ করিলেন। ২১

বৃষঃ শ্রুত্বা সহামত্যঃ সগণঃ সপুরোহিতঃ।

অভ্যুত্থানার্থমায়াত যত্রমাল্যো ব্যবস্থিতঃ॥ ২২

দূতমুখে বরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করত সহর্ষে মহামনা বৃষভানু তাঁহাদিগের অভ্যুত্থনার্থ স্বজন সুহৃদ্গণ ও পুরোহিত সহিত যথায় মাল্যক অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২২

তানাদায় বৃষঃ প্রায়াৎ স্বপুরং সমহামনাঃ।

তানাগতান্ বহুবিধান্ দ্রষ্টু কামাঃ পুরৌকসঃ।

গবাক্ষ জালৈঃ সংচ্ছন্নঃ প্রাসাদান্ রুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২৩

তত্রোপস্থিত হওনানন্তর মহামনা বৃষভানু স্বীয় বৈবাহিককে বর ও বরযাত্রগণের সহিত সমাদরপূর্ব্বক স্বপুরে লইয়া চলিলেন। সেই সকল সমাগত বরযাত্রগণের সহিত বরকে দেখিবার অভিলাষে কত শত শত নগরবাসিনী নারীগণেরা অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অপর কত কত ললনাগণে চীকদ্বারা সমাচ্ছন্ন গবাক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া বরকে দেখিতে লাগিলেন॥ ২৩

গীতৈ র্বাদ্যৈঃ সিংহনাদৈঃ শূরাণাং গর্জ্জতাং মুনে।

দিগশ্চ বিদিশশ্চৈব নভঃ সংপূরিতানি হি॥ ২৪

হে মুনে! বরানুযাত্র গায়কদিগের সঙ্গীতরবে, এবং ননাবিধ বাদ্য কোলাহলে

আর সৈন্য সামন্তের সিংহনাদ ধ্বনিতে, অপর মহাবীরভাগের গর্জ্জনে দিক্ বিদিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল, এবং সমস্ত গগনমণ্ডলও এককালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ততোযানা দবারুহ্যাঙ্কগ কৃষ্ণং বরং পুরম্।
আনিনায় বৃষো রাজা সভৃত্য বলবাহনম্॥ ২৫

অনন্তর পুরদ্বার প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্কগত আয়ান রথ হইতে অবতরিত হইলেন। মহারাজা বৃষভানু সমস্ত অনুগামী সৈন্য সামন্ত ও দাসগণের সহিত সেই বরকে সম্মান পুরঃসর পুরাভ্যন্তরে সভাতলে আনয়ন করিলেন॥ ২৫

সানুগং সহবন্ধুশ্চ সজ্ঞাতি ব্রাহ্মণং মুদা।
বরয়িত্বা বরং বৃষ্যা মাস্থিতা মাহিতাসনঃ॥ ২৬

আহিতাসন বৃষভানু মহামর্ষে সহবন্ধু বান্ধব ও অনুগামী জনগণ এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বরকে মহাহর্ষে বরাসনে উপবেশন করাইয়া বরণ করিলেন॥ ২৬

শুচিঃ শুচং দর্ভপাণির্দর্ভপাণিং বৃষস্তথা।
দেবাগ্নি পুরতো বিপ্রৈঃ স্বস্তিবাচ্য চ ভূসুরাঃ॥ ২৭

হে ভূদেবগণেরা! পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কৃতাচমন পবিত্র দর্ভপাণি বর উপবেশন করিলেন। অনন্তর কুশহস্ত বৃষভানু দেবতা ও অগ্নির পুরোভাগে বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন॥ ২৮

সমর্চ্চ্য মধুপর্কাদ্যৈ বস্ত্রাভরণ মাল্যকৈঃ।
আনায্যালঃ কৃতাং কন্যামযোনিজ শুভাননাম্॥ ২৮

অনন্তর পাদ্যাসন মধুপর্ক বসন ভূষণ অলঙ্করণ গন্ধপুষ্প মাল্যদ্বারা বরের অর্চ্চনা করণান্তর অযোনিসম্ভবা শুভাননা স্বীয়া কন্যাকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া মহারাজা ছায়ামণ্ডপে সমানয়ন করিলেন। ২৮

ক্ষৌমার্ঘ বরমাণিক্য রত্নাখচিতমম্বরম্।
বিভ্রতিং রক্তসূত্রাণি করে সব্যে মনোহরাম্॥ ২৯

সর্ব্ব মনোহারিণী ঐ কন্যা মাণিক্যাদি বররত্নে খচিত রাজোপযোগ্য ক্ষৌমবস্ত্র পরিধায়িনী বামকরে আবদ্ধ রক্তসূত্রে পরমশোভিতা॥ ১৯

মালতী মল্লিকাদামচ্ছন্না দুন্দুভিকোপমৌ।
দোদুল্যনানা বায়ত্যা শ্যামাস্যৌ বর্ত্তুলৌ কুচৌ॥ ৩০

শোভন দ্যুজীকৃত দুন্দুভি ন্যায় সমবর্ত্তুল শ্যামবর্ণ সুউচ্চ পয়োধর যুগল গন্ধবতী মালতী ও মল্লিকা মালে সমাচ্ছন্ন, আগমনকালে গুরুতরভাবে দোদুল্যমান হইল॥ ৩০

বধতীং গুরুজঙ্ঘোরু ভরা নম্র কটিস্থলাম্।
বিহরন্তী মনোযূনাং কটাক্ষৌঘৈ রিবাগতাম্॥ ৩১

গুরুতর জঙ্ঘাদ্বয় ও গুরুতর উরুস্থলভরে আনমিত কটিদেশ নয়নযুগল ভঙ্গিমা দ্বারা যুবা পুরুষদিগের মনোহারিণী রূপে পরিণয় সভায় সমাগত হইলেন॥ ৩১

বীক্ষ্যসর্ব্বে মনোজন্ম বিশিখা কৃত্য মানসাঃ।
সর্ব্বে মোহমিতস্তত্র নাসান্ কেচিৎ সসংজ্ঞকাঃ॥ ৩২

সভাস্থ সকলে তদ্রূপ লাবণ্য সংবীক্ষণ করত স্মর শরাহত মানস হইয়া এককালে সকলেই মহামোহ-বশগত হইলেন। তৎকালে সে সভায় পুরুষ মধ্যেই কেহই চৈতন্য সম্পন্ন ছিলেন না॥ ৩২

ততস্তাংচারু সর্ব্বাঙ্গীং বৃষোদিৎ সুস্তমীক্ষ্য সঃ।
ধাঙ্‌ক্ষায়েব পুরোডাশ মধ্বরে মাধবো রুষা॥
আয়ানাঙ্কগ কৃষ্ণস্ত পুংস্ত্বাদপনয়ং স্তদা॥ ৩৩

কোন কোন ব্যক্তি বরের আসন হইতে শস্ত্র সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় ঘৃত কাককে প্রদান করার ন্যায় বৃষভানু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোহারিণী কন্যা আয়ানকে দান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, অযোগ্য বিবেচনায় আয়ান ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরম-রোষে তাহার পুরুষার্থহরণ করিলেন অর্থাৎ আয়ানকে নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন॥ ৩৩

দ্বিতীয়ং প্রকৃতিং তস্মা দায়ানায়া দদৎ ক্ষণাৎ।
যস্যেঙ্গিতৈ লয়ং যান্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥
তস্যা বিবিৎসিতং কর্ম্ম কোবা বারায়িতুং ক্ষমঃ॥ ৩৪

তৎক্ষণাৎ আয়ানের পুরুষত্ব নিবারণ পূর্ব্বক স্বভাবের বিপরীত স্বভাব তাঁহাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণোঙ্গিত মাত্র আয়ান দ্বিতীয় প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত যে হই-লেন, সে কর্ম্ম ভগবৎ সম্বন্ধে বিচিত্র নহে, যেহেতু যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরেরও লয় হয়, তাঁহার অকরণীয় কার্য্য জগতে কি আছে? সেই অচিন্ত্য অব্যয় পরম পুরুষের বিবেচনা সিদ্ধবিধেয় কর্ম্ম নিবারণ করিতে কে শক্তিমান্ হয়॥ ৩৪

প্রিয়ায়া লিপ্সিতং যত্তু বিধায়োরুক্রমস্তদা।
প্রসারিত করো বাঢ় মুবাচ তদনন্তরম্॥ ৩৫

উরুক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনোভিলষিত যে প্রার্থনা তাহা সম্পূর্ণ করত আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনার দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদনন্তর বাঢ়ং ইতি প্রতিগ্রহ সূচক বাক্য কহিলেন॥ ৩৫

সতদ্ধস্তে দদস্তাসু দক্ষিণা রত্নসঞ্চয়ম্।
নাজ্ঞানীত্তস্য তত্ত্বং কিঞ্চিদ্রাজা তদামুনে॥ ৩৬

হে মুনে! অঙ্গিরা! বৃষভানু রাজা কন্যাদান করত তদ্দক্ষিণা স্বরূপ কতকগুলি রত্ন সঞ্চয় শ্রীকৃষ্ণ হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও স্বস্তি বলিয়া লইলেন, কিন্তু এতাদৃক তত্ত্বান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎ মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না॥ ৩৬

ততঃ পরম সংহৃষ্টঃ পারিবর্হং মহাধনম্।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং বহ্বর্ঘক্ষৌম বাসসাম্॥
দাসানাং শতশস্তস্মৈ জামাত্রে মুদিতাত্মবান্॥ ৩৭

অনন্তর পরমহৃষ্ট মানসে মুদিতাত্মা রাজা বৃষভানু নানাবিধ ধন এবং রাজার্হ ক্ষৌম্যবস্ত্র পরিধায়িনী সুবর্ণমালা মণ্ডিতা শত শত দাসী ও শত শত দাস জামাতাকে যৌতুক দিলেন॥ ৩৭

করীণাং ষষ্টিবর্ষাণামশ্বানাং দ্বেশতে তদা।
রথানাং রত্নমাণিক্য বরশস্ত্র রথিস্রজাম্॥
পঞ্চাশতং দদৌতস্মৈ গবাং পঞ্চশতং তদা॥ ৩৮

এবং ষাটি বৎসর বয়স্ক দুইশত হস্তী, আর দুই শত তুরঙ্গম, মণি মাণিক্য রত্নভূষিত মণিমালা মণ্ডিত অস্ত্র শস্ত্র যুক্ত রথীর সহিত পঞ্চাশত উত্তম রথ এবং প্রভূত দুগ্ধবতী সবৎস পঞ্চশত গাভী জামাতাকে বৃষভানু প্রদান করিলেন॥ ৩৮

বহ্বর্ঘাণি চ বাসাংসি কম্বলান্যজিনানি চ।
রত্নামাণিক্য ভূরীণি মণিহীরক ভূষণম্॥
গ্রামান্ শতং পদাতীংশ্চ খরোষ্ট্র মহিষান্ বহূন্॥ ৩৯

এবং বহু মূল্যবান্ বস্ত্র, কম্বল, রাঙ্কব, অজিনাদি মণি মাণিক্য প্রভৃতি রত্ননিকর, এবং মণিময় ও হীরকময় বহুশত ভূষণাদি, বহুশত পদাদি সৈন্য, অনেক সংখ্যক গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মহিষ, আর এক শত গ্রাম জামাতাকে যৌতুক দিলেন॥ ৩৯

সংতোষ্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বৃদ্ধান্ পঙ্গূন্ জড়ান্ বহূন্।
অনাথান্ কৃপণান্ বালা মাতৃপিতৃ বিহীনকান্॥
বাদকান্ গায়কান্ সূত নট মাগধ বন্দিনঃ॥ ৪০

অনন্তর মহারাজা বৃষভানু অনাহূত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, পঙ্গু, জড় ও অনাথ দীন দরিদ্র সকল আর মাতৃ পিতৃহীন বালক এবং বাদ্যকর সংগীতনায়ক স্তুতিপাঠক সূত মাগধ বন্দীগণ ও নট নর্ত্তকগণকে প্রভূত ধন দান দ্বারা সন্তুষ্ট করত বিদায় করিলেন॥ ৪০

রাজ্ঞাগোপান্ সুমর্হন্ বহুমান পুরঃসরম্।
ততঃ সংভূয়তে সর্ব্বে দম্পতীতৌ মুদান্বিতাঃ ॥ ৪১

অনন্তর সমাগত রাজাগণ, এবং পূজনীয় জনগণকে বহু সম্মান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তাঁহারা সকলেই পরম হৃষ্টমানসে বর কন্যাদ্বয়কে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদানে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

লব্ধাশিষৌ কৃতনমস্কারৌ যান মারুহ্যতাম্।
স্বঃ স্বঃ যানমবারুহ্য স্বঃ স্বঃ ধামযযুর্মুদা ॥ ৪২

বর বরাঙ্গনা তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে নমস্কার করত বর যানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর আর আর সকলে হর্ষমনা হইয়া আপন আপন যানারূঢ় হইয়া আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥ ৪২

ততঃ প্রভৃতি গোপেন্দ্রবাল আয়ান উষ্ণকম্।
দীর্ঘঞ্চ মুমুচেশ্বাসং নশর্ম্ম লভতে কদা ॥ ৪৩

অনন্তর মাল্যক বরকন্যাকে মহাসমৃদ্ধিপূর্ব্বক জাকজমক করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর অবধি গোপেন্দ্র বালক আয়ান দীর্ঘোষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সর্ব্বদাই চিন্তাবারিধিতে নিমগ্ন, কোনদিনই আপনার প্রসন্নতা সাধন করিতে পারেন না ॥ ৪৩

শয়নাসনমেবাদৌ গমনাশন মজ্জনে।
দীর্ঘচিন্তা পরীতাত্মা বিলপন্ বিরুবন্মুহুঃ ॥ ৪৪

অতিশয় দীর্ঘচিন্তাতে আপন্ন আয়ানের শয়ন উপবেশন গমন ভোজন স্নানাদিতে কিঞ্চিমাত্রও সুখ বোধ হয় না, আমার এ কি দশা হইল, ইহাই মনে মনে সর্ব্বদা বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া দিবসাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

নলিঞ্চিক্রুরুচে তস্য সদাস্য মানসঃ স্থিতঃ।
তথাভূতস্তমাজ্ঞায় বয়স্যাস্তস্য গোপকাঃ ॥
প্রপচ্ছুঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং তদাশোকস্য কারণম্ ॥ ৪৫

আয়ান সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, কিঞ্চিমাত্রও মনের সন্তোষতা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার বয়স্য গোপবালকেরা তথাভূত তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শোকের কারণ কি? ইহা অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষায় একদা সম্যক্ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫

পৃষ্টঃ সর্ব্বমশেষেণ তানাচক্ষ্যৌ তদাশুচা।
দহ্যমানো দিবারাত্রৌ আয়ানো গোপবালকান্ ॥ ৪৬

সেই সকল গোপবালক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি শোকে সন্দহ্যমান আয়ান আপনার সম্প্রতি প্রাপ্তাবস্থার বিবরণ ঐ সকল সমবয়স্ক গোপবালকদিগকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন ॥ ৪৬

তে তস্মাৎ সর্ব্ববৃত্তান্তমাজ্ঞায় মাল্যকে তদা।
জটিলায়ৈ চ তৎসর্ব্বমাচক্ষু গোপদারকাঃ ॥ ৪৭

আয়ানের স্থানে সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া গোপবালকগণ অতি সত্বর গমনে আয়ানের পিতা মাল্যককে এবং তন্মাতা জটিলাকে বিস্তারিত করিয়া কহিলেন ॥ ৪৭

এতদ্বিপ্রিয়মাকর্ণ্য দম্পতীতৌ শুচার্দ্দিতৌ।
দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ৌ মূর্চ্ছিতা বাসতাং তদা ॥ ৪৮

বালকদিগের মুখে পুত্রের বিতথাবস্থার কথা শ্রবণ করত মাল্যক ও জটিলা উভয়েই অতিশয় শোকপীড়িত হইলেন, এবং সাতিশয় দুঃখিত ও সন্তাপিত চিত্তে মূর্চ্ছিতাপ্রায় অবসন্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৪৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে
রাধোপযানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীমতীরাধিকার বিবাহানন্তর গোকুলে মাল্যক
গৃহাগমন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

অথ রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন।

ব্রহ্মোবাচ।—যমুনোপবনে রম্যে বল্লীকুসুম গন্ধিতে।
মল্লিকা জাতিবকুল যুথীলকুচ সঙ্কুলে ॥ ১

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মুনিবর অঙ্গিরা! অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যেরূপে মিলন হইয়াছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

কদাচিৎ কলিন্দনন্দিনী তীরে মনোরম লতামণ্ডিত, নানাবিধ অস্ফুটিত প্রসূন গন্ধে সুগন্ধিত, মল্লিকা বকুল জাতী যুথী এবং লকুচ তরু সমূহে সমাকীর্ণ উপবন সকল ॥ ১

মঞ্জুভ্রমর সংযুক্তে লতাকুঞ্জ শতাবৃতে।
চারুচন্দ্রকরৈর্জুষ্টে সর্ব্বেষাং মন্মথাস্পদে ॥ ২

ঐ বনস্থল লতানির্ম্মিত শত শত কুঞ্জভবনে সমাবৃত বিকসিত কুসুমরাজিতে মধুলোলুপ প্রমত্ত মধুকরনিকর মধুপানাসক্ত হইয়া সুমধুর স্বরে ঝঙ্কারধ্বনি

করিতেছে, এবং সমুদিত মনোহর শশধর কিরণ পাতে সুশোভিত মকরকেতনের সমাশ্রিত স্থান, অর্থাৎ সর্ব্বজনের স্মরোদ্দীপক হয় ॥ ২

দেবকী নন্দন শ্রীমান্ বৃতোগোপালকৈস্তদা।
বীক্ষ্য সর্ব্বং বনং রম্যং মনশ্চক্রে স্মরোৎসবে ॥ ৩

তৎকালে কতকগুলি গোপবালকের সহিত শ্রীমৎ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবম্ভূত বনরাজির শোভা অবলোকন করত মদন মহোৎসবে সেই সকল বনে রমণ করিতে মনোযোগ করিলেন, অর্থাৎ রমণী গোষ্ঠী লইয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৩

রেণুনাহ্বায়া মাস রণমঞ্জুরবেণ চ।
অনঙ্গ শরসংভিন্ন হৃদয়াং রাধিকাং বনে ॥ ৪

গোপীবিহরেচ্ছু ভূতভাবন ভগবান্ গোবিন্দ, অনঙ্গবর্দ্ধন সুমধুর বেণুধ্বনি করত কুসুমশর সংবিদ্ধ হৃদয়া শ্রীমতী রাধিকাকে সেই বনমধ্যে আহ্বান করিলেন ॥ ৪

এহ্যেহি চারু সর্ব্বাঙ্গি রাধে মৎ প্রীতিদায়িনি।
নির্ব্বাপয়িষ্যে কামাগ্নিং ত্বদাশ্লেষাম্ভসি প্রিয়ে ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ বেণুস্বরে সঙ্কেতানুসারে শ্রীমতীকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে শ্রীমতী রাধে! হে মন্মনঃ প্রীতিদায়িনি! হে মনোহর সর্ব্বাঙ্গি! হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন বিপিনে তুমি সত্বর দ্রুতপদে আগমন কর। আমি স্মরশরানলে অত্যন্ত সংদগ্ধ হইতেছি, এক্ষণে তোমার আলিঙ্গন রূপ সুশীতল সলিলাবগাহন করত সুতীব্র মদনানলকে নির্ব্বাপণ করিব ॥ ৫

মৃতং জীবয় মাং ভীরু মারবর্ণৌঘ জর্জ্জরম্।
ত্বেধরামৃত দানেন চারুসর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি ॥ ৬

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! হে সুশোভনচরিতে! হে সাধুশীলে! খরতর সমূহ স্মরশরাঘাতে জর্জ্জরীভূত মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে ভীরু! তোমার অধরামৃত প্রদান দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত কর। আর যন্ত্রণা জালে আবদ্ধ হইয়া আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না? ৬

ইতি বেণুরবং শ্রুত্বা প্রবৃদ্ধানঙ্গ কশ্মলা।
সংজ্ঞয়া তাং সখী বুদ্ধা বেণুনাকৃষ্ট মনসা ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ কৃত সঙ্কেত বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র শ্রীমতী রাধিকা অতিশয় কাতরা এবং বর্দ্ধমান মদনমোহে মূর্চ্ছিত প্রায়া হইলেন। ইঙ্গিতানুসারে তৎসখীগণেরা তাঁহার স্মরভাবের উপলব্ধি করিলেন, অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কৃত বংশীরবে আকর্ষিত মনা হইয়া জ্ঞানহীনা হইলেন ॥ ৭

বিহায় শয়নাদীনি মনোগস্তং সমাদধে।
তন্মনস্কা তদালাপা তদনু ধ্যানতৎপরা ॥ ৮

বেণুসঙ্কেত শ্রবণাবধি শ্রীমতী রাধা শয়ন উপবেশন অশনাদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণগতমনা হইয়া তদ্গুণালাপ, তদ্রূপ ধ্যান পরায়না এবং তদন্তিক গমনে সর্ব্বক্ষণ মনোধারণা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়া সেই চিত্তহর মদনমোহন রূপ দর্শন করিব এইমাত্র মানসে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তদ্বেণুগীত হৃদয়া তদ্গুণ শ্রবণে রতা ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোহর বেণুগীত শ্রবণে বৃষভানুনন্দিনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তা হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক শ্রীকৃষ্ণগুণগান শ্রবণে নিরতা হইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণালাপ শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন আলাপ মাত্র শ্রবণেচ্ছা হয় না এতাদৃশী ব্যস্ত সমস্তা হইয়া স্বীয়া সখীগণ সমভিব্যবহারে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে প্রিয়তম্ কান্ত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯

আয়াস্তা বীক্ষ্য আয়াতা যোষিতোধোক্ষজো হসন্।
আহূতা মোহয়ন্ বাচা বহিঃ কঠিনয়া মুনে ॥ ১০

জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। বৎস! সখীগণ সমভিব্যবহারে স্বসন্নিধানে শ্রীমতী রাধিকাকে সমাগতা হইতে অবলোকন করত তাঁহাদিগকে পেষল বাক্যে মোহযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে এমন কথা বলিলেন যে বাহিরে তাহা, অত্যন্ত শ্রবণ কটু কিন্তু ভিতরের সম্পূরণ হয়, অর্থাৎ আত্মাভিলাষকে সংগোপন করিয়া গোপীদিগের আগ্রহতাই ব্যক্ত করিলেন ॥ ১০

কাযূয়ং চারু সর্ব্বাঙ্গ্যো ব্যাল ব্যাঘ্র নিষেবিতে।
দস্যুভিঃ সেবিতে তদ্বৎ কিমর্থং কিঞ্চিকীর্ষথ ॥
কুতো বা কেন বা কিংবা মর্ত্ত্যঃ প্রার্থ্যথানঘাঃ ॥ ১১

সাতিশয় চাতুর্য্য প্রকাশন পূর্ব্বক তৎপরা গোপিকাগণকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি মনোহরশীলা গোপীগণেরা! তোমাদিগকে সুশোভন রূপলাবণ্যযুক্ত নবযৌবনা দেখিতেছি, তোমরা কে? কোথা হইতে কি কারণে কোন্ অভিলষিত অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই শার্দ্দূল ব্যাল পরিবৃত এবং তাদৃশ দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত অতি নিবিড় নির্ম্মনুজ বনস্থানে রাত্রিকালে আগমন করিলে? তোমরা কুলবধূ অতি নিষ্পাপা। কি প্রার্থনায় আমার নিকট আসিয়াছ তাহা ব্যক্ত করিয়া বল, কুলকামিনীর এস্থানে স্বাতন্ত্র্য নহে ॥ ১১

রাধোবাচ।—ত্বৎপাদ রজসা ক্রীতা দাস্যহং নাথ তে বিভো।
মামাং ত্যাক্ষীঃপদাম্ভোজা শ্রয়াং মাং দুঃখকর্ষিতাম্ ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণান্তর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে তখন এই কথা বলিলেন। হে বিভো! তোমার পাদপদ্ম রজোদ্বারা ক্রীতদাসী, তবপাদপদ্মকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, এবং অত্যন্ত দুঃখে কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছি। হে নাথ! হে শরণাগত প্রতিপালক! হে দীনবন্ধু! তুমি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিহ না ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য প্রসন্নাব্জ মুখো হরিঃ।
পরিষ্বজ্যাস্যতাং বালাং বিম্বোষ্ঠৌ তৌ চুচুম্বহ ॥ ১৩

ব্রহ্মা অঙ্গিরা ঋষিকে কহিলেন। হে বিদ্বান্ অঙ্গিরা! শ্রীমতী রাধিকার বদনকমলেরিত এতৎ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ গোবিন্দচন্দ্রের প্রফুল্ল কমল সদৃশ শ্রীমুখচন্দ্র অতি সুপ্রসন্ন হইল। তখন শ্রীমতীকে এসো এসো বলিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সানন্দভরে সুপক্ব বিম্বফলাকৃতি তাঁহার ওষ্ঠাধরদ্বয় চুম্বন করিলেন ॥ ১৩

জগৌ ননর্ত্ত জহৃষে জহাসোচ্চৈ ননর্দ্দ চ।
আলিঙ্গালিঙ্গতামঙ্কে ন্যবেশয় দথাচ্যুতঃ ॥ ১৪

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল হইয়া সকলের সহিত গীত গাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরমহর্ষযুক্ত চিত্তে উচ্চধ্বনিযুক্ত হাস্য করিলেন। কখন বা আলিঙ্গন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বপ্রিয়াকে আপনার ক্রোড়দেশে আনিয়া বসাইলেন ॥ ১৪

কুঙ্কুমাগুরু কর্পূর বাসিতং কবলং দদৌ।
বিম্বৌষ্ঠ্যাস্যে ভানুজায়া স্তাম্বুলস্য জনার্দ্দনঃ ॥ ১৫

হে ব্রাহ্মন্! জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ সুপক্ব বিম্বোষ্ঠী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার শ্রীমুখমণ্ডলে কুঙ্কুম ও অগুরু এবং কর্পূর বাসিত চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন ॥ ১৫

বাসসী বিরজে শুভ্রে বহ্নিশুদ্ধে মহৌজসা।
অজরে পারিজাদ্ধস্যা ম্লানযুক্ত রুহস্রজম্ ॥ ১৬

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল অগ্নিধৌত অজর শুভ্র বস্ত্র যুগল লইয়া শ্রীমতীকে পরিধান করাইলেন। আর অম্লান পাঙ্কজী মালা এবং প্রস্ফুটিত পারিজাত পুষ্পমালা গলদেশে সমর্পণ করিলেন ॥ ১০

বহুবর্ণ রত্নমাণিক্য মণি নির্ম্মাঙ্গুরীয়কম্।
মণিং কৌস্তভ নামানং সহস্রাদিত্য বর্চ্চসম্ ॥ ১৭

বহু মূল্যবান্ রত্ন ও মণি মাণিক্য, নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক সমস্ত অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। আর সহস্র সূর্য্যের সমান তেজোময় পরম উদ্দীপ্ত কৌস্তভ নামে মহামণি স্ব কণ্ঠ হইতে অবতারণ করত প্রিয়ার কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭

প্রিয়োরসি প্রিয়ং দাস্তং পরমম্বঙ্গুরীয়কম্।
মালতী মল্লিকা যূথী স্রজং স্বকর গুম্ফিতাম্॥ ১৮

দন্তাখ্যমণি নির্ম্মিত অতুল্য পরমাঙ্গুরীয়ক শ্রীরাধিকার করজমূলে প্রদান করত অখিল ভুবনপালরূপী ভগবান্ গোবিন্দ স্বকর গ্রথিত মালতী ও মল্লিকা এবং যুথীপুষ্প-মালা প্রিয়ার গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আলম্বিত করিয়া দিলেন॥ ১৮

বারুণস্বম্বর যুগং ভাস্বদ্রত্ন স্রজাং শুভাম্।
মঞ্জুমঞ্জীর যুগলং বহ্নিপত্ন্যা সমাহৃতম্॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ বরুণ প্রদত্ত উত্তম বস্ত্রযুগল শ্রীরাধিকাকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ মনোহর নানা ধাতু চিত্রিত যে বসন যুগল দিয়া বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সেই বস্ত্র যুগ্ম প্রিয়াকে পরিধান করাইলেন। আর বরুণ দত্ত দীপ্তিমতি সুশোভন রত্নমালিকাও পরাইয়া দিলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহার প্রদত্ত রত্নরচিত মধুর শব্দায়মান মঞ্জরী অর্থাৎ নুপুর যুগল শ্রীরাধার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন॥ ১৯

কেয়ূর দ্বন্দ্ব মমলং ছায়ায়া নীত মাত্মনা।
রোহিণ্যা প্রীতয়া দত্তে কুণ্ডলে জ্বলনোপমে॥ ২০

দিবাকর পত্নী ছায়াসুন্দরীব নিকট হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আনীত যে নির্ম্মল কেয়ূর যুগল, সেই কেয়ূরদ্বয় শ্রীরাধিকার বাহুদ্বয়ে পরাইয়া দিলেন। আর নিশাকর প্রিয়ঙ্করী রোহিণীদেবী প্রীতিযুক্ত চিত্তে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রভায়ে কুণ্ডলযুগল প্রদান করেন, সেই উদ্দীপ্ত কুণ্ডল যুগল শ্রবণদ্বয়ে পরাইলেন॥ ২০

স্মরপ্রিয়াঙ্গুলীয়ানি রত্নান্যুত্তম তেজসা।
চিত্রং পয়োধি জননং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২১

অপর অনুত্তম তৈজস রত্ননির্ম্মিত মনোহরণীয় অক্ষরান্বিত অঙ্গুরীয় সকল প্রদান করিলেন। যাহা মন্মথ মহিলা রতি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, আর বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সুনির্ম্মিত বিচিত্র লীলাকমল ক্রীড়ার্থ রাধাকরে সমর্পণ করিলেন॥ ২২

অক্ষ্যাণি শুভ্রচিত্রাণি দান্তানি করিণাস্তথা।
ভূষণানি বিচিত্রাণি মণিমাণিক্য বন্তিহি॥ ২২

অতিশুভ্র করিদন্ত নির্ম্মিত সুচিত্র ক্রীড়ার্থ অক্ষমালা প্রদান করিলেন, এবং অমর কারু নির্ম্মিত মনোহর মণি মাণিক্যবিশিষ্ট বিচিত্রিত ভূষণাদি প্রদান দ্বারা শ্রীমতীকে সম্যক্ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিলেন অর্থাৎ যে অঙ্গে যাহা শোভা পায় সেই অঙ্গে তাহা ভূষিত করিলেন॥ ২২

সুচিত্র পত্রকং গণ্ডে অলকালীময়ং মুনে।
পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুম বিন্দুভিঃ॥ ২৩

হে মুনে! অঙ্গিরা! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুশোভন চিত্রপত্রক এবং অলকাজাল নির্ম্মাণ দ্বারা শ্রীমতীর গণ্ডস্থল সুশোভিত করিলেন। এবং পর' পর কুমুম বিন্দুদ্বারা কপোলতলে মনোহর চিত্রশোভা সম্পাদন করিয়া দিলেন॥ ২৩

জ্বলৎ প্রদীপাকারঞ্চ সিন্দুর তিলকং দদৌ।
স্থলজন্ম বিচিত্রাংঘ্রি নখরেষু সুরাগকম্॥ ২৪

মুররিপু শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্বলিত প্রদীপ কলিকার ন্যায় সিন্দুর-তিলক শ্রীমতী রাধিকার সীমন্তভাগে প্রদান করিলেন। এবং স্থলপদ্মতুল্য বিচিত্র চরণ নখরাদিকে সুশোভন অলক্তরাগে রঞ্জিত করিলেন॥ ২৪

স্ববক্ষ্যসি মুহুন্যস্তৌ সরাগৌ চরণাম্বুজৌ।
হে দেবি তবদাস্যোঽহমিত্যুচ্চার্য্য মুহুর্ম্মুনে॥ ২৫

হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অলক্ত রাগরঞ্জিত শ্রীরাধিকার সুকোমল কমল চরণ যুগল বারম্বার আপনার হৃদয়োপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীমতীরাধে! হে দেবি! আমি তোমার নিতান্ত দাস আমাকে দয়া করহ॥ ২৫

রত্ননির্ম্মাণ যানেন তাঞ্চকৃত্বা সবক্ষসি।
তয়ারেমে নিকুঞ্জেষু কৃষ্ণো রতি বিশারদঃ॥ ২৬

হে রাধে! আমি তব কিঙ্কর, এই কথা পুনঃ পুনঃ অনুনয় পূর্ব্বক কহিয়া, শ্রীমতী রাধিকাকে আপনার হৃদয়মধ্যে লইয়া রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করত রতিনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ নিভৃত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৬

নির্গুণো নিশ্চলং শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ।
নির্দ্দেহোঽপি পরাত্মা চ প্রসক্তইব দৃশ্যতে॥ ২৭

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, নিশ্চল, সর্ব্বচেষ্টাশূন্য শান্ত, নিরবগ্রহ, যদিও তিনি দেহ-রহিত নির্ব্বিকার বটেন, তথাপি দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়া জবাস্ফটিক বৎ অনাসক্ত-রূপে রাধানুরাগ রঞ্জিত অর্থাৎ রাধা সমীপে তদ্গুণ রাগে তৎকালে আসক্ত প্রায় দৃশ্যমান হইলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, রাধাই সকল করিয়াছেন, শুদ্ধ লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ত্তা বলিয়া মানে এই মাত্র॥ ২৭

শক্ত্যা পরময়া যুক্তো হ্যায়ত্ত ইব যোষিতাম্।
কচ্ছে কচ্ছে মনোভীষ্টে সরঃসু চ সরিৎ সু চ॥ ২৮

সর্ব্ববিষয়ে সকলের অনায়াত্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ললনাগণের আয়ত্ত প্রায় রাধাসঙ্গে কলিন্দনন্দিনীর তীরে তীরে, এবং মনোভিলষিত সরোবর তীরে ও সুশোভন নদী তীরে রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮

মত্তদ্বিরেভ সংযুক্তে কুসুমালী সুগন্ধিতে।
যথা রতি যথা প্রীতি যথা মতি যথা বলম্॥
রেমাতে তৌ বিশালাক্ষৌ তড়িতা বারিদো যথা॥ ২৯

ঐ সকল সরিৎ সরোবরের তীরে সুগন্ধি কুসুম সমূহের গন্ধে সুগন্ধিত উপবনে যেখানে মনঃপ্রীতি জন্মে ও যথায় রতি হয়, এবং যথাসাধ্য, যথাবুদ্ধি বিশালনয়না রাধা ও বিশালনয়ন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে রমণে আসক্ত হইলেন, (তাহাতে যে শোভা হইল সে শোভা বর্ণন করা যায় না) তমাল শ্যামলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শরীরে কনকলতা সদৃশী শ্রীমতী সমাশ্লিষ্টা, যেমন সৌদামিনীর সহিত সজল জলদ পরিশোভনীয় হয়॥ ২৯

অরণ্যান্য সরস্যন্যাং বল্ল্যাং বল্ল্যাং জলে জলে।
শানৌ শানৌ পর্ব্বতান্যং স্বচ্ছতোয়ে হ্রদে হ্রদে॥ ৩০

রতিনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ রতিনিপুণা শ্রীরাধার সহিত এক বন হইতে অন্যবনে, লতা-মণ্ডিত নিবিড় স্থানে স্থানে, প্রতি সরিৎ সরোবরের জলে, পর্ব্বতের গুহায় গুহায় নির্ম্মল সলিল পূর্ণ হ্রদে হ্রদে বিহার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৩০

কুঞ্জে কুঞ্জে লতাচ্ছন্নে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু নভস্যাকাশগে পথে॥ ৩১

নবীন লতাসংচ্ছন্ন প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে, প্রতি নদীতে নদীতে, প্রতি নদে নদে ও দিক্ বিদিক্ সর্ব্বস্থানে, এবং কদাচিৎ নভোগত হইয়া আকাশ বর্ম্মে উভয়ে রতিরসা-বেশে ভ্রমণ পরায়ণ হইলেন॥ ৩১

পুষ্প ভদ্রানদী কচ্ছে মন্দমারুত সেবিতে।
মলয়ে চন্দনাদ্রৌ চ গোবর্দ্ধন নগোদরে॥ ৩২

মণ্ড মন্দ সমীরণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত পুষ্পভদ্রা নদীরতীরে আর কুসুমাকার সময়োচিত মন্দ সমীরণ পরিসেবিত মলয়া পর্ব্বতের চন্দনবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর মধ্যে॥৩২

দেবোদ্যানে দেববনে চিত্রে নন্দনকাননে।
জলোদরে পঙ্কজানামুদরে পল্লবোদরে॥ ৩৩

দেবতাদিগের স্বর্গীয় উদ্যানে, সুরকল্পিত কল্পবৃক্ষবনে, এবং চৈত্ররথবনে, গন্ধমাদনে আর মন্দরপর্ব্বতোপরি নন্দনকাননে। পদ্মোৎপল কুমুদকানন পরিমণ্ডিত জল মধ্যে এবং তরুবর নিকরের নবপল্লবাচ্ছন্ন মনোহর স্থানে॥ ৩৩

কেতকী মাধবী চম্পকোদরে গিরিনির্ঝরে।
মালতী কুন্দ কুমুদ পাথোজাগস্ত্যকাননে॥ ৩৪

প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কেতকীকাননে, নবকুসুমিতা মাধবীলতা মণ্ডিত মনোহর বিপিনস্থলে, আর সুশীতল প্রবাহিত পর্ব্বত নির্ঝরে, মালতীবনে, কুন্দকুসুম কাননে কুমুদ কহ্লার কোকনদ-শতপত্রবনে, এবং সুশোভিত বকপুষ্পকাননে ॥ ৩৪

মরুদ্দোলিত পালাশ সন্তানক বনে বনে।

পারিজাত বনে কুজদ্‌ভ্রময়দ্‌ভ্রমর নাদিতে ॥ ৩৫

মন্দ মন্দ মারুতাঘাতে আন্দোলিত কুসুমিত শাখা পল্লব বিশিষ্ট কাননে, সন্তানক ও কল্পবৃক্ষ বনে বনে, মধুলোলুপ প্রমত্ত ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরধ্বনি প্রতিনাদিত পারিজাত পুষ্পবনে ॥ ৩৫

স্থানে স্থানে মনোরামে গেহে গুঞ্জন্মধু ব্রতে।

নীপে নীপে নীপশাখি শাখাসু বিটপেষু চ ॥ ৩৬

গুঞ্জিত ভ্রমরমালা পুষ্পিত লতাবেষ্টিত মন্দিরে, এবং হরিপ্রিয় কদম্বকাননে, অপর হরিপ্রিয় কেলিকদম্ব তরুনিকর বনে, আর পুষ্পিত শাখাশোভিত শাখি সমূহ সমন্বিত মনোহর স্থানে স্থানে রাধাসহ রাধাকান্ত একান্তে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

মঞ্জুগুঞ্জন্মঞ্জিরকো গুঞ্জন্মঞ্জিরয়া সহ।

সংস্রস্ত মালতীমালঃ স্রস্ত মালিকয়াবনে ॥ ৩৭

সুমনোহর শব্দায়মান নূপুরধারী শ্রীকৃষ্ণ, অলিরব সমঝঙ্কারিত নূপুরধারী শ্রীরাধিকার সহিত, বিগলিত মালতী কুসুমালী, বনমালী, বিস্রস্ত মালতিমালিনী শ্রীমতীর সহ অতন্দ্রিত বিহারে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭

বিশ্লিষ্টালক সংঘসো বিশিষ্টালোকয়া পুনঃ।

এবং তৌরমমাণৌতু রতিশাস্ত্র বিশারদৌ ॥ ৩৮

বিলুপ্তালক জাল মুরহর মধুসূদন, বিলুপ্তালকবতী বৃষভানুনন্দিনী রাধার সহিত পুনঃ পুনঃ বনোপবনে রতিক্রীড়ায় সুনিপুণ ও সুনিপুণা উভয়ে এইরূপ প্রকারে রমমাণ হইয়া নিরন্তর সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

প্রীত্যা পরময়া যুক্তৌ লীলা মনুজরূপিণৌ।

স্মরবাণালি সংঘর্ষ জননাগ্নি রণোল্বণঃ ॥ ৩৯

এইরূপ বহুদিবস পর্য্যন্ত লীলা মানুষরূপিণী শ্রীরাধিকা ও লীলা মনুজরূপ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর পরম প্রীতি সহকারে রতি-রসরঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রতিপতি নারাচ সংঘর্ষণ জনিত প্রলয় কালীয় জ্বালামালী হুতাশন সম প্রেমাগ্নি উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

অনাবতং প্রবরধে হরিরেব হুতাশনঃ ॥ ৪০

এইরূপ শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমাশক্তচিত্ততা প্রযুক্ত দিন দিন প্রেমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যেমন ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয় ॥ ৪০

অথ কৃষ্ণকালীরূপ ধারণ

এবং কতিপয়াহস্তৌ রমাণৌ যথাসুখন্।

বেশ্মন্য প্রেক্ষ্য জটিলা রাধামুত্তুঙ্গ বক্ষজম্ ॥ ৪১

এবম্ভূত প্রকারে কতকদিবস শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ রমমাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা যথা সুখে রমমাণা হইলে পর-পুরুষ স্পর্শনজন্য রাধিকার দিন দিন লাবাণ্যাতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিবস গৃহকর্ম্মরতা আত্ম বধূর অতি উন্নত পয়োধর যুগল দর্শন করিয়া এবং বহু দিন গৃহে না দেখিয়া জটিলা তাঁহাকে পরাভিমত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ৪১

চিন্তয়া সম্পরীতাঙ্গী পুত্রমায়ানমাহতম্ ॥ ৪২

আয়ান মাতা জটিলা শ্রীরাধাকে হাব ভাব লীলা হেলাদি জাত ভাবা দেখিয়া দীর্ঘচিন্তায় পরীতাঙ্গ হইয়া, স্বপুত্র আয়ানকে নিকটে আহ্বান করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪২

জটিলোবাচ—বৎস বাচং নিবোধে মাং মত্তো ভানুসূতা গৃহে।-

নদৃশ্যতে বহুতিথং কিং করোমি বদস্ব মাম্ ॥ ৪৩

বৎস আয়ান! তোমাকে আমি যাহা বলি তাহা তুমি সাবধান মনে শ্রবণ কর। তব প্রিয়া মমবধূ বৃষভানুদুহিতা শ্রীমতী রাধিকা কোথায় গমন করিয়াছেন, বহুদিবস আমি তাঁহাকে গৃহে দেখি নাই, এখন কি করি তাহা আমাকে বল ॥ ৪৩

তাৎপর্য্য। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তৎ সেবায় নিযুক্তা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ সহিত বিহারে উন্মত্তাপ্রায়, নানাবনে রতিলালসায় আত্মগারাবি বিস্মৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার কৃষ্ণকর্ত্তৃক দূষিত চরিত্রানুভব করিয়া জটিলা আয়ানকে এই কথা কহিলেন ॥ ৪৩

প্রেষ্যাগোপ সহস্রাণাং গৃহেষু পরিমার্গিতুম্।

নাপশ্যত্তত্রতস্তাঞ্চ নগরেষু তথাতনাম্ ॥ ৪৪

অরে বৎস আয়ান! আমিও নগরে সহস্র সহস্র গোপের প্রতি গৃহে ভৃত্য ও দাসীগণের দ্বারা অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৪৪

তাৎপর্য্য। আরে বাছা! এবরূপ প্রায়ই ভ্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে গৃহে আইসে এইবার তাহাকে বহুদিবস দেখি নাই, অর্থাৎ এইরূপ পূর্ব্বেও প্রতিদিবস গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে যে কোথায় গমন করে তাহা জানি না। বাটিতে আইলে জিজ্ঞাসা

করিলে বলে আমি কাত্যায়নী পূজা করিতে গিয়াছিলাম, অধুনা কতিপয় দিবস হইল আমাকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৪

আর্য্যে কাত্যায়নী দেবী সদামে বরদা শুভা।
তস্যাব্রতং চরেন্নিত্যং মামিকুক্ত্বা জগামসা ॥ ৪৫

এইবার আমাকে শ্রীরাধিকা এই কহিয়া গিয়াছে। হে আর্য্যে! এই ব্রজভূমে মহাদেবী কাত্যায়নী, তিনি আমার সর্ব্বদা শুভপ্রদায়িনী হয়েন, অতএব আমি নিত্য তাঁহার ব্রত আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু বাছা আমি তাহার সে বাক্যে বিশ্বাস করি নাই। যেহেতু আমা কর্ত্তৃক তৎস্বভাবের অন্যথা অবলোকিত হইয়াছে ॥ ৪৫

ততো বনেষু কুঞ্জেষু গোবর্দ্ধন নগোদরে।
কচ্ছে যম স্বসু র্বৎস তাং নবেদ্মি বরাঙ্গনাম্ ॥ ৪৬

বৎস আয়ান! আমি বনে বনে, দেবাগরে, কালিন্দীতীরে এবং গোবর্দ্ধন গিরির গুহায় ও তাহার উপত্যকার ভূতপ্রদেশে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, উদ্ভিন্ন যৌবনা বরাঙ্গনা প্রথম বয়সী ললনা একাকিনী কোথায় গিয়া কি করিতেছে, ইহার কিছুই বৃত্তান্ত জানিতে পারি না ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি মাত্রা সমুদিতাং বাণীমাশ্রুত্য দুর্ম্মদঃ।
ভ্রষ্টশ্রী ম্লান বদনঃ শোকামর্ষ পরিপ্লুত।
বিচিন্তয়ন্নাধ্য গচ্ছৎ প্রাক্তফলং হিতঞ্চ যৎ ॥ ৪৭

জগদ্‌গুরু প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন। বৎস! আয়ান আপনাকে পুংস্ত্ব রহিত জানিয়া সর্ব্বদাই রাধিকার প্রতি সন্দিগ্ধমনা হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে তন্মাতা জটিলা যখন তাহাকে বজ্রপাততুল্য এই কথা বলিলেন, সেই বাক্য শ্রবণ মাত্রতঃ তখন তচ্চিত্ত অতিশয় বিচলিত ও তদ্বদনপদ্ম মলিন ও ভ্রষ্ট শ্রীক ও শোকে এবং রোষে পরিপূর্ণ হইল। তৎকাল প্রাপ্ত হতচিন্তা করিয়া তদুপায় কর্ত্তব্য কি? ইহা আত্মবুদ্ধিতে নিশ্চিতাবধারণা করিতে পারিল না ॥ ৪৭

ততঃ পরিঘ মাদায় তরসা বলবদ্বলী।
বভ্রাম পরিতো নদ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ পর্ব্বতোদরে ॥ ৪৮

অনন্তর বলবৎ শ্রেষ্ঠ মহাবলী আয়ান ক্রোধাবশে এবং শোকোপহতচিত্তে অতি সত্বর এক পরিঘ গ্রহণ করত পুরী হইতে বাহির হইয়া যমুনা নদীর তীরে এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে রাধিকার অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

বনেষু গিরিদুর্গেষু কুঞ্জ কুসুম সাম্নুষু।
নদীসরঃস্রুতোয়েষু পল্বলেষু সরিৎসু চ ॥ ৪৯

বিপন্নধী আয়ান অন্যান্য দুর্গম পর্ব্বত গহ্বরে এবং প্রফুল্ল কুসুমিত পাদপ মণ্ডিত বননিকরে অপর স্বচ্ছতোয়া বন্যাদির তীরে, ও পল্বলে পল্বলে, বাপী তাড়াগাদি সরোবরের কূলে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

পুষ্পোদ্যানেষু চিত্রেষু মলয়া গন্ধমাদনে।
নিকুঞ্জেষু বরারোহাং মার্গমাণোঽপতদ্ভুবি ॥ ৫০

অনন্তর মলয়াগত গন্ধবহ কর্ত্তৃক উন্মদগন্ধিত রতিকর স্থানে স্থানে বিচিত্র কুসুমোদ্যানে, এবং লতা বিতান মণ্ডিত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে, সেই বরারোহা নবযৌবনা শ্রীমতী রাধিকাকে আয়ান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু শোকে মোহে আপন্ন ও ক্ষুৎক্ষাম তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া গমনে অশক্ত বিধায় পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন ॥ ৫০

তৎমূর্চ্ছিতং নিপতিতং বীক্ষ্য গোপার্ভকা স্তদা।
আসিচ্যাম্ভির্ভুজৌ ধৃত্বা শ্বাস্যোত্থাপ্যতদানুগাঃ ॥ ৫১

আয়ানকে সংমূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিয়া তদনুগত গোপবালকেরা তখন সত্বর আসিয়া সুশীতল জলদ্বারা অভিসিঞ্চন করত তাহার বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলেন, এবং নানাপ্রকার উপায়দ্বারা আশ্বাসযুক্ত করিলেন ॥ ৫১

আয়ানেন বিসংজ্ঞেন পাংশু সংচ্ছন্নমূর্ত্তিনা।
মহামায়াবিনো মায়া শক্যা কিং কৃপণৈনবৈঃ ॥ ৫২

হে অঙ্গিরা! মহামায়াবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহিত যমুনোপবনে ক্রীড়ামান তদাসন্ন হইয়াও কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যন্মায়া মোহিত আয়ান মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন! ধূলা সমাচ্ছন্ন কলেবর সংজ্ঞাহীন মহামূঢ় সেই আয়ান কর্ত্তৃক তন্মায়ার নিরাকরণ কিরূপে হইতে পারে? যে হেতু কৃপণধী নরগণ কর্ত্তৃক কোনক্রমেই তাহা বোধগম্য হইবার বিষয় নহে ॥ ৫২

অধিকন্তং ক্ষুদ্রধীভিরগম্যা নগজা পতে।
ভবাজযোনি প্রমুখা যন্মায়া মোহিতাঃ সুরাঃ ॥
কথং শক্যো বরাকেণ মনুজেনা ববোধিতুম্ ॥ ৫৩

ক্ষুদ্রবুদ্ধি জনগণেরা ভগবানের মায়ার পরে গমন করিতে অশক্ত, যেহেতু হিমালয় সুতাপতি জ্ঞানদ শঙ্করেরও অগম্যা মায়া অজযোনি ব্রহ্মা ও ভগবান্ ভূতভাবন ভবাদি দেবগণেরা সকলেই নিরন্তর যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতে অতি ক্ষুদ্রাশয় মহামায়াতে অবরুদ্ধ বুদ্ধি মনুষ্য দ্বারা তন্মায়ার পার হওয়া অসাধ্য অর্থাৎ আয়ানাদি গোপগণেরা কোনক্রমে তাহা জানিবার পাত্র নহে ॥ ৫৩

তেষাং স্তৌ পুরোতো গত্বা তদাকচ্ছং যম স্বসুঃ।
কৃষ্ণাভূন্নগজা রূপ মাস্থায় পরমং মুদা॥ ৫৪

আয়ান প্রভৃতি গোপগণের সম্মুখবর্ত্তী যমভগিনী কালিন্দীর তীরে উপবন মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে সমাগত হইয়া শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হর্ষচিত্তে পরম ঐশ্বর্য্য যোগ প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ সংহরণ পূর্ব্বক হিমবদ্দুহিতা হৈমবতী কালিকা রূপ ধারণ করত আয়ান সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন॥ ৪৫

আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দর্শন।

নবীন পাথোধর সন্নিভবচ্ছবি বরাভয়ে বেম্বসিকং দধস্তুজৈঃ।
শারীয় শারীয় কৃতাবতংসকং বন্যস্রজা শোভিত বক্ষসমুনে॥ ৫৫

ব্রহ্মা অঙ্গীরাকে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপের ধ্যান বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। হে বৎস অঙ্গিরা শ্রবণ কর। নবীন জলধর সদৃশ সন্দীপ্ত রূপবদ্দেহ, চতুর্ভুজে বরাভয় বেণু সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ পরিশোভিত, শ্রুতিমণ্ডলে শবশিশু কুণ্ডল সবাকার হইয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থলে শোভিতা বনমালা দোদুল্যমানা॥ ৫৫

দেবারি মুণ্ডালি মণি স্রজাঙ্কিতং বরার্ঘ কৌপীন ধৃতার্দ্ধং চন্দ্রকং।
ত্রিভি সুভীমায়ত লোচনে লসৎ বরাননং কুণ্ডল শোভিগণ্ডকং॥ ৫৬

আর মণিসার নির্ম্মিত রত্নমালা সদ্যচ্ছিন্ন অসুর শিরসমূহগ্রথিত মালারূপে দোদুল্যমীনা হইল। অপূর্ব্ব সুপীত কপিবাম্বর শোভিত কটিদেশ, কপালফলকে ধৃত সুচন্দন নির্ম্মিত তিলকরাজি অর্দ্ধচন্দ্ররূপে শোভা পাইতে লাগিল। এবং অতিশয় ভয়ঙ্কর দীর্ঘায়ত প্রজ্বলিত সূর্য্যানল প্রায় লোচনত্রয় পরিশোভিত হইল, ও ঈষৎ হাস্য বদন শশধর শোভিত, মনোহর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডল শবশিশু কুণ্ডলরূপে গণ্ডস্থল সুশোভিত হইল॥ ৬৬

কেয়ুর তাড়ঙ্ক ভূজং সচূড়ং ময়ুরপুচ্ছং শিরসা দধানং।
দধৎসুমাণিক্য প্রবালজাল বিনির্ম্মিতং মৌকুট মাত্তরূপম্॥ ৫৭

ভুজচতুষ্টয়ে কেয়ুর ও তাড়ঙ্ক প্রভৃতি আভরণ পরিশোভিত, ময়ূরপুচ্ছ সমন্বিত মস্তকোপরি মনোহর চূড়া ভূষিত, এবং মণি মাণিক্য প্রবাল জালজড়িত সুনির্ম্মিত শিরসি ভূষণ মুকুটোত্তম বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে এবম্ভূত মনোহর রূপ ধারণ করিলেন॥ ৫৭

নানোপহারৈ মধুপর্ক দীপকৈঃ প্রপূজয়ন্তীং প্রমোদাত্তমোত্তমাম্।
একাগ্রবুদ্ধ্যা চরণাম্বুজৌ মুদা বিচিন্তয়ন্তীং জগদম্বিকায়াম্॥ ৫৮

সমস্ত উত্তম যোষিতগণের উত্তমা শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকৃত জগদম্বিকা কালী

রূপের পুরতোভাগে অপূর্ব্বাসনোপবিষ্টা হইয়া মধুপর্ক ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানাপ্রকার উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং পরম হর্ষান্বিত চিত্তে একাগ্রবুদ্ধিতে ভক্তিসহকারে জগন্মাতার চরণ কমল যুগল চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ৫৮

মুহুর্নমন্তীং বচনাম্বুজস্রজা মুহুঃস্তুবন্তীং প্রসমীক্ষ্য সোপতৎ।
পদাম্বুজাভ্যাস মুপেত্য সত্বরং কৃতার্থ মাত্মান নমন্যতাম্বু সঃ ॥ ৫৯

কালিকা পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ ভূমিগত মস্তকে শ্রীরাধা প্রণাম করিতেছেন। এবং পঙ্কজমালা সদৃশবচন মালা গ্রন্থন করিয়া স্তুতি করিতেছেন, এইরূপ অবস্থাপন্না শ্রীরাধাকে আয়ান অবলোকন করত অতি সত্বর দ্রুতপদে সমীপবর্ত্তী হইয়া ভূমিগত মস্তকে জগদম্বিকার পাদপদ্মে প্রণতি করিলেন, এবং আপনাকেও অতিশয় কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন ॥ ৫৯

তত আহূয় গোপালান্ গোপনারী সহস্রশঃ।
দর্শয়ামাস তৎসর্ব্বং প্রমদোত্তমচেষ্টিতম্ ॥ ৬০

অনন্তর আয়ান সাতিশয় পুলকে পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া, প্রতিকুলবাদী গোপগণ ও রাধিকার প্রতীপবাদিনী সহস্র সহস্র গোপীগণকে এবং স্বমাতা জটিলা, ভগিনী কুটিলা প্রভৃতিকে আহ্বান করত প্রমদোত্তমা শ্রীমতী রাধিকার পরিশুদ্ধ সেই সমস্ত উত্তম কর্ম্ম দর্শন করাইলেন ॥ ৬০

তাং বীক্ষ্য উচুযোপাশ্চগোপ্যাশ্চা ব্রজযোষিতঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়না স্তা স্তথাব্রুবন্ ॥ ৬১

পরস্পর গোপগণ ও অন্যা সহস্র সহস্র গোপীগণ সকলে তথাবিধা শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করত অতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রফুল্ল কমল সদৃশ প্রসন্ন বদন হইয়া তৎকালে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১

সাধু সাধু ত্বয়া গোপা গোপ্যশ্চ পরিণীতয়া।
ভার্য্যয়া চারুসর্ব্বাঙ্গ্যা দর্শয়ত্যম্বিকাং তথা ॥ ৬২

হে আয়ান! তুমি সাধু, তুমি সাধু, যে হেতু মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তোমার পরিণিতা পত্নী শ্রীমতী রাধা দ্বারা আমাদিগকে তুমি জগদম্বিকা কালিকাকে দর্শন করাইলে ॥ ৬২

ঈদৃশীতু বরারোহা মনুজেষু সুদুর্ল্লভা।
ত্বং গোপাশ্চাদদু গোপ নার্য্যশ্চ পরিতা যয়া ॥ ৬৩

সহস্র সহস্র গোপ গোপীগণ একত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আয়ানকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ধন্য এবং যে জায়া কর্ত্তৃক ধন্য হইলে, তোমার সেই ভার্য্যাকে ধন্যা বলিতে হয়, যেহেতু মনুষ্যলোকে এতাদৃশী কুলকামিনী প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্লভ ॥ ৬৩

ধিগস্তনো মহাবাহো পরুষং যাম্নুরুক্ষণম্।

তৎক্ষন্তব্যং হি ভবতা যশংপরমভীপ্সতা ॥ ৬৫

গোপ গোপীগণে পরম কুণ্ঠিতমনা হইয়া আয়ানকে সাতিশয় বিনয়ে কহিলেন। হে জটিলাতনয়! হে মহাবাহু আয়ান! তোমার পরিণীতা ভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে আমরা অজ্ঞানত অকীর্ত্তি ঘোষণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, অতএব আমাদিগকে ধিক্ আমাদিগের সেই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ৬৪

তাৎপর্য্য। গোপ গোপী প্রভৃতি সকলে শ্রীমতী রাধিকাকে সাক্ষাৎ তপস্বিনী বলিয়া বোধ করিলেন, যেহেতু পরমারাধ্য পরাৎপরা পরমেশ্বরী কালিকা দেবীকে সাক্ষাৎকার করত তচ্চরণারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অর্চ্চনা করিতেছেন, অতএব রাধা ধন্যতমা, রাধা তুল্যা কুলকামিনী এ ভূমিতে দুর্লভা। হে আয়ান! সেই রাধিকার পাণিগ্রহণ করণজন্য তুমি পরম ধন্য হইয়াছ ॥ ৬৪

নাবার্য্যা ভবতা স্মাভিঃ শ্বশ্রারা প্রমদোত্তমা।

কর্ম্মণ্যমুষ্মিন্নিরতা শ্রেয়সে নঃ সদা শুভা ॥ ৬৫

হে মহাভাগ্যধর আয়ান! এই প্রমদোত্তমা সর্ব্বদা শুভকারিণী শ্রীরাধিকা তোমার দ্বারা কিংবা শ্বশ্রূদ্বারা অথবা আমাদিগের দ্বারা বারণীয়া নহেন, যেহেতু অদ্য যে এই মহৎকর্ম্মে নিরতা দেখিতেছি, সে শুদ্ধ অস্মদাদির কল্যাণ নিমিত্ত জানিবেন। ইহাতে রাধাকে অপকৃষ্ট কর্ম্মকারিণীর ন্যায় অবাধ্যা বলা সঙ্গত হইবে না ॥ ৬৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি উদ্বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বাঃ বিস্ময়োৎকণ্ঠ্য কাতরাঃ।

সস্বজুর্মুদিতা দেবীং সিসিচুর্নেত্রজৈর্জ্জলৈঃ ॥ ১৬

জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্ত ব্রহ্মর্ষিগণকে কহিলেন, হে ঋষিগণেরা! শ্রবণ করহ, অনন্তর যাবতী গোপভামিনীগণেরা শ্রীমতীরাধা কালিকাকে অর্চ্চনা করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়যুক্ত চিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া মুদ্রিত মানসে মহাদেবী বার্ষভানবীকে পরস্পর সকলেই আলিঙ্গন করত হর্ষাশ্রুজলে অভিসেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণস্য কালিকারূপ সন্দর্শনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের কালারূপধারণ নামে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রবেশ।

অনন্তর ব্রহ্ম অঙ্গিরাপ্রমুখ মহর্ষিগণকে কহিলেন। হে বৎসেরা! পরস্পর গোপ গোপীগণেরা মহাদেবীকে প্রণাম করতঃ সকলে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন, আয়ান ও শ্রীরাধিকাকে তৎসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া সমাতৃক স্বধামোপগত হইলেন। তাঁহারা সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ সংহরণ পূর্ব্বক রাধাসহ সুশোভিত মনোজ্ঞ বিহারস্থল বৃন্দাটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎশোভা বর্ণনীয় হইয়াছে॥ •

ব্রহ্মোবাচ।—বৃন্দাবনে মনোরমে বনব্রজনিষেবিতে।

প্রবিবেশ মধুরিপু রাধায়া সহিতোনঘ॥১

হে অনঘ! নিষ্পাপ অঙ্গিরা! নানাবন সমূহ সমন্বিত এবং গোপীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত, মানস রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনধামে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিহার লোলুপ হইয়া প্রবেশ করিলেন॥ ১

চম্পকাশোক পুন্নাগ নাগকেশর কেশরৈঃ।

মল্লিকা মালতী যূথী করবীর করণ্ডকৈঃ॥ ২

বৃন্দাবনস্থ তরুনিকর সকল তথাকার পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যথা চম্পক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, কেশর, নাগকেশর এবং মল্লিকা, মালতী করণ্ডক, করবী ও যূথী॥ ২

অপরাজিতাগস্ত্যগুচ্ছ ধরণী চম্পকৈরপি।

কেতকী তুলসী ধাত্রী গন্ধরাজান্ধকৈস্তথা॥ ৩

অপর কুসুমিতা অপরাজিতালতা বকপুষ্প বৃক্ষ, গুচ্ছপুষ্প, অর্থাৎ কামিনী ভাতী-রাদি ভূমিচম্পক এবং সুবাসিত পুষ্পবতী কেতকী, তুলসী, আমলকী, অন্ধক, সুপুষ্পিত গন্ধরাজ॥ ৩

জয়ন্তী কুন্দতগর জবা কুরুবকৈরপি।

লবঙ্গ জাতী টঙ্গাখ্য মুচুকুন্দ লবাকুচৈঃ॥ ৪

জয়যুক্তা জয়ন্তী, জবা, তগর, কুরুবক, কুন্দকানন, এবং লবঙ্গ, পাদপ, জাতীফল তরু, টঙ্গন সুগন্ধি কুসুমতি মুচুকুন্দ, লব, মালিক, লকুচ পাদপ॥ ৪

সিতরক্তাসিতা পীত ঝিণ্টী স্থলজমাগধৈঃ।

মাধবী দ্রোণ জাতিভি র্মল্লিকা চ যবাজিভিঃ॥ ৫

শ্বেতঝিণ্টী, লোহিতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, ও পীতঝিণ্টী এবং স্থলযোৎপল, মাগধ বাসন্তী মাধবীলতা, দ্রোণপুষ্প, জয়ন্তীকুসুম, মল্লিকা অপর যবাতিরাজি অর্থাৎ পট্ট, পীত, শ্বেত, পাটলবর্ণ যবাসমূহ পরিশোভিত॥ ৫

সেফালিকাস্থ বকুলৈ র্মঞ্জুগুঞ্জন্মধুব্রতৈঃ।

পারিভদ্রৈঃ পারিজাতৈ রাযোজন সুগন্ধিভিঃ॥ ৬

প্রস্ফুটিতা শরৎ মল্লিকা সেফালীমালা মনোজ্ঞবাসিত কুসুম বকুল বীটপী, এবং সুমধুর গুঞ্জধ্বনি বিশিষ্ট মধুকর মণ্ডিত কুসুম রাজি, :পারিভদ্র, মন্দার ও আয়োজন সুগন্ধি পরিজাত তরুনিচয়॥ ৬

কপিত্থ নিম্ব হিন্তাল দধিত্থাম্রাতকৈবৃতে।

সন্তানকৈঃ পিয়ালৈশ্চ পনসাম্র কদম্বকৈঃ॥ ৭

কপিত্থ, দধিত্থ, নিম্ব, হিন্তাল, পিয়াল, আম্র, কাটাল, এবং কদম্ব, সন্তানক, আম্রাতকাদি নানাবিধ বিটপী মণ্ডিত বৃন্দাবনস্থল প্রদেশ পরিশোভিত॥ ৭

বদরী কোবিদারৈশ্চ গুবকৈঃ খর্জ্জুরৈবৃতে।

বিভীতকৈ স্তিন্তিড়ীভি হরীতক্যা দিভিস্তথা॥ ৮

তৃণরাজ গুবাক, খর্জ্জুর এবং কোবিদার কাঞ্চন বৃক্ষ, বদরী, বিভীতকী, হরীতকী ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি পাদপনিকরে পরিবৃত॥ ৮

অশ্বত্থ ধাতকীভিশ্চ শিবাভী রক্তচন্দনৈঃ।

বিল্বৈস্তালৈ স্তমাকৈশ্চ কীচকৈঃ খদিরৈ র্বৃতে॥ ৯

বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ, ধব, ধাতকী এবং রক্তচন্দন কাননে আকীর্ণ, শিবা মলক, তাল তমাল, খদির পাদপ ও কীচক বংশ বিপিনে সমাবৃত॥ ৯

শমী কিংশুক ন্যগ্রোধ তিন্দুকেঙ্গুদ শাল্মলৈঃ।

অর্জ্জুনপ্লক্ষ জম্বাল লোধ্র বেত্র সুচন্দনৈঃ॥ ১০

শাল্মলভেদ শমী, কিংশুক পলাশ, শাল্মলী। বহুপাত বিশিষ্ট বটবৃক্ষ, তিন্দুক, লোধ্র, তাপসতরু জীবোৎপত্রিকা, পাঁকুড় অর্জ্জুন, নানাবিধ জম্বীর ও শ্বেতচন্দন তরু এবং বেত্রবিপিন বনে ঘনবৎ সমাচ্ছাদিত॥ ১০

নাগরঙ্গ কামরঙ্গ নারিকেল সুজম্বুকৈঃ।

নিত্যোদিতফলভর কুসুমাকৃষ্ট ভৃঙ্গকৈঃ॥ ১১

শোভন জম্বুবৃক্ষ, কাময়ব, জম্বীর রাজি, নারিকেল প্রভৃতি নানাবৃক্ষে সুমণ্ডিত এবং বৃন্দাবনস্থ তরুবর সকল ফল ধর ও নিত্যোদিত কুসুম কলাপে আকৃষ্ট ভ্রমররাজি সমন্বিত ॥ ১১

বসন্তো গ্রীষ্ম সর্ব্বেচ্চ শরদ্ধেমন্ত শৈশিরাঃ।
স্ব স্ব পুষ্প ফলা বর্ত্তা ঋতব স্তদুপাসতে ॥ ১২

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা, এবং শিশির এই ছয় ঋতু নিত্য সমুদিত হইয়া আপন আপন সময়োচিত পুষ্প-ফল প্রদান পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা করেন ॥ ১২

গায়ন্তশ্চ হসন্তশ্চ ক্রীড়ন্তশ্চ মনোহরৈঃ।
শৃঙ্গার বেশা ভরণৈ রমমাণাঃ প্রিয়াজনৈঃ ॥ ১৩

বৃন্দাবনস্থ জনগণ সকল হাস্য পরিহাস্য রসে ক্রীড়াপরায়ণ, সঙ্গীতালাপে সর্ব্বমনোহর, শৃঙ্গারোপযোগী বেশধারণ পূর্ব্বক অলঙ্কার মণ্ডিত হইয়া প্রিয়াসহ পরস্পর সকলেই নিত্য রমমাণ হয়েন ॥ ১৩

অব্ধিভি মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ পুণ্যৈরায়তনৈর্বৃতে।
সরঃ সরিন্নদীভিশ্চ উদপান সরোবরৈঃ ॥ ১৪

মধুর বৃন্দাবনে মূর্ত্তিমান রূপে নদ নদীপতি সমুদ্রগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ পরিসেবিতা পুণ্য দেবালয়াদি পরিবৃত, বৃহৎ ক্ষুদ্র নদনদী ও সরোবরাদি সমূহ জলাশয়াদি দ্বার, পরিশোভিত ॥ ১৪

নলিনী দীর্ঘিকাভিশ্চ গিরি নির্ঝরকাদিভিঃ।
বাতোল্লসিত কল্লোলৈঃ কুসুমাকৃষ্ট ষট্পদৈঃ ॥ ১৫

নলিনী খণ্ডমণ্ডিত দীর্ঘিকা সকল, পর্ব্বতসানু হইতে নির্গত নির্ঝর সলিল প্রবাহিত, এবং সোৎপল সরোবর জল বাতোদ্ধত তরঙ্গ সঙ্ঘ সমন্বিত, কুসুমান্বিত, মধুলিহগণ কর্ত্তৃক পরম রঞ্জিত নেত্রানন্দপ্রদ বিপিনরাজি ॥ ১৫

কুমুদৈঃ শতপত্রৈশ্চ কহ্লারৈঃ শতগুচ্ছকৈঃ।
তামরসৈঃ কোকনদৈর্ব্বর্দ্ধোন্মীলিত কোরকৈঃ ॥ ১৬

এবং প্রতি জলাশয়ে বিকসিত, অর্দ্ধ বিকসিত ও কলিকাসমূহ শকগুচ্ছ কুশেশয় শ্বেত রক্ত নলিনরাজি মণ্ডিত আর কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ অর্থাৎ রক্তশালুক সকল পরিশোভিত হইয়াছে ॥ ১৬

মঞ্জুগীতৈরবাসন্ন মধুপৈ র্ম্মধুপায়িভিঃ।
কোকিলৈঃ সুকলালাপৈ র্হংসকারণ্ডবৈরপি ॥ ১৭

সুমধুর সঙ্গীত সম্পন্ন মধুপানশীল মধুকরনিকর দ্বারা পরিশোভিত বনপ্রদেশ,

এবং কলালাপী কোকিলকুলেরা কর্ণতৃপ্তিকর পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে, সেই ধ্বনিতে জলচর হংস কারণ্ডবাদির কলরবে বৃন্দাবন সর্ব্বক্ষণ প্রতিনাদিত ॥ ১৭

ক্রৌঞ্চ সারস চক্রাহ্বৈ হংসীভি র্মঞ্জুগুঞ্জিভিঃ।
দাত্যূহ মধুরালাপঃ কুক্কুটৈ র্বনকুক্কুটৈঃ ॥ ১৮

বক, বকী, সারস, সারসী, চক্রবাক, চক্রবাকী এবং সুমধুর কলনাদিনী হংসীমণ্ডল মণ্ডিত, দাত্যূহ দাত্যূহীর মধুর শব্দে, ও কুক্কুট, বনকুক্কুটদিগের শব্দে প্রতিশব্দিত ॥ ১৮

শুকপারাবতৈশ্চৈব ময়ুর বরসেবিতম্।
বায়সৈঃ পেচকৈশ্চৈব শ্যেনৈশ্চ কলনাদিভিঃ ॥ ১৯

সারীশুক, পারাবত, বর ময়ূরগণ সেবিত মন্দিরান্বিত, আর কাক, পেচক প্রভৃতি লড্ডীন, সংক্রীড়নাদি দ্বারা দৃশ্য মনোহর, এবং কলনাদি শ্যেনাদি পক্ষিগণের দ্বারা প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবন প্রদেশ ॥ ১৯

কঙ্কগৃধ্র শতচ্ছন্নঃ গায়দগন্ধর্ব্ব সেবিতং।
সমীরদ্ভিঃ সমীরৈশ্চ গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রতৈঃ ॥ ২০

শত শত শকুনি ও কঙ্কদ্বারা সমাচ্ছন্ন, এবং সঙ্গীতনায়ক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। অপর মলয়াচলাগত মকরন্দ-গন্ধ-প্রবাহী সমীরণ দ্বারা গন্ধাকৃষ্ট উড্ডীয়মান অলিকুল তদ্দ্বারা পরিমণ্ডিত ॥ ২০

বল্লরীভিঃ সপুষ্পাভি গুল্মগুচ্ছ মনোহরৈঃ ॥ ২১

উড্ডীয়মান মধুব্রতনিকর মণ্ডিত সুপুষ্পিতা লতানিচয় ও মনোজ্ঞ গুল্মগুচ্ছ গুচ্ছে মধুপান লালসায় সদাসর্ব্বদা সর্ব্বত্রে অলিমালা বনপ্রদেশে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে ॥ ২১

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহৈশ্চ গবয়ৈ মহিষৈরপি।
ঋক্ষ বানর গোমায়ু পন্নগালী নিষেবিতম্ ॥ ২২

চমরী চমর, ভল্লুক, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, বরাহ, জম্বুক, মহিষ, এবং ভুজঙ্গসঙ্ঘ সংসেবিত বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ বৃন্দাটবী পরিশোভিত ॥ ২২

তরক্ষু নকুলৈশ্চৈব শাল্লকী কৃষ্ণসারকৈঃ।
খরৈরশ্বৈশ্চ করিভিঃ করেণুভি রিতস্ততঃ ॥ ২৩

অশ্ব, অশ্বাশ্বতর, খর, কৃষ্ণসার, তরক্ষু, নকুল এবং সজারু আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগণ্ড সদৃশ কলেবরধারী হস্তিগণ ও তদনুরূপ হস্তিনীগণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৩

খড়ি গতি বনমার্জ্জারৈ মৃগৈর্নানাবিধৈরপি।
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রীতয়া সার্দ্ধং প্রিয়য়া মঞ্জুনাদয়া ॥ ২৪

নানাপ্রকার নানাবর্ণ বিচিত্রতাঙ্গ মৃগজাতি সকল, ও বনমার্জ্জার, গণ্ডারগণে প্রীত মনে মধুরনাদিনী প্রিয়াগণসনে রতিরঙ্গ তরঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রতি বনে বনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ২৪

কুজন্তিঃ পরিতো ব্যাপ্তে শান্তহিংস্রৈঃ পরস্পরম্।
যক্ষরাক্ষস গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগ কিন্নরৈঃ ॥ ২৫

হিংস্র ও শান্ত প্রকৃতি পশ্বাদিগণে একত্র সমবেত হইয়া হিংসাপৈশুন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শব্দবানরূপে ভ্রমণ করিতেছে, আর যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, উরগ, কিন্নর এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বনস্থল ॥ ১৫

বিদ্যাধরৈশ্চারণৈশ্চ খগ সাধ্য মরুদগণৈঃ।
দৈতেয়ৈ র্যাতুধানৈশ্চ মুনিভি র্ব্রহ্ম বেদিভিঃ ॥ ২৬

বিহঙ্গ-সত্ত্ব পরিমণ্ডিত বৃন্দারণ্য, সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিদ্যাধর, চারণ, যাতুধান, দৈতগণ এবং সর্ব্ব বেদবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ সমন্বিত ॥ ২৬

যতি বেতাল কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রমথৈরপি।
অদ্রিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ ধৃতরাষ্ট্রাদি পন্নগৈঃ ॥ ২৭

হরপ্রিয় সহচর ভৈরব, ভূত প্রেত পিশাচাদি প্রথমগণ বেতাল বিনায়ক কুষ্মাণ্ড গণ, আর ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ নাগগণ, যতি, সন্ন্যাসী উদাসীন ভিক্ষুকগণ এবং মূর্ত্তিমান রূপে পর্ব্বতগণ সকলে ভগবৎ দর্শনাকুল চিত্তে বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৭

সেবিতং সর্ব্বতোভদ্রে র্ভদ্রবৃত্তৈরহিংসকৈঃ।
ত্যক্তদম্ভ মদৈর্নিত্যং নারায়ণ-পরায়ণৈঃ ॥ ২৮

হিংসা-পৈশুন্য, দম্ভ মদাদি রহিত মঙ্গল প্রকৃতি নারায়ণ-পরায়ণ ভদ্রজনগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অতন্দ্রিত দিবা রাত্রিকাল শ্রীমদ্বৃন্দাবনধাম পরিসেবিত ॥ ২৯

লতাকুঞ্জ শতচ্ছন্নৈশ্চন্দ্র গোভিরলঙ্কৃতে।
মন্দমারুত সংস্পৃষ্ট কুসুমালী সুগন্ধিতে ॥ ২৯

শত শত লতামণ্ডিত কুঞ্জেতে সমাচ্ছন্ন এবং সমুদিত পূর্ণ শশধর কিরণরাগে অনুরঞ্জিত ও কুসুম সমূহ সংস্পৃষ্ট মকরন্দ গন্ধসহ মন্দ মন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক সুগন্ধিত ॥ ২৯

মঞ্জু মঞ্জীর সন্নাদ গুঞ্জন্মত্ত মধুব্রতম্।
সুকুমার বল্লিরাজী চলৎ কুসুম গুচ্ছকম্ ॥ ৩০

মনোহর বৃন্দাবনধামের কিবা আশ্চর্য্য শোভা, কুসুমিতা নিবল্লী শ্রেণীর সুকুমার বিকসিত পুষ্প স্তবকে স্তবকে পরিশোভিত, শ্রবণ ও মনোমঞ্জরী ধ্বনির ন্যায় মত্ত মধুকরনিকর এবং সুললিত সমীরণহিল্লোলে পুষ্পগুচ্ছ সকল আন্দোলিত হইতেছে ॥ ৩০

ভীম নক্র বৃষাকীর্ণ লহরীরাজি রাজিতং ॥ ৩১

মধ্যবর্ত্তিনী কলিন্দনন্দিনী সলিলে নানা প্রকার মৎস্য ও ভয়ঙ্কর কুম্ভীরাদি গ্রাহগণে আকীর্ণ, মারুতোদ্ধৃত বীচিমালা পরিশোভিত। এবম্ভূত বৃন্দাবনধাম মধ্যে অলিগণ পরিবৃত বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সহিত ক্রীড়াপরায়ণা হইলেন ॥ ৩১

শৃঙ্গার বেশাভরণৈ মদনোৎসব বর্দ্ধনৈঃ।

সর্ব্বেস্বুরত সংসক্ত মানসাঃ প্রীতিসংযুতাঃ ॥ ৩২

বৃন্দাবনবাসী সকলে শৃঙ্গারোচিত বেশধারী ও কামোৎসবসংবর্দ্ধন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সকলেই সুরতে আসক্ত মানস, এবং পরস্পর সকলেই প্রীতিসংযুক্ত চিত্ত হয়েন ॥ ৩২

বিষজন্তঃপ্রিয়া মন্যে পরিষক্তা প্রিয়াজনৈঃ।

চুচুম্বুরন্যে প্রমদাং চুম্বিত প্রিয়য়াপরে ॥ ৩৩

অপরে স্বপ্রিয়া যুবতীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, অন্যে প্রিয়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছেন। কেহবা প্রিয়াকর্ত্তৃক চুম্বিত বদন, অপরে প্রমদাবদন চুম্বন করিতেছেন ॥ ৩৩

অনুধাবন্ প্রিয়ামন্যে ধাবন্তং লীলয়া সকৃৎ।

দংশিতা দশনৈরন্যে প্রমদানাং মুনীশ্বর ॥ ৩৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, বৎস অঙ্গিরা! নিত্যানন্দ কাননে লীলাগতি দ্বারা কোন কোন ললনা ধাবমান প্রিয় প্রতি অনুধাবমানা, অপরে ধাবমানা প্রমদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। হে মুনীশ্বর! অন্যে দয়িতাগণ দ্বারা দংশিত গাত্র হইয়া দয়িতা বদন বারম্বার দংশন করিতেছেন ॥ ৩৪

গায়ন্তী মনুগায়ন্তী নৃত্যন্তী মনুযান্তি চ।

লেখন্তী রনুখেলন্তো বদন্তী মনুগাভবন্ ॥ ৩৫

কোন কোন যুবতীগণকে সঙ্গীত গাইতে দেখিয়া প্রিয়জনেরা তদনুরূপ সঙ্গীত করিতেছেন, অপরে খেলানুরতা প্রমদার অনুরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। অপরে পরিহাসবাদিনী প্রিয়ার অনুগামী হইয়া পরিহাস বাক্য কহিতেছেন ॥ ৩৫

হসন্তীমনুসংহাসং কুর্ব্বন্তোস্ম বসন্তি চ।

তাম্বুলোৎকবলং হ্যন্যে প্রয়াসেভ্যো দদুর্মুদা ॥ ৩৬

অপরে হাস্যমুখী ললনার অনুরূপ হাস্য করিছেন। অন্যে উপবিষ্টা প্রমদানুরূপ উপবিষ্ট হইতেছেন, অন্যে মুদিত মানস হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণাকাঙ্ক্ষী বরাননার বরাননে তাম্বুল কবল প্রদান করিতেছেন ॥ ৩৬

প্রিয়য়া দত্ত তাম্বুলোৎ কবলানম্বুরাগিতাঃ ॥ ৩৭

এবং স্বপ্রিয়াকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদানানন্তর তৎচর্ব্বিত তাম্বুলানুরাগী হইয়া প্রিয়া-মুখ হইতে তাম্বুল কবল গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৩৭

এবং তাবিবিধা চেষ্টা স্তাসাং তেষাং নিরীক্ষ্য চ।

সর্ব্বযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণোরমণেচ্ছু স্তদাভবৎ ॥ ৩৮

মধুররস পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী যুবক যুবতীদিগের রসগর্ভ বিবিধাচেষ্টা অবলোকন করত কুলানুরাগী সর্ব্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া তখন তাঁহাদিগের সহিত রমণেচ্ছু হইলেন ॥ ৩৮

বেণুং মধুর সন্নাদং প্রপূর্য্যাস্য বরানিলৈঃ।

রাগং পঞ্চম মুদগীর্য্য জগৌবামদৃশাং মনঃ॥

লোলয়ন্ কন্নদৈর্গীতে মনঃশ্রোত্র সুখাবহৈঃ ॥ ৩৯

অনন্তর সর্ব্বান্তরাত্মা গোবিন্দ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট মুরলী রন্ধ্রে মুখপদ্ম বিন্যাস পূর্ব্বক ফুৎকার রূপ বরবায়ু পূরণ করত পঞ্চমস্বরে পঞ্চম রাগ উদ্গীরণ করিয়া সুমধুর পদবিন্যাসে মন এবং শ্রবণ সুখাবহ গীতদ্বারা বামাক্ষীগণের মনকে মদনরসে আলোকিত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বেণুগীতে ভাবিনী-গণের মনোহর করিলেন ॥ ৩৯

তানিশম্য হরিরব বেণু সংরাব মোহিতাঃ।

নাত্মানং সস্মরুঃ সর্ব্বালোলায়িত মনোজবাঃ ॥ ৪০

সেই সকল গোপীগণেরা হরিকৃত বরবেণু রব শ্রবণে সকলেই বিমোহিতা হইয়া আপনাকে বিস্মৃতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ গতমনা হইয়া আত্মবিস্মৃতা হইলেন অর্থাৎ আমি কে, কোথায় আছি, কি শুনিলাম ইহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না! সকলের চিত্ত আন্দোলিত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সকলেরই সাতিশয় মনোবেগ জন্মিল ॥

ভানবী মুচিরে সখ্যঃ সখীং সখিজন প্রিয়াম্।

নিশাময় মহাভাগে সখে তেম্বুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪১

আহ্বান সূচক শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি শ্রবণে সকল সখীগণেরা সখীজনপ্রিয়া বার্ষ-ভাননী শ্রীমতী রাধিকাকে কহিবেন, হে ভাগ্যবতি! হে সখি! তুমি শ্রবণপাত পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তোমার প্রতি সেই প্রিয়তম নন্দনন্দন রসবারাং নধি শ্রীকৃষ্ণ অনু-গ্রহ প্রকাশ করত তোমাকে বেণুরবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন ॥ ৪১

হরিণাহুয় মানায়া বেণু গীতরবেণ চ।

আস্তে নিকুঞ্জ নিলয়ে প্রতীক্ষ্যং ত্বা মধোক্ষজঃ ॥ ৪২

হে শ্রীমতী রাধে! শ্রীকৃষ্ণ মুরলীরবে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তুমি তৎকর্ত্তৃক আহূয়মানা, অর্থাৎ তোমার আগমন প্রতীক্ষায় সেই প্রিয়তম অধোক্ষজ তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিকুঞ্জ কুটীরে অবস্থান করিতেছেন॥ ৪২

অঙ্গীগপদ্বেণুরবং স্মারয়ং ত্বা মুরুক্রমঃ।
মনোহরস্নোমধুরৈঃ কলস্পষ্ট পদাক্ষরৈঃ॥ ৪৩

হে রাধে! স্পষ্টাক্ষরে তোমার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কলপদ বেণুগীতানু-সারে মধুর স্বরদ্বারা আমাদিগের মনোহরণ করত পুনঃ পুনঃ গানচ্ছলে তোমাকে কহিতেছেন, হে সখি! আর বিলম্ব করিও না, সত্বর অভিসার কর॥ ৪৩

চলেদানীং বরারোহে মধুরা ব্যক্তভাষিণী।
ব্যক্তং শীতরুচোমৃষ্টং করৈর্নো নিলয়ং বরম্॥ ৪৪

হে বরারোহে! হে শ্রীমতী রাধে! চল চল, অদ্য মধুযামিনী এখনো অধিকতর তিমিরাচ্ছন্না অব্যক্ত দীপ্তিময়ী আছেন, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে আগার বরমন্দির সকল কর্পূর ধবলাকার সুনির্ম্মল শীতদ্যুতি শশধর কিরণে ব্যক্ত রূপধারণ করিবেন, অতএব এই সময় নিকুঞ্জ কাননে যাত্রা করহ॥ ৪৪

তমিস্র দুর্গ প্রস্থানে ন ভবিষ্যতি কুত্রচিৎ।
জহীহি তং রিপুমিব কেলিলোল বরার্হণম্।৪৫

হে বৃষভানুনন্দিনি! ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন দুর্গম কানন মধ্যে গমন করিতে হইলে ব্যক্তভাবে গমন করা বিধেয় নহে, সুতরাং এই শোভন সময়ে অভিসার করিলে কদাচিৎ কোথাও ব্যক্ত হইবার শঙ্কা থাকিবে না? একণে তুমি অভিসার বেশ-ধারণপূর্ব্বক শত্রুর ন্যায় উত্তম বেশভূষাদি ও কেলিকৌতুক উত্তম যোগ্য আভরণাদি সকল পরিত্যাগ করহ॥ ৪৫

মঞ্জুগুঞ্জৎ স্বমঞ্জীর ভগবাংস্ত্বামপেক্ষ্যতে॥ ৪৬

হে মনোহর শীল! সুমধুর শব্দায়মান স্বীয় নূপুর যুগলকে চরণ যুগল হইতে সত্বর পরিমুক্ত কর, আর বিলম্ব করিও না, রসরাজ নটবর শ্যাম তোমার অপেক্ষায় নিকুঞ্জ কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৪৬

ত্বয়ানঃ পূতমাত্মানং মন্মহে চারুহাসিনী।
যত্বদালিত্ব মাসাদ্যাস্মাভির্দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ ৪৭

হে মনোহর হাসিনি! আমরা তোমা কর্ত্তৃক যোগসাধ্য পবিত্রতা লাভ করি-য়াছি, আমাদিগের এই দেহকে তুমি পবিত্র করিয়াছ, যে হেতু তোমার সখিতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকৈক নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ আমাদের অদ্য নয়নগোচর হইবেন॥ ৪৭

ইত্যেবং মধুরা ব্যক্তা গিরালীনাং প্রবোধিতা ॥
উত্তস্থৌ রাধিকা তস্মাচ্ছয়নান্মৃগলোচনা ॥ ৪৮

এই রূপ সখীদিগের সুমধুর সঙ্কেতবাক্য শ্রবণান্তর কৃষ্ণান্তিক গমনোৎসুকা মৃগশাবক নয়না শ্রীমতী রাধিকা গাঢ়তরা নিদ্রাকে পরিত্যাগ করত ব্যাগ্র হইয়া তখন শয্যা হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ৪৮

ক্বাধুনা নাথ নাথঃ স আস্তে নাথঃ প্রসাদিতঃ।
ইত্যাভার্য্যালি বৃন্দাং সা গমনায়োপচক্রমে ॥ ৪৯

হে বৃন্দে! অনাথের নাথ, জগতের স্বামী সেই আমার প্রাণনাথ গোবিন্দ মম-প্রতি অদ্য প্রসন্ন হইয়া এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন তা তুমি বল, এইমাত্র বলিয়া শ্রীরাধিকা পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অতি ব্যস্ত সমস্তা হইয়া ধ্বনিমৎ আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিসারিকা বেশে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৪৯

তস্যা অনুততো জগ্মু সখ্য স্তা যূথ যূথশঃ।
গায়ন্ত্য স্তস্যাকর্ম্মাণি বরাণি মৃগলোচনাঃ ॥ ৫০

আর মৃগনয়না তৎসখী গোপিকা সকল সহস্র সহস্র যূথে যূথে শ্রীরাধিকার গুণ কর্ম্মাদি গান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

যয়ুর্নিকুঞ্জং সহসা তদঙ্গ স্পর্শমাশয়া ॥ ৫১

অনন্তর শ্রীরাধিকার সহিত গোপীগণেরা সকলে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গলালসায় অতি-সত্বরে দ্রুত গমনে সহসা নিকুঞ্জকাননে গিয়া উপস্থিতা হইলেন ॥ ৫১

আলক্ষ্যতাঃ সমায়াতা ভগবান্ বামলোচনাঃ।
নিকুঞ্জ বল্লরী পত্রষণ্ড মধ্যে নালীয়ত ॥ ৫২

শ্রীমতীরাধার সহ তৎসখীবৃন্দ গোপবামাক্ষীগণের নিকুঞ্জ ভবনে সমাগতা হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবলোকন করিয়া ছলনাদ্বারা নিকুঞ্জ নিলয়স্থ লতাসমূহের পত্রাবৃত করিয়া আত্মকলেবরকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন ॥ ৫২

লীলয়া পরমোদার মতির্মায়া বিশারদঃ।
বিবিৎসুর্মানসঃ তাসাং বিদৃক্ষুঃ কর্ম্মচোত্তমম্ ॥ ৫৩

পরমোদার চরিত্র পরম বুদ্ধি, সর্ব্বমায়া নিপুণ মহামায়াবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত প্রমদাগণের উত্তম কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্তে এবং তাঁহাদিগের মনোভিমত ভাব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ছলদ্বারা তৎকালে অন্তর্হত হইয়া থাকিলেন ॥ ৫৩

তদ্বনং বীক্ষ্যসা সর্ব্বং শীতরশ্মিকরোৎকরৈঃ।
পরিব্যক্তং সুশীতৈস্তু প্রভাসিত দিগন্তরম্ ॥ ৫৪

শ্রীমতী রাধিকা দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক দেখিলেন যে তুহিনকরের উৎকর কিরণ দ্বারা সমস্ত নিকুঞ্জবন শিশিরী কৃত হইয়াছে, এবং সমস্ত দিকপরিধিকে নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রিকায় প্রভাসিত করিয়াছে॥ ৫৪

তত্র তত্রৈব সংপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণোরু চরণাঙ্কিতাঃ।
ভুবো বজ্রাঙ্কুশ যব ধ্বজ বিন্দূর্দ্ধরেখয়া॥ ৫৫

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে তদ্বনমধ্যে দর্শন না করিয়া অতি বিহ্বলা হইয়া উৎকণ্ঠামনা সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যে যে স্থানে দেখেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যব বিন্দু ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা উরুকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নে বসুধাদেবী সমলঙ্কৃতা হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ৫৫

শোভিতাস্তা স্ববাচেষ্ট ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
প্রত্যুৎফুল্লমুখা বালা ধ্যায়ত্যঙ্ঘ্রি সরোরুহম্॥ ৫৬

গোপীকা সকলে কৃষ্ণের অদর্শন জন্য ব্যাকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণাঙ্কে পরিশোভিত ভূমি সন্নিধানে উৎফুল্ল পদ্ম বদনা বালা গোপবধূগণেরা আক্ষেপোক্তি দ্বারা স্তব করত ভক্তিতে আনত মস্তক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ৫৬

কাহংবা কৃপয়া গোপী দুঃখশীলা বরাকিকা।
কাবাস পরমোদার মহাত্মা ভগবান্ হরিঃ॥ ৫৭

হা! কোথা আমরা কৃপণা পরম দুঃখিনী দীনহীনা গোপবালা, শ্রীকৃষ্ণ কোথা পরমোদার চরিত্র পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার সঙ্গ আমাদিগের অতি দুর্লভ॥ ৫৭

কথং প্রীতি রসম্ভাব্যা জায়তাং ময়ি সন্ততা॥ ৫৮

আমি অতি দীনহীনা দুঃখশীলা আমাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল দুরাশা পাশে আবদ্ধ হইয়া তৎসঙ্গ চেষ্টা করিতেছি॥ ৫৮

অথবা সাধু সংরক্ষা হোতোস্তত্তব উচ্যতে।
সাধুত্বং বা ময়ি কুতো ভাব্য পুণ্যকৃতস্ততৎ॥ ৫৯

যে হেতু সাধুদিগের সংরক্ষণ কারণ তাঁহার ধরণীতলে অবতার হইয়াছে। সেই সাধুতাই বা আমাতে কি আছে?—যে সেই নিমিত্ত আমাপ্রতি প্রসন্নতা দর্শন করাইবেন, যেহেতু সাধুত্বের প্রতিকারণ পূর্ব্বকৃত পুণ্য সঞ্চয় সুতরাং আমার যেরূপ পূর্ব্বকৃত পুণ্য সুকৃতি অনুভব হয় না॥ ৫৯

শৃণুনাথ পদাম্ভোজে শরণায়া মম প্রভো।
দৌরাত্ম্য মমদোষৌঘঃ ক্ষন্তব্য স্তেংজলোচন॥ ৬০

অতি বিনয়গর্ভ বাক্যে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে কহিতেছেন, হে নাথ! আমি তব

পাদপদ্মে শরণাগতা, আমাকে নিজাশ্রিতা জানিয়া মদীয় কাতরাক্ষরযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। তোমার প্রতি আমার এই দৌরাত্ম্য সূচক যে দোষ সমূহ, হে পঙ্কজনয়ন! সেই সকল দোষ তোমার ক্ষমা করণীয় হয়, যে হেতু তুমি অনাথনাথ ॥ ৬০

প্রবীদবেণু সংগীত বধযুক্তাস্যপঙ্কজম্।

দর্শয়িত্বা বনো দেব তৎপ্রাণাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৬১

হে প্রিয়বন্ধো! তোমাগত প্রাণ ও তব পরায়ণা এই দুঃখিনী গোপীকাগণ প্রতি প্রসন্ন হও, এই অবলা গোপীদিগের বধকৃৎ বংশীসংযুক্ত তোমার বদনপঙ্কজ দর্শন করাইয়া অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬১

ত্বাং বিনা ভগবন্ প্রাণামক্ষমা ধারয়তুং বয়ম্।

ক্ষণার্দ্ধমপি কান্ত ত্বং দর্শয়াত্মানমচ্যুত ॥ ৬২

হে ভগবান্! তোমাকে না দেখিয়া আমরা ক্ষণার্দ্ধকাল প্রাণধারণ করিতে সক্ষমা হইতে পারি না, অতএব হে অচ্যুত! হে প্রাণাধিক প্রিয়তম কান্ত! অনু-গ্রহ প্রকাশে আমাদিগকে তোমার স্বরূপ রূপ দর্শন করাও ॥ ৬২

নদৃষ্টিপথ গচ্ছেত্বং ভবিতাসি কথঞ্চন।

ত্যাজ্যামোহসবোহ ত্রৈবোদ্বন্ধনেনানলেজলে ॥ ৩৬

হে প্রিয়সখে! যদ্যপি আমাদিগের দৃষ্টিপথগামী তুমি না হও, তবে নিশ্চয় আমা-দিগের এই প্রাণ অদ্য উদ্বন্ধন দ্বারা বা অনল প্রবেশ দ্বারা অথবা জলমগ্ন দ্বারা অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইবে। অর্থাৎ গলে রজ্জুবন্ধনে বা জলে ঝাপ দিয়া কিংবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া আমরা এইস্থানে এখনই মরিব ॥ ৩ঃ

বেণীদীর্ঘৈরতমত্যর্থং বন্ধনার্হা ভবিষ্যতি।

ত্বদৃতে কান্ত নোগচ্ছে.বেশ্মাহং ন কথঞ্চনঃ ॥ ৬৪

হে প্রিয়তম! যদি বল এই রাত্রিকালে ঘোরতর নির্জ্জনস্থল বিপিন মধ্যে তোমরা রজ্জু কোথা পাইবে যে তদ্দারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে। হে প্রাণকান্ত! তজ্জন্য আমাদের অপ্রতুল হইবে না। যে হেতু গলবন্ধন যোগ্য অতিশয় দীর্ঘ রজ্জুর ন্যায় আমাদিগের মস্তকে এই বেণী আছে, ইহাই কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া এখনি এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অর্থাৎ তোমাকে না পাইলে আমরা কদাচ প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিব না ॥ ৫৪

ইতি সুনিশ্চিত মতিং বেণীবন্ধকৃতোত্তমাম্।

তামুদ্বীক্ষ্য বিশালোরু জঘন শ্রোণিবক্ষজাম্ ॥ ৬৫

বিস্তীর্ণ উরু, বিস্তীর্ণ জঘনা, বিস্তীর্ণ নিতম্বিনী এবং সুবিস্তীর্ণ সমুন্নত

পরে ধরধারিণী, গলদেশে বেণীবন্ধন পূর্ব্বক মরণে কৃত নিশ্চয় মতী শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া দেখিবেন ॥ ৬৫

বিলপন্তীং বরারোহাং প্রেয়া স্বজ্যাচ্যুতস্তদা।

নেত্রে বিমৃজ্য পাথোজ করাভ্যাং পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৬৬

বরারোহা, প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ বিলাপমানা অবলোকন করত তদগ্রে আবির্ভূত হইয়া তখন স্বকর কমলদ্বারা তাঁহার নয়নযুগলে পরিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনা করিলেন, এবং সদয় চিত্তে প্রেমপরিপূর্ণ বাক্যদ্বারা বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

তামুচেজ্জ পলাশাক্ষীং রুদতীং প্রেমবিহ্বলম্।

রাসক্রীড়াং করোম্যদ্য ত্বয়া সার্দ্ধমনিন্দিতে ॥

যদীচ্ছসি পয়োজাক্ষি সর্ব্বক্রীড়া মনুত্তমাম্ ॥ ৬৭

সেই রোদমানা পদ্মপত্রাক্ষী শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে এই কথা বলিলেন যে হে সরোজনয়নে! হে অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! হে মম প্রাণেশ্বরি! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে অদ্য আমি তোমার সহিত সমস্ত ক্রীড়ার অনুত্তমা রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৬৭

রাধোবাচ।—নমামি তে পাদপাথোরুহৌ কুণ্ডবিলোচন।

দাস্যহং তেঙ্ঘ্রি রজস্য পাবিতাং কুরুমাং প্রভো ॥ ৬৮

শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল গলিত প্রণয়গর্ভ সুমধুর বাক্য শ্রবণে প্রমুদিত মানসে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা এই কথা বলিলেন। হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার ভব-তারণ পদপদ্ম যুগলে প্রণাম করি। হে প্রভো! আমি তোমার নিতান্ত কৃতদাসী তুমি তদীয় চরণ রজ প্রদানে আমাকে পবিত্রা কর ॥ ৬৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাভাষ্য তদাকান্তং বরকঞ্জ বিলোচনম্।

বর্ত্তিকা চয়তাম্বুলং তদাস্যে প্রক্ষিপত্তদা ॥ ৫৮

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজবর অঙ্গিরা! প্রস্ফুটিত সর্ব্বোত্তম পদ্মের ন্যায় পরম শোভনীয় প্রসন্ননয়ন প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী রাধিকা একথা বলিয়া প্রেমভারা-ক্রান্ত কলেবরা হইয়া কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বাটীকা তাঁহার শ্রীমুখকমলে প্রদান করিলেন ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাগমনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাগমন নাম সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অথ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনে রাসলীলা।

অনন্তর অঙ্গিরা ঋষি জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে বিনয়পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অঙ্গিরা উবাচ।—মহতী বর্ত্ততে বাঞ্ছা শ্রোতুমালীগণাহ্বয়ম্।
তস্যাঃ স্বরূপং তানাঞ্চ যদি কৃষ্ণগুণাশ্রয়ম্॥
বদ মে নাথ তৎক্ষিপ্রং যদ্যস্মাকং কৃপা তব॥ ১

হে নাথ! হে জগৎপিতঃ! শ্রীমতী রাধিকার সখীগণের প্রতেক নাম শ্রবণে আমাদিগের মহতী আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার ও তৎ সঙ্গিনীগণের স্বরূপ রূপ গুণাদি শ্রবণেও তাদৃশ বাঞ্ছা জন্মিয়াছে, যদি স্যাৎ এই সকল কথা কৃষ্ণ গুণাশ্রিতা হয়, এবং আমাদিগের প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এ দীনদিগের আশু সন্তোষের নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া কহেন॥ ১

ব্রহ্মোবাচ।—বচ্মিতেহং প্রপন্নায় পাত্রীভূতাসি মে যতঃ।
যথাস্মৃতি যথা প্রজ্ঞাং যথাশ্রুতিমিহোচ্যতে॥ ২

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে ব্রাহ্মন্! তুমি মম সম্মত সুপাত্র আমাতে প্রপন্ন অর্থাৎ আমার নিতান্ত অনুগত, আমার যেমন স্মৃতি, যেমন বুদ্ধি, আর যেরূপ ভগবন্মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যথাবৎ বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি, একাগ্রমানসে তুমি শ্রবণ কর॥ ২

নামানি তাসামালীনাং রাধিকায়া ধরামর।
যথারামঃ প্রববৃতে তয়োঃ কায় সমূহতঃ॥ ৩

হে মুনিপুঙ্গব! হে অবনীদেব অঙ্গিরা! শ্রীমতী রাধিকার সখীবৃন্দের সে সকল নাম আর্দি ক্রমানুসারে ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, আর রাধা কৃষ্ণাঙ্গ সম্ভূত সখী সমূহের সহিত সববেত হইয়া যেরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের প্রথমতঃ রাসক্রীড়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও যথাবৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করহ॥ ৩

গঙ্গা চ রাধিকা শাপাজ্জাতা গোকুলমণ্ডলে।
তস্যাঃ সখী সহস্রাণি কঞ্জাখ্যা কঞ্জলোচনঃ॥ ৪

শ্রীরাধিকার শাপে সরিদ্বরা গঙ্গদেবী যখন গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার নাম চন্দ্রাবলী গোপী, রাধার সহচরীর তুল্য পদ্মবদন

পদ্মনয়না তাঁহার ও সহস্র সহস্র সখী, সে সকলের সহিত চন্দ্রাবলীও রাসমণ্ডলে সমাগতা হন্॥ ৪

সুকণ্ঠাক্ষা কলাকণ্টাসুকণ্টি পিককণ্ঠিকা।
কলাবতী নসোল্লাসা গুণবত্যুৎপলাবতী॥ ৫

হে দ্বিজ! শ্রীরাধিকার সখীদিগে নামাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। সুকণ্ঠাক্ষী (শোভন পদ্মনয়না) কলাকণ্ঠী (সংগীত লগ্নকণ্ঠা) সুকণ্ঠী (মধুরস্বরা) পিককণ্ঠি (কোকিল ন্যায় কলকণ্ঠি) কলাবতী (সংগীত নিপুণা) রসোল্লাসরসিকা (গুণবতী) উৎপলাবতী (কমলমালিনী॥ ৫

বিশাখা চন্দ্ররেখা চ লীলাবত্যুপরাসিকা।
মালিকা নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুম পেশলা॥ ৬

বিশাখা, চন্দ্ররেখা, লীলাবতী, উপরাসিকা ও মালিকামালামণ্ডিতা নর্ম্মদা প্রেমবতী এবং কুসুমপেশলা অর্থাৎ পুষ্পরচিত বেশধারিণী॥ ৬

নলিনী নালিনী ভদ্রা রঙ্গিণী ললিতালসা।
মঞ্জিষ্ঠা চ রঙ্গবতী কামদা কামমোহিনী॥ ৭

নলিনী নালিনী অর্থাৎ এই উভয় গোপী গন্ধামোদে আমোদিতা, ভদ্রা (মঙ্গলরূপিণী; রঙ্গিণী (রঙ্গমালিনী) ললিতা ও অলসা এবং মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী কামদায়িনী ও কামমোহিনী॥ ৭

অনঙ্গমঞ্জরী রাগা সুভানুঃ সত্যনুপমা।
রাগরেখা কলাকেলী বিন্দুমত্যুন্মুখী তদা॥ ৮

অপরা অনঙ্গমঞ্জরী রাগিণী সুভানু সতী ও অনুপমা আর রাগলেখা কলাকেলী সঙ্গীত রসরাগিণী বিন্দুমতী এবং উন্মুখী॥ ৮

বিচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবিকা।
তুঙ্গবিদ্যাঙ্গলেখা চ শুভা কামা সুমঞ্জরী॥ ৯

বিচিত্রা ইহাঁকে সুচিত্রাও বলেন, চম্পকলতিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, অঙ্গলেখা পুরাণান্তরে ইহাঁর নাম ইন্দুরেখা অর্থাৎ কপালফলকে চন্দ্রকলা শোভিতা, শুভাশুভপ্রদায়িনী, কামা এবং সুমঞ্জরী॥ ৯

মালজা চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা।
মঞ্জুমেধা শশিকলা সুমধ্যামধুরেক্ষণা॥ ১০

মঞ্জুমেধা, শশিকলা, সুমধ্যা অর্থাৎ শোভন মধ্যদেশা মধুরাক্ষী মালজা চন্দ্রলতা ও মাধবী এবং মদনালসা মন্মথ রসে আসক্তা॥ ১০

কামলা কামলতিকা কান্তচূড়া বরাঙ্গনা।

মধুরী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা॥ ১১

আর মধুকরা, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা অর্থাৎ তাঁহার শরীর স্থূল কিংবা কৃশ নহে। কমলাদেবী—কামলতা, কান্তচূড়া এবং বরাঙ্গনা॥ ১১

কন্দর্পসুন্দরী কামমঞ্জরী মণিকুণ্ডলা।

কাদম্বরী শালমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা॥ ১২

কামসুন্দরী ও কামমঞ্জরী ও মণিকুণ্ডলা অর্থাৎ রত্নময় কুণ্ডলধারিণী। কাদম্বরী সজলমেঘালার ন্যায় উজ্জ্বল রূপবতী শালবদনা, চন্দ্ররোখা এবং প্রিয়ম্বদা অতি প্রিয়-বাদিনী॥ ১২

মদম্মোদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী।

রত্নবেণী মালতী চ কর্পূরতিলকা পরা॥ ১৩

মদোম্মত্তচিত্তা মধুমতী বাসন্তী মধুরভাষিণী এবং রত্নবেণী ও রত্নমণ্ডিত বেণী-ধারিণী, মালতি অপর কর্পূরতিলকা॥ ১৩

কুরঙ্গাক্ষী কস্তুরিকা মানী মদন মঞ্জরী।

সিন্দুরা চন্দনবতী কৌমুদীমণ্ডলী তথা॥ ১৪

কুরঙ্গনয়নী, কস্তুরিতিলকা, মানিনী, মদনমঞ্জরী এবং সিন্দুর তিলকা চন্দনবতী কৌমুদী ও মণ্ডলী॥ ১৪

পদ্মাবতী পঙ্কজাক্ষী শ্যামা শৈব্যা চ ভদ্রিকা।

তারা চিত্রা চ গান্ধর্ব্বী পালিকা চন্দ্রমালিকা॥ ১৫

অপরা পদ্মাবতী, পদ্মনয়না, শ্যামা, শৈব্যা ও ভদ্রিকা এবং তারা, চিত্রা, গান্ধর্ব্বী, পালিকা ও চন্দ্রমালিকা॥ ১৫

মঙ্গলা বিমলা পীতা তরলাক্ষী মনোহরা।

মাকুন্দা তারিণী মঞ্জুভাষিণী খঞ্জনেক্ষণা॥ ১৬

মাকুন্দা তারিণী, খেলভাষিণী ও খঞ্জন নয়নী। মঙ্গলা বিমলা পীতা তরলনয়না এবং মনোহারিণী॥ ১৬॥

কোমদকী বিশলাক্ষী কৈরবীত্ত বিশারদী।

শঙ্করী কুমুদা কৃষ্ণা সারঙ্গা দ্রাবিণী শিবা॥ ১৭

কৌমদকী, বিশালনয়না, কৈরবী, এবং বিশারদী। শঙ্করী, কুমুদা, কৃষ্ণা, সারঙ্গা, দ্রাবিণী ও শিবা॥ ১৮

তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী।
হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতি চ॥ ১৮

তারাবলী, চকোরলোচনা, ভারতী, গুণবতী, সুমুখী, হারাবলী, কামিনী এবং কেলিমঞ্জরী ॥ ১৮

তাসাং সখীগণা বিপ্রাঃ শতশোথ সহস্রশঃ।
ভানব্যায়ুঃ সহবনে বৃন্দারণ্যে মহাদ্ভুতে ॥ ১৯

ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে বিপ্রগণ! মহা আশ্চর্য্য স্থান বৃন্দাবন, তাহাতে সুমধুর বিপিনে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত এই সকল গোপীগণ আগমন করিলেন, এতদ্ভিন্ন আরো শত শত ও সহস্র সহস্র অপর সখী-গণেরাও সমাগত হইলেন ॥ ১৯

কৃত্তিকর্ক্ষে বরারোহাঃ পৌর্ণমাস্যাং হি কার্ত্তিকে।
নিশার্দ্ধে সর্ব্বতঃ শীতরশ্মিকর বিচুম্বিতে ॥ ২০

ঐ সকল বরারোহা ভাবিনী মণ্ডিতা রাসরসিকা শ্রীরাধা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত শরৎ-কালে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী তিথিতে তুহিন কিরণ জ্যোতিতে :বৃন্দাবনের সকল স্থান পরিশোভিত, সর্ব্বচিত্ত বিনোদিনী অর্দ্ধযামিনী সময়ে কামিনী শিরোমণি তথায় সমাগতা হইয়া ঐ বৃন্দারণ্যকে অধিকতর ধন্য করিলেন ॥ ২

চিত্রাভরণ সংচ্ছন্না শ্চিত্ররূপাঃ সালঙ্কৃতাঃ।
কাশ্চিজ্জবা প্রসূনাভা ভিন্নাঞ্জন চয়াম্বরাঃ ॥

সমাগতবতী গোপীগণেরা বিচিত্র আভরণে সমাচ্ছাদিত গাত্রা, সকলেই বিচিত্র রূপধারিণী, বিবিধ বেশ ভূষাতে সুভূষিতা, কেহ কেহ প্রস্ফুটিত জবাপুষ্পের ন্যায় রক্ত বস্ত্রধরা, কেহ কেহ নিবিড় অঞ্জননিভ বসন পরিধায়িনী হয়েন ॥ ২১

দাড়িমী কুসুমপ্রখ্যা-স্তপ্তকার্তস্বরাম্বরাঃ।
কেতকীবরবর্ণাভসুভাঃ সু তড়িদম্বরাঃ ॥ ২৩

কোন কোন গোপী দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় লোহিতবসনা, অপর কোন কোন বরা-ঙ্গনার প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান, কোন কোন গোপীর কেতকী কুসুম সদৃশ পরিধৃত বাস, কাহার কাহার সুঘোর বিদ্যুদগ্নিবর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥ ২২

কর্ণিকার বারাভাসা হরিতালাম্বরা পরাঃ।
তপ্তজাম্বুনদ প্রখ্যাঃ কুন্দাভ বসনাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

কোন কোন গোপবধূর কর্ণিকার পুষ্প ন্যায় সুদীপ্ত বসন, কাহারও কাহারও বা হরিতাল ধাতুর ন্যায় শোভন পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান, অপরাপর গোপীদিগের বস্ত্র তপ্ত জাম্বু নদ অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণের ন্যায় উদ্দীপ্ত পরিধৃতবাস ॥ ২৩

কাশ্চিদ্রজত গৌরাভা স্তড়িদ্বস্ত্রা স্তথাপসাঃ।
সান্দ্রাম্বুদ প্রতিকাশা অশোকাভাস্বরাম্বরাঃ॥ ২৪

বিশেষ ক্ষণপ্রভা সদৃশ বসন পরিধানা কোন কোন গোপী, অপরা রজত বর্ণ শুক্লাম্বরধারিণী। আর কোন কোন গোপী সজল জলধরবর্ণ বসনা, অপরা অশোককুসুম সদৃশ ভাস্বরবর্ণ পরিধারিণী॥ ২৪

কাশ্চিৎ কিংশুক বর্ণাভাঃ গান্ধকী শুভবাসসাঃ।
পয়ঃস্ফটিক শঙ্খেন্দু কুন্দকর্পূরকোপমাঃ॥ ২৫

কোন কোন গোপীর পলাশপুষ্পের ন্যায় বস্ত্র, কাহারও গন্ধকসদৃশ শোভন বসন, কাহারও দুগ্ধবর্ণ, কাহার স্ফটিকবর্ণ, কাহার শঙ্খবর্ণ, কাহার চন্দ্রবর্ণ, কাহার কুন্দপুষ্পবর্ণ, কাহার কর্পূরবর্ণোপম শ্বেত বস্ত্র পরিধান॥ ২৫

শুদ্ধনীলাঞ্জন প্রখ্যাঃ বসনা কাশ্চিদঙ্গনাঃ।
হরিতাল বিশেষাভাঃ জবাকর্ণিক ভাস্বরাঃ॥ ২৬

কোন কোন গোপীর শুদ্ধনীলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান, কাহার কাহার বা হরিতাল বিশেষ বর্ণ বস্ত্র, অপরাপরের জবা বিশেষ এবং কর্ণিকা বিশেষ কুসুমবর্ণের ন্যায় পরিধৃত বসন॥ ২৬

কাশ্চিৎ ঝিণ্টীবর শ্যামাঃ ঝিণ্টী পীতাম্বরাপরাঃ।
কেতকী পর্ণ পঙ্কজ পলাশ শুভভাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২৭

নীলঝিণ্টী পুষ্পের ন্যায় কোন কোন গোপী শ্যামবর্ণাম্বরা, অপরা গোপী পীত ঝিণ্টার সদৃশ বসন পরিধায়িনী, কাহার কাহার কেতকীপত্রের ন্যায় বসন, কোন কোন স্ত্রীর পদ্মপত্র সম মনোহর শ্যাম বস্ত্র পরিধান॥ ২৭

তাম্রস্থলজলাভৈ স্ফটিকেন্দু সমোদিতাঃ॥ ২৮

কোন কোন গোপমহিলার বস্ত্র তাম্রবর্ণ স্থলপদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ কেহ সুবর্ণবিচিত্র বসন পরিয়াছেন, কাহার বা চন্দ্রবর্ণ অতিস্বচ্ছ বসন পরিধান হয়॥ ২৮

বিশালোরু ঘনশ্রোণ্যঃ কুম্ভোন্নত কুচোৎকরাঃ।
করিশাবক সুপ্রখ্য বক্ষোজা নম্র মধ্যমাঃ॥ ২৯

সকল গোপীগণেরাই বিস্তীর্ণ উরুবিশিষ্টা, উন্নত নিতম্ব ভারাক্রান্তা, সকলেরই বক্ষস্থলে মাতঙ্গশিশুর কুম্ভস্থলের ন্যায় উত্তুঙ্গ পয়োধর যুগল, সকলেই, ক্ষীণমধ্যা কুচভরে নমিত কলেবরা হয়েন॥ ২৯

কুশেশয়বরা কেচিৎ কোরকাভোন্নতস্তনাঃ॥ ৩০

বর বরজ কমলবর কলিকাকৃতি উন্নত কোন কোন গোপীর স্তনমণ্ডল পরিশোভিত

হয়, তাঁহাদিগের মনোহর পরিশোভিত কলেবর, জগৎ ধন্যা মান্যা গোপকন্যাগণ সমাগতা হইয়াছেন ॥ ৩০

বিরল নিবিড় তাম্রোৎপল সদ্রক্ত মঞ্জ।
পবন চলিত বাহুদণ্ড সন্তাড্য মালৈঃ ॥
ব্রজযুবতীভিঃ সরোজন্মভিঃ স্বামিনীনাং।
পরিহরত তং দুষ্টং প্রাণনাথমিবোচুঃ ॥ ৩১

সুঘন অথচ বিরল তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ উৎপল সদৃশ শোভনবর্ণা ব্রজগোপীগণ পতিগণ কর্ত্তৃক ভার্য্যামানা হইয়াও গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, ইহাঁরা দুষ্ট পতিকে পরিত্যাগ করত অতিবেগে কৃষ্ণান্তিকে আগমন করিলেন। আগমন-কালে তাঁহাদিগের বাহুদণ্ডের আঘাতে খরতর রূপে সমীরণ সঞ্চালিত হইয়াছিল, অনন্তর কৃষ্ণান্তিক প্রাপ্ত ব্রজ-স্ত্রীগণেরা সকলে প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩১

কেকিকাক শুকোষ্ট্রাভ রসনা দেবতোপনাঃ।
চলৎ কুণ্ডল সুদ্যোতি দর্শীভূত সুগণ্ডিকাঃ ॥ ৩২

আগমন কালীন ব্রজগোপীগণেরা যেরূপ সুবেশী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। কোন কোনজন ময়ূর ন্যায়বর্ণ বসনা, কোন কোন গোপী কৃষ্ণ-বাসিনী, কোন কোন গোপিকা শুক পক্ষীর ন্যায় হরিৎ বস্ত্র পরিধানা, কোন কোন স্ত্রীর বসনউষ্ট্রর ন্যায় ধূসরবর্ণ, সকলেই দেবতার ন্যায় মনোহর রূপিণী, শ্রুতিমূলে আন্দোলিত কুণ্ডল যুগল জ্যোতিতে সকলের গণ্ডবয় শোভন দর্শনীয় ॥ ৩২

রণৎ সুমঞ্জু মঞ্জীর কঙ্কণাদ্যং কৃতেন সাঃ।
পুষ্পাসব প্রমত্তালে রম্য কুর্ব্বন্তি হুংকৃতিম্ ॥ ৩৩

সকল গোপীর চরণারবিন্দে শব্দায়মান নূপুর পরিধান, করযুগল স্থিত প্রচলিত কঙ্কণ রণৎকার, পুষ্প সাধারণ কালে মরকন্দপানে প্রমত্ত ভ্রমর নিকরের ঝঙ্কারানুরূপ ধ্বনিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ভ্রমর হুঙ্কারের সদৃশ আভরণাবলির হুঙ্কতি শব্দে বনস্থল প্রতিশব্দিত হইল ॥ ৩৩

সতোয় তোয়দ শ্যামালক কুঞ্চিত মুর্দ্ধজাঃ।
মৃগেন্দ্র মধ্য সংক্ষীণবর মধ্যা কৃশোদরাঃ ॥ ৩৪

সজল জলধর শ্যামবর্ণ আকুঞ্চিত কেশ পাশে পরিমণ্ডিত মস্তকমণ্ডল এবং ভ্রমর পংক্তির ন্যায় ললাটফলকে অলকাজাল সুশোভিত, বরমধ্যা গোপী সকলের শোভিত মৃগপতি সদৃশ ক্ষীণতর কটিদেশ, সকলেই ভাব শুদ্ধ কৃশোদরী ॥ ৩৪

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর মণিহার বরাঞ্চিতাঃ।
অঙ্গুল্যালী বরা স্তাসাং চম্পকানাং সুকোরকাঃ ॥ ৩৫

কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল এবং মণিময় হারাদি দ্বারা সকলের পরিপূজিত মনোহর অঙ্গ। সুশোভন চম্পক কলিকার ন্যায় তাঁহাদিগের পরিশোভিত অঙ্গুলিশ্রেণী॥ ৩৫

বিধি নৈপুণ্য মভ্যেতি বিধেরাশু ধরামর।
নানাদাম সুসংচ্ছন্না নানাভূষণ ভূষিতাঃ॥ ৩৬

হে ভূদেব অঙ্গিরা! সেই গোপীমণ্ডলের মনোহর সুগঠন অবয়ব সন্দর্শন করিলে অতি সত্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা নিপুণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন যেহেতু সেরূপ রূপ সম্পদ্ বিধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত হয়। নানাবিধ প্রকারে মণি পুষ্পাদি মাল্যমণ্ডিতা ও নানা ভূষণে পরিভূষিতা॥ ৩৬

নারায়ণ বিমোহিন্যাঃ শ্রিয়ো মূর্ত্তাইবা পরাঃ।
তাশ্চ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ্যো বয়সারূপ সম্পদা॥ ৩৭

বিধি নৈপুণ্য শিক্ষাবিষয়ক এইজন্য বর্ণনা করিয়াছেন। যে এই সকল গোপীগণেরা অচিন্ত্যাব্যয় ভগবান্ নারায়ণের মনমোহিনী হয়েন, ইহাদিগের সহিত সামান্যা রূপবতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় না, যেহেতুক সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত কলেবরা বয়সে এবং রূপলাবণ্য সম্পদ দ্বারা সকলকেই কমলার অপরা মূর্ত্তি বিশেষ হয়েন॥ ৩৭

বচো মাধুর্য্য কৌমলে পুংস্কোকিল মনোহরাঃ।
লাবণ্যৌদার্য্য পৈষল্যে চতুর রসিকা বরাঃ॥ ৩৮

ঐ সকল গোপীগণে সুকোমল মাধুর্য্য বচনে কলকণ্ঠ পুংস্কোকিলগণের মনোহারিণী হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে সমাকুল পিককুলেরাও বিমোহিত হয়। লাবণ্যে এবং মাধুর্য্য ও উদারতায় সুচতুরা রসিকাগণের শিরোমণি হয়েন॥ ৩৮

মদমত্ত মৃদু প্রৌঢ় গজবদগতয়ো বরাঃ।
পাথোজায়ত পলাশলোচনা সুভ্রূবো মুনে॥ ৩৯

হে মুনে! মদ্যপানে মত্ত হইয়া মাতঙ্গ সকল যেমন মন্থরগতিতে গমন করে, তদ্রূপ গতিতে গোপিকা সকলের গতি, সকলেই পদ্মপত্রের ন্যায় সুদীর্ঘলোচনা সকলেই সুশোভন ভ্রূযুগলে সুশোভিত বদনা॥ ৩৯

অনবদ্যৈ রবয়বৈঃ সর্ব্বযূনাং মনোহরাঃ॥ ৪০

হংসপালের ন্যায় মৃদুগামিনী এবং আনন্দিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠন দ্বারা ভাব ভঙ্গীতে সকলেই সমস্ত যুবজনের মনোহারিণী হয়েন॥ ৪০

তন্মনস্কা স্তদালাপা স্তদনুধ্যান তৎপরাঃ।
তদ্দর্শন হৃতাত্মানো হরিণাক্ষ্য সুবাসসম্॥ ৪১

হে বৎস অঙ্গিরা! হরিণীলোচনা, সুশোভনা বসনা, গোপাঙ্গনা সকল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতমানসা হইয়া কৃষ্ণদর্শন-লালসাতে পরমোৎকণ্ঠিতা, তদগত মানসা, সেই

কৃষ্ণগুণলিপি পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপানুধ্যান ও তৎপরায়ণা হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ পশ্যন্ত্যো বনরাজিকাম্।
ব্রুবন্ত্যো বিক্রবন্ত্যশ্চ লপন্ত্যোপি গুণান্ হরেঃ ॥ ৪২

অপর ব্রজগোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন পরায়ণা, পরস্পর তন্মহিমাসূচক কথোপকথন এবং তল্লীলা কথার গান, এবং পরম কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক যামিনীযোগে বনরাজীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

নৃত্যন্ত্যো বিবিধাশ্চেষ্টা কুর্ব্বন্ত্যো ললনাগণনাঃ।
চেরু বৃন্দাবন সর্ব্বং সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ ॥ ৪৩

সুরতোৎসুকা উন্নত পীন পয়োধর ধারিণী ললনাগণেরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া বিবিধ প্রকার সুরত চেষ্টা করণ সূচক নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত বৃন্দাবন স্থলে মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

অথ রাসোৎসব প্রবর্ত্তন।

বীক্ষ্যতা ভগবান্ কৃষ্ণো রাসোৎসবপরায়ণাঃ।
গোপার্ভ বৃন্দানাহুয় বচনঞ্চেদ মাদদে ॥ ৪৪

রসিকবর ভগবান্ গোবিন্দ ঐ সকল গোপীমণ্ডলকে রাসোৎসব পরায়ণা দেখিয়া তাঁহাদিগের চেষ্টানুসারেসমূহ গোপাল বালকগণকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করত এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসরস-বিলাস গোপী রঞ্জনার্থ চিত্তাভিনিবেশ করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীদামন্ বল হেতোককৃষ্ণ সুবল বেণুক।
রাসক্রীড়াং করিষ্যামি রচয়তাং তদাস্পদম্ ॥ ৪৫

হে শ্রীদামন্! হে বল! হে তোককৃষ্ণ! হে সুবল! হে বেণুক! অদ্য আমি গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের সহিত উত্তব রাসলীলা করিতে মানস করিয়াছি, অতএব তোমরা তদুপযোগী রাসমণ্ডলের রচনা করহ অর্থাৎ রাসোপযোগী উপকরণাদির আহরণ করহ ॥ ৪৫

বিচিত্রাভরণং মাল্যং বর সিংহাসনানি চ।
তাম্বুলানি সুগন্ধিনী বর ছত্র শতানি চ ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন, হে শ্রীদামাদি গোপগণেরা! তোমরা সকলে রাস ক্রীড়োপযোগ্য বিচিত্র আভরণ, বিচিত্রমাল্য এবং উৎকৃষ্ট সিংহাসন সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করহ। আর উৎকৃষ্ট শত শত ছত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল বটীকাসমূহ আহরণ কর ॥ ৪৬

দ্বারেষু দ্বারপালান্ বৈরচয়ন্তাং শ্চতুর্দ্দিহ।
দ্বারেষু সায়ুধাঃ সর্ব্বে মম প্রীতিপরায়ণাঃ ॥ ৪৭

আর শ্রীরাসমণ্ডলের চারিদিকে চারি দ্বার এবং মনোজ্ঞ দ্বারপালগণকে রক্ষার্থ স্থাপন কর। প্রতিদ্বারে সেই সকল দ্বারপালগণ নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আমার প্রীতিপরায়ণ হইয়া, অবস্থান করুক ॥

বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি মধুরাণি মহান্তি চ।
বাদয়ন্তু মমাভীষ্টকরা গোপালবালকঃ ॥ ৪৮

হে সখাগণেরা! আমার অভীষ্ট সাধক গোপবালক সকলে মহোৎসাহ পূর্ব্বক মম সন্তোষ কারণ সুমধুর ধ্বনিযুক্ত বিচিত্র বাদ্য সকল বাজাইতে থাকুক ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যাদিষ্টা ভগবতা বলো বলতাম্বরঃ।
আনায্য সর্ব্ব সম্ভারান্ মুদা গোপার্ভকৈ মুনে ॥ ৪৯

জগৎপিতা পিতামহ মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মুনে! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে বলবানের শ্রেষ্ঠ বলদেব পরম হর্ষে গোপ বালকদিগের দ্বারা রাসোপযোগ্য সমস্ত সম্ভার আনয়ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন ॥ ৪৯

অমূল্য রত্ন মাণিক্য মণিহীরক নির্ম্মিতে।
সিংহাসনে পরময়া প্রকৃত্যা রাধয়ান্বিতম্ ॥ ৫০

সুশোভিত রাসমণ্ডলে মণি হীরকসার অমূল্যরত্ন ও মাণিক্য নির্ম্মিত সিংহাসনবরে পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইলেন ॥ ৫০

ভগবন্তং পরধাম মতিষ্ঠৎ পদমচ্যুতম্।
বরং বরেণং বরদমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫১

পরমপদ, পরমধাম স্বরূপ অচ্যুত, ভগবান্ পরমাত্মা নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব প্রকৃতির পর সকলের শ্রেষ্ঠ-বরণীয় পরমপুরুষ বরদ পরমেশ্বর গোবিন্দ অবস্থিতি করিলেন ॥ ৫১

নবীন শ্যামাম্বুদ নীল সচ্ছবিং স্মেরাননং রত্নবিচিত্র ভূষণম্।
ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিং গলশোভি কৌস্তুভং প্রবাদয়ন্তং মুরলীং মুরারিম্ ॥ ৫২

কিবা মনোহর বিচিত্র রত্নভূষণে পরিভূষিত অভিনব সজল জলধর সদৃশ শ্যাম কলেবর গোবিন্দ, ঈষৎ সহাস্য বদনারবিন্দ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত, গলদেশ উদ্দীপ্ত কৌস্তুভমণি সুশোভিত, মুরসূদন বিনোদ মুরলীবাদন পরায়ণ ॥ ৫২

গুঞ্জাবতংসং গলশোভিগুঞ্জ স্রজং স্বকান্তাঙ্কিত বামভাগম্।
সানন্দানন্দং পরমাত্মরূপং বিরাজমানং শিখিপুচ্ছ চূড়ম্ ॥ ৫৩

গুঞ্জপুষ্প কৃত বেশ গুঞ্জমাল্যে পরিশোভিত গলদেশ, স্বকান্তা শ্রীমতী রাধিকা কর্তৃক পরমার্চ্চিত বামভাগ পরমানন্দ স্বরূপ ময়ূর পুচ্ছান্বিত চূড়ামণ্ডিত মস্তকমণ্ডল, এবম্ভূত পরমাত্মা স্বরূপ গোবিন্দ মূর্ত্তিতে রাসমণ্ডপ মধ্যে বিরাজমান হয়েন ॥৫৩

অনর্ঘ কৌপিনধরং বিচিত্রিত মালোল কাদম্ববর স্রগঞ্চিতম্।

তাম্বূল রাগ প্রবিরাগিতাধরং বিলোকয়ন্তং বলমুখ্যবালকান্ ॥ ৫৪

পরম বিচিত্র অমূল্য পীতধটী পরিশোভিত কটিদেশ, আপাদতল পর্য্যন্ত আলম্বিত দোদুল্যমানা কদম্বকুসুমমালা এবং তাম্বূলরাগে অনুরঞ্জিত অধরপুট, বলদেব প্রভৃতি বালকবৃন্দকে অবলোকন করিতেছেন। এবম্ভূত রূপে বিরাজমান গোপালরূপী পরমাত্মাকে রাসস্থলে সকলে দর্শন করিবেন ॥ ৫৪

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সখ্যো দয়িতা লোলকুণ্ডলাঃ।

চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন সুন্দরী।

শশিরেখা মধুমতী স্থাপিতা পূর্ব্বতঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫

তাহার বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখী সকল অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের শ্রুতিমূলে আন্দোলিত মণি রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল। ঐ সখীর প্রধানা চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা, চিত্রা ও মদনসুন্দরী এবং শশিরেখা, মধুমতী ইত্যাতি কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী সকল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে সংস্থাপিতা হইয়াছেন ॥ ৫৫

তদ্বহিঃ ষোড়শ প্রেষ্ঠাঃ প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাঃ।

চার্ব্বায়ত ভুজদ্বন্দ্বাঃ কৃশোদর্য্যা মৃগীদৃশঃ ॥ ৫৬

তদ্বাহ্যে প্রিয়তমা ষোড়শ গোপী শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা অতি প্রধানা, তাঁহাদিগের আজানুলম্বিত মনোহর বাহুযুগল, সকলেই মৃগশাবক ললনা, সকলেই মৃগপতিক্ষোভিত ক্ষীণমধ্যা হয়েন ॥৫৬

কোটিকন্দর্পলাবণ্যাঃ সাক্ষান্মনমথ মন্মথাঃ ॥ ৫৭

কৃষ্ণানন্দদায়িনী সকলেই রূপলাবণ্যে কোটী কন্দর্পতুল্যা জগৎ মনোহারী মদন কিন্তু ঐ সকল গোপিকারা সেই কন্দর্পের সাক্ষাৎ মনোমোহনকারিণীরূপে বিদ্যমানা হয়েন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ মথন গোপীরাও মন্মথ মথনী, ইত্যর্থে কামসম্বন্ধ রহিত শুদ্ধ সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপা গোপীগণ স্পষ্টব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৫৭

তদ্বহিঃ প্রৌঢ় মদনা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।

কিশোর্য্যঃ সমরূপাশ্চ সমভূষানুলেপনাঃ ॥ ৫৯

তদ্বহিঃ কোষ্ঠে মনোজ সমুৎসুকা সহস্র সহস্র প্রৌঢ়া গোপিকা সকল অবস্থিতা হয়েন, তাঁহারা অতি চতুরা কিন্তু কিশোরী বয়সা ললনাদিগের সমরূপা এবং আহা-

দিগের সমভূষণে অলঙ্কৃতা, সমান গন্ধাদি অনুলেপনে লিপ্তগাত্রা, যদিও প্রৌঢ়া তথাপি হাব ভাব লীলা হেলাদি ভাবে কিশোর বয়সা যুবতীগণের তুল্যা হয়েন ॥ ৫৮

বাতলোলায়িত কূচা বিভাস্বন্মণি কুণ্ডলাঃ।
করতালরতাঃ কাশ্চিন্মৃদঙ্গ বাদনোৎসুকাঃ ॥ ৫৯

ঐ সকল যুবতীগণের ঈষৎ নম্রান্ত পয়োধরযুগল তদুপরি আলোলিত বায়ুকর্তৃক উদ্ধৃত বিচিত্র বসন ও প্রদীপ্ত মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল সুশোভিত, উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ করতাল বাদ্যে নিরতা, কেহ বা সুমধুর মৃদঙ্গবাজনে সম্যক্ উৎসাহযুক্তা হয়েন। অর্থাৎ এতদ্বাদ্যে অতিশয় নিপুণা ॥ ৫৯

ধুধুরী পণবং কাশ্চিৎ দুন্দুভি স্থানবং পরাঃ।
গোমুখং রামবেণীঞ্চ ঢকাঞ্চ কাহলাহ্বকাম্ ॥ ৬০

কোন কোন গোপিকা পণব বাদ্য, কেহ বা দুন্দুভি, অপরা আনকাখ্য বংশীবাদ্য করিতে লাগিলেন। কোন কোন রমণী রামবেণী, কেহ বা শঙ্খ বিশেষ গোমুখ, অপর আর আর গোপমহিলারা কাহলাখ্য ঢকা অর্থাৎ ঢোলক বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ ক্রীয়ন্ত্যস্তা ইতস্ততঃ।
সাশ্রুনেত্রা রূঢ়ভাবাঃ সগদগদ বরাক্ষরাঃ ॥ ৬১

ঐ সকল গোপী নানা বাদ্য বাজাইয়া ভাবভারাক্রান্তচিত্তে সাশ্রুনেত্রা হইয়া গদগদ স্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ গুণগান করত নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পরম ভাবভরে ভগবত্তাবানুসারে ক্রীড়াপরায়ণা হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপরা হইলেন ॥ ৬১

পঞ্চমস্বরমুদগার্য্য মুগ্ধীকৃত জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৬২

ঐ ঐ গোপকন্যা সকল পঞ্চমস্বরে রাগরাগিণীর আলাপচারী করত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি অবস্থিত লোক সকলকে মুগ্ধীকৃত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সুস্বরালাপ সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই তৎকালে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন॥ ৬২

তদ্বহির্দ্দেব কন্যাশ্চ ভাস্বদ্ভূষণ ভূষিতাঃ।
তদ্বহিঃ পরমোদারা মুনিকন্যা সশস্ত্রশঃ ॥ ৬৩

তদ্বাহে সুদিব্য দীপ্তিমৎ ভূষণে পরিভূষিতা দেবকন্যা সকল রাসোৎসব সন্দর্শনার্থ সমাগত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তদ্বাহে পরম উদার চরিত্রা সহস্র সহস্র মুনি কন্যাগণে অবস্থিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ সকলেই রাধা মহোৎসব দর্শনে একাগ্রচিত্তা হইলেন ॥ ৬৩

দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং কিন্নরোরগ রাক্ষসাম্।
বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষ পিশাচানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৪

অপর দেবকন্যা, গন্ধর্ব্ব কন্যা, নাগকন্যা, কিন্নরকন্যা, উরগকন্যা, কর্ব্বুরকন্যা এবং বিদ্যাধরী, অপ্সরী, যক্ষ পিশাচকন্যা, সহস্র সহস্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৪

তদ্বহিঃ সংস্থিতাঃ সর্ব্বাঃ কন্যাঃ শত সহস্রশঃ।
দিব্যাভরণ সংচ্ছন্না দিব্যাম্বর চলৎকুচাঃ ॥ ৬৫

তদ্বাহে অপরাপর আন্দোলিত পয়োধরা শত শত সহস্র বরীয়সী বরাঙ্গনাগণ দিব্য আভরণে আচ্ছাদিত গাত্রা, সুদিব্য বিচিত্র বসনধারিণী হইয়া রাসোৎসবে সমাগতা হইলেন ॥ ৬৫

দিব্যস্রগ্র গন্ধলিপ্তাঙ্গা বিভাস্বন্মণি কুণ্ডলাঃ।
সমান বয়সাঃ সর্ব্বাশ্চিত্ররূপাঃ সুলক্ষণাঃ ॥ ৬৬

সকলেই এক সমান বয়সী, অতি বিচিত্র রূপা, শুভলক্ষণে লক্ষিতা, অপূর্ব্ব মনোহর গন্ধে আলিপ্ত কলেবরা আন্দোলিত দীপ্যমান মণিময় কুণ্ডলে সকলেরি গণ্ডস্থল প্রতিভাসিত ॥ ৬৬

কামরূপাঃ কামবেশাঃ কামাভরণ ভূষিতাঃ।
কামোত্তম করাঃ প্রৌঢ়াঃ কামগাঃ কামবিহ্বলাঃ ॥ ৬৭

সকলেই কামরূপিণী, কামানুরূপ বেশধারিণী, কন্দর্পানুকূল আভরণে সুমণ্ডিত কলেবরা, সকলে কন্দর্প নিপুণা, সর্ব্ব কন্দর্প ক্রীড়ায় উত্তমবিশিষ্টা কামগামিনী স্মরবিহ্বলা হয়েন ॥ ৬৭

কিশোর্য্যা কোটি কন্দর্প লাবণ্যৌঘ পরিপ্লুতা ॥ ৬৮

যদিও ঐ সকল নারী বর্ষীয়সী বটেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবোন্মাদে সকলেই তৎকালে কিশোরবয়সী হইয়া কোটি কন্দর্পতুল্য সমূহ লাবণ্য সমন্বিতা হইলেন, অর্থাৎ মহারাস মহোৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইঙ্গিতে বালা যুবতী পৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদ রহিল না, সকলেই উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা সমরূপে অবস্থিতা হইলেন ॥ ৬৮

তদ্বহিঃ সংস্থিতা গোপদারকাঃ সমরূপিণঃ।
সমান বয়সঃ সর্ব্বে কোটিশো দণ্ডপাণিনঃ ॥ ৬৯

তাহার বাহ্য প্রকোষ্ঠে সমান রূপ ও বেশধারী, সমান সমান বয়স কোটি কোটি গোপবালক সকল দণ্ডপাণী হইয়া অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ সকলেরই সমান রূপ বেশ ভূষণে পরিভূষিত হয়েন ॥ ৬৯

বনমালা শতচ্ছন্নাঃ কৌপীনবর বাসসঃ।
বেণুবাদন নিরতাঃ কিশোরাঃ কৃষ্ণরূপিণঃ ॥ ৭০

সকল গোপবালকই কিশোর বয়স সমন্বিত, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ রূপবান,

সকলেই বনমালাধর, পীতধটী পরিধান, সুচারু কলেবর, সকলেই বংশীবাদন পরায়ণ হয়েন ॥ ৭০

শৃঙ্গবেণুবেত্র বীণা বিষাণ বরপাণয়ঃ।
তদ্রহস্যানি গায়ন্তঃ খেলন্তঃ পরমোৎসুকাঃ ॥ ৭১

ঐ সকল গোপবালকের মধ্যে কেহ শৃঙ্গপাণি, কেহবা বেণুবাদন তৎপর, কেহ কেহ বিষাণকর অর্থাৎ শৃঙ্গভেদ রণ ও রামশিঙ্গা বাদ্য পরায়ণ, কেহবা বেত্রপাণি, পরম কুতূহলাক্রান্ত চিত্তে ক্রীড়াসক্ত হইয়া অবরিত শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যলীলা কথা সকল বারবাম্বার সংযোগ দ্বারা তালমান মূর্চ্ছানাদিতে সংমূর্চ্ছিত করত গান করিতেছেন ॥ ৭১

তদ্বহিশ্চ গবাং বৃন্দে শ্চঞ্চলে রস বিহ্বলৈঃ।
চিত্তপিতৈ শ্চিত্ররূপৈ সদানন্দাশ্রুবর্ষিভিঃ ॥ ৭২

তদ্বহিঃপ্রকোষ্ঠে চঞ্চলা গাভিবৃন্দ সকল শ্রীকৃষ্ণরসে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক চিত্রিত রূপের ন্যায় নিস্পন্দে দণ্ডায়মানা হইয়া নিরন্তর নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ॥ ৭২

পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গৈ যোগিভিরিব বিস্মিতৈঃ।
স্ফুরৎ পয়োভি র্গোবিন্দং সিঞ্চন্তিঃ পরিসেবিতম্ ॥ ৭৩

ঐ সকল গোকুলেরা যোগধর্ম্মেতে যোগীদিগের একাগ্রধী সমাধিযুক্ত প্রায় পুলকে অন্বিত সর্ব্বাঙ্গ অমৃতকর ক্ষীরধারা বর্ষণশীলা এরূপ সৌরভেয়ী গণদ্বারা পরমানন্দ সন্দোহ রূপ গোবিন্দ অভিষিক্ত রূপে পরিসেবিত হয়েন ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি
সংবাদে শ্রীমদ্রাসক্রীড়ায়া অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের উত্তর খণ্ডীয় রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত শ্রীরাধা কৃষ্ণের রাসক্রীড়া বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

রাসক্রীড়াবর্ণন

অনন্তর জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, বৎস! অতঃপর যে যে উপবনে শ্রীকৃষ্ণ রাসরসে বিরাজিত হইয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর ॥ ০

বরুণ্যাং তদ্দহিবিদ্বন্ সমায়াং গোপবালকৈঃ।
তিগ্মপাং কোটি সস্তাস্বম্মণিমাণিক্যনির্ম্মিতে ॥
রত্নসিংহাসন বরে পারিজাত দ্রুমান্তরে ॥ ১

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! তন্মাহে বারুণীদিক্ বিভাগে মনোহর উদ্যানে গোপবালক কর্ত্তৃক সুদীপ্ত দীপ্তিমৎ কোটি কোটি মণি মাণিক্যাদি বররত্ননির্ম্মিত পাতিত অপূর্ব্ব সিংহাসনে সায়ং সময়ে পারিজাত তরুনিকর পরিবেষ্টিত বিপিন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ॥ ১

ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপং সর্ব্বকারণকারণম্।
ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজম্ ॥ ২

হে অঙ্গিরা! সত্ত্ব রজঃ তম এতৎ ত্রিগুণের অতীত জ্ঞান স্বরূপ সমস্ত কারণের কারণ গোবিন্দ ইন্দ্র নীলকান্ত মণির ন্যায় শ্যাম সুন্দররূপ সুচিক্কণ, নীলবর্ণ কুটিলা কুন্তলাবৃত মস্তকমণ্ডল ॥ ২

কুশেশয় পলাশাক্ষং বেণুবাদন তৎপর।
আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধান পুরুষেশ্বরম্ ॥ ৩

মুরলীবাদন পরায়ণ, সুচারু পদ্মদলায়তলোচন, নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব, আদি অন্ত রহিত পুরুষ প্রধান, পরমেশ্বর, অর্থাৎ অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সাম্যাতিশয় রহিত ॥ ৩

যশোদানন্দনং শ্রীমদ্বনমালা বরাঞ্চিতম্।
পীতাম্বরমতিস্নিগ্ধ, দিব্যভূষণভূষিতম্ ॥ ৪

শ্রীমদ্‌যশোদানন্দন অতি স্নিগ্ধমূর্ত্তি, পীতাম্বর পরিধান, মনোহর বনমালাতে মণ্ডিত গলদেশ, অপূর্ব্ব রত্নসার ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ৪

দিব্যাঙ্গলেপনং ভ্রাজচ্চিত্রাঙ্গদ মনোহরম্।
গোপার্ভবৃন্দ সঙ্গীত সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ ৫

অপূর্ব্ব সৌগন্ধ অনুলেপনে অনুলিপ্ত দীপ্তিমৎ গাত্র, মনোহর বিচিত্র অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সমুহ গোপবালক কৃত সঙ্গীতরাগে সানন্দিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৫

সুখোপবিষ্টং পরমেষ্ঠাসনে পরমেশ্বরম্।
শ্রীমদ্রাস রসারম্ভে গোপীমণ্ডল মণ্ডিতম্ ॥ ৬

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত রাসরসের আরম্ভে গোপীমণ্ডলে পরিমণ্ডিত হইয়া স্বীয় পরমাসনে পরম সুখে সমাসীন হয়েন ॥ ৬

সুশীলা ভদ্রকীর্ত্তিশ্চ তড়িদোঘা তড়িদ্দ্বনা।
চন্দ্রকলা বিরামা চ শরদভ্রাজলোচনা॥ ৭

যে সকল গোপী পরিবেষ্টিত তাহাদিগের নাম, যথা—সুশীলা, ভদ্রকীর্ত্তি, তড়িদোঘা-তড়িদ্দ্বনা ও চন্দ্রকলা, বিরামা, শতরদভ্রা, পঙ্কজলোচনা॥ ৭

সুশীলাদ্যৈঃ প্রধানাভিরষ্টভি, প্রমদাজনৈঃ।
বৃতং তারাপতিমিব তারাভি ধরণীসুর॥ ৮

হে ধরণীদেব অঙ্গিরা! ঐ সুশীলাদি অষ্ট প্রধানা প্রমদাজন কর্তৃক ভগবান্ গোপীপতি গোবিন্দচন্দ্র পরিবৃত—যেমন তারাগণ কর্ত্তৃক তারাপতি রজনীকর পরিবেষ্টিত হয়েন॥ ৮

উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সংজ্ঞিতে।
মণিমাণিক্য সংচ্ছন্নে দিব্য সিংহাসনোজ্বলে॥ ৯

তাহার উত্তরদিগ্ ভাগে অপূর্ব্ব হরিচন্দনাখ্য উদ্যানে মণি-মাণিক্য বিরচিত মনোহর সিংহাসনে অর্থাৎ তদ্বনশোভা কথনে বাণী মূকতালম্বন করেন। ৯

তত্রোপরিত চ চিচ্ছক্ত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধম্।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্॥ ১০

সেই হরি চন্দনকাননে রত্নসিংহাসনোপরি ভগবানের পরমপ্রিয় অনন্তদেব হলধর রূপী রূপে এবং শ্রীকৃষ্ণে অভিন্ন, তিনি পরমানন্দময়ী চিৎশক্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১০

শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলপট্টাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্॥ ১১

ঐ বলদেবের পরিশুদ্ধ নির্ম্মল স্ফটিকমণির ন্যায় অঙ্গের দীপ্তিপ্রস্ফুটিত, লোহিত পঙ্কজদলের ন্যায় আকর্ণায়ত লোচনদ্বয়, নীলবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান, সুদিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত কলেবর॥ ১১

কুণ্ডলাঙ্গদ কেয়ূর দিব্যভূষাস্রগাম্বরম্।
বারুণ্যাসব সংমত্তং মদাঘূর্ণিত লোচনম্॥ ১২

মণিময় অঙ্গদ বলয় কেয়ূর কুণ্ডলাদি বিবিধ আভরণ মণ্ডিত দিব্যবস্ত্র, দিব্যমাল্য ও দিব্যভূষণে সুভূষিত কলেবর, বারুণীপানে প্রমত্ত মনোহরবেশ, এবং মদাবেশে আঘূর্ণিত রক্তবর্ণলোচন॥ ১২

জগন্মোহন সৌন্দর্য্যসার শ্রেণী রসোৎসুকম্।
অসিতাম্বুজ পুঞ্জাভ পাথোজন্মদলেক্ষণম্॥ ১৩

বলদেবের সৌন্দর্য্য বর্ণনে জগৎ মুগ্ধ হয়, শীতকাদি মহারাজ শ্রেণীতে উজ্জল সর্ব্বদা রসোৎসুকমূর্ত্তি, পুঞ্জ পুঞ্জ নীলকমলসদৃশ রত্নমালায় সুশোভিত, কিবা মনোহর সরসিরুহ দলসম সুশোভন নয়নকমলদ্বয় ॥ ১৩

দিব্যালঙ্কার ভূষাঢ্যং দিব্য মাল্যানুলেপনম্।
জগন্মুগ্ধীকৃতাশেষ সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য বিগ্রহম্ ॥ ১৪

অপূর্ব্ব মাল্যানুলেপনে লিপ্ত কলেবর, মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রত্নভূষণ সমূহে ভূষিত জগন্মোহন অশেষ সৌন্দর্য্য সমন্বিত বলদেবের কিবা আশ্চর্য্য বিগ্রহ, অর্থাৎ তাহার তুলনায় স্থল নাই ॥ ১৪

পূর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুম সমাশ্রয়ে।
ভাস্বদ্রত্নময়ে পীঠে হেমমণ্ডিত মণ্ডিতে ॥ ১৫

পূর্ব্বদিগ্ ভাগে দেবদারু পাদপ মণ্ডিত মহারমণীয় উদ্যান মধ্যে হেমমণ্ডিত দীপ্তিমৎ রত্নময় বেদি তদ্দীপ্তিতে সমস্ত উদ্যান প্রদেশ দীপ্যমান হয় ॥ ১৫

সদ্রত্ন মণিমাণিক্য রাজসিংহাসনোজ্জ্বলে।
শ্রীমত্যালিঙ্গিত তনুমম্বরীষ সুতোষয়া ॥ ১৬

ঐ বেদিকার উপরি মণি-মাণিক্যাদি সুশোভন রত্ননিচয় নির্ম্মিত পরমোজ্জ্বল রাজ সিংহাসন, তাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্ব সন্তোষকারিণী শ্রীমতী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত অঙ্গ, রাজর্ষি অম্বরীষ প্রভৃতি স্তুত ভগবান্ সমবস্থিত হয়েন ॥ ১৬

সান্দ্রাবন্দ ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধনীলকুন্তলম্।
নীলোৎপল দলস্নিগ্ধং চারুচঞ্চললোচনম্ ॥ ১৭

সজল নিবিড় স্নিগ্ধ জলধরচ্ছায় শ্যামবর্ণ, সুস্নিগ্ধ নীলকুন্তল মণ্ডিত মস্তক, নীলোৎপল দলায়ত অতিশয় স্নিগ্ধ ও অতি মনোহর চঞ্চল নয়নদ্বয় ॥ ১৭

সুভ্রূন্নতলতাভঙ্গ সুকপোলং সুনাসিকম্।
সুগ্রীবঃ সুন্দরোরস্কং সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ১৮

সুশোভন সুভঙ্গিম উন্নত ভ্রূলতা পরিশোভিত, শোভন গণ্ডস্থল এবং সুশোভন নাসিকামণ্ডল, শোভন গলদেশ, সুন্দর বক্ষঃস্থল, এরূপ অতি সুন্দর ও মনোহর রূপ বিশিষ্ট ॥ ১৮

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চারুগুঞ্জাবতংসকম্।
মঞ্জুমঞ্জরি সংরাব মুগ্ধীকৃত জগত্রয়ম্ ॥ ১৯

শ্রুতিমূলে আন্দোলিত রত্নময় কুণ্ডল যুগল, শিরোপরি পরিশোভিত রত্নময় কিরীট, সুমনোহর গুঞ্জপুঞ্জকৃত শোভনবেশ। সুমধুর নূপুর ধ্বনিতে ত্রিজগৎসম্মোহিত হয় ॥ ১৯

চার্ব্বায়ত্ত ভুজযুগং বেণুবাদন তৎপরম্।
বহচূড়ং বরাস্তঞ্চ বনমালা বিরাজিতম্ ॥ ২০

আজানুলম্বিত মনোহর ভুজযুগলাবৃত বংশীবাদ্য পরায়ণা, ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায় পরিশোভিত, অত্যুত্তম শোভাসংযুক্তা বনমালাতে দীপ্তিমান উরঃস্থল ॥ ২০

দধানং পরমং শান্তং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং বপুঃ ॥ ২১

এবম্ভূত মনোহর বেশ সমন্বিত পরিশুদ্ধ পরম শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ ঐ উদ্যানে রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন ॥ ২১

যাম্যাং রত্নৌঘনির্ম্মাণং দিব্যসিংহাসনাশ্রিতে।
ত্রিগুণাতীত মব্যক্তমক্ষরং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ২২

দক্ষিণদিগ্ভাগে মনোহর উদ্যানে সমূহ রত্নে নির্ম্মিত সিংহাসনে, অব্যক্ত অক্ষর পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত নির্গুণ নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বিরাজিত হইয়াছেন ॥ ২২

সস্মের পুঞ্জ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য শ্যামবিগ্রহম্।
চারুনীল ঘনশ্যামং কচং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ২৩

সম্যক মাধুর্য্যযুক্ত ও ঈষৎহাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল, এবং সুশোভন, নীলমেঘের ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্যান্বিত শ্যামসুন্দর রূপ, এবং ত্রিলোকমোহন সুঘন ঘন সঙ্কাশ কেশ-রাজিতে পরিশোভিত ॥ ২৩

অরবিন্দদলস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ লোললোচনম্।
কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্রয়বিমোহনম্ ॥ ২৪

প্রফুল্ল শতদল দলসম সুদীর্ঘ চঞ্চল নয়নযুগল পরিশোভিত, মস্তকোপরি রত্ন প্রভায় সুভাসিত কিরীটভূষণ, তৎশোভা সন্দর্শনে ত্রিজগত বিমুগ্ধ হয় ॥ ২৪

চতুর্ভুজস্ত চক্রাজা পরিবোদধিজান্বিতম্।
কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ূর কিঙ্কিণী জালভাষিতম্ ॥ ২৫

ঐ ত্রৈলোক্যমোহন রূপ নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদি সমন্বিত চতুর্ভুজ। অঙ্গদ বলয় কঙ্কন ভুজবন্ধনাদি আভরণ ভূষিত এবং কটিতটবিন্যস্ত কিঙ্কিনীজাল নাদে পারনাদিত ॥ ২৫

শ্রীবৎসকৌস্তভমণি ভ্রাজদ্বক্ষঃ স্রজান্বিতম্।
মঞ্জুমুক্তা ফলোদার দামদ্যোতিত বক্ষসম্ ॥ ২৬

শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণিতে উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বনমালাতে শোভিত কণ্ঠদেশ এবং অতিশয় মনোহর ও অতি বৃহৎ মুক্তামাল্যে দীপ্যমৎ বক্ষঃস্থল ॥ ২৬

তপ্তকার্তস্বর বরাম্বরমপ্রতিমৌজসম্।
বৈনতেয়স্কন্ধারূঢ়মালোল মালতীস্রজম্॥ ২৭

প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সদৃশ অতুল্য উত্তম পীতবসন পরিধান গরুড়স্কন্ধে আরোহণ, মনোহর রূপ, গলদেশে আন্দোলিত মালতী কুসুম মাল্যে সুশোভিত মূর্ত্তি॥ ২৭

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতোভয়পার্শ্বকম্।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ম্॥ ২৮

দক্ষিণ বাম উভয়পার্শ্বে পরিসংস্থিতা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আনন্দরসের আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ নারায়ণ॥ ২৮

মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানং পার্ষদপ্রবরৈর্বৃতম্।
সর্ব্বকারণ কার্য্যেশং স্মরেদ্যোগেশ্বরেশ্বরম্॥ ২৯

মুনীন্দ্র নারদাদি দ্বারা সংস্তুত, এবং সুনন্দ নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত পরমাত্মা নারায়ণ, সকল কার্য্য ও সকল কারণের কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর, ও সর্ব্বযোগেশ্বরের এক ঈশ্বর, যোগিগণেরা সর্ব্বদা যাঁহাকে স্মরণ করেন! সেই অনন্তাত্মা হৃষীকেশ রম্য উদ্যানে সমবস্থিত হয়েন॥ ২৯

ভগবৎ ব্যূহমূর্ত্তি সকল সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, এতৎ প্রসঙ্গ শ্রবণে মহর্ষি অঙ্গিরা সাতিশয় বিনয়ে পরমপিতা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন!

অঙ্গিরা উবাচ।—দ্রুহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং লীলয়া দধতঃ কলা।
যোগেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৩০
চরিতং পাবনং পুণ্যং কালত্রয় মলাপহম্।
একঃ কৃষ্ণো মহাবাহু রাধিকা প্রকৃতিঃ পরা।
কথমেতাঃ কৃতাভূতী স্তয়ো বদপয়োজজ॥ ৩১

হে ব্রাহ্মন্! সর্ব্বযোগেশ্বর পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অতি পবিত্র ও সুপুণ্য ত্রিকাল-জনিত কল্মষঘ্ন চরিত শ্রবণেচ্ছু আমাদিগের সম্বন্ধে আপনি বিস্তার করিয়া বলুন, যিনি লীলাতে নানারূপ ধারণ করেন। সেই এক পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আর সর্ব্বপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা একা শ্রীরাধিকা পরমাপ্রকৃতি হয়েন। তাঁহারা কি কারণ বস্তুতঃ এতাদৃক সমূহ বিভূতি রূপ প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব আপনি বিস্তার করিয়া কহেন। যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ সম্যক্ ভগবত্তত্ত্ববিৎ হয়েন॥ ৩০—৩১

অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রশ্ন শ্রবণ করত জগৎ পিতা হিরণ্যগর্ভ কার্য্যব্রহ্ম পরমাত্মা ব্রহ্মা ব্রজবিভূতির কারণ কহিতেছেন।

ব্রহ্মোবাচ।—নির্গুণোঽপি নিরীহোঽপি নির্লেপোঽপি মহাত্মনঃ।
প্রকৃত্যাঃ সঙ্গতঃ কৃষ্ণো নানাত্মানাং করোত্যলম্॥ ৩২

হে ঋষিগণেরা শ্রবণ কর। মহাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও নির্গুণ নিরীহ নির্লেপ অর্থাৎ সম্যক গুণহীন, সমস্ত চেষ্টাবর্জ্জিত নির্লিপ্ত স্বচ্ছ পরমাত্মা হয়েন, তথাপি প্রকৃতি সংযোগে তিনি এই সকল নানারূপে প্রতিভাত হয়েন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যেহেতু সম্যক্ বিকার শূন্য নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব গুণরহিত জবাসংযোগে স্ফটিকের রক্ততার ন্যায় গুণবৎক্রিয়া সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভাত হয়॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না প্রকৃতিই সকল করেন কিন্তু মায়াবৃতচক্ষু মায়িক লোকে শ্রীকৃষ্ণ সকল করিতেছেন কহিয়া থাকেন॥ ৩২

জবা যথাস্তিকে ভাতি বিশুদ্ধস্ফটিকং মুনে।
প্রকৃত্যানুগতঃ কৃষ্ণো গুণভাগিব ভাসতে॥ ৩৩

হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ গুণহীন হইলেও সমীপস্থা প্রকৃতির গুণে গুণবানরূপে দীপ্তিমান হয়েন। যেমন সুরক্তজবা পুষ্পের নিকটস্থিত অতি স্বচ্ছ স্ফটিককেও তৎকালে সুরক্তবর্ণ দেখা যায় তদ্বৎ॥ ৩৩

বাসুদেবঃ স্বয়ংজাতো দেবক্যাং যদুনন্দনঃ।
অংশজা ললিতা মুখ্যাঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥ ৩৪

হে মুনে! স্বয়ং ভগবান্ যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং ললিতাদি প্রধানা যে সকল কুমারীগণ ও তদংসম্ভবা, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাপ্রিয়তমা সে প্রবাদ মাত্র, শুদ্ধ প্রকৃতিই ইঁহার মূলকারণ॥ ৩৪

যথাব্ধিতো বহির্যাদ্বাঃ সরিতঃ সাগরাবরাঃ।
তাভ্যোনদনদীসম্ভবা বহির্যাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৩৫

যেমন এক সমুদ্র হইতে সারৎসাগরাদি প্রধান জলাশয় সকল বাহির হয়, এবং সেই সকল সাগরসারৎ হইতে অপর সহস্র সহস্র নদ নদী সকল বহির্গত হইয়া থাকে॥ ৩৫

তথেমে কৃষ্ণতঃ সর্ব্বে লোকা ব্রহ্মমুখামুনে।
জাতা সহস্রশো বিপ্র প্রকৃত্যা সঙ্গতাস্মিথঃ॥ ৩৬

হে মুনে! সেইরূপ প্রকৃতি সংযোগতঃ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মাদিলোকসমূহ প্রধান প্রধান রূপে সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার সত্তাবলম্বিনী প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহং, অহং হইতে সত্ত্ব রজঃ তম, তাহা হইতে মন ইন্দ্রিয়াদি দেব সৃষ্টি হয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূতাদি পঞ্চীকরণ দ্বারে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্তি

মিশ্রিরূপে অনেক প্রকার উৎপন্ন হয়, এ সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য, আত্মা শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় সাক্ষীমাত্র ॥ ৩৬

নানাদেহধরো ভূত্বা নানাকর্ম্ম চিকীর্ষয়া।
সৃজত্যবতি সংহারং করোতিশোনুমায়য়া ॥ ৩৭

ভগবান্ মায়ারূপে নানা কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত নানা দেহধারীর ন্যায় মায়ানুগম হইয়া মায়া দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন পালন ও নিধন করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্ত্যা পরময়াযুতঃ।
রেমেতাভিঃ সমেতাভি র্নানারূপধরোঽব্যয়ঃ। ৩৮

সেই ক্ষয়োদয়রহিত মহাবিষ্ণু ভগবান্ বাসুদেব পরমাশক্তি সংযুক্ত নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল গোপিকাখ্যা কুমারীগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় নানাবিধ ক্রীড়া করেন ॥ ৩৮

ক্রীড়া মনুজদেহস্য ক্রীড়ামনুজ দেহয়া।
রমণং বাসুদেবস্য প্রবৃত্তং রাসমণ্ডলে ॥ ৩৯

লীলাবিগ্রহধারিণী শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীরাসমণ্ডলে লীলামানুষ বিগ্রহধারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের রমণ ক্রীড়া সংপ্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৯

তান্ বীক্ষ্য সর্ব্ব সম্ভবান্ সম্ভৃতাননুগৈর্মুনে।
গিরা মধুরয়া প্রীণন্নুবাচ পরমং প্রিয়ম্ ॥ ৪০

সেই সকল অনুগামী জন দ্বারা আহৃত রাসোপযোগী সংভৃত সম্ভার অর্থাৎ উপকরণাদি সকল অবলোকন করত পরম তৃপ্ত হইয়া পরমপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে পরমা প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে তখন এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

পশ্যৈতান্ সম্ভৃতান্ কান্তে সম্ভারান্ মৎ প্রিয়ানপি।
রাসোৎসবস্য তৎপ্রীত্যৈ তৎসর্ব্বং প্রতিপাদয় ॥ ৪১

হে প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধে! হে কান্তে! হে কমনীয় রূপে! রাসোৎসবের উপযুক্ত মম প্রীতিবর্দ্ধন উপকরণ সকল তোমার প্রাতির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি সর্ব্বজন হিতার্থে সেই রাসোৎসবকে প্রতিপন্ন কর ॥ ৪১

বিভাজয়ে ষোড়শধা আত্মানাত্ম সমানহম্।
ভূষণৈ র্ব্বয়সা শীল গমনেন মনোহরে ॥ ৪২

হে মনোহরে! এতৎ রাসোৎসব সম্পাদনার্থে আমি ইদানীং রূপে গুণে বয়সে এবং ভূষণে গমনে আপনার সদৃশ ষোড়শ সহস্রভাগে আপনার দেহকে বিভাগ করি অর্থাৎ আমাতেও বিভূতিতে অভিন্নরূপ দৃশ্য হইবে ॥ ৪২

কুর্ব্বাত্মাসং সুবহুলং বহিষং মন্তসেক্ষম্ ॥ ৪৩

অনন্তর শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলেন, হে বরমুখি। যদি তোমার রাসোৎসবক্রীড়া করণে ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমার মত আপন সদৃশ বহুতর দেহ বিস্তার কর ॥ ৪৩

ব্রহ্মা সপ্তঋষিকে কহিতেছেন। হে মহর্ষিগণেরা শ্রবণ কর

ইত্যাক্রম্য বচন্তস্য কান্তস্য মধুরাক্ষরম্।
প্রীত্যুৎফুল্ল মুখাম্ভোজাচীকরৎ ষোড়শাত্মনঃ ॥ ৪৪

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল পঙ্কজ বদন শ্রীমতী রাধিকা প্রীতিযুক্ত হইয়া আত্মদেহকে সমরূপে ষোড়শ সহস্রভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ৪৪

দাড়িমী কুসুমাকারাঃ সহস্রাদিত্য বর্চ্চসঃ।
সর্ব্বাভরণ সংচ্ছন্নাঃ সতোয় তোয়দাম্বরাং ॥ ৪৫
মণিকুণ্ডল বিদ্যোতা হারকেয়ুর শোভিতাঃ।
স্মেরাননাঃ পৃথুশ্রোণ্যা হারাহত কুচোৎপলাঃ ॥ ৪৬
সৌন্দর্য্যামোহতাঃ শেষা লোকাঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ ॥ ৪৭

ঐ সকল গোপীগণেরা দাড়িমী পুষ্প সদৃশ উজ্জ্বল রূপবতী, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, সজল জলদের ন্যায়.নীলবস্ত্র পরিধানা, শ্রবণে মণিময় কুণ্ডল ও বাহুদ্বয়ে কেয়ুর সুশোভিত, গলশোভিত মণিময় হার ও সকলেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনা এবং আন্দোলিত হারের আঘাতে সুকম্পিত স্থূলতর স্তনযুগল শোভিত সকলেই বিচক পদ্ম নয়না, এবম্প্রকার রূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার দ্বারা তাঁহারা অশেষ রূপলাবণ্য ধারণ করত জন সকলকে মোহিত করিলেন ॥ ৪৫—৪৭

তাবীক্ষ্য মদন প্রৌঢ়া ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
রূপেণা সদৃশীরম্যাঃ স্ত্রিয়োমূর্ত্ত্যা ইহাপরাঃ ॥
অচীকরৎ ষোড়শধাত্মানঃ সর্ব্ব গুণোৎকরৈ ॥ ৪৮

সেই শ্রীমতী রাধিকার আত্মসদৃশী গোপীগণকে অতুল্য রূপবতী পরম রমণীয়া সাক্ষাৎ শ্রীরূপ এবং স্মরশরাঘাতে উন্মত্ত প্রায় অবলোকন করিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসদৃশ রূপ গুণ-সম্পন্ন আপনার দেহকে ষোড়শ সহস্রভাগে বিভাগ করিলেন ॥ ৪৮

ততোরাসঃ প্রবৃত্তে তাভিস্তোবাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯

তদনন্তর রাধার স্বরূপ স্ত্রীগণের সহিত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপ পুরুষ গণের সহিত গোপীদিগের রাসলীলা প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ৪৯

মঞ্জুমঞ্জীর গুঞ্জৈশ্চ কিঙ্কিনীনাঞ্চ সিঞ্জিতৈঃ।
কর কঙ্কণ সন্নাদৈঃ করতাল বরোরবৈ ॥ ৫০
বাদিত্রাণাং সুমধুর সুঘোষৈঃ করতালকৈঃ।
হাস্যৈর্হৃষ্ট জনৌঘস্য বচোভির্মধুরাক্ষরৈঃ ॥ ৫১
দিশং খংরোদসীনাকং পাতালং সতলাতলম্।
সাদ্রি দ্বীপাব্ধি নগরং পূর্ণমাসীজ্জগত্রয়ম্ ॥ ৫২

হে ঋষিগণেরা! ঐ সকল গোপীজনের মনোহর নূপুর ও ক্ষুদ্র ঘটিকাও কর কঙ্কণ রণৎকারে করতাল ও নৃত্য গীত বাদ্য এবং করতালির শব্দে আর রাসমণ্ডলস্থ হর্ষিত জনসমূহের হাস্যধ্বনিতে ও গোপ গোপীর উচ্চারিত সুমধুর বাক্যের কোলাহলে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলও আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ ও তলাতলের সহিত সপ্ত পাতাল, সমুদ্র দ্বীপ সকল ও গিরিনদী নগর সহিত এই ত্রিলোক তৎকালে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫০—৫২

তেজোভির্মণিমাণিক্য বরান্দীপিতং নভঃ ॥ ৫৩

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীমতী রাধিকার রূপের জ্যোতিতে আর অনুত্তম মণি মাণিক্যাদি আভরণের দীপ্তিতে আকাশ মণ্ডলপর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইল ॥ ৫৩

মনোহরৈ বেণু গীতৈঃ পঞ্চমস্বর মূর্চ্ছিতৈঃ ॥
গোপার্ভা মূর্চ্ছয়ামাসু ত্রিলোকীং সসুরাসুরাম্ ॥ ৫৪

হে ঋষে! তৎকালে গোপবালক সকল পঞ্চমস্বরে মূর্চ্ছিত মনোহর বেণুগীত-দ্বারা দেবাসুরের সহিত ত্রিলোকী তলকে সংমূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৪

চঞ্চলাভ্যন্তরে ভাতি সপাথ স্তোয়দো মুনে।
তদ্বন্মৃগীদৃশাং তাসাং মধ্যে কৃষ্ণোদ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৫৫

ব্রহ্মা কহিলেন। হে মুনে! বিদ্যুতের মধ্যে সজল জলধর যেমন শোভা পায়, মৃগনয়না দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিও সেইরূপ সুশোভিত হইল ॥ ৫৫

স্ত্রীজনৈরন্বিতঃপ্রেষ্ঠৈ রক্তোজ্জা বদ্ধবাহুভিঃ।
রাসোৎসবঃ প্রববৃত্তে গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ ॥ ৫৬
কৃষ্ণেন তাসাং গোপীনাং যোগি যোগেশ্বরেণ সঃ ॥ ৫৭

পরস্পর বদ্ধবাহু স্ত্রীজনযুক্ত সর্ব্বযোগসত্তম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলের দ্বারা পরিমণ্ডিত, তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৬—৫৭

অভ্যাসস্থ প্রিয়াদত্ত তাম্বুলেন মুনীশ্বর।
অভ্যর্ণ কান্তদত্তেন তাম্বুলোৎকবলেন তাঃ ॥ ৫৮

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মুনীশ্বর! নিকটস্থা প্রিয়তমা গোপী সকলে নিকটস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে তাম্বুল প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সমীপস্থিতা প্রিয়াদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া প্রেয়সীগণকে পুনঃ প্রদান করেন। সেই তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা গোপললনাগণে উত্তর কৃষ্ণের মধ্যে পরমা শোভা সংপ্রাপ্তা হইলেন ॥ ৫৮

প্রবিষ্টেন স্বকান্তেন ধৃত কণ্ঠেন রেজিরে।
ঘনেনালিঙ্গিতা বিদ্যুৎ সতোয়েন ঘনাগমে ॥ ৫৯

ঘনাগমে বর্ষণকালে সজল জলদের সহিত আলিঙ্গিতা সৌদামিনী যেমন শোভা ধারণ করে, সেই প্রকার রাসমণ্ডল প্রবিষ্টা গোপীগণেরাও স্বীয় স্বীয় ধৃতকণ্ঠে কান্তের সহিত পরিশোভিতা হইলেন ॥ ৫৯

প্রিয়য়ালিঙ্গিতোভ্যর্ণ স্তয়ারেজে চ্যুত স্তথা।
হেমবল্ল্যা পরিষক্তো মহাশালতরুর্যথা ॥ ৬০

স্বর্ণলতা পরিবেষ্টিত হইলে সুমহৎ শাল শাখী যেমন রমণীয় শোভা ধারণ করে, সেইরূপ কনক লতিকার সমান গোপপ্রিয়াযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও রাস সংসদিতে পরম সুশোভিতা হইলে ॥ ৬০

নরীনৃত্যন্ পরিষক্তো নরীনৃত্যং প্রিয়াজনৈঃ।
অচোচুম্বদলেলিঙ্গচ্চুম্বিতো লিঙ্গিতো হরিঃ ॥ ৬১
মধ্যে মধ্যে স্থিতা স্তাসামুডুরাড়ুভি যথা ॥ ৬২

যামিনী মুখে সমুদিত তারকামণ্ডল পরিমণ্ডিত নভোমণ্ডলে তারাপরি যেমন মনোহর শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ প্রিয়ালিঙ্গিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্যে সুশোভিত হইয়া রাসমণ্ডলে মোহন নর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়াগণেও তাঁহার সহিত পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গোপপ্রিয়াগণ কর্ত্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৬১—৬২

কর্পূরাগুরুজাতীয় ফলাদি পরিবাসিতম্।
মুখবাসন তাম্বুল চর্ব্বণোৎকবলং দদৌ ॥
আস্যেষু তাসাং কান্তানাং মধ্যে কৃষ্ণোদ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৬৩

এবং গোপীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণদ্বয় প্রিয়াগণের বদনকমলে কর্পূর অগুরু ও জাতীফলাদি মিশ্রিত মুখবাসিত সুগন্ধি তাম্বুল চর্ব্বণ প্রদান করিলেন ॥ ৬৩

অশেল্লিষদধানীয় ভুজাবাচ্ছিন্ন বেগতঃ।

রসাব্ধিমগ্না বাহুভ্যামুপানীয়োপ সম্বজে॥ ৬৪

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত দ্বারা স্বপ্রিয়ার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক বেগেতে আনিয়া ভুজবন্ধ শ্লথকরতঃ আপনার ভুজদ্বয়ের অভ্যন্তরে স্বপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ৬৫

বভৌমণীনাং হৈমামাং নীলকান্তো মণির্যথা॥ ৬৫

হেমণিময় নিকটে যেরূপ নীলকান্তমণি শোভা পায়, সেইরূপ হিরন্মণিভার গোপ প্রিয়াগণের সমীপে মহা মকরত মণিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত হইলেন॥ ৬৫

সুস্মিতৈঃ পাদসন্যাসৈর্ব্বচনৈ র্মধুরাক্ষরৈঃ।

গতিলোলকুচৈঃস্রস্তমল্লিকাদান বংশকৈঃ॥ ৬৬

শ্লথনীব্যম্বরবরৈ রাস্যাব্জ পরিকম্পনৈঃ।

আসীৎ সুতুমুলোনাদো বিকম্পৃক্ ভূর্ব্বতো মুনে॥

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! হে মুনে! বিগলিত কটিতটি দুকুল পরিশোভিত গোপীকাগণের সুমধুর পদবিন্যাস বচনে এবং সুললিত পদবিন্যাস গতি দ্বারা চঞ্চল কুচ আবলী ও শ্লথকবরী বদ্ধ হইতে ভ্রংসিত মল্লিকা পুষ্পমাল্য ও ঈষৎহাস্য যুক্ত বদনারবিন্দ, পরিকম্পিত আভরণনিচয়ের রণৎকারে গগনস্পর্শী সুতুমুল শব্দ হইতে লাগিল॥ ৬৬—৫৭

নৃত্যন্তী গায়ন্তী কাচিৎ রহস্যানি মুদাহরেঃ॥ ৬৮

কোন কোন গোপী নৃত্য করিতেছেন, আর কোন কোন গোপী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীহরি লীলা কথা সকল কলপদক্ষরে গান করিতে লাগিলেন॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসম্বাদে

রাসক্রীড়ায়ামুনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ব্রহ্মসপ্তঋষি-সম্বাদ-সমন্বিত রাধাহৃদয়ে রাসক্রীড়া বর্ণনে উনবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯

বিংশতি অধ্যায়।

অথ রাসোৎসব বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।

জগৎপিতা পিতামহ মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিকে কহিতেছেন।

দিদৃক্ষবো রাস গোষ্ঠীং পরমানন্দমচ্যুতম্।
রমমানঞ্চ চিচ্ছক্ত্যা রাধয়া তেভি বীক্ষিতুম্।
আজগ্মুঃ পরমোদারা বৈষ্ণবা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১

বৈষ্ণবগণ সকলে রাসলীলার সভা ও পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্তি শ্রীরাধিকার সহিত যে রাসক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করণেচ্ছু হইয়া পরম উদার চরিত্র বিষ্ণুভক্ত ঋষিগণও সকলে তখন সেই রাসস্থলে আগমন করিলেন ॥ ১

আত্মারামাঃ পূর্ণকামাঃ পরানন্দনির্বৃতাঃ।
নিরাকাঙ্ক্ষা নিরাধারা নির্ব্বিঘ্নাযতয়ো মলাঃ ॥ ২

সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণেরা পরমানন্দে পরিপূর্ণহৃদয়, নিত্য অখণ্ডিত পরম সুখে সুখী এবং সর্ব্বকাঙ্ক্ষারহিত, আত্মভিন্ন অন্য সমস্ত আধার শূন্য, কেবল পরব্রহ্মৈকাধার যতিগণ, অব্যাহতি গতি অমলাত্মা ঋষিবৃন্দ সকলে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

অহং বিষ্ণুর্ভবোমাচোমা বাণীস্মাকামিনী।
কন্দর্পোবরুনো শ্চব ধনাধ্যক্ষঃ সহস্রদৃক ॥ ৩
পৌলম্যাহুতভূক্‌কান্তা জনেন স্বাহয়াম্বিতঃ।
মহামহিষমারূঢ়ো দণ্ডোদ্ভত কর স্তবন্ ॥ ৪
মাতরিশ্বগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্র কৃতবাহনাঃ।
অশ্বিনৌ পিতরাদিত্যা বালখিল্যা মরীচিপাঃ ॥ ৫
অনন্তো বাসুকিং শেষো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কালীয়ো নাগরাজানঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬

ব্রহ্মা, সপ্তঋষিকে কহিলেন। হে ঋষিগণেরা! সেই রাসসভায় আমি এবং বিষ্ণু ও দেবাদিদেব মহাদেব শিব ও লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী, রতি, কন্দর্প ও বরুণ, কুবের ও শচীসহ ইন্দ্র, স্বকান্তা স্বাহার সহিত অগ্নি, মহামহিষারূঢ় দণ্ডধর যম, খগেন্দ্রারূঢ় মারুতগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ ও দ্বাদশাদিত্য, বালখিল্য ঋষিগণ শেষাখ্য অনন্ত বাসুকি, নাগরাজ মহাপদ্ম, তক্ষক কালীয় প্রভৃতি নাগ সকলে ঐ রাসলীলা দর্শনেচ্ছু হইয়া বৃন্দারণ্যে রাসমণ্ডলে আগমন করিলাম ॥ ৩—৬

প্রমথা ভূতকুষ্মাণ্ড ডাকিনী পূতনাদয়ঃ।
যোগিনী মাতৃকাবিন্তাঃ শাস্ত্রাণি চ চতুর্দ্দশ ॥ ৭

অব্দয়ঃ সরিতো নাগাঃ সরাংসি গ্রহতারকাঃ।

ঋতবঃ ষট্যুগামাসাঃ সম্বৎসরগণা অপি ॥ ৮

এবং প্রমথগণ ও ভূত প্রেত কুষ্মাণ্ডগণ ডাকিনী পুতনা প্রভৃতি বালঘাতিনীগণ, আর যোগিনী ও মাতৃকাগণ, বেদ বিদ্যা সকল এবং চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ও সমুদ্র নদী নাগাসুরগণ; সরোবর সকল, গ্রহ নক্ষত্র সকল ও ছয়ঋতু, চারিযুগ, সম্বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকলে তৎকালে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৭—৮

দেবদানব গন্ধর্ব্ব পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।

বিদ্যাধরা জলাধরা শ্চারণাপ্সরসাং গণাম্ ॥ ৯

যক্ষযাদাংসিদৈতেয়াঃ খগকিন্নর মানুষাঃ।

রাজর্ষয়ো মহাভাগা যজ্বানাভুবিদক্ষিণাঃ ॥ ১০

মনবো মনুপুত্রাশ্চ দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা ॥

গয়ো মরুত্তো মাতঙ্গো হরিশ্চন্দ্রোথ নাহুষঃ ॥ ১১

অম্বরীশোরঘুশ্চৈব যযাতিঃ শান্তনুর্ম্মহান্।

দিলীপঃ সগরোভানু নৃপঃ সম্বরণোবিভুঃ ॥ ১২

ভগীরথোবৃহৎকীর্ত্তিরিক্ষাকু কুলবর্দ্ধনঃ।

ঔশীনরঃ শিবিঃ শ্বেতো রাজা দশরথস্তথা ॥ ১৩

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও পিশাচ, উরগ, রাক্ষসগণ ও বিদ্যাধর ও সাগরাদি জলধার সকল, সিদ্ধচারণগণ ও অপ্সরাগণ এবং যক্ষ জলচর দৈত্যেয়গণ ও পক্ষী, কিন্নর, মনুষ্য-গণ ও ভাগ্যবান্ রাজর্ষিগণ এবং ভূরিদক্ষিণ যাগকর্ত্তা, সকল ও স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত মনুগণ ও মনুপুত্রগণ এবং গয়, মরুত্ত, মাতঙ্গ হরিশ্চন্দ্র ও অম্বরীষ, রঘু নহুষ যযাতি, শান্তনু, দিলীপ, সগর ও ভানুরাজা, সম্বরণ ও ইক্ষাকু কুলবর্দ্ধন মহৎ কীর্ত্তিমান ভগীরথ, ইক্ষাকু ও উশীনর সুত শিবিরাজা, শ্বেতরাজা এবং রঘুবংশ প্রদীপ রাজা দশরথ ॥ ৯—১৩

এতেচান্যে চ বহবো রাজানো ভূরিতেজসঃ।

চিত্রাম্বরধরাঃ সর্ব্বে চিত্রগন্ধানুলেপনাঃ ॥ ১৪

ভাস্বদ্বান বরারূঢ়াঃ সুমৃষ্টঃ মণিকুণ্ডলাঃ ॥ ১৫

এই সকল ব্যক্তি এবং অতিশয় তেজস্বী অন্যান্য বহুশ রাজাগণ বিচিত্র বস্ত্রাভরণ ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র গন্ধানুলেপিত গাত্রে সুশোভিত পরমোত্তম বরযানে আরোহণ করত অনুত্তম মণি কুণ্ডলধারী হইয়া সকলে আগমন করিলেন ॥ ১৪—১৫

প্রহ্লাদোনারদো ধৌম্যোধ্রুবশ্চ শুক উদ্ধবঃ।

কশ্যপোঽত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ সশিষ্যোরেণুকাসুতঃ ॥ ১৬

বশিষ্ঠো যমদগ্নিশ্চ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহঃ ক্রতু মৈত্রেয় এব চ ॥ ১৭
দুর্ব্বাসাঃ ষষ্টিসহস্র শিষ্যোপশিষ্যকৈ র্বৃতং।
ভরদ্বাজো বিশ্রবাশ্চ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
সুমন্তুর্গালবো গর্গভৃগুর্জৈমিনিগৌতমাঃ।
সনৎকুমারো দেবর্ষিমার্কণ্ডেয়োমহামনাঃ ॥ ১৯
শুনকঃ শুক্তিকর্ণশ্চ পরাশর সুতোবশী।
চ্যবনো জীবকাব্যৌ চ বামদেবোমহামনাঃ ॥ ২০
এতেচান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ২১
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ কীর্ত্তয়ন্তো গুণান্হরেঃ।
সায়ুধাঃ সহযানশ্চ সাম্বরাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২২
সগণাঃ সপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বৃন্দারণ্যমুপায়যুঃ ॥ ২৩

এবং প্রহ্লাদ, নারদ, ধৌম্য, ধ্রুব, শুকদেব, উদ্ধব, কশ্যপ, অত্রি, পুলস্ত ও শিষ্যগণ সমন্বিত রেণুকা পুত্র রাম, বশিষ্ঠ, যমদগ্নি ও স্বয়ং বেদব্যাস, দক্ষ, প্রচেতা পুলহ, ক্রতু, মৈত্রেয় ও ষষ্টি সহস্র শিষ্যোপশিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসা, ভরদ্বাজ, বিশ্রবা, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র, অথর্ব্বাচার্য্য সুমন্ত, গালব, গর্গ, ভৃগু, জৈমিনি, গৌতম, দেবর্ষি, সনৎকুমার, মহামনা মার্কণ্ডেয়, শুনক, শুক্তিকর্ণ, জগৎবশী পরাশর, চ্যবন, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, প্রশস্ত মনা বামদেব, এই সকল ঋষিবর্গ সম্বর্গশালী ব্রতধারিগণ আর আর যে সকল মুনিগণ, ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় আপন আপন আলয় হইতে উত্তম যানে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম বস্ত্র ধারণ করতঃ পরিচ্ছন্ন লোমাঞ্চিত কলেবরে সাশ্রুনেত্রে গদ গদ স্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে স্বগণ পরিবৃত হইয়া স্বপ্রিয়াগণের সহিত বৃন্দাবনধামে রাস দর্শনার্থে আগমন করিলেন ॥ ১৬—২৩

যানকোটি বরচ্ছন্ন মাসীদ্বৃন্দাবনং মুনে।
শারদৈঃ পঙ্কজৈশ্ছন্নং শরদীব সরোবরম্ ॥ ২৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মুনে! শরৎকালীন পদ্মের দ্বারা সরোবর সমাচ্ছন্ন হইলে যেরূপ পরিশোভিত হয়, সেইরূপ এই সকল ব্যক্তিগণের বহুকোটি বর যানদ্বারা বৃন্দাবন ধাম পরিশোভিত হইল ॥ ২৪

পশ্যন্তোরমণীয়ানি স্থানান্যুচ্চাবচানি তে।
কুমুদোৎপলগন্ধীনি বিবিধানি সমন্ততঃ ॥ ২৫

অনুত্তম রাসদিদৃক্ষু জনগণেরা সেই বৃন্দাবনের চারিদিকে উর্দ্ধাধঃ সর্ব্বত্রেই প্রস্ফু-টিত সুগন্ধ যুক্ত কমলোৎপল কুমুদ কহ্লারাদি নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

ক্রীড়মানান্ কুমারাংশ্চ কৃষ্ণবেশ বয়োধরান্।
মধুর স্বরসম্পন্নান্ বেণুবাদনতৎপরান্ ॥ ২৬

এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত সমাগত জননিচয়ে রাসস্থল দর্শন করিতে লাগিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স গোপকুমার সকল মধুর স্বরযুক্ত বেণুবাদনে তৎপর হইয়া চতুর্দ্দিকে নিভৃতস্থানে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৬

অবপ্লুতা স্বর্য্যানেভ্যো গিরিশৃঙ্গাদি ব্রহ্মরাট্।
প্রাঞ্জলি প্রাহ শিরশো দণ্ডবৎ পেতিরে ক্ষিতৌ ॥ ২৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে ব্রহ্মরাট্! অঙ্গিরা! তদনন্তর যাবদীয় দিদৃক্ষুজন সকলে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ-সদৃশ স্বীয় স্বীয় যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ-পাণি পরিণতমস্তকে দণ্ডবৎ পৃথিবীতলে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

ভক্ত্যাপরময়াযুক্তাঃ প্রসন্নাস্যসরোরুহাঃ।
প্রাহর্ষাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ তনুজন্মবরাসুরাঃ ॥ ২৮

উক্ত দেবগণেরা প্রসন্নবদনে পরম ভক্তিসহকারে শুদ্ধভাবোদয়ে নির্ম্মলচিত্তে লোমাঞ্চিত বিগ্রহ বিশিষ্ট হইলেন ॥ ২৮

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যাংস্ত মর্ঘৈরর্ঘ্যৈ বিবিধৈর্ম্মুনে।
উপচারৈ র্ধূপদীপমধুপর্কৈ র্যথাদিতাঃ ॥ ২৯
বরদং বরমাসীনং বরদানাং দিবৌকসাম্।
দদৃশু স্তং সুরাং সর্ব্বে প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৩০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মুনে! দেবগণ সকল সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক ধূপদীপ মধুপর্ক ও অর্ঘাদি নানা উপচারে পূজা করিয়া বরসিংহাসনে উপবিষ্ট প্রসন্নারবিন্দ বদন বরপ্রদায়ী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন অর্থাৎ সর্ব্বজনের বর-প্রদানকারী দেবগণ তাঁহাদিগেরও বরপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ হয়েন ॥ ২৯—৩০

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং কিরীটহারাঙ্গদকুণ্ডলান্বিতম্।
স্মেরাননং সর্ব্ববিমোহনং পীতাম্বরং কৌস্তুভরাজিবক্ষসম্ ॥ ৩১

শঙ্খচক্রগদাদি অস্ত্রধারী, কিরীট, হার, মণিময়বলয়াদি মণ্ডিত করকমল, শ্রুতিদেশে,

কুণ্ডলযুগল সুশোভিত, ঈষৎহাস্তযুক্ত মনোহর বদনারবিন্দ পরিধৃত পীতবসন, কৌস্তভ-মণিপ্রভায় উদ্দীপ্তবক্ষঃস্থল, সমস্তপ্রকার মোহনিবারণ মোহনরূপ ॥ ৩১

সহস্রশীতাংশু সমানবর্চ্চসং বনস্রগালি প্রাবিভূষি বক্ষসম্।
অনর্ঘ মাণিক্য বরপ্রনির্ম্মিতং চূড়াবরান্দোলিত বর্হপুচ্ছম্ ॥ ৩২

সহস্রতুহিনকর সদৃশ সুশীতলদীপ্তিমৎসৌম্যমূর্ত্তি, আন্দোলিত বনমালাতে পরিশোভিত বক্ষঃস্থল, অমূল্য মণিমাণিক্য নির্ম্মিত চূড়ামণ্ডিত মস্তকমণ্ডল, তাহাতে মরুতাহত আন্দোলিত ময়ূর বর্হপুচ্ছ পরিশোভিত ॥ ৩২

সুগীতরাগৌঘ স্তুতং মুখানিলৈঃ প্রপূরয়ন্তং বরবেণুমোজসা।
বিমোহয়ন্তং পররূপসম্পদা নৃত্যেনগীতেন বিচিত্রিতেন ॥ ৩৩

বিস্তৃতবদনবিনির্গত মরুতপূরিত বররেণুরবে সম্যক্ বলের সহিত সমূহরাগরাগিণী আলাপদ্বারা সঙ্গীতকলাপানুরাগী, এবং পরমরূপ সম্পদদ্বারা ও বিচিত্র নৃত্যগীতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকলকে বিমোহিত করিতেছেন ॥ ৩৩

সুনন্দনন্দ প্রমুখাঃ সভাজিতং বরাংঘ্রিযুগ্মং ভবভাবন চ্ছিদং।
সুযোগযোগিপ্রবরার্হণার্চ্চিতং তৎপাদপাথোজবরান্বিতং মুদা ॥ ৩৪
প্ররূঢ়ভাবাঃ প্রণতার্ত্তিসংস্তুতৌ হরৌসুরা গদগদভাবভাবকাঃ ॥ ৩৫

সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত, এবং জন্ম বন্ধন পরিমোচন মনোহরচরণযুগল সুশোভিত, ও সম্যক্ যোগপরায়ণ যোগিপ্রবরগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত, যচ্চরণকমল সম্যক্ ভক্তিসহকারে আরূঢ়ভাব-ভাবুকগণ পরমহর্ষমনে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদ-পদ্মকে সমাশ্রয় করে তাহাকে আর কোনমতে ভবরোগ ভোগ করিতে হয় না, অতএব সমস্ত দেবগণেরা সেই বিশ্বেশ্বর হরিতে প্ররূঢ়ভাব হইয়া একান্তমানসে গদগদাক্ষরে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪—৩৫

দেবা উচুঃ। বিশ্বেশ তে পাদপয়োজযুগ্মকং ভবেচ্ছরণ্যং শরণৈষিণাং হিনঃ।
সহস্রভানু প্রতিভানুমানিতং সত্রত্নমুক্তাফল নূপুরাঙ্কিতম্ ॥ ৩৬

অতঃপর স্তুতিবাক্যে ভগবান্ নলিনাসনস্থ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন! হে বিশ্বেশ! শ্রীকৃষ্ণ! সহস্র সূর্য্যতুল্যপ্রভাযুক্ত এবং সুশোভনরত্ন ও মুক্তাফল সহিত বিরাজিত নূপুরযুগলে রঞ্জিত তব পাদপদ্মদ্বয়, হে প্রভো! তোমার ঐ পাদপদ্মযুগলই শরণাকাঙ্ক্ষী আমাদিগের একমাত্র শরণ অর্থাৎ পরমাশ্রয় হয় ॥ ৩৬

নমামি তে কৃষ্ণপদাম্বুজং হিনঃ প্রসাদমাসাদ্য ত্বদীয়মাশু।
প্রজাধিপত্যং সুরলোকজং পয়োজজন্ম স্বপদপ্রদানম্ ॥ ৩৭

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ঐ পাদপদ্মে আমরা সকলে প্রণাম করিতেছি, আমাদের দেবলোকে পূজিত যে প্রজাধিপত্য এবং ব্রহ্মার যে সত্যাখ্য স্বপদপ্রাপ্তি এই সকল বৈভব শুদ্ধ তোমার প্রসন্নতার ফলে আমরা লাভ করিয়াছি॥ ৩৭

নমো গোপালপালায় গোপালপতয়ে নমঃ।
গোপালপূজ্যপাদায় গোপালায় নমোনমঃ॥ ৩৮

হে গোপালমূর্ত্তে! হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গোপালের পালক ও গোপালের প্রভু এবং গোপাল সকলে তোমার চরণযুগল পূজা করেন, তুমি সাক্ষাৎ স্বয়ং গোপাল হও অতএব তোমাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি॥ ৩৮

গোবিন্দগোপীজনবল্লভেশ দেবারি দৈত্যান্তকরায় তুভ্যন্।
গোপীমুখম্বাম্ভ পয়োজভৃঙ্গ কংসম্নরম্নায় নমামি তুভ্যম্॥ ৩৯

হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভেশ শ্রীকৃষ্ণ! হে গোপীজন বদনপদ্ম ও গেপীজন হৃদয়পদ্মভ্রমর! তুমি দেবশত্রু অসুরদিগের অন্তকস্বরূপ এবং কংসাসুরের বিনাশকারী, হে অমর দুর্লভ! আমরা তোমাকে প্রণাম করি॥ ৩৯

স্বয়ম্ভুবে নমস্তভ্যং স্বয়ম্ভু পতয়ে নমঃ।
সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মরূপায় সূক্ষ্মা সূক্ষ্মায় তে নমঃ।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পালনকর্ত্তা, তুমি সূক্ষ্ম অথচ স্থূলরূপও হও, অপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপ, তুমি তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪০

সূক্ষ্মানুষ্ঠানপূজ্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্মায় তে নমঃ।
চিন্ত্যয়াচিন্ত্যরূপায় চিন্তায়াং পতয়ে নমঃ॥ ৪১

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সূক্ষ্মানুষ্ঠানে পরিপূজিত অর্থাৎ তুমি যোগিদিগের মানসোপচারে পূজ্য অতএব তুমি সূক্ষ্মাসূক্ষ্মস্বরূপ, তুমি সকলের চিন্তনীয় অচিন্ত্যরূপ সুতরাং তুমিই চিন্তারপতি চিন্তামণি তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪১

গুণায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায়া চিন্ত্যধাম গুণাত্মনে।
শুভ্রায় শুভ্রবাসায়া শুভ্ররূপ যশস্বিনে॥ ৪২

হে কৃষ্ণ! তুমি গুণস্বরূপ গুণাত্মাদিগের চিন্তনীয় হপ, অথচ নির্গুণ অচিন্তনীয়, আত্মারূপে অচিন্ত্যধামস্বরূপ, অর্থাৎ নির্গুণ হইয়াও চিন্তনীয় বস্তুমধ্যে অতিশয় চিন্তনীয়, যেহেতু, তুমি অচিন্ত্য গুণধাম, তুমি পরিশুদ্ধ শুক্লরূপে নির্ম্মল, তুমি নির্ম্মল শুক্লবসনধারী, অতিশয় যশস্বী, তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪২

শুভ্রাশুভ্রায় শুভ্রোজো বলাবল গুণাত্মনে।
গুণায় গুণপূজ্যায় গুণাগম্যায় তে নমঃ॥ ৪৩

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নির্ম্মল আত্মারূপ অথচ অনির্ম্মল, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্না পরিচ্ছিন্ন উভয়াত্মক। তুমি সুনির্ম্মল তেজস্বী, তুমি বলস্বরূপ, অথচ অবলা, তুমি গুণাত্মা, গুণপূজ্য, এবং গুণের অগম্য গুণাতীত হও, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৩

গুণাতীতায় গুণিনো নির্গুণায় গুণাত্মনে।
বেদাতীতায় বেদানাং পূজ্যায় বেদপাণিনে ॥ ৪৪

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি গুণাতীত হইয়াও গুণিরূপ, গুণিমধ্যে অগণ্য, নির্গুণ হও, একারণ তুমি সগুণনির্গুণ উভয়াত্মক, তুমি দেবপূজ্য বেদাতীত, তুমি দেবপাণি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষকামস্বরূপ চতুর্ভুজধারী হও, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪৪

বেদবেদান্ত বেদাঙ্গাগম্যায় পরমেষ্ঠিনে।
শিবায় শিবপূজ্যায় শিবদায় নমোনমঃ ॥ ৪৫

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বেদবেদান্ত ও বেদাঙ্গাদিশাস্ত্রের অগম্য, তুমি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মরূপ, তুমি শিবরূপ অথচ শিবের পূজ্য, তুমি সর্ব্বমঙ্গলদাতা, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৫

শিবাশিবায়া পৌঢ়ায় পৌঢ়রূপায় তে নমঃ।
সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বদায় নমোনমঃ ॥ ৪৬

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মঙ্গলস্বরূপ অথচ অমঙ্গলস্বরূপও হও, যেহেতু তুমি দ্বৈতাদ্বৈত-রূপে উভয়াত্মক তুমি বালকরূপ, তুমি যুবরূপ অথচ বৃদ্ধরূপও হও, তুমি সকল তোমাতে সকল, তুমিই সকলরূপ হও, তুমি সর্ব্বকামপুর সর্ব্বস্বদাতা, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪৬

সর্ব্বেশায়াতিসর্ব্বায় সর্ব্বপূজ্যায় সর্ব্বতঃ।
পাথোজাস্যায় পাথোজনয়নায় নমোনমঃ ॥ ৪৭

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বেশ্বর, তুমি সর্ব্বাতিসর্ব্ব অর্থাৎ তুমি সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছ, সর্ব্বতঃ প্রকারে সকলের পূজ্য, তুমি বিকচ কমলানন, ও দীর্ঘায়ত প্রসন্ননলিননয়ন, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৭

পাথোজাংঘ্রি করবরদ্বয়ায় পরমাত্মনে।
ব্যক্তায় ব্যক্তরূপায় ব্যক্তাব্যক্তায় তে নমঃ ॥ ৪৮

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সরোজচরণ, প্রফুল্লকমলবরপাণি, তুমি ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপে পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রকাশরূপে উভয়াত্মক, অতএব ব্যক্তাব্যক্ত সকলরূপই তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৮

সুব্যক্তগুণসংঘায়া ব্যক্তধাম্নে নমোনমঃ ॥ ৪৯

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ব্যক্তরূপে সমূহগুণধারী; তুমি আত্মারূপে অব্যক্তধামস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগতের একাশ্রয় তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।—এবং সংস্তূয়তে দেবা মন্মুখাঃ পরমেষ্ঠিনম্।
মণিমাণিক্যরত্নৌঘ বরসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৫০
স্মেরাস্যং বামপার্শ্বঞ্চ রাধয়ালিঙ্গিতং হরিং ॥ ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি সপ্ত ব্রহ্মঋষিগণকে কহিলেন। হে ঋষিগণ! আমা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সকল মণিমাণিক্যাদি রত্নসমূহে বিনির্ম্মিত বরসিংহাসনে সংস্থিত এবং বামপার্শ্বাস্থিতা শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতদেহ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখারবিন্দ, পরমাত্মা গোবিন্দকে সন্দর্শন করিয়া সম্যক্ ভক্তিসহকারে স্তব করেন ॥ ৫০—৫১

স্বঃস্রবন্তী সুপয়সা পয়সা চ গবাংমহৎ ॥
পয়োদধীনাং সপ্তানাং পয়সা পুণ্যপাথসা ॥ ৫২
অভ্যসিঞ্চন্মহাবাহুং দেবদেবং রমাপতিম্।
বিধিনা মন্ত্রপূতেন গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥ ৫৩
অদাম মহতী মাচ্য মণিহার মধোক্ষজে ॥ ৫৪

ব্রহ্মা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, হে ঋষিগণেরা! আমি তৎকালীন স্বর্গস্রোতা মন্দাকিনীজল ও শোভনসুরভী দুগ্ধসহকারে ও সপ্তসমুদ্রের জল মন্ত্রপূত করিয়া দেবদেব মহাবাহু রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করতঃ "গোবিন্দ" এই অনুত্তম নাম প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে অমূল্য মণিময় হার প্রদান করিলাম ॥ ৫২—৫৪

ভবোদাদহিরাজেন নির্ম্মিতৌ বলয়ৌ মুদা।
বিষ্ণুরম্লান পঙ্কজ স্রজং পরমশোভনাম্ ॥ ৫৫

অনন্তর দেবদেব মহাদেব তব বাসুকি কর্ত্তৃক মণিনির্ম্মিত বলয়দ্বয়, শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণু নির্ম্মল অম্লানপদ্মপুষ্পের শোভন মাল্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন ॥ ৫৫

অম্বরে নির্ম্মলে দিব্য হরয়ে হুতভুগ্ দদৌ।
বরুণঃ কাঞ্চনস্রাবিচ্ছত্রং প্রাদাদনুত্তমম্ ॥ ৫৬

হুতাশন অগ্নিশৌচ সুনির্ম্মল পীতবসনযুগল শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। এবং বরুণ সুবর্ণস্রবকারী অর্থাৎ স্বর্ণ উৎপন্ন হয় এবম্ভূত শ্বেতছত্র প্রদান করেন ॥ ৫৬

শেষোশেষ মণিগ্রাম হারং তস্মৈ দদৌ প্রভুঃ ॥ ৫৭

মহাত্মা নাগাধিপতি অনন্তদেব তাঁহাকে অশেষ প্রকারে মণিনির্ম্মিত শোভনহার প্রদান করেন ॥ ৫৭

সর্ব্বরত্নময়ীং ভূষাং কম্বুনাং বলয়ানি চ।
দদাবব্ধিঃ প্রসন্নায় হরয়ে চ জলেশ্বরঃ ॥
সহস্রাক্ষো বৈজয়ন্তীং সহস্রাস্তায় সুস্রজম্ ॥ ৫৮

এবং জলেশ্বর সমুদ্র শ্রীহরির প্রীত্যর্থে গ্রীবাভূষণরত্নালঙ্কার ও রত্নবলয় এবং সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিলেন ॥ ৫৮

হিমালয় দদৌ তস্মৈ মঞ্জুগুঞ্জিত নূপুরৌ।
গ্রৈবেয়কাণি ভূষাণি দদৌ তস্মৈ পরেতরাট্ ॥ ৫৯

মহীধরাগ্রগণ্য হিমালয় সেই শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালে মনোহর শব্দযুক্ত নূপুরদ্বয় এবং প্রজানিয়ন্তা ধর্ম্মরাজ যম কণ্ঠভূষণাদি নানাভরণ প্রদান করেন ॥ ৫৯

মঞ্জুগুঞ্জিত রত্নৌঘ কাঞ্চীমস্মৈ দদৌগুহঃ।
অঙ্গুলাস্য দদৎতস্মৈ রত্নানি গুহ্যকাধিপঃ ॥ ৬০

মহাসেন পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় সুমধুর শব্দযুক্ত ও রত্ন সমূহনির্ম্মিত কটিভূষণকাঞ্চী এবং গুহ্যকাধিপতি কুবের শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গুলীতে মণিমাণিক্যময় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন ॥ ৬০

দদাবক্ষয় সিন্দুরতিলকং বাসবানুজঃ।
পৌলম্যদাৎ কেশভুষাং দেব্যৈদেবী মুনীশ্বর।
আয়োদান মহারত্নতাড়ঙ্কৌ ত্বষ্টৃ নির্ম্মিতৌ ॥ ৬১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে মুনিশ্বর! অনন্তর ইন্দ্রানুজ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধিকাকে অক্ষয় সিন্দুর তিলক প্রদান করেন, আর শচীদেবী শ্রীমতী-রাধিকাকে কেশের আভরণ অর্থাৎ কবরীভূষণ রত্ননির্ম্মিত কুসুমাবলী, আর বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত মহারত্নময় তাড়ঙ্ক ও আইয়ত্বসূচক মণিমণ্ডিতলৌহ বামকরে প্রদান করিলেন ॥ ৬১

কিরীটং কোটিসূর্য্যাভং মারোদাদ্বিশ্বরূপিনে ॥ ৬২

হে মুনে! বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প কোটিসূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত শিরসি কিরীটভূষণ দান করিলেন ॥ ৬২

হরিচন্দনবিন্দুঞ্চাদাদস্যৈ কমলা মুদা।
অদাদরুন্ধতী তস্যৈ রক্তচন্দনকজ্জলে ॥ ৬৩

লক্ষ্মী আহ্লাদিতা হইয়া শ্রীরাধিকার কপোলতলে হরিচন্দনের বিন্দু দিয়া সাজাইলেন, আর সতীপ্রধান অরুন্ধতীদেবী রক্তচন্দনের তিলক ও নয়নযুগলে কজ্জল প্রদান করেন ॥ ৬৩

মহার্হাণি বিচিত্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
অদাদ্রতিঃ কামপত্নী রাধায়ৈ পরমাদরাৎ ॥ ৬৪

কন্দর্পপত্নী রতি পরমাদরপূর্ব্বক শ্রীমতী রাধিকাকে মহামূল্যবান্ বিচিত্র বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন ॥ ৬৪

প্রণিপত্য সুরাঃ প্রোচুর্গন্তু মিচ্ছামহে বয়ম্।
অনুমন্যস্ব নোনাথ স্বধাম মৎপরায়ণম্ ॥ ৬৫

অনন্তর দেবগণসকল শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীরাধিকাকে আভরণাদি প্রদান করতঃ এই কথা বলিলেন, হে নাথ! একণে আমরা স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করিব ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনুমতি করুন ॥ ৬৫

ব্রহ্মোবাচ।—অনুজ্ঞাতাঃ সুরাঃ জগ্মুর্যথাগতমরিন্দমাঃ।
মুনয়শ্চ মহাত্মানো যক্ষগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ ॥ ৬৬

অঙ্গিরাদি সপ্তব্রহ্মর্ষিকে জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলেন। হে বৎসেরা। অনন্তর দেবগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া যিনি যেস্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তিনি সেই স্থানে প্রত্যাগত হইলেন এবং মহাত্মা মুনিসকল ও যক্ষগন্ধর্ব্ব পন্নগাদিগণ সকলে তখন বৃন্দারণ্য হইতে স্ব স্বধামে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬৬

এতদাখ্যানমমলং কৃষ্ণস্য বিদিতাত্মনঃ।
রাধায়াশ্চৈব রাসস্য শৃণুয়াদ্বাপঠেদপি।
শ্রাবয়েৎ পাঠয়েদ্বাপি নরোভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৬৭
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং যশোর্থী লভতে যশঃ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮
নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নোতি সাযুজ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৬৯

হে বৎস অঙ্গিরা! চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এবং জ্ঞানস্বরূপা শ্রীমতী রাধার এই এই নির্ম্মল রাসলীলার আখ্যান যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে শ্রবণ বা পাঠ করেন কিংবা অন্যকে শ্রবণ বা পাঠ করান সেই ব্যক্তির সম্যক শোভনফললাভ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম, ধনার্থীর ধন, যশোর্থীর যশোলাভ, বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ হয় এবং নিষ্কাম ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়। অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন ॥ ৬৭—৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সম্বাদে রাসোৎসব-
বর্ণনং নাম বিংশতিতমোধ্যায়ঃ ॥ ২০

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে ভগবানের রাসোৎসব বর্ণনামক বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশতি অধ্যায়।

অথ শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী সংবাদ।

অঙ্গিরা উবাচ।—সর্ব্বমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
রাধায়াশ্চৈব পরমং পাবনং কল্মষাপহম্ ॥ ১

অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্। অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার এই সকল আশ্চর্য্যময় কর্ম্ম অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরমপবিত্র ও পাপনাশক ॥ ১

চরিতং পাবনীয়স্য পাবনীয় গুণোদয়ম্।
দ্রুহিনঃ শ্রদ্ধধানানাং কৃপয়া ব্রহ্মবিত্তম ॥ ২

হে ব্রহ্মবিত্তম! তুমি সকল ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, তদ্বদনকমলবিনির্গত শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণমুখে পান করতঃ আমাদিগের চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত সাতিশয় শ্রবণেচ্ছা-সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অতএব পবিত্র কারণ পরমপবিত্র শ্রীকৃষ্ণের আর আর যে সকল চরিত্র আছে তাহাও আমাদিগের নিকট আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥ ২

কিঞ্চকার ততঃ কৃষ্ণো রাধা চ পরমোত্তমা।
কৃষ্ণেন পরমোদার কর্ম্মণানন্দরূপিণী ॥ ৩

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমোত্তমাশক্তি শ্রীরাধা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যেহেতু মহৎকর্ম্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সহিত ব্রহ্মময়ী আনন্দরূপিণী শ্রীরাধা আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা বৃন্দাবনলীলা কিরূপে বিস্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া আপনি আমাদিগকে বলুন ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ।—গঙ্গাসরিদ্বরা রাধাশাপতো ব্রজমণ্ডলে।
জাতাচন্দ্রাবলীনাম্নী রূপেণোসদৃশী ভুবি ॥ ৪

এতৎ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে ঋষে! সকল নদীর শ্রেষ্ঠা যে সুরধনী গঙ্গা, শ্রীমতী রাধিকার অভিশাপে চন্দ্রাবলীনামে ব্রজমণ্ডলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রাবলীর তুল্য রূপবতী পৃথিবীতলে অপরা যুবতী কেহ ছিল না ॥ ৪৪

সুকেশী সুস্তনীশ্যামা মত্তবারণগামিনী।
কলহংস মুহুঃপ্রৌঢ়া মধুরাভাষভাষিণী ॥ ৫

ঐ চন্দ্রাবলী গোপী শ্যামবর্ণা নহেন অথচ শ্যামা ও শোভন কেশপাশধারিণী ও

অনুত্তম উন্নতপীন পয়োধরা ও মত্তমাতঙ্গগামিনী ও কলহংসের ন্যায় তাঁহার মৃদুগতি সুকোমল কলেবরা ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী এবং সুমধুরভাষিণী ॥ ৫

মৃগয়াত সুপাথোজ পলাশনয়না মুনে।
বিম্বোষ্ঠী কেশরক্ষীণমধ্যা গুরুনিতম্বিকা ॥ ৬
মোহয়ন্তী মনোযূনাং স্বেনরূপেণ ভাবিনী ॥ ৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন হে মুনে! ঐ চন্দ্রাবলীর মৃগের ন্যায় বিস্তৃত ও পদ্মদল সদৃশ ঈষৎ রক্তবর্ণ যুগলনয়ন ও বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত ওষ্ঠাধর, সিংহের ন্যায় ক্ষীণতর মধ্যদেশ ও উত্তুঙ্গ স্থূলনিতম্ব দাড়িম্ব, বীজসদৃশ মনোহর দন্তপঙ্‌ক্তি, সেই প্রশস্তমনা বরাঙ্গনা চন্দ্রাবলী গোপী স্বীয় রূপমাধুর্য্যদ্বারা যুবাপুরুষদিগের মনোহরণ করেন ॥ ৬-৭

একদা ভানুজাতীরে বৃতোগোর্ভকৈ হরিম্।
চারন্ গামুদা বেণুং রণয়ন্মধুর স্বরম্ ॥ ৮
প্রেত্য চন্দ্রাবলী প্রেম্না স্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্য দীনাত্মা বচনঞ্চেদ মব্রবীৎ ॥ ৯

কোন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনাতীরে গোচারণ করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে সুমধুরস্বরে বংশীধ্বনি করিলেন, তদ্ধ্বনি শ্রবণকরতঃ ঐ চন্দ্রাবলীর প্রেমজলে নয়নযুগল ভাসিতে লাগিল, জাতভাবা গোপী অতিশয় আকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সমাগতা হইয়া প্রণাম পুরঃসর দুঃখিতান্তঃকরণে এই কথা নিবেদন করিয়াছিলেন ॥ ৮—৯

চন্দ্রাবল্যুবাচ।—অলক্ষ্যগতয়ে তুভ্য মলক্ষ্যকর্ম্মণে নমঃ।
কথং জহাসিমাংনাথাত্মনাথা মনাগসম্ ॥ ১০

হে ঋষিগণেরা! চন্দ্রাবলী প্রণয়াক্ষবে বিনীতভাবে সমাদর পূর্ব্বক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকলের অন্তরাত্মা, তোমার অলক্ষ্যগতি, তোমার কর্ম্ম ও অলক্ষ্য, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে কৃষ্ণ! আমি অনাথা বালা এবং নিরপরাধা, অতি দুঃখিনী, কিহেতু তুমি নিকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ ॥ ১০

ত্রাহিমাং কামপুরাঙ্ঘ্রি যুগলায় নমোনমঃ।
অনন্তশরণাং দেব মনাথা মবর প্রভো ॥ ১১

হে অবর প্রভো! হে সর্ব্বাত্মন্! আমাকে কামসাগর হইতে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ কর, হে সর্ব্বাভিলাষ পূরক! তোমার চরণযুগলে আমি ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি, হে নাথ! আমি অনন্ত শরণা অর্থাৎ তোমা ভিন্ন আমার আর আশ্রয় নাই

হে দেব! আমার মত অনাথা জনের একমাত্র তুমিই রক্ষক হও, অতএব তোমাকে প্রণাম করি॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তস্যাবচঃ শ্রুত্বা ভগবন্ দেবকীসুতঃ।
উবাচ বচনং প্রেম্না পরিষ্বজ্য সরিদ্বরাম্॥ ১২

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে আরও বিস্তার করিয়া কহিলেন। হে মহামুনি অঙ্গিরা! চন্দ্রাবলীর কাতরোক্তি শ্রবণান্তে ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সস্নেহে প্রেমালিঙ্গন করত এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস করিলেন॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ :—মারোদীঃ সুকুমারাঙ্গি সর্ব্বং জানে মনোগতম্।
কিন্ত্বহং ন বিবৃণোমি ভিরুঃকলহতোনঘে॥ ১৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়গর্ভ প্রেমবাক্যে চন্দ্রাবলীকে কহিতে লাগিলেন। হে সুকোমল কলেবরে! হে অনঘে অর্থাৎ অনিন্দিতরূপা চন্দ্রাবলি! তুমি আর রোদন করিও না, তোমার মনোগত সকল ভাব আমি জ্ঞাত হইয়াছি। হে বরমুখি! সকল জানিয়াও আমি তোমা প্রতি নিকরুণের ন্যায় মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া রহিয়াছি যেহেতু কলহভয়ে ভীত হইয়া সহসা তোমাকে স্মরব্রতে বরণ করিতে পারিতেছি না॥ ১৩

স্বকশাপাৎ পুরাগঙ্গে জাতা গোকুলমণ্ডলে।
রাধায়া অনবদ্যাঙ্গি পুরয়েত্ত্বন্মনোরথম্॥ ১৪

হে অনবদ্যাঙ্গি অর্থাৎ মনোহর রূপে! (পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর) তুমি সামান্যা গোপী নহ, তুমি সরিদ্বরা গঙ্গা, অতএব হে গঙ্গে! পূর্ব্বে রাধিকার অভিশাপ হেতু অধুনা গোকুল-মণ্ডলে, গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করত চন্দ্রাবলী নামে বিখ্যাত হইয়াছ, তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পরিপূর্ণ করিব আর কাতরা হইও না॥ ১৪

অদ্যাহং নিশিচার্ব্বঙ্গি রণয়ন্ বেণুমুত্তমম্।
আয়াস্যেত্র ত্বমপ্যেতি নিকুঞ্জ মন্মনোরমম্॥ ১৫

হে চার্ব্বঙ্গি! অর্থাৎ মনোহর কলেবরে, অদ্য নিশাকালে আমি মনোহর বেণুধ্বনি করিয়া আমার মনোরম নিকুঞ্জে আগমন করিব, তুমি ও ঐ সঙ্কেতানুসারে সেই নিকুঞ্জ-কাননে আগমন করিবে॥ ১৫

রাধায়াশ্চৈব জানন্ত্যো ভীরুঃ সর্ব্বাত্মনাপ্যহম্॥ ১৬

হে চন্দ্রাবলি তোমার সহিত আমি নিকুঞ্জে রমন করিব, পাছে রাধিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন, একারণ আমি সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্বোতভাবে ভীত হইতেছি॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।—নিপীয়ত্বাগমৃতঞ্চ গোপিকা শ্রুত্বা প্রসন্নাস্যসরোরুহা তদা।
প্রণম্যতং দেববরং মুদান্বিতা যযৌ স্বকেশাচ্যু তকর্ম্মচিন্তয়া॥ ১৭

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিলেন! হে মহর্ষিগণেরা! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অমৃততুল্য বচনামৃত শ্রবণসুখে পান করিয়া চন্দ্রাবলী গোপীর আনন্দতপানোদয়ে তৎক্ষণাৎ মুখপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, তদনন্তর আত্মসুখসূচকবাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ পরম হর্ষান্তঃকরণে তল্লীলাদি কর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিলেন ॥ ১৭

আলীমাল্য সমায়ান্তীং প্রহসন্তীং বরাননাম্।
আরাত্তামবলোক্যাহ হৃষ্টাং স্বসাত্তাস্যপঙ্কজাম্ ॥ ১৮

হে বৎসেরা! শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চন্দ্রাবলী বিদায় হইয়া স্বগৃহাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমত সময়ে স্ব স্ব গৃহসৌধ হইতে তৎসমবয়স্ক সখীগণেরা সেই চন্দ্রাবলীর হর্ষোৎফুল্ল মানস ও মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮

কস্মাত্বং হৃষ্টরূপাসি প্রফুল্লপঙ্কজাননে।
কিমবাপ্তং মহারত্নং কেনত্বং বাকুতোঽধুনা ॥ ১৯

হে প্রিয়সখি! হে প্রফুল্লপঙ্কজাননি! হে চন্দ্রাবলি! তুমি অদ্য কি নিমিত্ত এত হর্ষিতা হইয়া আগমন করিতেছ, সম্প্রতি কোন স্থানে কোন ব্যক্তি হইতে এমন কি মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা বল? ॥ ১৯

কদাপি ত্বাং নলক্ষামো হৃষ্টরূপা মনিন্দিতে।
যথেদানীঞ্চ লেখাভ্রু পীনশ্রোণি পয়োধরে ॥ ২০

হে অনিন্দিতে! হে লেখভ্রূ অর্থাৎ উত্তম ভ্রূলেখা যুক্তে! হে পীনশ্রোণি! পীনপয়োধরে! অর্থাৎ হে স্থূলতরনিতম্ব পয়োধরে যুক্তে! আমরা সম্প্রতি তোমাকে যে প্রকার আহ্লাদিতা দেখিতেছি এরূপ আর কখন হর্ষান্বিতা দর্শন করি নাই, অতএব ইহার কারণ কি তা বল দেখি? ॥ ২০

ত্বাত্বং গর্হয়সেত্মান মনিশং গোপনন্দিনি।
ধিগ্ ভব যদ্বৃথাভারং ধিগ্ধাতারং যতোস্মৃজৎ ॥ ২১

হে গোপনন্দিনি! হে চন্দ্রাবলী, তুমি নিরন্তর এইরূপ কথা বলিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে আপনাকে নিন্দা করিয়া থাক, যে আমার এ জন্মে ধিক্, পৃথিবীর ভার স্বরূপ আমার দেহকে ধিক্, অর্থাৎ এ দেহে আমার কোন সুখসাধন করা হইল না, কেবল দুঃখ বহনের নিমিত্তই আমাকে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, একারণ বিধাতাকেও ধিক্ ॥ ২১

বয়ামেবং বিধাচারামধাবং লোকগর্হিতাম্।
ধৃষ্ঠাভূতাত্মো বৎপুষ্টাহমলং যৌবনাৎ সখি ॥ ২২

হে সখি চন্দ্রাবলি! তুমি এই কথা বলিয়া সর্ব্বদাই আপনাকে নিন্দা করিতে যে আমাকে ধিক্। যেহেতু স্বামিরহিতা হইয়া ইহলোকে লোকনিন্দনীয়রূপে অবস্থিতি করিতেছি অর্থাৎ অনূঢ়ারূপে নিরর্থ এই অমূল্য যৌবন ধারণ করিতেছি, আমার পিতাকে ও মাতাকেও ধিক্, কেননা, তাঁহারা আমাকে নিরর্থ পরিপালনে বর্দ্ধিতা করিয়াছেন ॥ ২২

ধিগ্ রূপং ধনসম্পত্তিং ধিগ্ গুণং তদ্ধি সত্তমাং।
এবং ম্লানাননা নিত্যং কথমেবং বিধা ভব ॥ ২৩

আমার রূপে ধিক্, আমার ধনসম্পত্তিতে ধিক্, আমার গুণে ধিক্, এবং সর্ব্ব প্রকারে আমাকে ধিক্ ধিক্। হে সখি! এইরূপ আক্ষেপে প্রকাশ করিয়া তুমি সদা সর্ব্বদা ম্লানবদনা হইয়া অবস্থান কর, সম্প্রতি কি হেতু এরূপ হর্ষিতা হইয়া গৃহে আগমন করিতেছ তাহা বল দেখি ॥ ২৩

ক্রহিনঃ সখিতত্বেন যদ্যপিস্যাৎ সুগুহ্যকম্ ॥ ২৪

হে সখি! যদ্যপি তোমার অতিশয় গোপনীয় কথাও হয় তথাপি আমাদিগের নিকট সকারণ হর্ষের বিষয় প্রকাশ করিয়া বল ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।—সখ্যাহতাঃ সখীপৃষ্টা সখীবৃত্তং মুদান্বিতা।
কৃষ্ণস্য যমুনাকচ্ছে যথাস্মৃতি গুণা মুনে ॥ ২৫

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা সপ্তঋষিগণকে কহিলেন। হে ঋষিগণেরা! স্বীয় সখিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া চন্দ্রাবলী যমুনা তীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল সেই সকল গুণকথা স্মরণ করিয়া পরমহর্ষে সখীগণকে কহিলেন ॥ ২৫

স্বাঃ শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জহসুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
হারং সংগুম্ফতী কাচিৎ কাচিদ্বেশপরা তদা ॥ ২৬

সেই সখীগণ সকল চন্দ্রাবলীর সুখসূচক শ্রীকৃষ্ণ মিলনের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে মহাহর্ষে হাস্যমুখী হইলেন, তদনন্তর কোন সখী কৃষ্ণগলে সমর্পন করিবার কামনায় নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের হার গাথিতে লাগিলেন এবং কোন সখী চন্দ্রাবলীর মনোহর বেশভূষা রচনা করিয়া দিলেন ॥ ২৬

নৃত্যতী গায়তী কাচিদ্রহস্যানি চ সর্ব্বতঃ।
তৎপদং ধ্যায়তী কাচিৎ হসতী ব্রুবতীমিথঃ ॥ ২৭

কোন সখী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন সখী সরহস্য শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন, কোন সখী একান্ত মানসে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ধ্যান করিতে

লাগিলেন, কোন সখী আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন সখীরা পরস্পর মিলিত হইয়া নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ-মিলনসূচক কথোপকথন কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭

এবং যোষিৎ সহস্রাণি বরাণ্যাসন দিনক্ষয়ে।
প্রহৃষ্টানি বিলাসিন্যো হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ২৮

এইরূপে সহস্র সহস্র সখী হার নূপুর কুণ্ডলাদি দ্বারা সুশোভিতা হইয়া রজনী-কান্তের উদয় প্রতীক্ষায় রহিলেন। অনন্তর অস্তাচলচূড়াবলম্বী দিনকর দর্শনে সকলে পরম হৃষ্টান্তঃকরণা হইলেন ॥ ২৮

রমণীয়ানি শোভানি মনোহারিণি সর্ব্বশঃ ॥ ২৯

এই সকল গোপললনারা পরম শোভন রূপবতী, স্ব স্ব লাবণ্যে সর্ব্বজনের মনোহরণ কারিণী হয়েন ॥ ২৯

ততোনিশিপরিবৃতা তারাভিরিব রোহিণী।
যমযমুস্তটমিতা কৃষ্ণদর্শনলালসা ॥ ৩০

অনন্তর চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-বাঞ্ছায় যামিনীযোগে কামিনীগণের সহিত পরিবেষ্টিতা হইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন, যেমন তারাগণ পরিমণ্ডিতা রোহিণী তারকা শশধর সন্নিধানে গমন করেন ॥ ৩০

বিচিত্রহারকেয়ূর বরকঙ্কণমণ্ডিতা ॥ ৩১

সেই চন্দ্রাবলী বিচিত্র হারকেয়ূর ও উত্তম কঙ্কণে সুশোভিতা, মনোহর পট্টাভরণ ক্ষুদ্র ঘুন্টিকা ইত্যাদি অলঙ্কারের ও সুমধুর নূপুরধ্বনি করত নিকুঞ্জে গমন করিলেন ॥ ৩১

শারদ্যামুডুরাডুদ্যন্ তারাভিরিবভগণৈঃ।
সমায়াৎ সময়াচ্ছীঘ্রং কৃষ্ণাশ্লেষাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩২

শরৎকালীন রজনীতে নক্ষত্রগণের সহিত সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ আলিঙ্গনবাঞ্ছায় চন্দ্রাবলী সেইরূপ অতিসত্বরে নিকুঞ্জে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

বল্লরী শতসংচ্ছন্নং ভ্রমদ্ভ্রমরগুঞ্জিতম্।
মন্দমারুতযোগেন নৃত্যং কুসুমগুচ্ছকম্ ॥ ৩৩

সেই নিকুঞ্জকানন অতি মনোহর শত শত লতাবিতানে সমাচ্ছন্ন এবং পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে ও মন্দ মন্দ মারুতাহত প্রফুল্ল পুষ্পগুচ্ছসমূহ নৃত্যমান হইতেছে ॥ ৩১

কালিন্দীজলকল্লোল মঞ্জুনাদনিনাদিতম্।
নিকুঞ্জকুঞ্জং তদেগাপ্যং কন্তোদানবরান্বিতম্॥ ৩৪

সেই নিকুঞ্জকানন যমুনাজলের তরঙ্গধ্বনিতে সুনাদিত ইতস্ততঃ মনোহর বনোপবন সমূহ সমন্বিত তাহাতে পরম শোভিত এবং অতিশয় গোপনীয় স্থান হয়॥ ৩৪

পরাৎপরতরং ধাম যোগিনামপি দুর্ল্লভম্।
সেবিতং পরমং শান্তং শীতগোভিরঞ্জিতম্॥ ৩৫

শশধর কিরণজালে অনুরাগিত নিকুঞ্জকানন নিত্যানন্দময় ধাম, ঐ সর্ব্বোত্তম ধাম যোগিগণেরও পরম দুর্ল্লভ হয়॥ ৩৫

প্রতীক্ষন্ প্রিয় কৃষ্ণস্য নিকুঞ্জাগমনং সতী।
পত্রমর্ম্মরশব্দেনাশঙ্ক্যাধোক্ষজ মাগতম্॥ ৩৬

চন্দ্রাবলী সেই নিকুঞ্জের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কোন সময় বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত শুষ্কপত্রধ্বনি শ্রবণে সচকিতা শ্রীকৃষ্ণাগমন আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছেন॥ ৩৬

অভ্যুত্থানাভিবার্থ কৃতাভ্যুত্থান চঞ্চলা।
অভ্যায়াৎ পথিতং নেত্য পুনরায়াৎ সুবিক্রিয়া॥ ৩৭

চন্দ্রাবলী শয্যাতল হইতে সত্বর গাত্রোত্থান করত শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তে অতি চঞ্চলা হইয়া পথিমধ্যে গমন করিলেন, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করত তদ্দর্শন প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে পুনরায় স্বীয় কুঞ্জমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া উপবেশন করিলেন॥ ৩৭

আয়াস্যতি ধ্রুবং কান্তো মথ্যনুক্রোশতো হরিঃ।
নচেদেবং বিধাং বাণী মবদদ্বা কথং বিভুঃ॥ ৩৮

তদনন্তর আপন মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার কুঞ্জে আগমন করিবেন, নচেৎ কৃপালু হইয়া কৈতব বাণী কিহেতু বলিবেন, অর্থাৎ কখনই মিথ্যাবাদী হইবেন না॥ ৩৮

গিরাসমাদধত্যাং সমম্বারাজীবলোচানাম্।
ইচ্ছানুখাপনং কৃষ্ণো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ॥ ৩৯

চন্দ্রাবলী আমার বাক্যে এরূপ উৎকণ্ঠিতা হউন্ এখানে শ্রীকৃষ্ণ আপনি বিবেচনা করিলেন, যে পদ্মনয়নী চন্দ্রাবলী আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অবশ্যই নিকুঞ্জে আগমন করিয়া থাকিবেন, অতএব বিলম্ব পরিহরি সত্বর আমার সন্নিকট গমন

করা কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক চন্দ্রাবলীর প্রতি মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তৎসন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৩৯

করমঞ্জীর বরয়ো রথান্নাদভিয়া মুনে।
তংস্তস্তকরমাজ্ঞায়াহতাং মঞ্জীরকে হরিঃ ॥ ৪০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে মুনে! গোপন স্থান কুঞ্জকাননে গমন করিবারকালে শ্রীকৃষ্ণ নূপুরের ধ্বনিতে ভীত হওত নূপুরদ্বয়কে করে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, যখন চরণদ্বয় হইতে নূপুরদ্বয়কে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া হস্তবিন্যাস করেন, তখন বিশেষ বিনয়পূর্ব্বক নূপুরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥ ৪০

নাথ মোক্ষোননাবিষ্টৌ মোক্ষদাত্তদধোক্ষজ।
ভবাজযোনি প্রমুখান্ সুরান্ সখরাক্ষসান্ ॥ ৪১
তদঙ্ঘ্রিশরণান্ বীক্ষ্য প্রপন্নৌ চরণৌ তব।
রণয়ন্তৌ গুণানাথ প্রগীতানন্দকারিণৌ ॥ ৪২

হে নাথ! আমাদিগকে পদ হইতে মোচন করিবেন না যেহেতু আমাদের মোক্ষ ইচ্ছা নাই। হে অধোক্ষজ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি প্রধান প্রধান দেবগণ সকল এবং পতঙ্গ রাক্ষসাদি সকলকে তোমার এই শ্রীচরণে শরণাগত দর্শন করিয়া আমরাও তোমার চরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর আনন্দবর্দ্ধন তোমারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। ৪১—৪২

পরামান্দ পাথোধি মগ্নস্বান্তকলেবরৌ।
ভবযোগীন্দ্র মুখ্যানাং বাঞ্ছিতৌ ত্বৎপদাম্বুজৌ ॥ ৪৩

হে কৃপানিধি! তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মন ও কলেবর পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, হে প্রভো! দেবাদিদেব মহাদেব প্রভৃতি যোগিন্দ্রগণ সকলেই তোমার এই পাদপদ্ম যুগল প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করেন ॥ ৪৩

দুর্ল্লভৌ তপসানাথানুক্রোশান্নারদাৎপ্রভো।
মুক্তুমর্হসি নোনৈব শরণ্য শরণাগতৌ ॥ ৪৪

হে নাথ! হে শরণ্য! আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে তোমার এই চরণারবিন্দযুগল তপস্যাদিদ্বারা লাভ করা যায় না, অতএব আমরা তোমার একান্ত শ্রীচরণাগত, শরণাগত আমাদিগকে চরণপদ্ম হইতে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য নাগমঞ্জীরয়োর্হরিঃ।
গিরাকোমলয়া প্রীণন্নুবাচ প্রহসংস্তদা ॥ ৪৫

অনন্তর জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সপ্তঋষিগণকে কহিলেন। হে বৎসেরা! নূপুরদ্বয়ের

এইরূপ বিনয়বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে সুকোমল মধুর বাক্যদ্বারা মঞ্জীরদ্বয়কে প্রীতিযুক্ত করিয়া এই কথা বলিলেন অর্থাৎ এই নূপুরদ্বয় পূর্ব্বে নাগ ছিলেন, বহু-সাধনফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় মঞ্জীর হইয়া তচ্চরণে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নূপুরদ্বয়কে নাগমঞ্জীর বলিয়া আখ্যাত করেন ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ। নজহেয়ং ফণিবরৌ বামুচ্চপদমাদদে।

ধাস্যেকক্ষে ক্ষণমনু মমপাদাববাপ্স্যথঃ ॥ ৪৬

মঞ্জীরদ্বয়ের বিনয়পুরঃসর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নূপুরদ্বয়কে আশ্বস্তবাক্যে কহিলেন। হে ফণিবর! হে নূপুরদ্বয়! আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিব না, বরং সর্ব্বোত্তম উচ্চপদই প্রদান করিব, সংপ্রতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত তোমাদিগকে কক্ষে ধারণ করিব এইমাত্র, পশ্চাৎ তোমরা আমার এই চরণযুগলে পুনর্ব্বার স্থানপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাভবিতৌ নাগৌ কৃষ্ণেনামিততেজসা।

জাতভাবৌ হরৌ বিদ্বন্ চতুস্তং কৃতাঞ্জলী ॥ ৪৭

হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা অঙ্গিরাঋষিকে কহিলেন। হে বিদ্বন! হে অঙ্গিরা মুনে! অপরিমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশ্বস্তবাক্য শ্রবণকরতঃ নাগদ্বয় অর্থাৎ মঞ্জীরযুগল ভাবভরে ভগবানে জাতভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে এই কহিলেন ॥ ৪৭

নাগাউচুঃ।—প্রসীদনাথ নো দেবশরণাগতপালক।

লসাবো নৈবতে কক্ষং পাদৌদেহি নমোস্তুতে ॥ ৪৮

নাগমঞ্জীরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমগর্ভ এতদ্বাক্য কহিলেন। হে নাথ! শরণাগত প্রতিপালক! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা তোমার কক্ষস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, অত্যাজ্য শরণাগত জানিয়া ঐ শ্রীচরণযুগলোপান্তে স্থানদান করুন, এজন্য আমরা তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।—মাধবং কুরুতাং ভদ্রৌ চরস্তৌচবাক্ষণম্।

জনজ্ঞানাদহং ভীরু বক্রুতমেবমন্বিতি ॥ ৪৯

মঞ্জীরদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে কৃপান্বিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নাগদ্বয়কে কহিলেন। হে ভদ্রনাগ মঞ্জীরদ্বয়! তোমরা আমার চরণেই অবস্থান কর, আমি কদাচ তোমাদিগকে চরণ হইতে মোচন করিব না, কিন্তু মমবাক্যানুসারে তোমরা কিঞ্চিৎকাল নিঃশব্দবান হও। যেহেতুক নিকুঞ্জকাননে গমনকালে তোমরা শব্দ করিলে সকল লোক বিজ্ঞাত হইবে, তন্নিমিত্ত আমি ভীত হইয়া তোমাদিগকে চরণ হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৪৯

তাং তাহংভ্যত্য লতাকুঞ্জং যত্র চন্দ্রাবলীস্থিতা।
পিধায় নয়নে তস্যা শ্চুচুম্বাস্য সরোরুহম্॥ ৫০

ভগবৎবাক্যানুসারে মঞ্জীরদ্বয় নিঃশব্দবান হইয়া চরণোপান্তে অধিবাস করিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে নিকুঞ্জে গমন করত চন্দ্রাবলীর নয়নযুগল স্বপাণিযুগলে সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক, সহসা তাঁহার মুখপদ্ম চুম্বন করিলেন॥ ৫০

সাবেত্য পরমাহ্লাদ স্ফুরদ্দামকরৌষ্ঠিকা।
হেমবল্ল্যায়তভুজা সস্বজে কান্তমাগতম্॥ ৫১
তপ্তকার্ত্তস্বর শুভবল্লী শালমিবায়তা॥ ৫২

তৎকালে আহ্লাদপাথোধি সলিলে নিমগ্না চন্দ্রাবলীর শুভসূচক বামকর ও বাম ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল, এবং যেরূপ স্বর্ণলতা সুদীর্ঘ শালবৃক্ষে বেষ্টিত হইলে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে, সেইরূপ প্রতপ্ত স্বর্ণলতার ন্যায় আপন সুদীর্ঘ হস্তযুগলে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া সমাগত প্রিয়তমকে চন্দ্রাবলী আলিঙ্গন করিলেন॥ ৫১-৫২

অসূত্রমালবতীজাল স্রজো বক্ষস্যদাম্মুদা।
কর্পূরাগুরু তাম্বূল রাগিতং বদনং ব্যধাৎ॥ ৫৩

তদনন্তর চন্দ্রাবলী আহ্লাদিতান্তকরণে বিনাসূত্রে গ্রথিত মালতীপুষ্পের মালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলেন এবং তম্বুলরাগরঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণবদনে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুলবটিকা প্রদান করিলেন॥ ৫৩

মমুন দেহে তস্যাস্তামুদাচ্যুত গমোদ্ভবাঃ।
বামনোক্ত মিবাবাপ্য নভশ্চ্যুতমদূরতঃ॥ ৫৪

আকাশ হইতে পতিত শশধরকে নিকটে প্রাপ্ত হইলে বামন ব্যক্তিরা যেরূপ সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমনজনিত আহ্লাদে চন্দ্রাবলীর কলেবর পরিপূর্ণ হইল অর্থাৎ গোপললনা চন্দ্রাবলীর শরীরে সেই আনন্দের পর্য্যাপ্তি হয় না॥ ৫৪

প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রিদ্বয়ৌ তস্য পাথসা সাবরেণ চ।
জগৌ ননাম তুষ্টাব ননর্ত্তাঙ্কোজ সংমুদা॥ ৫৫

অনন্তর চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসন্ন চরণকমলদ্বয় উত্তম সুগন্ধসলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তদ্গুণগান করত অষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া নিত্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৫

ততঃপ্রবর্ত্ততয়োঃ সুরতং পরমোৎসবম্।
চুম্বমাশ্লেষ নখরপাত দংষ্ট্রাহতাদিভিঃ॥ ৫৬

তদনন্তর পরস্পর উভয়েরই চুম্বন আলিঙ্গন নখাঘাত ও দন্তঘাত প্রভৃতি পরম উৎকৃষ্ট সুরতক্রিয়া আরম্ভ হইল॥ ৫৬

প্রাবর্ত্তত মহারৌদ্র স্তয়োশ্চ সুরতাহবঃ।
নিশিপ্রহরতো স্মেরং প্রতীকৈঃ স্বৈঃ শরোদ্ধর্ণৈঃ ॥ ৫৭

চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জনের সুরতক্রিয়ারূপ যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে পরস্পর উভয়েই উভয়কে স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কন্দর্পবাণ প্রহার করেন ॥ ৫৬

সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতসিংহয়োঃ।
বিস্রস্ত মালতীমালৌ কটিতো গলিতাম্বরৌ ॥ ৫৮

সুরতসিংহ শ্রীকৃষ্ণ ও সুরতনিপুণা চন্দ্রাবলী এই দুইজনের সুরতক্রিয়ার বিরাম নাই, উভয়েই অশ্রান্তরূপে সুরতে সংলগ্ন, উভয়েরই বক্ষঃস্থল হইতে মালতীপুষ্পের মাল্য বিমর্দ্দিত ও বিচ্ছিন্ন এবং কটিদেশ হইতে উভয়েরই বস্ত্র বিগলিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৮

স্লিষ্টালকবরৌ ম্লানরাগৌষ্ঠবরভাজনৌ।
শ্রান্তাববিরতৌ কামাগ্নিঃশ্বসন্তাবিবোরগৌ ॥ ৫৯

উভয়েরই কেশবন্ধন আশ্লথ হইয়া আলুলায়িত কেশপাশ আকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাম্বুলরাগযুক্ত উভয়ের ওষ্ঠাধর ম্লান হইয়া গেল, উভয়েই শ্রান্তিযুক্ত হইলেন, অবিরত স্মরশ্রমজনিত উভয়েরই কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস সমীরণ বহিতে লাগিল ॥৫৯

গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতো বাহুবল্যাভ্যেত্য ববন্ধসা।
পানয়িত্বা ধরমধু ক্বগন্তা কান্তমাং জহস্ ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণ সুরতক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন, সেই সময়ে চন্দ্রাবলী স্ববাহুলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রতিলম্পট! অধুনা রতিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় পলাইতেছ। হে বরকান্ত! তুমি অধরসুধাপান করাইয়া এখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে? ॥ ৬০

অনাথাং কৃপণাং বালা মনাগসমুপস্থিতাম্।
রাজতে রাজকং কান্ত কিনত্রাপহরন্মনঃ ॥ ৬১

চন্দ্রাবলী বলিলেন,—হে কান্ত! আমি অনাথাকৃপণা, বালাবধূ এবং নিষ্কারণে তোমার নিকটস্থিতা, আমার মন অপহরণ করত পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া কাহার সহিত বিরাজিত হইবে ॥ ৬১

যাসিত্বমিতি সাপ্রেম্না রোৎসীৎ কান্তগুণালপা ॥ ৬২

পুনর্ব্বার চন্দ্রাবলী কহিলেন,—হে প্রিয়তম! তুমি কি নিতান্তই গমন করিবে? ইহা বলিয়া ভাবি বিচ্ছেদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের স্নেহগর্ভ গুণালাপদ্বারা উদ্বিগ্নমনা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

স পুনঃ পৃষ্ঠতোভ্যেত্য পরিষ্বজ্য প্রিয়ামনু।
চুচুম্বশ্চুম্বিতঃ কান্তঃ প্রিয়য়া পরিলিঙ্গিতঃ ॥ ৬৩

চন্দ্রাবলীর আগ্রহাবলোকন করত শ্রীকৃষ্ণও পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পৃষ্ঠদেশধারণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রদান করিলেন ॥ ৬৩

এবং চেষ্টাশতবিধৈ র্ব্ববৃধে মদনস্তয়োঃ।
জাজ্জ্বল্যমানো হবিষা তাত হব্যবহো যথা ॥ ৬৪

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে তাত! এইরূপ শত শত প্রকার প্রেম চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী এই দুইজনের স্মরাগ্নি সম্বৃদ্ধ হইয়াছিল, যেরূপ ঘৃতধারা প্রাপ্তে হুতাশন পরিবর্দ্ধিত হয় ॥ ৬৫

গলৎ স্বেদৌঘ সুপ্লুষ্ট দেহয়ো প্রেমবন্ধনম্।
প্রেমাহুতিঃ প্রেমদণ্ডঃ প্রেমবাক্ কলহোঽপি চ ॥ ৬৫
রোদনং গমনং স্তম্ভঃ শ্বাসরোধঃ প্রসাদনম্।
ইত্যেবং বিবিধা চেষ্টা শ্চক্রোতে তৌ মুদান্বিতৌ ॥ ৬৬

রতিযুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও চন্দ্রাবলীর এই উভয়েরই কলেবর ঘর্ম্মবিন্দুসমূহে আপ্লুত হয় এবং প্রেমবন্ধন, প্রেমাহুতি, প্রেমদণ্ড, প্রেমবাক্য, প্রেমকলহ, রোদন, গমন, স্তম্ভন, শ্বাসরোধন ও প্রসাধন এই প্রকার বিবিধ প্রকার প্রেমচেষ্টা সকল হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬

গায়ন্তী মন্বগাৎ কৃষ্ণো গায়ন্ত মন্বগাচ্চসা।
গচ্ছন্তমনুগাৎ সাচ গচ্ছতি মন্বগচ্ছতি ॥ ৬৭

চন্দ্রাবলী গান করিলে শ্রীকৃষ্ণও গান করেন, শ্রীকৃষ্ণ গান করিলে পশ্চাৎ চন্দ্রাবলীও গান করিতে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে গমন করেন, চন্দ্রাবলীও তৎপশ্চাৎ সেইস্থানে গমন পরায়ণা হয়েন এবং চন্দ্রাবলীর গমনেও শ্রীকৃষ্ণের গমন করা হয় ॥ ৬৭

লপন্তী মন্বলাপী স লপন্তমনুলপ্যতি।
নৃত্যন্তী মনুসংনৃত্যন্ নৃত্যন্ত মনুনৃত্যতি ॥ ৬৮

চন্দ্রাবলী যেরূপ আলাপ করেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও আলাপ করিয়া থাকেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আলাপের পর চন্দ্রাবলীরও আলাপ করা হয় ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দর্শনে চন্দ্রাবলীও নৃত্যমানা হ'ন ॥ ৬৮

হসন্ত মনুসংহাসং কুর্ব্বতী গজগামিনী।
রুদন্তী মন্বরোৎসীৎ সা রুদন্ত মনুরোদিতি ॥ ৬৯

শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলে চন্দ্রাবলীও হাস্যবদনা হ'ন, এবং চন্দ্রাবলীকে হাস্যমুখী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও হাস্য করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসংরব্ধ রোদনান্তে চন্দ্রাবলীও রোদমানা হয়, এবং চন্দ্রাবলীর রোদনের পর শ্রীকৃষ্ণও রোদন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯

এবং কামাব্ধি সংমগ্নদেহয়ো যমুনাতটে।
ন সসাম তয়োঃ কাম শরাগ্নিঃ সোব্যবর্দ্ধত ॥ ৭০
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেবঙ্কুভিতোজ্বলতে মুহুঃ ॥ ৭১

এইরূপ কামসমুদ্রে তাঁহাদের অর্থাৎ চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিমগ্ন হয়, তথাপি কামশরাগ্নির নির্ব্বাণ হয় না। যেরূপ ঘৃতধারা প্রাপ্ত অগ্নির সমতা না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাদের উভয়ের কামানল মুহুর্মুহু প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৭০—৭১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে চন্দ্রাবলী সমাগমো নামৈক'
একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে চন্দ্রাবলী সমাগম নামে
একবিংশতি অধ্যায় বিবৃত হইপ ॥ ২১

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মান বর্ণন।

ব্রহ্মোবাচ।—সাসংপ্রতীক্ষন্তী কৃষ্ণাগমনং বৃষনন্দিনী।
সখীশতবৃতা তাত লতাকুঞ্জে সুমধ্যমা ॥ ১

জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা ব্রহ্মা প্রিয়পুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে অঙ্গিরা! এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবলীর সহিত রতিরসরঙ্গে নিশিযাপন করেন, তথায় নিকুঞ্জ কাননে নিধুবন বিনোদিনী শ্রীমতী রাধা কি অবস্থায় যামিনীযাপন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

হে তাত! হে মুনে! সুমধ্যমা বৃষনন্দিনী রাধা কৃষ্ণ কৃত সঙ্কেতানুসারে নিকুঞ্জ মধ্যে শত শত সখীতে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১

মধুরস্বরসম্পন্নৈ র্গায়তী সাসখীগণৈঃ।
যামং বর্যমিবানৈষীৎ কান্তাশ্লেষঃ বিনামুনে ॥ ২

হে মুনে! নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীমতী রাধা সখীগণের সহিত সুমধুরস্বরে গান করিতেছিলেন কিন্তু তৎকালে প্রিয়কান্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন বিরহ নিমিত্ত এক প্রহর রাত্রি কালকে তাঁহার এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল॥ ২

তততো জ্বালতস্যাঃ স বিরহাগ্নি প্রকোপিতঃ।
আনীয়ালিগণৈ ভূরিপঙ্কজং শয়নং রচেৎ॥ ৩

হে অঙ্গিরা! তদনন্তর সেই রাধিকার কৃষ্ণবিরহজ অগ্নি-প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই সুদুর্জ্জয় কৃষ্ণ-বিরহাগ্নিজ্বালার উপশম জন্য তাঁহার সখীগণেরা সরোবর হইতে প্রভূত সপত্র পঙ্কজমালা আনয়ন পূর্ব্বক তৎশয়নার্থ শয্যার রচনা করিলেন

তানি তস্যাঃ শরীরোত্থ বিরহাগ্নি বরেণ চ।
শুষ্কন্যাসন্ স্পর্শমাত্রং পঙ্কজানি ধরামর॥ ৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন,—হে ধরামর অঙ্গিরা! সেই পদ্ম সকল রাধিকার শরীর স্পর্শমাত্রে বিরহাগ্নিদ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল॥ ১৩

কলেবরা মলালিপ্য তোয়ার্দ্রেণ ততোদ্বিজ।
গন্ধেন কৃৎস্নং তস্যাঃ সোগমন্নীরসতাং ক্ষণাৎ॥ ৫

হে দ্বিজবর অঙ্গিরা! তদনন্তর সখীগণেরা তাপোপশমনার্থে সুশীতল সুগন্ধি মলয়জোদক শ্রীরাধিকার গাত্রে লেপন করিলেন, কিন্তু বিষম বিরহোত্তপ্ত রাধার শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই চন্দনপঙ্ক ক্ষণমাত্রে শুষ্ক হইয়া গেল॥ ৫

এবং বীক্ষ্য বরারোহাত্মনো জীবনিরসতাম্।
মুহুর্বীক্ষ্য দিশোদীনা নিঃশ্বস্যাপললাপ চ॥ ৬

বরারোহা শ্রীমতী রাধিকা, এইরূপে আপনার অবস্থা দর্শন করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করত বারম্বার দশদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিলাপমানা হইলেন॥ ৬

ক্ষণং ভূমৌ ক্ষণং তোয়ে শয়নে পঙ্কজন্মনাম্।
ক্ষণং গন্ধবিলিপ্তাঙ্গা ক্ষণং কর্দ্দমলেপিতা। ৭

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ-বিরহতাপে সন্তপ্তা প্রকৃত পাগলিনীর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্র ভূমিতে শয়ন করেন, কখন বা জলে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, ক্ষণেক সুকোমল পঙ্কজ শয্যাতে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া গাত্রে সুশীতল গন্ধদ্রব্য মাখেন, অবশেষে স্মরজ্বালা নিবারণার্থে কলেবরে কর্দ্দম লেপন করিলেন॥ ৭

ক্ষণং শ্বসনং ক্ষণং তিষ্ঠন্ ক্ষণং গচ্ছন্ হসন্নপন্।
চলন্ রুদন্ স আসীনঃ পশ্যন্ বিরহিণী জনঃ॥৮

কদাচিৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, কদাচিৎ দণ্ডায়মানা হয়েন, কখনও ইতস্তত গমন, কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও বিলাপ করিয়া থাকেন, কদাচিৎ কম্পিত কলেবরা হইয়া আলুথালুবেশে ধূলিধূসরিতা উন্মত্তার ন্যায় উপবেশন, কখনও ইতস্তত দিক্ পরিধির অবলোকন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণবিরহে রাধিকার পাগলিনীর মত অবস্থার ঘটনা হইল ॥ ৮

কান্ত কাসি মামনাথাং ক্ষিপ্তাত্বং বৃজিনার্ণবে।

সুনাসং সুভ্রূযুগলং নীলকুঞ্চিত কুন্তলম্ ॥ ৯

দর্শয়ন্নরমৎ প্রাণান্ স্মযদাস্য সরোরুহম্ ॥ ১০

কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতরা হইয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণোদ্দেশে বিলাপ করিয়া কহিতেছেন,—হে কান্ত! আমি অনাথা, আমাকে দুঃখরূপ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ। হে নাথ! সম্প্রতি তুমি তোমার সেই শোভন নাসিকা ও ভ্রূযুগল ও নীলবর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলমণ্ডিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম দর্শন করাইয়া এই স্মরশঙ্কটে আমার প্রাণরক্ষা কর ॥ ৯-১০

ত্বাং বিনাহং ক্ষণং নাথ শক্যো প্রাণান্ কথঞ্চন্।

তস্মাথাত্বদধীনানো কান্তধারয়িতুং বিভো ॥ ১১

হে নাথ! হে কান্ত। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে আমি প্রাণধারণ করিতে কোন প্রকারে সক্ষমা নহি, আমি অনাথা, তুমি আমার নাথ, যেহেতু আমি একান্ত তোমার অধীনা ॥ ১১

কিমনাথাং জহাসি ত্বং ত্বদনুধ্যানতং পরাম্।

পতিতাং লপতীং দীনা মনাগম মনন্যপাম্ ॥ ১২

হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অনাথা, নিরন্তর তোমার ধ্যানে তৎপরা, দুঃখার্ণবে পতিতা, বিলাপবতী, নিরপরাধা, অনন্যশরণা, যে হেতু তোমাভিন্ন অন্য কেহ রক্ষক নাই। হে প্রভো! কি হেতু আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিলে ॥ ১২

কান্তমায়াত মাশঙ্ক্যাস্তিকস্থং সসখীজনম্ ॥

পরিষজ্য চুচুম্বাস্যপাথোজং গোপনন্দিনী ॥ ১৩

তদনন্তর বিরহোন্মাদিনী শ্রীমতী ভ্রান্তিবশত মনে করিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন করিয়াছেন, ইহা অবধারণা করিয়া নিকটস্থ কোন শ্যামা সখীকে আলিঙ্গন করত শ্যামসুন্দর ভ্রমে পুনঃ পুনঃ তাহার বদনারবিন্দ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৩

স্মর স্বং মেখলাবন্ধং গোত্র স্খলনমেববা।

প্রহারং বং ভুজলতা বন্দস্য যদি নৈবিমাম্ ॥ ১৪

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিকটে আছেন, মনে এইরূপ অনুমান করত রাধিকা বিবিধ ভর্ৎসনাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে রসরাজ! যদি তুমি আমার নিকটে এখন না আইস তবে স্বীয় মেখলাবন্ধন বা বটুবাক্য শ্রবণ আর পূর্ব্বকৃত ভুজলতার প্রহারাদি সকল স্মরণ কর ॥ ১৪

মমাগক্ষম্যতাং নাথ তৎসর্ব্ব দীনবৎসল।

ত্বং হি পদ্মপলাশাক্ষ শরণাগতপালক ॥ ১৫

হে নাথ! হে দীনবৎসল! হে পদ্মপলাশলোচন! হে শরণাগতপ্রতিপালক! আমি প্রেমোন্মাদিনী হইয়া তব শরীরে যে আঘাত করিয়াছিলাম, যে সকল তিরস্কৃত বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম, তাহাতে যে অপরাধ হইয়াছিল এক্ষণে আমার সেই সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ১৫

এবং বিলপতী দীনা নিশম্য পর্ণমর্ম্মরম্।

কান্তমায়ান্ত মাশঙ্ক্য যযৌ প্রত্যুদ্যতাঞ্জলী ॥ ১৬

শ্রীমতী রাধিকা দুঃখিতা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত শুষ্কপত্রের শব্দ শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ আগমন আশঙ্কায় কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সাবীক্ষ্যোদ্যন্তমাসায়াং প্রাচ্যাং শীতরুচং রুচা।

দিশো বিতিমিরা স্তাত কুর্ব্বন্তং ভগণৈঃ হয় ॥ ১৭

এমতকালে শ্রীমতী পূর্ব্বদিকে দেখিলেন, যে তামসী তিমিরাবৃত দিক সকল প্রকাশ করিয়া নক্ষত্রগণের সহিত কর্পূর ধবলদীপ্তি তুহিনকর সমুদিত হইতেছে, তদৃষ্টে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহোত্তপ্তা হইয়া সেই চন্দ্রকে নমস্কার করিয়া কহিলেন ॥ ১৭

শীতগো তে নমস্তভ্যং মমমারয়তে ভবান্।

মমাদহ খরৈর্গোভি জ্বলদগ্নিশিখোপমৈঃ ॥ ১৮

হে শীতগো! হে হিমকর! হে চন্দ্র! আমি কৃষ্ণবিচ্ছেদে মৃতপ্রায়, তুমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রখর কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক আর আমাকে দগ্ধ করি ও না। আমি তোমাকে প্রণাম করি, নিরর্থ আমাকে তুমি কেন মার? ॥ ১৮

যদি মাং দহসে কামং শাস্ত্রীতেন দুরাত্মতঃ।

স্বর্ভানুবপুরংস্থায় তপসারাধয় হরিম্ ॥ ১৯

যদি তুমি আমার বিনয় না শুনিয়া নিতান্তই আমাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি তপস্যাদ্বারা দুরাত্মাদিগের শাস্তা শ্রীহরির আরাধনা করত রাহুরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবশ্য তোমার শাসন করিব ॥ ১৯

মামাং খিন্নাং মার বাণগণৈঃ কৃন্তয়স্তে নমঃ।

মামনাগসমাবালা মবলাং ঘ্নন্ কিমাপ্স্যসি॥ ২০

বিরহোন্মাদিনী রাধিকা কন্দর্পকে স্তুতিবাক্যে নমস্কার করত অনন্তর ভৎর্সনা বাক্যে কহিলেন, হে মার! হে কন্দর্প! আমি কৃষ্ণবিরহে অতিশয় খিন্না হইয়াছি, তুমি আর তীব্র বাণ-সমূহদ্বারা আমার মর্ম্মচ্ছেদন করিও না, আমি নিরপরাধিনী অবলা। আমাকে বিনাশ করিয়া তুমি কি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইবে?॥২০

অনাগসং যদা হংসি শরণং ত্বাং গতাং স্মর।

মারম্মারোর্দ্ধনয়ন বহ্নিধক্ষ্যে ঘৃণং খলম্॥ ২১

হে কন্দর্প! যখন আমি তোমার শরণাগত জানিয়াও তুমি নিরপরাধে আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ, তখন তুমি অতিশয় নির্ঘৃণ, তোমার অত্যন্ত খলস্বভাব, অতএব আমি তোমার দমনের নিমিত্ত মহাদেবের ঊর্দ্ধনয়নস্থিত অনলরূপ হইয়া অচিরাৎ তোমাকে নিঃসংশয় ভস্ম করিব॥ ২১

গন্ধপঙ্কনিমং নাসমালি সোঢ়ুং ক্ষমাহ্যহম্।

খরমাশীবিষ বিষাৎ পাথোজ শয়নঞ্চ ভো॥ ২২

তদনন্তর রাধিকা সখীগণকে কহিলেন, হে সখীগণেরা! তোমরা আমার বিরহানল উপশমের নিমিত্ত যে সকল সুগন্ধ দ্রব্য ও চন্দন পঙ্কাদি গাত্রে লেপন করিয়াছ, এবং পদ্ম-পত্রে শয়ন করাইতেছ, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, যেহেতু তাহাতে তাপ শান্তি না হইয়া বরং তীক্ষ্ণ বিষাপেক্ষাও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে॥ ২২

এবং গোপেশ্বরসুতা চেতনা রজনির্মৃতে।

হরিং নিনায় সন্তপ্তা কান্তধ্যানপরায়ণা॥ ২৩

এই প্রকার কৃষ্ণধ্যান-পরায়ণা গোপরাজ বৃষভানুনন্দিনী রাধা কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা এবং জীবন্মৃতার ন্যায় অবস্থান করত রজনী শেষে প্রত্যূষকালে কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিলেন॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ।—প্রাতরারক্তনয়নো স্বজয়েত্রে মুহুর্মুহুঃ।

জাগরা দেত্যচ শনৈঃ রাধামুচে স্মরন্নিব॥ ২৪

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা তাহা জগৎপিতা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিজাগরণ হেতু ঢুলুঢুলু অরুণনেত্র মুহুর্মুহু মার্জ্জনা করিতে করিতে ভীতিপ্রযুক্ত ধীরে ধীরে রাধিকার কুঞ্জে আগমন করত বিস্মিতের ন্যায় হইয়া যেন পূর্ব্ব সঙ্কেত ভুলিয়াছিলেন এই অভিপ্রায় রাধিকাকে কহিলেন॥ ২৪

ভগবানুবাচ।—কান্তে খিন্নাসি কিং ম্লানং বক্ত্রপঙ্কেরুহং তব।

কস্মাচ্ছ্বসসি রম্ভোরু দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তদ্বদ॥ ২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সবিনয়ে কহিলেন, হে কান্তে! তুমি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছ কেন? তোমার বদনারবিন্দ কেন শুষ্ক হইয়াছে? হে রম্ভোরু! কি নিমিত্তই বা তুমি উষ্ণ অথচ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ তাহা বল ॥ ২৫

ব্রহ্মোবাচ।—এতদাশ্রুত্য তদ্বাক্যং ক্রোধারুণিতলোচনা।

বীক্ষ্য বক্ষোজনয়নং গণ্ডশ্লিষ্ট বিশেষকম ॥ ২৬

ভ্রশ্চ চূড়ামণিবর গলৎস্বেদং স্মরাগিতম্।

তং শ্রুত্যঞ্জন কালিমা কালিতাধর মাধবম্ ॥ ২৭

ব্যস্তবাস স্রজং ক্লান্তং স্ময়সংগ্রামতো মুনে।

অনঙ্গমুঞ্জরীং প্রাহ পুরঃস্থাং প্রেষ্যতামিতাম্ ॥ ২৮

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে মুনে! শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া কামযুদ্ধে অবসন্ন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল, নয়ন, বিলুপ্ত তিলক ও দংশিত গণ্ডস্থল, অনুত্তম চূড়ামণি বিধ্বস্ত ও সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত ও বনিতানয়ন চুম্বন বশত অঞ্জনরাগে রঞ্জিত কালিমাধবপুট ও বিগলিত মাল্য, পরিধেয় বসন বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্ববসন পরিত্যাগে নারী বসন ধারণ অবলোকন করিয়া নিকটস্থিতা স্বসখী অনঙ্গ মুঞ্জরীকে কহিলেন হে সখি! এই রতিম্পটকে আমার নিকুঞ্জ হইতে সত্বর বাহির করিয়া দাও ॥ ২৬—২৮

নয়ৈনং চটুলং ক্ষুদ্রং ত্যক্তধর্ম্মাণ মেব চ।

কৃতঘ্নং বালিশং ধূর্ত্তং বহিরালি মমাজ্ঞয়া ॥ ২৯

হে সখি! আমি ইহার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমাকে কহিতেছি, তুমি এই ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, মূর্খ ও চপল ক্ষুদ্রাশ্রয়, ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে আমার সম্মুখ হইতে অবিলম্বে বাহিরে লইয়া যাও ॥ ২৯

নৈনং শক্নোমি পুরতো বীক্ষিতুং যোনিলম্পটম্।

যাতুযত্র পুরাবাসো নিশি তামেব সুপ্রিয়াম্ ॥ ৩০

হে প্রিয়ালি! কখন আমি এই যোনিলম্পটকে সম্মুখে দর্শন করিতে সক্ষমা হইতেছি না, রজনীতে যে স্থানে বাস করিয়া যাহার সহিত রতিসুখ-সম্ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে সেই মনোরমা প্রিয়ার সমীপে গমন করুক ॥ ৩০

বিভাবসৌ ত্যজে প্রাণানালি ভক্ষ্যে বিষং খরম্।

জলে বোহম্মতো যোক্ষো পুরঃ স্থাস্যতি যত্ত্বয়ম্ ॥ ৩১

হে সখি! যদি এই ধূর্ত্ত আমার সম্মুখে আর ক্ষণকাল থাকে তবে আমি রজনী

প্রভাতে জলে প্রবেশ কিংবা উদ্বন্ধন দ্বারা অথবা প্রখর বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহা শপথ করিয়া বলিতেছি ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য প্রিয়ায়া বচনং হরিঃ
প্রসভং জগৃহে বাস রাগো ভঞ্জয়িতুং স্বকম্ ॥ ৩২

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে পুত্র অঙ্গির। ! এই শ্রীরাধিকার সক্রোধ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ আত্ম অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার রঞ্জনার্থে তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ করিলেন ॥ ৩২

গৃহীত বাসং সংবীক্ষ্য পরমাত্মানমচ্যুতম্।
রুষাসাধুন্নতী বাসো গলদশ্রু ততেক্ষণা ॥ ৩৩

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ক্ষয়োদয় রহিত, তাঁহাকে স্বীয় উর্ত্তরীয় বসন ধারণ করিতে দেখিয়া বিগলিত অশ্রুধারাপ্লুত নয়না শ্রীমতী রাধিকা মহাক্রোধে পুরীতাপান্সী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে স্ববাস ছাড়াইয়া লইলেন ॥ ৩৩

পুনর্হ্ন তান্ন বাহুভ্যাং পরিষজ্য হঠাদিব।
চুচুম্বাস্য সরোজাতং হর্ষয়ং স্তামনিন্দিতাম্ ॥ ৩৪

শ্রীমতী হস্ত ছাড়াইয়া লইলে পর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মানাপনয়নার্থ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার হর্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত স্ববাহু প্রসারণ পূর্ব্বক সহসা আলিঙ্গন করত সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীরাধিকার বদন সরোজে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

পুনরস্তোবলা কৃষ্ণো কম্পয়ন্ত্যা আননং রুষা ॥ ৩৫

তাহাতে শ্রীমতী হর্ষযুক্তা না হইয়া পুনর্ব্বার বিরক্তসূচক শ্রীমুখপদ্ম কম্পন দ্বারা মহারোষে শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আত্মশোভন স্বভাবের দর্শয়িত্রী হইলেন না ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ।—এবং প্রিয়া বচঃশ্রুত্বা পরিভূতশ্চ কান্তয়া।
উত্তরা সঙ্গবস্ত্রেণ মার্জ্জয়ন্নাস্য লোচনম্।
সান্ত্ব পূর্ব্বমিমাং বাচ মহেমাং রজনন্দিনীম্ ॥ ৩৬

জগৎস্রষ্টা লোকপিতামহ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসু স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস অঙ্গিরা ! প্রিয়তমা শ্রীমতী কর্তৃক উক্ত পরুষাক্ষরযুক্ত এই বাক্য শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা কর্তৃক পরাস্ত হইয়া আপনার উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা রোদমানা বৃষভানুনন্দিনীর বদনকমল এবং অশ্রুজলা পরিপূর্ণ নয়নযুগল মার্জ্জনাপূর্ব্বক সান্ত্বাবাক্য অর্থাৎ বিনয়াক্ষর সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।—ত্বদধীনা হিমে প্রাণা ত্বদধীনঞ্চ মে মনঃ।
ত্বদধীনা মমমতি ত্বদধীনং সুখঞ্চমে॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ আত্ম দীনতাসূচক বাক্যে শ্রীমতীকে কহিলেন, হে প্রিয়তমে! মমাপরাধ তোমার ক্ষন্তব্য, আমি নিতান্ত তোমার অধীন, যেহেতু আমার সমস্ত প্রাণ তোমার অধীন এবং মন ও সমস্ত সুখ তোমার অধীন, অতএব দাসপ্রায় আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর॥ ৩৭

যদিমাং ত্যক্ষ্যসে ভীরু প্রিয়াৎ প্রিয়তরং প্রিয়ম্।
আয়াতুং পার্শ্বগং দীনং নিত্যং প্রিয়েহিতৈষতম্।
ত্যক্ষঃসূন্ কৃপণান্ কান্তে ত্বদীনায়সংশয়ঃ॥ ৩৮

হে ভীরু! হে প্রিয়তমে! তোমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর ও নিত্য তোমার প্রিয়ান্বেষী, আগত সমীপস্থ দাস আমি অতি দীন, যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, হে কান্তে! হে কমনীয়রূপে! তবে তোমার অধীন আমার এই দুঃখিত প্রাণকে আমি নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইতিপ্রিয়বচঃশ্রুত্বা হ্যধোদৃষ্টিঃ প্রবাহিতা।
নয়তৈন মিতিরুষা বহির্মু্হু রুবাচ তাঃ॥ ৩৯

জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে শ্রীকৃষ্ণোক্ত দীনতাসূচক বচন-প্রবন্ধ বিস্তারিত করিয়া কহিলেন, হে বৎস! শ্রীমতী রাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিনয়গর্ভ বচন শ্রবণ করত অধোমুখী ভূমি দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া সমীপস্থা সখীগণ প্রতি বারম্বার করিতে লাগিলেন। হে সখীগণেরা! তোমরা আর কি দেখিতেছ, এই রতিলম্পটকে আমার কুঞ্জ হইতে বাহিরে লইয়া যাও॥ ৩৯

নৃশংসমধমাচারং মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনম্।
প্রেমানভিজ্ঞং দুর্নীতং নচের্জ্জহ্যাং কলেবরম্॥ ৪০

হে সখি! এই নির্ঘৃণ অধর্ম্মশীল দুর্নীত, প্রেম অনভিজ্ঞ, মহামূর্খ অথচ পণ্ডিত মানী, অর্থাৎ অর্থাৎ আপনাকে প্রেমের পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু প্রেমের স্বভাব কিছু জানে না, অতএব আমি উহাকে সম্মুখে দেখিতে ইচ্ছা করি না, সুতরাং কুঞ্জ হইতে দূর করিয়া দাও, নচেৎ তোমাদিগের সাক্ষাতে আমি এখনি কলেবর ত্যাগ করিব॥ ৪০

ভগবানুবাচ।—মমাগঃ ক্ষমঃ রম্ভোরু দুর্ব্বিনীতস্য সন্ততম্।
সাধবোহি ক্ষমাশীলাঃ ক্ষমাশীলে ক্ষমপ্রিয়ে॥ ৪১

শ্রীরাধিকাকে দুর্জ্জয়মানিনী অবলোকন করত স্বীয়াপরাধ ক্ষমাপনার্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

প্রার্থনাসূচক বাক্যে বিনয়ত হইয়া এই কথা বলিলেন, হে রম্ভোরু! আমি অতিশয় দুর্ব্বিনীত কিন্তু একান্ত তোমার অধীন, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে প্রিয়ে! ক্ষমাশীল সাধুগণেরা সর্ব্বদাই অপরাধির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে ক্ষমাশীলে! হে সাধুস্বভাবে! অদ্য আমার অপরাধ তোমার ক্ষমাকরণীয় হইয়াছে॥

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্যাংঘ্রিযুগল মগ্রহীত্বরসা হরিঃ।
করাভ্যমজ তাম্রাভ্যাং মার্জ্জয়ন্নুরু বিক্রমঃ॥ ৪২

ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে বিবৃতরূপে কৃষ্ণকৃত মনোপশমন-প্রকার বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! অঙ্গিরা! আপনার অপরাধ মার্জ্জনজন্য উরুবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দৈন্যাঙ্গীকারে রক্তপদ্মাকৃতি স্বকরকমল দ্বারা সত্বর প্রফুল্ল রক্তোৎপলসদৃশ শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্মদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক সাধনা করিতে লাগিলেন॥ ৪২

অবধূয় পুনঃ শেতে মধোক্ষজ মগাদগৃহম্।
তীব্ররোষ পরীতাঙ্গী গোপরাজাত্মজা তদা॥ ৪৩

তাহাতে শান্তমনা হওয়া দূরে থাকুক তীব্ররোষে পরীতাপাঙ্গী হইয়া গোপরাজ-কুমারী তখন শ্রীকৃষ্ণকে নিঃক্ষেপ করত কুঞ্জগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিলেন॥ ৪৩

পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বধুত প্রিয়য়া সকৃৎ।
যৎ পাদরজসাং ব্রহ্মা সঞ্চয়াদ্বিশ্বসৃগভূৎ॥ ৪৪

হে মুনে! যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মরজঃ সঞ্চয় করিয়া জগৎ পিতা পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন, অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার শ্রীমতী রাধা কর্ত্তৃক তাড়িত ও চরণদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন॥ ৪৪

প্রসন্নারুণপাথোজত্বিষ মংঘ্রি দ্বয়ং স্মরন্।
আস্তে ভবো মহাযোগী সোঽবধূতোঽপতদ্ভুবি॥ ৪৫

প্রফুল্ললোহিত কমলসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিয়ত স্মরণ ফলে দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর যোগী হইয়াছেন। সেই অনাদিনিধান সর্ব্ব সজ্জনীয় গোবিন্দ প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা কর্ত্তৃক অবধূত হইয়া ভূমিতলে অবশ হইয়া পড়িলেন॥ ৪৫

ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গোনিঃশ্বসন্ বিলপন্মুহুঃ।
বৃন্দা বেশ্মাগমৎ কান্তাং প্রসাদয়িতু মঞ্জসা॥ ৪৬

হে বৎস! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবিচ্ছেদে কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করত কুঞ্জধূলিতে ধূসরিত কলেবরে, শ্রীরাধিকার মানাপনয়নের উপায় চিন্তা করিবার নিমিত্ত (ধীরে ধীরে শ্লথ ভূষান্বিতা হইয়া) সহসা বৃন্দাদূতীর গৃহে গমন করিলেন॥ ৪৬

আরাদায়ান্তমালোক্য ভগবন্ত মধোক্ষজম্।
দূতী কৃষ্ণস্য কল্যাণী ম্লান পাথোরুহাননম্॥ ৪৭

কল্যাণী বৃন্দাদূতী আপনার ভবন হইতে দেখিলেন যে ম্লানপদ্মের ন্যায় শুষ্কবদনারবিন্দ ভগবান্ গোবিন্দ দীনমনে আগমন করিতেছেন, তাঁহার সে শোভনলাবণ্য মলিন হইয়া গিয়াছে॥ ৪৭

ধূলিচ্ছন্নং কৃশং দীনং বাষ্পপূর্ণেক্ষণং বিভুম্।
অমন্যত কৃতার্থত্বমাত্মনঃ সর্ব্বতো মুনে॥ ৪৮

হে মুনে! অতিশয় কৃশ ও দীনতাপ্রাপ্ত, ধূলিতে আচ্ছন্ন কলেবর, অশ্রুজলে পরিপূর্ণ নয়নদ্বয় এবম্ভূতবেশে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বৃন্দাকৃতার্থামন্যা করিলেন॥ ৪৮

প্রণম্যাভ্যর্চ্চ্যতং ভক্ত্যা প্রত্যুত্থায় চিরণে সা॥ ৪৯

সত্বর গাত্রোত্থান করত শ্রীকৃষ্ণকে দূতী প্রণাম পূর্ব্বক সুসমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। অর্থাৎ আমি অতি দীনহীনা আমাকে কৃতার্থা করিবার নিমিত্ত দীননাথ কৃপা করিয়া মম সন্নিধানে সমাগত হইলেন॥ ৪৯

বৃন্দোবাচ।—কৃষ্ণকৃষ্ণ মহাবাহো জানেত্বাং পরমেশ্বরম্।
ত্বংহিদেবমনুষ্যাণামন্তরাত্মং সনাতনম্॥ ৫০

অনন্তর দীনরূপে স্বনিকেতনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বৃন্দাসখী সমাদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহাহর্ষে দূতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পুনঃ পুনঃ সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন, হে মহাবাহো! তুমি দেবতা ও মনুষ্যাদি সকলের অন্তরাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর তোমাকে আমি জানি, কেবল অধিনীকে পবিত্র করিবার কারণ তোমার আগমন হইয়াছে॥ ৫০

পূজ্য পূজয়িতা পূজা পূজা সম্ভার এব চ।
ধ্যাতা ধ্যানং ধ্যেয় পদং ধেয় ধ্যেয়তরোঽপি চ॥ ৫১

হে অনাথনাথ গোবিন্দ! তুমি জগৎরূপে ব্যাপ্তময়, যেহেতু তুমি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ারূপে বিখ্যাত, তোমা ভিন্ন জগতে কিছুমাত্র নাই। পূজা এবং পূজোপকরণ তুমিই হও। তুমি ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয় দেব, তোমার চরণই সকলের ধ্যেয় যেহেতু তুমি ধ্যেয় হইতে ধ্যেয়তর হও॥ ৫১

স্তব্যঃ স্তব স্তাবয়িতা স্তব্য স্তব্যতরো হরে।
হব্যং হোতা হবয়িতা হব্যদাতা হবি র্হরিঃ॥ ৫২

হে মুরারে! তুমি স্তবনীয় দেব ও স্তবস্বরূপ, স্তবকর্ত্তাও তুমি, যেহেতু স্তবনীয়

হইতে স্তবনীয়তর তুমি এব্য হব্য ঘৃতাদিস্বরূপ তুমি, হোম ও হোমকর্ত্তা এক তুমিই হও, অতএব তুমিই পঞ্চরূপে যজ্ঞময়। ৫২

তদংঘ্রি কমলে নাথ ভক্তিমেব সদাবৃণে।

দেব ত্বদ্দাস দাসস্য দাসীত্বমক্ষয়ং প্রভো॥ ৫৩

হে নাথ! যদি তোমার অবশ্য বর দেয় হয়, তবে আমাকে এই বরদ্বয় প্রদান করুন। প্রথমে সদাসর্ব্বদা তোমার ঐ চরণ কমলদ্বয়ে সুদৃঢ়া ভক্তির অবস্থান থাকে। হে দেব! দ্বিতীয়ত তোমার দাসদাসের দাসীরূপে চিরকাল অবস্থান করি, কোনমতে তোমার সেবা করিতে বিমুখ না হই॥ ৫৩

শ্রীভগবানুবাচ।—ইত্থং স্তুত স্তয়া বৃন্দাবত্যা পাথোজ নাভকঃ।

প্রহস্যাহ বরং ভদ্রে বরয়ত্বমভীপ্সিতম্॥ ৫৪

বৃন্দাদূতীর এইরূপ স্তুতিবাক্য শ্রবণ করত পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যানন হইয়া দূতীকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে বৃন্দে! তবোক্ত প্রার্থনা সফল হইবে। এক্ষণে আরো কিছু মনোভিমত বর যাচ্ঞা কর। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই॥ ৫৪

বৃন্দোবাচ।—অদ্য ত্বৎপাদ পাথোজ রজসা পবিত্রং গৃহম্।

কুলং ধনং শরীরঞ্চ বাক্ কায়মানসানানিমে॥ ৫৫

শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তা হইয়া দূতী কৃষ্ণাগ্রে নিবেদন করিলেন, হে নলিনায়তনেত্র প্রিয়তম গোবিন্দ! এ হইতে আর গুরুতরবর কি আছে? অদ্য তোমার ঐ শ্রীচরণ রজোদ্বারা আমার গৃহকে পবিত্র করিলে, এবং আমার কুল ধন শরীর অপর বাক্ কায় মানসাদি সর্ব্ব অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ও পবিত্র হইল॥ ৫৫

ত্বয়ি প্রসন্নে ত্রৈলোক্যবরদে কিং বরণে মে।

যদি দেয়া বরোবশ্য মত্ত্বেদ্যার্ভক্তিং সদাবৃণে॥ ৫৬

হে দেব! তুমি ত্রিলোক বরদবিভু, তোমার প্রসন্নতা লাভই অনুত্তমবর, তুমি প্রসন্ন হইলে আর অন্তবরে কি প্রয়োজন? তথাপি যদি আমাকে বরপ্রদানে সম্মত হও। তবে পূর্ব্বোক্তক্রমে তোমার ঐ শ্রীচরণ সরসিরুহরাজযুগলে আমার অনপনীয়া সুদৃঢ়া ভক্তি থাকুক এই বর প্রার্থনা করি॥ ৫৬

ব্রহ্মোবাচ।—তথেত্যুক্তা ততোবৃন্দাং পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ৫৭

বৃন্দাদূতী প্রণয়োক্তি ভক্তিযুক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ বাক্য কহিলেন, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৃন্দে! তুমি যে প্রার্থনা করিলে তোমার সেই প্রার্থনা অবিলম্বে সফলা হইবে ইহা কহিয়া অনন্তর আত্মমনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার দূতীকে কহিলেন॥ ৫৭

শ্রীভগবানুবাচ।—মদীয়বচনাদ্‌বৃন্দে গচ্ছরাধান্তিকং শুভে।

প্রসাদয়িত্বা বচসা মনসা কর্ম্মণাপি বা॥ ৫৮

হে বৃন্দে! হে শোভন চরিত্রে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে সত্বর শ্রীমতী রাধিকার নিকটে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কর্ম্মদ্বারা শ্রীরাধিকা আমার প্রতি যাহাতে প্রসন্ন হন তাহা করিবে॥ ৫৮

মধ্যস্তু ক্রোশতো দূতি প্রযোজ্য তরসা শুভে।

নোচেত্তদন্তিকে প্রাণান্ হাস্তে প্রিয়তরানপি॥ ৫৯

হে দূতি! আমাকর্ত্তৃক এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যদি সত্বর আমাতে শ্রীরাধার প্রসন্নতা সাধন করিতে না পার, অথবা ঔদাস্ত প্রদর্শনে সম্পন্ন না কর; তবে আমি নিশ্চয় কহিলাম প্রিয় হইতে প্রিয় আমার এই প্রাণ তোমার সম্মুখে অস্ত পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিব না॥ ৫৯

সন্দেশং ভর্ত্তুরাদায় শিরসা রাধিকান্তিকম্।

প্রসাদনায় রম্ভোর্ব্বা ইয়ায় তরসা মুনে॥ ৬০

বৃন্দাদূতী ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ মস্তকোপরি ধারণ করত রম্ভোরু শ্রীরাধিকার প্রসন্নতা সাধনার্থে অতি সত্বর গমনে শ্রীরাধার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৬০

বাচালিবৃন্দমধ্যস্থা মীক্ষ্যাহ রাজনন্দিনীম্।

অন্তারুক্ষা বহির্লোলা মৃতয়া শান্তিযুক্তয়া॥ ৬১

সখীগণ মধ্যস্থিতা বৃষভানু রাজনন্দিনীকে দেখিয়া বৃন্দা অন্তঃস্থিত অতি রুক্ষ কিন্তু বাহিরে শুনিতে সুললিত ও অমৃতকর এবং শান্তিযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন॥ ৬১

বৃন্দোবাচ।—রাজত্রিজে জিহাসুস্তু মঞ্চসন্থং মণিং শুভম্।

মীনাৎ সৌন্দর্য্য লাবণ্য যৌবনানাং প্রিয়ং মতম্॥ ৬২

হে ভ্রমরি! হে রাধিকে! তুমি কি মানোন্মাদিনী হইয়া হিতাহিত জ্ঞানে অবসন্না হইয়াছ? দেখ তোমার সৌন্দর্য্য, লাবণ্য এবং যৌবনের আকাঙ্খিত প্রিয় অবস্তু বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছ? হা! মান কি তোমার কৃষ্ণ হইতে এত গরীয বস্তু হইল? যেহেতু অঞ্চলস্থিত অমূল্য শুভপ্রদ মণিরত্নকে তুমি ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছ। ইহা কি বিবেচনা হয় না যে এই মানই তোমার মৃত্যুর ঔষধি স্বরূপ হইবে॥ ৬২

বিষপিণ্ডমিমাগীর্য্য হ্রদেমীনো মৃতোযথা।

তথা দয়িত মুৎসৃজ্য প্রাণেভ্যোপ্যালি গর্ব্বিণি॥ ৬৩

হে ভ্রান্তচিত্তে! যেমন বিষমিশ্রিত ভোগ্যবস্তু গ্রাস করত হ্রদস্থিত মৎস্য সকল মৃত হয়। হে গর্ব্বিণি! হে প্রাণসমা সখি! সেইরূপ প্রাণ হইতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ঔষধ বিষপিণ্ড সমান মানকে কি কণ্ঠসংলগ্ন হারের ন্যায় গ্রহণ করিলে? তোমাকে ধিক্॥ ৬৩

অনুতাপ মিতাক্ষুদ্রে চিরং রোদিষ্যসে শুভে।
দন্তোদ্ভবঃ কার্ত্তবীর্য্যো বন্ধুভৃত্যবলান্বিতিঃ।
বৈবস্বতক্ষয়ং যাতো রেণুকাঙ্গ সমুদ্ভবাৎ॥ ৬৪

হে ক্ষুদ্রে! ক্ষুদ্র স্বভাবে ইহা জানিতে পারিতেছ না, ইহার পর এই মানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হারা হইয়া চিরদিন পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে হইবে? (তখন এই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র কথাকে অবশ্য স্মরণ করিবে) হে মানগর্ব্বিণি! অভিমানের তুল্য শত্রু ইহ জগতে আর নাই। দেখ মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই অভিমান পরবশে সভৃত্য বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্তের সহিত মৃত্যুপথে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ জমদগ্নিসুত রেণুকাগর্ব্বজাত পরশুরাম হস্তে তাঁহার বিনাশ হইয়াছে॥ ৬৪

রাবণোঽপি মৃতোমানাৎ সভৃত্যবলবাহনঃ।
কৌশল্যা রণিজাদ্রামাৎ কৃষাণো গোপনন্দিনী॥ ৬৫

হে গোপনন্দিনি! হে রাধে! এত দম্ভ করা ভাল নয়, দেখ ত্রিলোক বিজয়ী লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ এক অভিমানবশে কৌশল্যানন্দ রামাগ্নি হইতে সৈন্য সামন্ত, সদাস যানবাহনাদির সহিত ভস্মরাশি হইয়াছে॥ ৬৫

তথাত্বমপি সংমান্নাচ্চিরং সন্তাপ মেষ্যসি।
নালি বদানি সর্ব্বাসু পদ্মিনীষু বধুস্মরন্॥
প্রচুর সর্ব্ব সম্বেন যাতি নিতাং কুতোঽন্যথা॥ ৬৬

সেইরূপ তুমিও এই মানের নিমিত্ত কৃষ্ণ পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন সন্তাপিতা হইবে। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ তোমা ছাড়া নহেন, প্রফুল্ল পদ্মিনীর মধুরসাস্বাদক ভ্রমর কি কখন শালুক পুষ্পের রসাস্বাদন করিতে সম্মত হয়? হায় ইহাও কি কখন সম্ভব্যাপার? ॥ ৬৬

রুদন্নাস্তে হরিঃ কান্তঃ পদাভূমি মুপালিখন্।
ভূরেণুজাল সংচ্ছন্নঃ কলেবর বয়োনতঃ॥ ৬৭

কমনীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণ ধূলি ধূসরিত অবনত কলেবর তাঁহার চক্ষুতে অবিরত জল ধারা পতিত হইতেছে, মৌনাবস্থায় অধোমুখে বসিয়া চরণনখে ভূমি খনন করিতেছেন (প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এ অবস্থা দেখিয়াও যে আমরা দুঃখে বাঁচি না)॥ ৬৭

বয়ং সখ্যো নিরাহারা রোদনোৎফুল্ললোচনাঃ।
খিন্নাশ্চ জাগরবশাৎ ত্যজমানং শুচিস্মিতে। ৬৮

হে রাধে! আমরা তোমার সখী, সকলেই নিরাহারে খিন্না হইয়াছি, রোদন পরায়ণা এবং রাত্রিজাগরণ জন্য সকলেরই নয়ন কাষয়িত হইয়াছে, হে পবিত্র হাসিনি! আর কেন সখিগণকে দুঃখ দাও আপনি বা আর তুচ্ছ মান জন্য কেন দুঃখিত হও। অতএব দাসীর কথায় এক্ষণে সর্ব্বনাশক মানের সংহার কর॥ ৬৮

রাধোবাচ। কৃষ্ণেত্যমঙ্গলং নাম ক্রূতে মৎসন্নিধৌ সখি।
সোঽপিদ্বেষ্যশ্চ মায়াম্মে প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োযদি॥ ৬৯

বৃন্দাদূতীর বদরীকোমলসম বচন শ্রবণে আমরা অতিশয় ক্রুদ্ধ মনস্বিনী হইয়া শ্রীমতী বৃষভানুজা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—হে সখি! বাক্ চতুরা বৃন্দে তুমি এখনও অমঙ্গলময়, অতি কর্কশ এই কৃষ্ণনাম আমার সম্মুখে কহিতেছ। আর কহি ও না, কহিও না। যদি প্রাণ হইতে প্রিয়তম কোন ব্যক্তি ঐ দুর্ব্বৃত্তের নাম অন্য আমার নিকটে কহে—নিঃসংশয় তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিব॥ ৬৯

যদীচ্ছেমৎ প্রিয়ং দূতি ত্যজকৃষ্ণাশ্রয়ং বচঃ।
কর্ণশূলোপমং নাম কৃষ্ণেতি যোবদেন্মম॥
হাস্যে তৎপুরঃ প্রাণান্ গচ্ছেদানীং মদান্তিকাৎ॥ ৭০

হে সখি! হে বৃন্দে! যদি আমার প্রীতি জন্মাইতে তোমার ইচ্ছা হয় তবে ঐ কৃষ্ণাশ্রিত সকল বাক্য ত্যাগ কর, যে হেতু ও নাম আমার শ্রবণে ইচ্ছা নাই। তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাতে কৃষ্ণনাম করে, তবে নিশ্চয়ই জানিবে আমি তখনি তাহার সম্মুখে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, অতএব এখন তুমি আমার নিকট হইতে গমন কর॥ ৭০

বৃন্দোবাচ।—দয়ার্জ্জবক্ষমা দাননৈপুণ্যং গুণোৎকরৈঃ।
যস্মিন্নধোক্ষজে নিত্যং তং ত্বং হিত্বা সুখং স্পৃহ॥ ৭১

মানগর্ব্বিণী শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবানুদর্শন করত সুচতুরা বৃন্দাদূতী কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক বাক্যে রাধিকাকে কহিতে লাগিলেন। হে ভ্রমরি রাধে! তুমি মানমোহে সকলি বিস্মৃতা হইলে? দেখ, দয়া, সারল্য, ক্ষমা, দান, অপিশুনতাদিসমূহ উৎকৃষ্ট গুণ সকল যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্য অধিবাস করে, কি আক্ষেপের বিষয়? অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি সুখ প্রার্থনা করিতেছ, অর্থাৎ কৃষ্ণ বিনা কি জগতে আর কেহ সুখ প্রদাতা আছে? ৭১

ব্রহ্মোবাচ।—সাদূতীমেবমাশ্রব্য প্রিয়ামালীং হিতাস্নতী।
রুষারুণেক্ষণাগহ্য গাদ্গুরুক্রমসন্নিধিম্॥ ৭২

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস অঙ্গিরা! প্রিয়সখী শ্রীমতী রাধিকা এইরূপ মানগর্ব্বিণী হইয়া অবস্থান করুন। অনন্তর পরম হিতৈষিণী বৃন্দাদূতী আপন বাক্য ব্যর্থ হওয়াতে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক ভৎসনা বাক্য শ্রবণ করাইয়া মহাক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া নানামতে তিরস্কার করত অতি সত্বর তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে, গমন করিলেন॥ ৭২

স্ফুরদোষ্ঠা ধরামীক্ষা সবেগেনা গতাঃ হরিঃ।
মেনে কৃতার্থতা মস্য ভুবিপেতে শ্বসন্শুচা॥ ৭৩

বৃন্দাদূতী রোষে বিস্ফুরিতাধরা হইয়া বায়ুতুল্য অতিবেগে গমন করিলেন, স্বস্থান হইতে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন বুঝি বৃন্দা কৃত-কার্য্যা হইয়া আসিতেছেন, কিন্তু শোকাবিহ্বলিচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বিচ্ছেদাগ্নিতে দহ্যমান ও ভূমিতলে নিপতিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহাশেকে বিলাপ করিতেছেন॥ ৭৩

হা রাধে মৃগশাবাক্ষী মদমত্তেভগামিনি।
ক্ষিপ্তা মাং বৃজিনাব্ধৌহং ক গতাসি সুমধ্যমে॥ ৭৪

অতিশয় খেদ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হা রাধে! হা রাধে! এইমাত্র মুখে বারম্বার বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। হা হরিণ-শিশু লোচনে! হা মদমত্ত মাতঙ্গ গামিনি রাধে! হে সুমধ্যমে! আমাকে দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করত তুমি কোথায় গমন করিলে॥ ৭৪

ব্রহ্মোবাচ।—এবং রুদন্নদন্নর্ত্তবন্নিমীল্যাজলোচনে।
মুমোহমোহকো দেবো ভবাদীনাং স্বমায়য়া॥ ৭৫

হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিতপ্রায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। স্বীয় মায়াতে শিব প্রভৃতি সকল দেবতাকে এবং সচরাচর জগতকে যিনি মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সর্ব্বমোহকে গোবিন্দ আজি প্রিয়াবিচ্ছেদে সংমূর্চ্ছি হইলেন ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি?॥ ৭৫

বিসংজ্ঞং পতিতং ভূমৌ বিলপন্তং মুহুর্মুহুঃ।
বীক্ষ্যাক্রন্ত স্বরা গৃহবৃথাপশয়দনিন্দিতা॥ ৭৬

পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতেছেন। আর পুনঃ পুনঃ চৈতন্য রহিত হইয়া ভূতলে

পতিত হইতেছেন। এরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া অনিন্দিতস্বরূপা বৃন্দা অতিক্রত-পদে তন্নিকটে গমন করত বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন ॥ ৭৬

অস্থিরক্রপমাসীতি সুগন্ধাভি রসেচয়েৎ।
শনৈরাপ্য সান্ত্বপূর্ব্ব বচোভি শ্চেতনাং বিভুঃ ॥ ৭৭
দৃঢ়ধৈর্য্যো মৃতইবা ব্যাপ্যা মুদগতাভবৎ ॥ ৭৮

অনন্তর স্বীয় অঞ্চল ভিজাইয়া সুশীতল সদগন্ধযুক্ত সলিলানয়নপূর্ব্বক আর্দ্রসেচন করিতে লাগিলেন। এবং গাত্রের ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। ক্ষণকালের পর চৈতন্য হওয়াতে মৃতজীবন প্রাপ্তির ন্যায় ধৈর্য্যের দৃঢ়তা অবলোকন করত আশ্বাস যুক্ত বিবিধ বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ দূতীর মুখে রাধার কথা শ্রবণ করিয়া মৃতজীবিতের ন্যায় হইলেন। কিন্তু রাধিকার মানো-পশমন না হওয়াতে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এক্ষণে রাধামানাবসানের নিমিত্ত কি উপায় করিব ? ৭৭—৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধায়া দুর্জ্জয়মান বর্ণনং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণের রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয়মান বর্ণনা নামে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীরাধার মান প্রসাদন।

ব্রহ্মোবাচ।—মিহিরাত্মভুর্বঃ কচ্ছ মেত্যান্ধক রিপুং মুনে।
আরাধয়েস্থ আপ্লুত্য দৃঢ়াসন পরিগ্রহঃ ॥ ১

জগৎপিতা ব্রহ্ম অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মমনে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া শ্রীরাধার মানভঞ্জনার্থ শিবারাধনা করিতে যমুনাকূলে গিয়া তজ্জলে অবগাহন করত সুদৃঢ় আসন কল্পনা করিয়া অন্ধকারি মহাদেব শঙ্করের উপাসনায় যত্নবান্ হইলেন ॥ ১

ভস্মাচ্ছন্নো ভস্মশায়ী ব্যাঘ্রাজিন ধরঃ শুচিঃ।
জপন্নক্তং দিবং কৃষ্ণঃ পঞ্চাশত মন্তুং বরম ॥ ২

এবং শিবসন্তোষের নিমিত্ত ভস্মমাখিয়া ভস্মোপবেশী হইলেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক শিবব্রতে শুচি হইয়া পঞ্চাদশক্ষরাম্বিত মহাদেবের মহামন্ত্র অতন্দ্রিত দিবারাত্রি জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২

আসিচ্যাম্ভির্দ্দ লৈ র্র্চ্চন্ শ্রীফলস্য হরং হরিঃ।

প্রসিসাদয়িষু র্মে ৌনী তদাচন্দ্রকলাধরম্ ॥ ৩

আর যমুনার শীতলজলে শিবের অভিষেক করত শ্রীহরি অখণ্ডিত অপূর্ব্ব শ্রীফলদলে হরের পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা মৌলি দেবাদিদেবের প্রসন্নতা-জন্ম মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমানসে ধ্যানাবলম্বী হইলেন ॥ ৩

সো বেত্ত্যত স্তপো ঘোর মন্ধকারিঃ ক্ষণাদিব।

স্বভাসা ভাসয়ন্নাশাঃ কান্ত্যোমা স্বাঙ্গ আদধৎ ॥ ৪

এরূপ নিয়মে যখন শ্রীকৃষ্ণ শিবারাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, তখন কৈলাসনাথ পার্ব্বতীপতি আর স্বস্থানে অবস্থান করিতে পারিলেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর তপস্যায় আকৃষ্টমনা হইয়া বামাঙ্গভঙ্গিনী হৈমবতী উমার সহিত স্বীয় কান্তিদ্যুতিতে দিক্ সকলকে উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষণমাত্রে কৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ৪

ইন্দুস্ফটিক গোক্ষীর ধবলো গোবৃষাসনঃ।

মৃণালায়ত সুস্নিগ্ধ চতুর্ব্বাহুঃ স্মিতাননঃ ॥ ৫

চন্দ্রতুল্য সুস্নিগ্ধ, স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, গোদুগ্ধের ন্যায় ধবলবর্ণ বৃষাসনে সমারূঢ়। কমলমৃণালের ন্যায় সুস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ চতুর্ব্বাহু, ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ ॥ ৫

রুদ্রাক্ষাস্থি স্রজং বিভ্রৎ ফণিকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।

নানাভরণসংচ্ছন্নো নাগযজ্ঞোপবীতকঃ ॥ ৬

রুদ্রাক্ষমালা এবং নরাস্থিমালা মণ্ডিত কণ্ঠদেশ, ভুজঙ্গ কুণ্ডল শ্রুতিমণ্ডলে দোদুল্যমান, নানাপ্রকার মণিময় আভরণে ভূষিত গাত্র নাগযজ্ঞোপবীতধারী ॥ ৬

ব্যাঘ্রাজিনোত্তরা সঙ্গো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ প্রভুঃ।

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গো জপন্নারায়ণং মনুম্ ॥ ৭

আবিরাসীৎ পুরস্তস্য পুরারিঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৮

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয়বাস, জগৎকর্ত্তা শিব, বিভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ অববিরত নারায়ণের মহামন্ত্র জপ করিতেছেন। এইরূপে মহাদেব ত্রিপুরারি ত্রিলোচন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭—৮

অবপ্লুত্য বৃষাত্তূর্ণং মৃগরাড়িব বৈগিরেঃ।

ববন্দাঙ্ঘ্রি যুগং তস্য পুরন্দস্যা চ্যুতস্য সঃ ॥ ৯

ভক্ত্যা পরময়া প্রীণন্ মুবাচানতকন্ধরঃ ॥ ১০

অনন্তর গিরিশৃঙ্গ হইতে মৃগরাজ সিংহ যেমন অবনীতলে অবতরিত হয়, সেইরূপ বৃষাসন হইতে ভূমিতলে অবতরিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব পুরঃস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। এবং পরম ভক্তিভরে আনত মস্তক হইয়া কৃষ্ণের সন্তোষ সাধনার্থে স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৯—১০

শ্রীশিবউবাচ।—অচলো নির্ম্মলং শান্তো নিরীহো নিরবগ্রহঃ।

অতিন্দ্রিয়ো গুণাতীতো গুণী গুণবর গ্রহঃ ॥ ১১

অনন্তর সর্ব্বদেব পূজ্য পরমদেব শঙ্কর, স্তুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে পরমাত্মন! তুমি অচল, নির্ম্মল শাশ্বত শান্তবিগ্রহ, নিরীহ নির্ব্বিকার নিরবগ্রহ তোমাকে জানিতে শক্তি কাহারও নাই, তুমি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, গুণাতীত অথচ সর্ব্বগুণাধার গুণী রূপে সকলের জ্ঞানগম্য হও ॥ ১১

সচ্চিদ্বিগ্রহবান্নাথ পরমাত্মাসি দেহিনাম্।

নির্লেপোসি নিরাকারঃ পরাৎপর তরোঽপি ভো ॥ ১৩

তুমি জ্ঞানঘন চৈতন্য স্বরূপ, অথচ বিগ্রহ বিশিষ্ট, হে নাথ! তুমি দেহধারীমাত্রের পরমাত্মারূপ, তুমি জগৎরূপ হইয়াও নির্লিপ্ত নিরাকার, তুমি পরাৎপর পরম বস্তু, হে প্রভো! তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর নাই ॥ ১২

স্রষ্টাবিতাসি জগতাংকবিষ্ণঙ্কক শত্রবঃ।

ত্বমেবভূত্বা দেবেশ বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ১৩

হে দেবেশ! তুমি ব্রহ্মারূপে জগৎস্রষ্টা, বিষ্ণুরূপে জগৎপালনকর্ত্তা, তুমি শিবরূপে জগতের সংহর্ত্তা হও, তুমি এক, কিন্তু সৃজনকালে ব্রহ্মরূপ, পালনকালে বিষ্ণুরূপ, সংহার-কালে শঙ্কররূপ হইয়া সৃজন পালন নিধন করিয়া থাক্য জগতে তোমার বাস, তোমাকে জগতের বাস, তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৩

কিঙ্করোহং কিঙ্করোঽস্মি অনুজানাতু মাং ভবন্ ॥ ১৪

হে পরমাত্মন! তুমি অনাদিনিধন, আমাকে আপনার কিঙ্কর বলিয়া তুমি জানিলে আমি কৃতার্থ হই, হে নাথ! এক্ষণে কি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করুণ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ।—অভিষ্টুতো ভগবত স্তুতোযোমাপতিস্তবৈঃ।

প্রভাতারুণ সদ্যোতি বদনঃ প্রাহঃ শঙ্করম্ ॥ ১৫

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে বৎস! এইরূপ উমাপতি ভগবানের স্তব করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তুতি বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের সমুদিত অরুণের ন্যায় দীপ্তমৎ শ্রীমুখমণ্ডল বিগলিত বচনে সর্ব্বমঙ্গলকর স্মরহরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ।—ভবোমাপান্ধক রিপো কুর্ব্বন্নুগ্রহভাজনম্।
মাং নাথাসুখ পাথোধি নিমগ্নং ত্বং সমুদ্ধর॥ ১৬

নলিননয়ন শ্রীদামোদর হরপ্রতি এই প্রার্থনা বাক্য কহিলেন। হে ভব। হে উমাপতে! হে অন্ধকারে! তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহভাজন কর। হে নাথ! এক্ষণে অসুখসাগরে আমি নিমগ্ন হইয়াছি কৃপা করিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর॥ ১৬

মানাবিরহজন্মাগ্নি দহ্যমানং ভৃশং হর।

হে অনাদিধন হতস্মর! হে হর! শ্রীরাধিকার বিরহজনিত উদ্দীপ্ত অনলদাহে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি, তোমা বিনা এ অগ্নি নির্ব্বাণের অন্য উপায়ন্তর নাই, এতৎ শ্রবণে স্মেরানন হইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন।

শ্রীশিব উবাচ।—মমাজ্ঞাপয় দেবেশ কিং কর্ত্তব্য মিতোময়া।
ক্রহিতে জগদীশস্য নিরীহস্য পরাত্মনঃ॥ ১৭

হে দেবেশ! পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট জগদীশ্বর তুমি, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে তাহা প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন। যে হেতু অকর্ম্মের কর্ম্ম, নিরীহের চেষ্টা, জগন্নাথের রক্ষা, বল দেখি ইহাতে চমৎকারের বিষয় আর কি আছে?॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।—বিধেহি যতীনাং রূপং মমান্ধকরিপো হর।
যদাস্থায়াভি ভিক্ষিষ্যে ভৈক্ষ্যবস্জিত্তসন্মিতিম্॥ ১৮

শিববাক্য শ্রবণে সহর্ষে ভগবান গৌরীনাথকে কহিলেন। হে অন্ধকরিপো! সম্প্রতি তুমি আমার যোগীরূপ বিধানকর, যেরূপ আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুক ন্যায় আমি শ্রীমতী রাধিকার চিত্তপ্রসাদ ভিক্ষা করিব অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতীর মানের সমতা হইবে॥॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।—আদিষ্টঃ প্রভুনা সপ্তত্ত্বঃ করণোহরঃ।
রৌরবাজিন বাসোভি বিভূতি রুদ্রমালকৈঃ॥
বয়স্যৈরর্চয়ামাস তপস্বিন মনুক্রমম্॥ ১৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, বৎস! জগপ্রভু সর্ব্বযোগেশ্বর। সপ্ততত্ত্বচিত্ত যজ্ঞময় যোগী-স্রাধীশ ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে রুরু চর্ম্ম বসন পরিধাবন করাইয়া বিভূতি ভূষণ ও রুদ্রাক্ষ মালা পরাইয়া প্রকৃত যোগিবেশে সাজাইলেন এবং তৎপশ্চাৎ অনুবর্ত্তী সমবয়স্ক গোপশিশুকে তাহার শিষ্যরূপে তপস্বির বেশ ধারণ করাইলেন॥ ১৯

বিধায় পরমং বেশং স্মর মারোত্মুমানিতম্।
বয়স্যানাঞ্চ সর্ব্বেবাং ক্ষণাদন্তর্হ্ তোভবঃ॥ ২০

হে ঋষে! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইয়া এবং তৎসমবয়স্কগণের পরম মনোহর যোগিবেশ বিধান করত দেবাদিদেব স্মরমার শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সমাদৃতরূপে তদনু-মতি লইয়া দেখিতে দেখিতে সকলের সম্মুখ হইতে ক্ষণমাত্রে অদর্শন হইলেন ॥ ২০

তভো বৃতোর্ভকৈ র্যোগিরূপৈ র্যোগিবরহরিঃ।
অন্তেবাসি গণবৃতো দুর্ব্বাসা ইব চাপরঃ ॥ ২১

অনন্তর সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যোগিবেশে সমাচ্ছন্ন গোপশিশুগণে আবৃত হইয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত মহর্ষি দুর্ব্বাসার ন্যায় পরিশোভিত হইলেন ও দুর্ব্বাসার সহিত তাহার অভেদরূপ সম্পদ প্রকাশিত হইল ॥ ২১

জ্বলন্ ব্রহ্মময়েনারু তেজসানলসন্নিভিঃ।
প্রায়ান্মাল্যস্য গোপস্য বেশ্মতৈঃ পূজিতোঃ হরিঃ ॥ ২২

যোগীন্দ্ররূপধারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় ব্রহ্মময় উরু তেজদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হইলেন। সেই তপস্বি বেশধারী গোপবালকগণ কর্তৃক পরিপূজিত হইয়া শ্রীমতীর শ্বশুর আয়ানের পিতা গোপরাজ মাল্যকের গৃহে গমন করিলেন ॥

ভৈক্ষছদ্ম কৃতায়াতি ভৈক্ষ্যং দেহীতি সোবদৎ।
তস্তিক্ষু নিঃস্বন্ শ্রুত্বা রাধালী জটিলাব্রবীৎ ॥ ২৩

হে মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কপট ভিক্ষুবেশে আপনাকে আচ্ছাদিত করত আয়ানের দ্বারদেশে আগত হইয়া ভিক্ষা দাও এই কথা বলিলেন। আয়ানমাতা জটিলা ভিক্ষাপ্রদান কর, এই ভিক্ষুকে রভিক্ষা প্রার্থনাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকার সখীগণকে কহিলেন ॥ ২৩

প্রতীহারান্তিকে ব্যক্তং ভিক্ষোরশৃণবং রবম্।
আত্তভিক্ষা যাতদাতুং ভিক্ষবেত্তম্বরান্বিতাঃ ॥ ২৪

হে রাধালিগণ! দ্বারদেশে সমাগত ভিক্ষুকের মুখনির্গত ভিক্ষা দাও এই শব্দ শ্রবণ হইতেছে, অতএব তোমরা ভৈক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করত সত্বরা হইয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যাও ॥ ২৪

স্বামিন্যভাষিতাং ভাবা মাকর্ণ্যালিগণ স্বরা।
নির্যযু র্ভৈক্ষ্যমাদায় প্রতীহারস্থ শিক্ষবে ॥
দাতুকামা স্তদাভৈক্ষ্য মক্রবমচ্যুতং স্মৃতাঃ ॥ ২৫

গৃহস্বামিনী কর্ত্রী জটিলার মুখনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধিকার সখীগণেরা সত্বর ভৈক্ষ্যবস্তু লইয়া দ্বারস্থিত ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে গমন করিলেন, এবং অপূর্ব্ব যোগিবেশধারী ভগবানকে দর্শন করিয়া সহর্ষচিত্তে তাঁহারা কহিলেন ॥ ২৫

ভিক্ষামাধেহি ভগবনস্মত্তো ভিক্ষসে তু যৎ ॥ ২৬

হে যোগিবর! প্রণাম করি, আমাদিগের দ্বারা আহৃত ভৈক্ষ্যবস্তু আপনি গ্রহণ করুন, (এতদ্ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন তাহাও বলুন) ॥ ২৬

ভিক্ষুরুবাচ।— নারিত্থমান পতিতো ন চাপেয় জলস্য চ।

মা ভক্তস্য দাম্ভিকস্য নিন্দকস্য তথা নঘাঃ ॥ ২৭

রাধালিগদৈঃ এই বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টমনা হইয়া কপটযোগী এই কথা বলিলেন, হে নিষ্পাপা আলীগণ! আমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়ম অগ্রে শুনিয়া পশ্চাৎ ভিক্ষা দাও। অবিত্তমান পতিকার জলাদিবস্তু পান করি না ও ভগবদ্ভক্তি রহিত দাম্ভিক ব্যক্তির ও কোন দ্রব্য গ্রহণীয় নহে ॥ ২৭

অনর্চ্চিতো হরির্নৈব বিধবাতো ন চস্পৃহে।

ব্রতমেতন্মম পুরাদাদ্গুরুশ্চন্দ্রমৌলিকঃ ॥ ২৮

আর যে ব্যক্তি হরির অর্চ্চনা না করে, এবং পতি পুত্রহীনা বিধবার দত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। পুর্ব্বে আমার গুরু ভগবান্ চন্দ্রচূড় এই নিয়ম-ব্রত রক্ষনার্থে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন সুতরাং তদবধি আমার এই ব্রতধারণ করা হইয়াছে ॥ ২৮

যুয়ং পতিবিহীনাশ্চ সৈরিন্ধ্রো লোক বিশ্রুতাঃ।

যুষ্মত্তো নস্পৃহে ভিক্ষাং নিবেদয়ত কর্ত্তৃণে ॥ ২৯

অতএব তোমরা পরগৃহস্থিতা লোক বিখ্যাত সৈরিন্ধ্রী এবং সকলে পতিবিহীনা হও, সুতরাং তোমাদিগের হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, অভ্যন্তরে গিয়া তোমাদের কর্ত্রীকে মদুক্তা এই কথা তোমরা নিবেদন কর ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ।—তেনোচ্যমানং বচনমেবমাশ্রুত্য তাস্তদা।

ত্বরায়ান্তঃপুরায়াতা মাল্য পত্ন্যৈ ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! ভিক্ষাগ্রহণে অসম্মত যোগিবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন রাধিকার সখীগণেরা দ্রুতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত সমস্ত বৃত্তান্ত জটিলাকে কহিলেন ॥ ৩০

যথাবৃত্তং তদাসর্ব্ব মাদিতো ব্রহ্মবিত্তম।

তন্নিশম্য বচঃক্রূরং জটিলা মৌনমাস্থিতা ॥

ক্ষণং দধ্যৌ বিমনসা সোবাচ বৃষনন্দিনীম্ ॥ ৩১

কপটযোগীর সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আত্মস্থ সেই সমস্ত বিস্তাররূপে সখীগণেরা কহিলে পরে জটিলা সেই সকল ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষণকাল মনে চিন্তা করত স্ববধু বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে বলিলেন ॥ ৩১

জটিলোবাচ।—যাতিভিক্ষুর্বররারোহে নিরাশো যস্য বেশ্মনঃ।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি ॥ ৩২

হে রাধে! যদিস্যাৎ ভিক্ষুক যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া গমন করে। হে বরারোহে! তবে তার শত জন্মের সঞ্চিত পুণ্য সমুদয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ৩২

ভিক্ষুর্যস্য গৃহাদ্যাতি ভগ্নাশোরাজনন্দিনি।
গুরবঃ পিতরঃ সিদ্ধা দেবা অতিথয়োঽমলাঃ॥
নস্পৃশন্তি জলং পুষ্পমন্নং তস্য কদাচন ॥ ৩৩

হে রাজনন্দিনি! ভগ্নাশ হইয়া ভিক্ষুক যাহার ভবন হইতে গমন করে, তাহার গুরুগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ কদাচ তদ্দত্ত পুষ্প, জল ও অন্নাদি স্পর্শ করেন না ॥ ৩৩

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
সদত্ত্বা দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।
তস্মাৎ ত্বমচিরায়াদ্বা ভিক্ষুকে ভিক্ষকং দদ ॥ ৩৪

যাহার গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তৎক্ষণাৎ আত্মকৃত সমুদয় পাপ ঐ গৃহস্থকে প্রদান করত তাহার সমস্ত পুণ্য লইয়া গমন করে। অতএব হে রাধে! তুমি অবিলম্বে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৩৪

রাধোবাচ।—ন চ শক্নোমি সর্ব্বেন সত্মেন যাতু মঞ্জসা।
পদানি ত্রীণি চত্বারি খিন্নাময়গণৈরহম্ ॥ ৩৫

এরূপ শ্বশ্রূবাক্য শ্রবণ করত শ্রীমতী রাধিকা জটিলাকে কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি বারম্বার আমাকে ভিক্ষা দিবার জন্য যাইতে কহিতেছেন, কিন্তু আমি রোগ সমূহে অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছি, সম্যক্ বলপূর্ব্বক যত্ন করিলেও সুখে তিন বা চারি পদ গমন করিতে সক্ষমা নহি ॥ ৩৫

জটিলোবাচ।—পশ্যে দোষং ধিয়া মন্যে নিরাশো যাতি ভিক্ষুকে।
রুষ্টোদহেৎ কুলং রাষ্ট্রং বিপ্রাগ্নি নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৩৬

এতৎশ্রবণে জটিলা পুনর্ব্বার বৃষনন্দিনীকে কহিলেন, হে মাতঃ! হে রাধে! আমি আত্মবুদ্ধিকৃত বিচারসঙ্গত—ভগ্নাশ হইয়া অতিথি গেলে পর যে দোষ জন্মে তাহা দেখিতেছি, বিপ্ররূপ সাক্ষাৎ অগ্নি, তিনি রুষ্ট হইলে কুল ও রাজ্যাদি সকল ভস্মসাৎ করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৬

তুষ্টো রাষ্ট্রস্য বংশস্য বন্ধুনাং সম্পাদো নঘে।
আত্মনশ্চ সপুত্রশ্চ শ্রেয়ঃ স্যাদিতি মেমতি ॥ ৩৭

হে অনর্ঘে! নিষ্পাপা বরমুখি! যদ্যপি অতিথি গৃহস্থের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গমন করেন তবে ঐ গৃহস্বামীর আপনার, পুত্রের, বংশের, সম্পদের এবং রাজৈশ্বর্য্যের আর বন্ধু বান্ধবগণের পরম অমঙ্গল হয়, ইহা আমার বুদ্ধিতে নিশ্চিত অনুমান হইতেছে ॥ ৩৭

রাধোবাচ।—মদাস্যং শুষ্যতে ত্বক্ চ ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
হর্ষরোমাং বেপথুশ্চ জায়তে সন্ততং মম ॥ ৩৮

শাশুড়ী জটিলার মুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে তৎকালে এই কথা বলিলেন, হে মাতঃ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমার মুখ শুকাইতেছে ও গাত্রের ত্বক্ শোষণ হইতেছে আর আমার মনের স্থিরতা নাই সর্ব্বদাই ভ্রম জন্মিতেছে, আর সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ ও কাঁপিতেছে, সংপ্রতি এই এক মহৎপীড়া আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৮

নাহং শক্যাম্যবস্থাতুমম্ব কিং করবানি তে ॥ ৩৯

হে অম্ব! হে মাতঃ! আমি ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না এইক্ষণে কি করি তাহা আমাকে বলুন। (নচেৎ পুনঃ পুনঃ আপনার আজ্ঞা কি হেলন করিতে পারি) ॥ ৩৯

জটিলোবাচ।—গচ্ছদাতুং ভিক্ষবেয়ং শ্রেয়শ্চেৎ চিন্তিতং দ্বয়োঃ।
বিধবায়া ন মে ভিক্ষাং গৃহীষ্যতি কদাচন ॥ ৪০
দেহিত্বং শ্রেয়স্কামায় পত্যুর্ভিক্ষাং বৃষাত্মজে ॥ ৪১

এরূপ শ্রীমতীর আর্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়াও জটিলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, হে, মাতঃ! হে ভানুনন্দিনি! যোগিবর অতিথি আমার হস্তে কদাচ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু আমি বিধবা, অতএব যদি তোমাদিগের উভয়ের কল্যাণ চিন্তা কর তবে তোমার ও তব পতি মৎপুত্র আয়ানের শুভমঙ্গল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত সত্বর গিয়া যোগিবরকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৪০—৪১

ব্রহ্মোবাচ।—তন্নিশম্য বচঃপথ্যং হিতং শ্বশ্রা বচোমুনে।
আত্তভৈক্ষ্যাভ্যয়াদালী বৃন্দান্তর মুপেয়ষী ॥ ৪২

ব্রহ্মা ঋষিবর অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! হে মুনে! শাশুড়ীর মুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধিকা সবস্ত্র ভিক্ষাপাত্র হস্তে কয়ত সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া যোগিবর সন্নিধানে সমুপস্থিতা হইলেন ॥ ৪২

তপস্বিনোন্তিকং রাজনন্দিনী তৈর্ব্বৃত স্যতু।
অদ্রাক্ষীজ্জটিলং শান্তং কুন্দেন্দু সদৃশং রুচা ॥ ৪৩

পূর্ব্বোক্ত যোগিসমূহ পরিবৃত জটিলা যোগিবরান্তিকে গিয়া শ্রীমতী দেখিলেন যে, কুন্দেন্দু সদৃশ ধবলবর্ণ দীপ্তিমান শান্তবিগ্রহ পরম তপস্বী যোগিবর ॥ ৪৩০

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গং চীরাম্বর ধরং পরম্।

রুদ্রাক্ষাস্থি বিরচিতাক্ষমালাঞ্চিত.বাহুকম্॥ ৪৪

সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত, রুরুচর্ম্ম এবং চীরকৌপীন পরিধারী পরমশোভিত এবং রুদ্রাক্ষ অস্থি ও অক্ষমালাধারী অর্থাৎ গলদেশে রুদ্রফলের আটিরমালা, আর জপমালা করতলে ও বাহুদ্বয়ে বিরচিত রুদ্রাক্ষমালা সুশোভিতা ॥ ৪৪

প্রসন্নাস্য সরোজাতং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।

আনাভি দোলিতশ্মশ্রু রাজিচ্ছন্ন কলেবরম্॥ ৪৫

প্রস্ফুটিত শ্বেতশতদলপদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্ন বদনকমল সাক্ষাৎ জলন্ত অগ্নির তুল্য ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান বিগ্রহ। নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত আন্দোলিত লম্বমান শ্মশ্রুরাজিতে সমাচ্ছন্ন কলেবর ॥ ৪৫

জটিলৈ র্বহুভি শ্চৈস্তু বৃতং বীক্ষ্য মুহুর্দ্বিজ।

প্রণত্যা সঙ্গতোবাচ সপর্য্যা বিধানা দৃতা॥ ৪৬

হে দ্বিজবর! সর্ব্বসন্ন্যাসযোগে যোগিবৎ বহুতর আত্মতুল্য বেশ ভূষাধারী শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা পরিবৃত প্রভুকে সন্দর্শন করত শ্রীমতী বৃষনন্দিনী পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, হে যোগিবর! আমি প্রযত্ন সহকারে যথাবিধি আপনার পরিতোষার্থে পূজোপ-যোগ্য ভিক্ষা আনয়ন করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪৬

রাধোবাচ।—গৃহাণেদং মুনিবর মত্তোভিক্ষাং যদীচ্ছসি।

নাহং শক্যা ময়াস্থাতুং ঘূর্ণতীব চ মে মনঃ॥ ৪৭

কপট যোগিবর প্রতি শ্রীমতী রাধিকা বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিবর! যদি আমার হস্তে ভিক্ষা লইতে ইচ্ছা হয় তবে ভিক্ষা আনিয়াছি আপনি সত্বর ভিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার প্রভুক্ত আমার মন অতিশয় ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, এহেতু আমি স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৭

শুষ্যত্যাস্য সরোজাতং স্বঙ্মে দহত্যথোল্বণম্।

কায়ত্তুসংঘসংহর্ষো বেপথুর্মে কলেবরে॥ ৪৮

হে স্বামিন্! আমার বদনারবিন্দ শুষ্ক হইতেছে, গাত্রের চর্ম্ম বিষমজ্বালায় দহিতেছে সমস্ত শরীরের লোম সকল শিহরিয়া উঠিয়াছে এবং সর্ব্ব কলেবর কাঁপিতেছে ॥ ৪৮

ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কোমলং মধুরাক্ষরম্।

হসন্নুবাচ তাং যোগী তামনুজ্ঞাং মধুহা হরিঃ॥ ৪৯

শ্রীরাধিকার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নবযোগিবেশধারী মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সুমধুরস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

তপস্ব্যুবাচ—গিরা মধুরয়া বিদ্বন্ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৫০

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা ঋষে! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকাকে পরিতুষ্টা করিবার নিমিত্ত তপস্বিবর মধুরবাক্যে ভিক্ষাগ্রহণ সূচক এই বাক্য বলিলেন ॥ ৫০

দেয়া ভিক্ষা ত্বয়াবশ্যং যদি মে গোপনন্দিনি।
মদভীপ্সিত ভৈক্ষ্যত্বং দাতু মর্হস্যনিন্দিতে ॥ ৫১

হে বার্ষভানবি! হে গোপনন্দিনি! যদি অবশ্য ভিক্ষা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য হয়, হে নির্দ্দোষে! তবে আমার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদানে তুমি সম্মত হও নচেৎ প্রয়োজন নাই ॥ ৫১

রাধোবাচ—কাবাহং কৃপণা বালাভীপ্সিতং তে কথং বিভো।
দাতুং শক্যে বদগুরো গন্তুং স্বাম্মে যদামুনে ॥ ৫২

কপট যোগিবরের বাক্‌চাতুর্য্যে চমকিতা হইয়া শ্রীমতীরাধিকা তাঁহাকে বলিলেন হে প্রভো! আমি সুদুঃখিনী গোপবালিকা, কি প্রকারে ভবদীয় অভীপ্সিত ভিক্ষা-দানে সক্ষমা হইব। হে মুনে! হে গুরো! তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ৫২

তপস্ব্যুবাচ।—ন মদ্বিধেষ্বযোগ্যেষু ভাবমগ্র্যং প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বজ্ঞানে স্বতপসা শক্যাশক্যমনিন্দিতে ॥ ৫৩

এতৎ রাধাবাক্য শ্রবণানন্তর তপস্বি চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অনিন্দিতরূপা-ভামিনি! আমার তুল্য অযোগ্য পুরুষে যাহা প্রশস্ত দেয় হয়, তাহাই প্রদান কর। তুমি ভিক্ষাদানে অশক্তা কি সশক্তা সে সকল বৃত্তান্ত আমি স্বীয় তপপ্রভাবে জ্ঞাত আছি। অতএব তোমার শক্তি যাহাতে হইবে তাহাই আমি যাচ্ঞা করিব ॥ ৫৩

শক্যশ্চেদ্দেহিমহ্যং তন্নচাশক্যং বৃণোম্যহম্।
এবং বিবিচ্য দেয়ঞ্চেৎ প্রতিজানিহিনান্যথা ॥ ৫৪

যে ভিক্ষা দিতে তোমার শক্তি আছে সেই ভিক্ষাই আমি প্রার্থনা করিব, ইহা বিবেচনা করত অগ্রে প্রতিশ্রুতা হইয়া পশ্চাৎ দাও অন্যথা করিও না, ইহা জানিয়া আমি ভিক্ষা চাহিব ॥ ৫৪

রাধোবাচ।—যদিস্যান্ন্যায়তো মেয়ং যদিশক্যঞ্চ তদ্ভবেৎ।
ধর্ম্মমার্গজ্ঞহং মহাভাগ দদানীতি প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৫৫

কপট ভিক্ষুকের চাতুর্য্যগর্ভ বাক্য শ্রবণে শ্রীমতীরাধিকা সচকিতা হইয়া কহিলেন। হে মহাত্মনে! হে ধর্ম্মসংস্থাপক যোগিবর! যদি ন্যায়পূর্ব্বক ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন,

যাহা দিবার ক্ষমতা আমার থাকে এবং ধর্ম্মেতে বিরুদ্ধ না হয়, তবে আমি শিব প্রতিশ্রুতা হইয়া এই অঙ্গীকার করিলাম ॥ ৫৬

ময়াতে পুবতো যোগিন্ নমস্তে পাহিমাং বিভো ॥ ৫৬

হে যোগিন্ ! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! হে বিভো ! তোমাকে আমি নমস্কার করি, এই ধর্ম্ম সঙ্কটে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন, অকপটে তোমার সাক্ষাতে প্রতিশ্রুতা হইলাম। এতৎ শ্রবণে তপস্বিবর বলিলেন ॥ ৫৬

তপস্ব্যুবাচ ।—নাদেয়ং বর্ত্ততেকিঞ্চিদ্দাতুর্লোকে বরাননে ।
অভিতোঽর্থিগণেদেয়া অপিপ্রাণা দিদিৎসুনা ॥ ৫৭

হে বরাননে ! দাতা ব্যক্তির অদেয় ত্রিলোকীতলে কিছুমাত্র নাই । সর্ব্বতঃ প্রকারে আসন্ন অর্থিগণ প্রতি দয়াবান্ দাতারা স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত ও প্রদান করিয়া থাকেন। (দানশীল ব্যক্তির এই চির প্রথা আছে) ॥ ৫৭

তদ্বৃণোম্য নবদ্যাঙ্গি কৃতং বৈশসমুধণম্ ।
কৃষ্ণেন তে যদভবন্নিশিকুঞ্জে পুরা তু তৎ ॥ ৫৮

কপট যোগিরূপ গোবিন্দ শ্রীমতী রাধিকাকে সত্যাঙ্গীকার করাইয়া কহিতেছেন। হে অনবদ্যাঙ্গি ! আমি তোমার স্থানে এই ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি যে তুমি পূর্ব্বে নিশি যোগে নিকুঞ্জকাননে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয় কলহ দ্বারা উৎণক্রোধে ক্রোধিতা হইয়া যে মান করিয়াছিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-মরণেচ্ছা করিতেছেন ; তন্নিমিত্ত আমি তব সন্নিধানে ভিক্ষাছলে সমুপস্থিত হইতেছি ; এক্ষণে তুমি আমাকে সেই মান ভিক্ষা দাও ॥ ৫৮

ব্রহ্মোবাচ ।—ইতিরীতাং গিরং তেন নিশম্যাধো মুখীশুচা ।
মুমোচাসুখজংবারি লীলামনুজরূপিণী ॥ ৫৯

জগদ্ধাতা প্রজাপতি অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস অঙ্গিরা ! যোগিবরের মুখনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করত লীলামানুষ দেহধারিণী শ্রীমতীরাধিকা শোক পরীতাঙ্গী হইয়া অধোমুখী হইলেন এবং অসুখ সূচক জলধারা তাঁহার নয়নযুগলে বহিতে লাগিল ॥ ৫৯

বাস্পগদগদয়া বাচোবাচতাযোগিনং তদা ।
ধনঃবাসাংসি ভোজ্যানি গ্রামরত্ন হয়াং স্তথা ॥
দেয়ানিতে মহাভাগ গৃহাণ পাহিমাং বিভো ॥ ৬০

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদস্বরে বৃষভানুনন্দিনী তখন যোগিবরকে এই কথা বলিলেন। হে যোগিবর ! ও সকল কথায় আপনার কাজ কি ? হে মহাভাগ ! হে

বিভো! একণে আপনি রত্নধন বস্ত্রাদি ও হয় হস্তী গ্রাম নগর ও বসনাদি দ্রব্যজাতের মধ্যে আপনার যাহা গ্রহণের ইচ্ছা হয় তাহাই গ্রহণ করত আমাকে রক্ষা করুন্॥ ৬০

তপস্ব্যুবাচ।—অঙ্গীকৃত্য নচেদ্দেয়ং ত্বয়ামে গোপনন্দিনি।
কিং মে ধনাদিকান্ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি করোমি কিম্॥ ৬১

শ্রীমতীর বাক্য শ্রবণান্তর যোগিবর তাঁহাকে বলিলেন। হে মানময়ি গোপনন্দিনী! আমার গ্রাম রত্ন ধনাদি বা বস্ত্র যান বাহনে প্রয়োজন কি? হে অনবদ্যাঙ্গি! অঙ্গীকার করিয়া আমার অভিলষিত বস্তু যদি প্রদান না কর, তবে আমি তোমার কি করিব?॥ ৬১

অঙ্গীকৃত্যার্থি মুখ্যেভ্যো ন দদাতি প্রতিশ্রুতম্।
পুরুষৈঃ পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং নিরয়ে তস্য সংস্থিতিঃ॥ ৬২

প্রতিশ্রুত হইয়া অতিথিবর সকলকে যদি অঙ্গীকৃত বস্তু কেহ না দেয়, তবে আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত ও পিতৃ পিতামহাদিগণের সহিত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব যন্ত্রণাকর ঘোরতর নরকালয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করে॥ ৬২

শ্রীরাধিকোবাচ।—বৈশসেন ভবেৎ কিন্তে প্রসীদানুগৃহাণ মাং।
প্রতিগৃহ্ণধনং বাসোরত্নানি পাহিমাং গুরো॥ ৬৩

কপট তপস্বী যোগিবরের কুহকযুক্ত কটুবাক্য শ্রবণ করত বিনয়পূর্ব্বক শ্রীমতী কহিলেন। হে গুরো! তুমি গুরু, অদ্য আমাদিগের গৃহে অতিথি, কৃষ্ণের প্রতি আমি মানিনী হইয়াছি তোমার সেই মান ভিক্ষায় কি লাভ তাহা বল? একণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধন রত্ন বস্ত্রাদি গ্রহণ করত আমাকে রক্ষা করুন্॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীরিত মাকর্ণ্য বচস্তস্যা অধোক্ষজঃ।
গমনায় মতিংদধে তদা স যোগিনাং বরঃ॥ ৬৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিছেন। হে বৎস! কপটযোগী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বদন কমলোদ্ভুত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য ভিক্ষা কিছুই লইতে ইচ্ছুক না হইয়া তখন বৈমুখ্যতচারণ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ৬৪

তং নিশ্চিত মতিং বীক্ষ্য গমনায় তপস্বিনম্।
দদানীতি বচঃপ্রাহ স্মরন্তী জলজাননা॥ ৬৫

ম্লানবদনে গমন করিতে উদ্যত যোগিবরকে দৃঢ় নিশ্চিত মতি অবলোকন করত প্রফুল্ল সরোজবদনা শ্রীমতী রাধিকা ঈষৎহাস্যমুখী হইয়া কহিলেন। হে যোগিবর! আর প্রতি গমন করিবেন না, আমি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে মান করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য তোমাকে ভিক্ষা দিলাম॥ ৬৫

প্রাপ্তভিক্ষো মধুরিপুঃ কৃতকৃত্যাইরাস্তবং।

প্রায়াচ্চ ভানুজাকচ্ছং তয়া চ সঙ্গতোহহরিঃ॥ ৬৬

অনন্তর অভিলষিত ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মধুসূদন কৃতকৃত্য হইয়া তখন যোগিরূপ সংহরণপূর্ব্বক স্বরূপ ধারণ করত শ্রীরাধিকার সহিত কলিন্দনন্দিনীতীরে নিকুঞ্জকাননে অভিগমন করিলেন॥ ৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয়ে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে

রাধাপ্রসাদনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ॥ ২৩

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে ব্রহ্মসপ্তঋষি-সংবাদে রাধানাম

প্রাসাদন নামে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৭

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দাত্মজেন রাধায়া রহোবস্থানতোমুনে।

সহালাপাৎ সহাবেশাদনুরাগাৎ পরস্পরম্॥ ১

জগৎস্রষ্টা জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! এইরূপে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা গোপন স্থানে সহবাস এবং যমুনাকচ্ছে আলাপনও রতিক্রীড়া আর পরস্পর উভয়ের লীলানুরাগ ও রসাবেশ জন্য সুপুণ্য গোকুলবাসীজনেরা পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিলেন॥ ১

গোপাগোপ্যো নাগরাশ্চ পৌরা অপি মিথোব্রুবন্।

পত্ন্যায়ানস্য সংবেশো বাচ্যতাং যাতিমে মতৌ॥ ২

গোকুলনগরবাসী গোপগণ ও গোপীগণ এবং পুরবাসী ও প্রতিবাসিগণ এক এক মুখে মিলিত হইয়া পরস্পর সকলে আয়ানজায়া রাধার সহিত যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিলক্ষণ প্রীতিনিবন্ধ হইয়াছে এই কথা লইয়া মহান্ জনরব করিতে লাগিলেন (কিন্তু কেহই স্পষ্টাক্ষরে কহিতে সাহস পাইতেছে না, সকলেই বলে আঃ সর্ব্বনাশ, একি বলিবার কথা—দেখো যেন প্রকাশ করো না। পাছে যশোদা ও গোপরাজ শুনিতে পান) কিন্তু প্রকাশ করিয়া না বলুক—ফলে সকলেরি বুদ্ধিতে অনুমান হইয়াছে যে এ কথাতো গোপন থাকিবার বিষয় নহে॥ ২

মিথোবভাষণং সখ্যো রাগ দোষায় কল্পতে।

বীথ্যাংবীথ্যাং বনে গোষ্ঠে ভানুজাপুলিনেষু চ॥ ৩

অনন্তর দিন রাধাকৃষ্ণের দোষাবহা প্রণয়াসক্তির কথা ক্রমে ঘাটে মাঠে বাটে গোঠে বনে বনে ও যমুনাপুলিনে চরে চাতরে পরস্পর সকলের সহিত দেখা হইলে সকলেই পরস্পর কহিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩

আগারে পথিপৌরাশ্চ নাগরাশ্চ সুহৃজ্জনাঃ।
মিথোরহো ব্রুবন্ত্যেব দোষং বর্ষণজং জনাঃ ॥ ৪

যদি আপন বাটীতে বসিয়া থাকে তথাপি ঐ কথা কহে, এবং পথে গমন কালে নগরবাসী ও পুরবাসী সুহৃদগণ পরস্পর মিলিত হইলেই গোপনভাবে লোক সকল ঐ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিল ॥ ৪

কৃষ্ণেন নন্দগোপস্য রাধায়াঃ সূনুনা মুনে।
মন্যমানারহঃ কেলিমেব মাহুঃ পরস্পরম্ ॥ ৫

অনন্তর সকলে নিশ্চয় অবধারণা করিয়া কহিতে লাগিল যে গোপরাজ নন্দের পুত্রের সহিত আয়ানভার্য্যা বৃষভানুনন্দিনীর গোপনে নিত্য রতিরঙ্গ হইয়া থাকে, ইহা আমরা নিঃসংশয় কহিতে পারি ॥ ৫

অন্যাহসখি মে ভাতি মনস্যেবং ন সংশয়ঃ।
এবং ব্রুবন্ত্যোহনুদিনং শঙ্কমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৬

অন্যান্য গোপীগণেরা একত্র মিলিত হইলে পরস্পর সম্বোধন করিয়া থাকে, হে সখি! তুমি যা বল কিন্তু তাহাদিগের চলন বচন ভাবভঙ্গিতে আমার মনে নিঃসংশয় অবধারণা হইয়াছে যে এ কথা সত্য, কখনো অসত্য ঘটনা নহে। এইরূপ অনুমান করত সকলেই পরস্পর প্রতিদিন কহিতে লাগিল ॥ ৬

বাদোবাচ্যো মহাংস্তত্র প্রাবিরাসীদ্দ্বিজর্ষভাঃ।
তৎশ্রুত্বা ম্লানপাথোজ বদনাহ হরিংরহঃ ॥ ৭

হে দ্বিজর্ষভেরা। এইরূপে ব্রজমণ্ডলে ঘরে ঘরে শ্রীমতী রাধিকার মহান্ অপবাদ উপস্থিত হইল। প্রথমে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছিল, কেহ কেহ রাধাকে সতী জানিয়া বড় বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ক্রমে জনরব-প্রচুরতা হেতু প্রায়ই অনুমান সিদ্ধ হইতে লাগিল পরস্পর জননিকরের অধরচ্যুত আত্মকলঙ্ক ঘোষণা শ্রবণে লজ্জাভয়ে শ্রীমতীর মুখপদ্ম মলিন হইয়া গেল। কোন একদিন গোপন স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীমতী কহিতে লাগিলেন ॥ ৭

নাববাচ্যঃ বচঃ সর্ব্বৈর্নাথাহিতগণামিথঃ।
ব্রুবন্ত্যোনুচরন্ত্যেব সন্ততং পশ্য সঃ প্রভো ॥ ৮

হে নাথ! হে প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ! হে প্রভো! (আমিতো আর

গোকুলে বদন তুলিতে পারি না।) পরস্পর গোপগোপী সকলেই আমাকে কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ দিতেছে (যাহারা আমার প্রতিপক্ষ তাঁহারা ঐ পক্ষে সপক্ষ হইয়া আমার পক্ষে কলঙ্ক লক্ষ্য করিয়া কক্ক বাজাইয়া বেড়াইতেছে।) হায় ! অবশেষে আমার কপালে কি তোমা হইতে এই ঘটনা হইল ॥ ৮

বরং হলাহলং পেয়ং মৃত্যুর্বোদ্বন্ধতো বরম্।
বরং শস্ত্র প্রহারেণ ত্যাগোস্বনা মধোক্ষজ ॥ ৯

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! (কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ধারণাপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠকর। আমি আর সহ্য করিতে পারি না) হে প্রভো ! আমার হলাহল পান করিয়া বা উদ্বন্ধনে অথবা গলদেশে ছুরিকা প্রদানে মৃত্যুপথে গমন করাই মঙ্গল ॥ ৯

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তে রম্বর্গ্যাদ্বাবদূত্তম।
যশোজীবঃ প্রজীবেত মৃতোঽপি লোকরাগতঃ ॥ ১০

হে যদুবংশতিলক ; হে প্রাণেশ। অস্বর্গ এবং অযশস্কর ঘোষণা যাহার হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃত। আর যাহার যশকীর্ত্তি বিস্তীর্ণ হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ও জীবিত থাকে ॥ ১০

অমৃতোমৃত্যুনভ্যেতি তস্যাকীর্ত্তিঃ প্রগীয়তে।
এবং গতে নশক্নোমি ক্ষণং জীবিত ধারণে ॥ ১১

হে মধুসূদন ! লোকে যাহার অপযশ গান করে সে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলেও মরা, অতএব হে নাথ ! আমি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া এখনও জীবন ধারণ করিতে সক্ষমা হইতেছি না॥ ১১

ত্যাজ্যাঃ প্রাণা ম্মসহমে কুৎসিতাবাদতোবরং।
নাম্বপ্যহং প্রপশ্যামি ফলং জীবিত ধারণে ॥ ১২

হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমার প্রাণ সকল অবশ্য ত্যাগোপযোগ্য হইয়াছে, যেহেতু কুৎসিত অপবাদ হইতে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ হয়। হে নাথ ! অণুমাত্র ও আমার জীবন ধারণের ফল আমি দেখিতেছি না॥ ১২

অদ্রিসারেণ লৌহেন ধাত্রাকৃত মিদং ধ্রুবন্।
হৃদয়ং যন্নদীর্য্যেতে শতধা লোকগর্হিতম্ ॥ ১৩

হে ! গোবিন্দ। আমি নিশ্চই এই অবধারণা করিলাম যে বিধাতাকর্ত্তৃক পাষাণ সার লৌহ দ্বারা আমার হৃদয় বিনির্ম্মিত হইয়াছে, নচেৎ সর্ব্বলোকের নিকট অপবাদিত হইয়াও শতভাগে বিদীর্ণ হইয়া না গেল কেন ? ॥ ১৩

বাতা সবোয়ৌ তোয়ে বা যদি মে প্রিয়মিচ্ছথ।
নবোক্ত্য আত্মসংস্থানে হৃদয়েমে প্রয়োজনম্ ॥ ১৪

রে আমার প্রাণ সকল! যদি আমার প্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অথবা জলরাশিমধ্যে অবস্থান না কর কেন? এই কলঙ্কিনীর কুৎসিত হৃদয়ে তোমাদিগের বাস করিবার প্রয়োজন কি?॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ।—এবং শোক পরীতা ব্রুবতীং যদুনন্দনঃ।
ক্রোধ বাষ্পৌঘসংপূর্ণে ক্ষণমাহ জনার্দ্দনঃ॥ ১৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে তাত! এরূপ শোকে পুরিতকলেবরা, মহাক্রোধে বিস্ফুরিতাধরা এবং অশ্রুজলে পরিপূর্ণনয়না হইয়া এই কথা বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তখন জনার্দ্দন যদুকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত বাক্যে কহিলেন॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ।—সান্ত্বয়ন শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রঞ্জয়ন্ স্বান্ত মোজসা॥ ১৫

এবং রাধার চিত্তরঞ্জনার্থ সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে ভগবান এই কথা বলিলেন। অর্থাৎ যাহাতে শ্রীমতীর চিত্তপ্রসাদ গুণে সম্পন্ন হয়॥ ১৬

নভেতব্যং নভেতব্যং ময়িজীবতি তে প্রিয়ে।
অপনেষ্যে বাচ্যতাং তে পৌরজানপদৈঃ কৃতাম্॥ ১৭

হে ভীরু! হে প্রিয়ে রাধে! তুমি ভয় করো না—ভয় করো না। আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? পুরবাসি জনগণকর্ত্তৃক এতন্নগরে যে তোমার অপবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা আমি অপনয়ন কবিব। অর্থাৎ তোমাকে এই ব্রজমণ্ডলে আমি নিষ্কলঙ্কিনী করিব॥ ১৭

তাংতেষু প্রতিপক্ষ্যাথাবাচ্যতা মহমোজসা।
পুরস্তে প্রতিজানামি সত্য মেতন্নচান্যথা।
সুস্থস্বান্তক্ষণং পশ্য নমৃষা তে বদাম্যহম্॥ ১৮

হে বরমুনি! তোমরা প্রতিপক্ষগণেরা তোমাকে অসতী বলিয়া যে অপবাদ দিতেছে সেই অপবাদে তাহাদিগকে অপবাদিনী করিব, ইহা তোমার সাক্ষাতে সত্য কহিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি ক্ষণকাল সুস্থমনে থাকহ, অতি সত্বর দেখিবে আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।—এবমাসান্ত্ব্য তাং বাচা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
নিশাবসানে নন্দস্যাগমদালয়মুত্তমম্॥ ১৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিতেছেন, হে বৎস! এইরূপ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাকে আশ্বাস দিয়া ভগবান সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যামিনীর অবসানে নিকুঞ্জকানন হইতে নন্দালয়ে গমন করিলেন॥ ১৯

মায়য়া নন্দতনয় মামস্রৈ গতচেতনম্।
অলসং মুঢ়সংজ্ঞানং কম্পাচ্ছন্ন শিরোরুজা॥ ২০

হে মুনে! অনন্তর নন্দনন্দন বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্বীয় মায়া বিস্তার করত কপট রোগ যন্ত্রণাচ্ছলে শয্যাতলে শ্রীমতী যশোদার কোলে শায়িত হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন, কফাচ্ছন্নকলেবর দুঃসহ শিরবেদনাতে অজ্ঞান প্রায় সংজ্ঞা রহিত সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল॥ ১০

রচয়িত্বা বহিরঙ্গাম্মহামায়ে মহাময়াঃ।

ব্যুষ্টায়াং নন্দগোপস্য তস্য তস্যাং গৃহেশ্বরী॥ ২১

আহুয় তনয়ং কৃষ্ণং নবনীত মিদং পিব॥ ২২

মহামায়ী মহাকীর্ত্তি ভগবান্ গোবিন্দ এইরূপ আত্মশরীরে কপট রোগের রচনা করিয়া, সেই রাত্রি প্রভাতে বাহিরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রজরাজ নন্দ ও তন্মহিষী কৃষ্ণমাতা যশোদা, কৃষ্ণকে অজ্ঞানবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া ডাকিতে লাগিলেন। রে কৃষ্ণ! রে বৎস! তুমি এমন কেন হইলে, হে তাত! বেলা যে অধিক হইল, আমি এই নবনীত আনিয়াছি ভোজন কর॥ ২১—২২

যশোদোবাচ।—এহিবৎস্য পিবৈভিস্ত্বং গোপার্ভৈর্মুদিতাত্মবান্।

উত্থায়মৎ স্বাস্ত মাশু নন্দয়ন্মধুরাক্ষরৈঃ॥ ২৩

যশোদা কহিলেন, রে কৃষ্ণ! এই সকল তোমার সঙ্গী গোপবালকগণ আসিয়াছে, প্রসন্নচিত্ত হইয়া ইহাদিগের সহিত দধি দুগ্ধ ক্ষীর সরাদি তুমি ভক্ষণ কর। বৎস! ওঠ ওঠ, আমি তোমার যশোদা জননী বারম্বার ডাকিতেছি, একবার ও বিধুবদনে সুমধুরস্বরে মা বলিয়া ডাক শুনিয়া আমার হৃদয় সুশীতল হউক্॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ।—অন্বয়া থুনমানোপি মুহুনোবাচ কিঞ্চন্।

তীব্ররুগিবতা মন্যা বিসংজ্ঞইবচাভবৎ॥ ২৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে মুনে! মাতা যশোদা পুনঃ পুনঃ যত ডাকিতেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র কৃষ্ণ তাহার উত্তর করেন না, যেন অতিশয় রোগের যন্ত্রণাতে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে যশোদাদেবী মহাভয়ে ভীতা ও অচৈতন্যপ্রায় হইলেন॥ ২৪

নাঙ্গান্যচীচলয়ন্দ নন্দনো বহুরূপকঃ।

মহামায়াবিনো মায়াবগন্তুং মনুজৈন কিম্॥ ২৫

শক্যাবরাকৈ বিদ্বন্ বাপ্যান্নমেধা তপোবলৈঃ॥

বিদ্বন্! ভগবান্ নন্দন বহুরূপধারী একেবারে তাঁহার শরীরে স্পন্দন রহিত হইল। মহামায়াবীর মায়া অল্প প্রাণ অল্প সত্ত্ব অল্পবুদ্ধি তুচ্ছ মনুষ্য-লোকে কি বুঝিতে সক্ষম? তপোবল সম্ভূত জ্ঞাননিষ্ঠ সুধীগণেরও দুরবগম্য হয়॥ ২৫-২৬

যন্মায়া মোহিতা আসন্নন্মুখা স্ত্রিদিবৌকসঃ।
তং তথাভূত মাজ্ঞায় যশোদানন্দ গেহিনী ॥
হাহাকারং চকরোচ্চৈঃ কিমেতদিতিবিহ্বলা ॥ ২৭

হে মুনিবর! সমস্ত দেবগণ যাঁহার মায়াতে নিরন্তর মোহশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। নন্দমহিলা যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত অবস্থা দেখিয়া শোকে বিহ্বলচিত্তা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার শব্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হা! আজ আমার কি দশা ঘটিল, হায়! কি হবে? কৃষ্ণ আমার কেন এমন হইল ॥ ২৭

হাহাকৃষ্ণ জগন্নাথ হাদীন প্রাণবল্লভ।
বিপদার্ণব সংমগ্নাং মাস্মাকুরুজগৎপতে ॥ ২৮

শ্রীকৃষ্ণকে রোগে অবসন্ন দেখিয়া শ্রীমতী যশোদা রাণী খেদযুক্তচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, হা শ্রীকৃষ্ণ! হা জগৎপালক জগন্নাথ! হা দীনজন প্রাণবল্লভ গোবিন্দ! হে জগৎপতে! আমি বিপদসাগরে মগ্না হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি আমাকে রক্ষা কর, হে প্রভো! আমাকে বিপদার্ণবে মগ্না করিও না ॥ ২৮

ইত্যার্ত্তরবমাশ্রুত্য ত্বরাঃ সর্ব্বব্রজাঙ্গনাঃ।
প্রভাবতী গুণবতী চন্দ্রমালা চ রোহিণী ॥ ২৯

এইরূপ যশোদার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত প্রভাবতী, গুণবতী, চন্দ্রমালা ও রোহিণী প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিবাসিনী ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে ত্বরাপরা ব্যস্তসমস্তা হইয়া যশোদার ভবনে সমাগতা হইলেন ॥ ২৯

নন্দোপনন্দ ভদ্রাস্তা গোপালাঃ শতশোঽপরে।
পৌরজন পদাভৃত্যা বণিজো বান্ধবাঃ পরে ॥ ৩০

অপর নন্দ, উপনন্দ, নন্দভদ্র প্রভৃতি যাবতীয় গোপ ও গোয়ালাগণ, এবং পুরবাসী, জনপদবাসী, বন্ধুবান্ধব দাসগণ ও বণিক বৃত্ত্যুপজীবী সদাগরগণ সকলেই সত্বরে নন্দমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

প্রক্ষমাম্বর ভূষাস্রক্ শিরোজা হ্রুক্রমুমুলে।
তে পশুশ্চ তমাসীনং বিসংজ্ঞং মুদ্রিতেক্ষণম্ ॥ ৩১

অপরাপর নন্দের বশবর্ত্তী সকল অতিবেগ গমন আগমন করিলেন, সকলেরই শ্রমবারিতে ক্লিন্নশরীর, ক্লিন্নবস্ত্র, ক্লিন্নমাল্য, ক্লিন্নকেশ বেশভূষণাদি। হে মুনিবর অম্বিকা! তাঁহারা আসিয়া যশোদার কোলে সংজ্ঞা রহিত মুদ্রিতচক্ষু অভিভূত প্রায় শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন দেখিলেন ॥ ৩১

বাগ্‌বীনং ম্লানপাথোজ বরাস্যং নিঃস্বনং তদা।
প্রেক্ষ্যস্তেতা গোপনার্য্যোগোপাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপঙ্কজ মলিন হইয়াছে পূর্ব্বের সে শোভা নাই, নিঃশব্দ কোন বাক্যই কহিতে সামর্থ্য নাই এতদ্ভূত অবস্থায় অবস্থিত নন্দনন্দনকে অবলোকন করত শত শত সহস্র সহস্র গোপগোপীগণ সকলেই মহাত্রাসে বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৩২

কিমেত তে সর্ব্বে বিহ্বলাশ্চ ইতঃস্তত।
বভ্রমুঃ সর্ব্বতোভীতা বিলীনাভ্রান্তমানসাঃ॥ ৩৩

বিহ্বলচিত্ত হইয়া সকলে কহিলেন, একি? অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল ভ্রান্তমানস মলিনমুখ হইয়া সর্ব্বোতভাবে ভীতিপ্রযুক্ত সর্ব্বজনে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। হা! এক্ষণে ইহার কি উপায় করা যায়? ৩৩

তেষেকো গোপবর্গেষু বৃদ্ধো গুণগণৈর্যুতঃ।
বুদ্ধিমান্নাতিনিপুণো মেধাবী প্রাজ্ঞসম্মতঃ॥ ৩৪

তন্মধ্যে গুণসমূহশালী নন্দভদ্র নামে প্রাচীন কোন এক গোপ অতি বুদ্ধিমান, নীতিকুশল, পণ্ডিতদিগের সম্মত পুরুষ, ধৈর্য্যশালী মহামেধাবী হয়েন॥ ৩৪

নন্দভদ্রোবাচ।—সর্ব্বান্ গোপান্ সমাভাষ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥৩৫

ঐ নন্দভদ্র সমস্ত সম্ভ্রান্ত গোপগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রাপ্তকালসম্মত এই বাক্য কহিলেন। অর্থাৎ (আমি যাহা বলি তোমরা স্থিরমনা হইয়া সকলে শ্রবণ কর)॥ ৩৫

নন্দনন্দ মহাবাহো উপনন্দ প্রনন্দক।
হিতং পথ্যং বচস্তথ্যমিদং মত্তো নিবোধত॥ ৩৬

হে মহাবাহু নন্দ! হে উপনন্দ! হে প্রনন্দ! আমি হিতজন, যাবৎ পথ্যবাক্য যাহা বলি, তাহা আমার নিকটে তোমরা শ্রবণ কর॥ ৩৬

আনার্য্য ব্রাহ্মণান্ শান্তাম্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
শ্রেয়সেহর্ভস্য বঃ ক্ষিপ্রং মহৎস্বস্ত্যয়নার্চ্চনম্।
কার্য্যতামবিশঙ্কেন চেতসা নান্যগামিনা॥ ৩৭

হে ব্রজরাজ! বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রের পারদর্শী শান্তিকুশল সুশান্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত সন্তানের কল্যাণ কামনায় সংশয়রহিত অনন্যমনা হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগের দ্বারা দেবতার্চ্চনাদি মহৎ স্বস্ত্যয়ন করাও॥ ৩৭

আয়ুর্ব্বেদবিদো বৈদ্যানানায্য সুপ্রযোজিতম্।
প্রাণাদ্য ভেষজাং মুখ্যং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরম্।
আসেবয়িত্বা বালেন শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অপর আয়ুর্ব্বেদবিৎ বিচক্ষণ ভৈষজ্যকুশল বৈদ্যগণকে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত কর এবং সর্ব্বাবয়ব সুন্দর নামে প্রধান ঔষধ আনাইয়া পান করাও, সেই প্রধান ঔষধ সেবন করিলে তব বালক শীঘ্র আরোগ্য হইবে চিন্তা নাই ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তথ্যং বচো নন্দো নিশম্যর্ভেহিতং পরম।

আনার্য্য ব্রাহ্মণান্ শান্তাংস্তপোবিদ্যাগুণান্বিতান্ ॥ ৩৯

কারয়ামাস বালস্য শ্রেয়সে দেবতার্চ্চনম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! নন্দভদ্রমুখ ঈরিত তথ্য এবং পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ তৎক্ষণাৎ তপস্যা ও বিদ্যাগুণসম্পন্ন শান্ত বিগ্রহ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করত পুত্রের কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯—৪০

মার্গমাণাস্ত্বরাযুক্তা দৌত্যকর্ম্মবিশারদাঃ।

সদঃ সুরাজমার্গেষু গোষ্ঠেষু পবনেষু চ ॥ ৪১

অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ, দ্রুতগমনশীল দৌত্যকর্ম্মকুশল শত শত ত্বরাযুক্ত দূতকে বৈদ্যান্বেষণার্থ রাজাদিগের সভায় সভায়, এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে, বনোপবনে অপর নগরের রাজমার্গে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪১

নদীকচ্ছেষু পুণ্যেষু পুণ্যোদায়তনেষু চ।

নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু দেশে জনপদেষু চ ॥ ৪২

এবং সুপুণ্য নদীতীরে, পুণ্যায়তন তীর্থস্থানে ও নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে দেশে দেশে আর সমস্ত জনপদের অর্থাৎ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস এমন প্রধান প্রধান গ্রামে ॥ ৪২

মুনীনাং বেদবেদাঙ্গবিদুষামাশ্রমেষু চ।

অন্বেষমাণা বৈদ্যং কং নাবিন্দন্নন্দচোদিতাঃ ॥ ৪৩

বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রবিৎ মহামুনিদিগের আশ্রমে নন্দপ্রেরিত দূতগণেরা অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানেই কোন এক বৈদ্যকে প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৪৩

ততো নন্দলয়াভ্যাসে ভ্রমন্তং সূর্য্যবর্চ্চসম্।

অতি প্রগল্ভবদনং প্রসন্নাজারুণেক্ষণম্।

পুস্তকং ভেষজঞ্চৈব দধানমৌষধং বহু ॥ ৪২

অকৃতকার্য্য দূতনিকর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নন্দালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন। যখন নন্দালয়ের সন্নিধানে আগত হইলেন, তখন একজন বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, অতি বিচক্ষণ প্রফুল্লপদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বদন ও সুপ্রসন্ন অরুণবর্ণ পদ্মদলের ন্যায় চক্ষু, নানাবিধ বৈদ্যপুস্তকধারী এবং বহুবিধ ঔষধ পেটিকা সমভিব্যাহারে আছে ॥ ৪৪

বৈদ্যোবাচ।—প্রেক্ষ্যতস্তে তদোচুশ্চ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি॥ ৪৫

তাহাকে দেখিয়া দূতগণেরা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পান্থ! আপনি কে? কি নিমিত্ত এস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন পরিচয় জিজ্ঞাসু দূতদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজ উত্তর করিলেন॥ ৪৫

বিদ্ধিং মাং বৈদ্যরাজেতি রুগ্রিপু তচ্চিকিৎসকম্।
প্রার্থয়ানাময়যুক্তং নরং নরবরং সদা॥ ৪৬

ভো! ভো! দূতবরেরা! আমি রোগ সকলের নিহন্তা চিকিৎসক আমার নাম বৈদ্যরাজ, রোগযুক্ত নর ও নটবর রাজ সকলকে প্রার্থনা করি এবং তাঁহারও সর্ব্বদা আমাকে আনিতে প্রার্থনা করেন। অতএব আমাকে সর্ব্বরোগের নিদানজ্ঞাতা বলিয়া জানিও॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি তস্য বচঃশ্রুত্বা তে দূতা হৃষ্টরূপবৎ।
তমাহুর্বৈদ্যরাজানং গচ্ছ নন্দাকান্তিকং প্রভো॥ ৪৭

জগৎ পিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজের মুখে এই সবৃত্তান্ত বচন শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া আনন্দরূপবান বৈদ্যরাজকে কহিলেন। ভো বৈদ্যরাজ! যদি আপনি বৈদ্যরাজ তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদিগের সহিত গোপরাজ নন্দের নিকট আগমন করুন॥ ৪৭

যদি তে বর্ত্ততেশক্তিরাময়ানাং চিকিৎসনে।
দর্শয়াম আময়িনং নন্দগোপাত্মজং প্রভো॥ ৪৮

যদিস্যাৎ আপনি বৈদ্যরাজ এবং রোগসমূহের নিবারণার্থে চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা থাকে, হে বৈদ্যরাজ! তবে আমাদিগের পালয়িতা নন্দগোপের একটী পুত্র রোগযুক্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করাইব॥ ৪৮

এহ্যস্মাভিঃ সমেতস্ত্বং ধনং ভূরি সমাপ্স্যসি॥ ৪৯

মহাশয়! আমাদের সহিত আগমন করুন্। আপনার বিফল শ্রম হইবে না। আরোগ্য করিতে পারিলে গোপরাজের নিকট আপনার প্রভূত ধনলাভ হইতে পারিবে॥ ৪৯

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সময়াত্তৈর্মুদান্বিতঃ।
প্রাবিশদ্গোপরাজস্য পুরং ছদ্মভিষগ্বরঃ॥ ৫০

দূতগণের মুখে আময়িসংবাদ প্রাপ্তে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া কপট চিকিৎসা বৈদ্যরাজ তাহাদিগের সহিত গমন করত গোপরাজ নন্দের ভবনে প্রবেশ করিলেন॥ ৫০

তমাজ্ঞায় সমায়াতং গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
আনর্চ্চুর্মধুপর্কাদ্যৈঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ৫১

সেই বৈদ্যরাজ নন্দালয়ে আগমন করিলেন, ইহা দর্শন করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণেরা পাদ্যার্ঘ্য মধুপর্কাদি প্রদান পুরঃসর প্রণিপাতপূর্ব্বক যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন॥ ৫১

কৃতাতিথ্যঃ সূপবিষ্টং বিশ্রান্তমুপলভ্য চ।
কৃতাঞ্জলিরথোবাচ ছদ্মবৈদ্যমথাদৃতঃ॥ ৫২

নন্দকর্ত্তৃক উচিত সৎকৃত হইয়া বৈদ্যরাজ শুভ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিশ্রান্ত হইতে দেখিয়া নন্দরাজ সমাদরপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন॥ ৫৩

শ্রীনন্দোবাচ।—ভগবংস্ত্বাং প্রপন্নোঽহং শরণং বৈদ্যরাজকঃ।
রোগান্তকোঽসি রোগাংস্তং মদর্ভস্য নিবারয়॥ ৫৩

হে ভগবন্ বৈদ্যরাজ! আমি তোমার অনুগত এবং আশ্রিত হইলাম, তুমি অরোগঙ্কর, রোগনাশক, সম্প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমার সন্তানের শরীরজাত যে সকল রোগ তাহা আপনি নিবারণ করুন॥ ৫৩

বৈদ্যোবাচ।—অকালিয়ালতাবলযুতকুম্ভেন গোপপ।
একপত্ন্যাস্ত্রিয়া নদ্যাস্তোয় মানয় মাচিরম্॥ ৫৪

নন্দের বিনয়োক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্যরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। "ভো গোপরাজ! তোমার ভয় নাই। অস্মদ্বাক্যে এখন তুমি এক কর্ম্ম কর। এক শত ছিদ্র বিশিষ্ট একটী কলসীতে পতিব্রতা একপতিকা স্ত্রীর দ্বারা সত্বর নদীর জল আনয়ন কর, তাহা হইলেই মহৌষধ প্রভাবে তোমার তনুজ সহসা চেতনপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ৬৪

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদা তেন নন্দগোপা মহামতিঃ।
বিবেচ্যৈকপতীর্নারীরানয়ামাস সত্বরম্॥৫৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! বৈদ্যরাজের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাজ বিবেচনা করিয়া খ্যাতাপন্না একপতিকা বহুতর সতীস্ত্রীকে। আত্মভবনে আনয়ন করিলেন, যাহারা ব্রজমণ্ডলে প্রকৃত সতী অভিমানে মহা গর্ব্বিতা হয়েন॥৫৫

প্রেরিতাস্তোয়ায় বহুশো ভাসুজায়া মহাবনাঃ।
নাশকন্বংস্তাঃ কুম্ভেন তোয়মানেতুমঞ্জসা॥ ৫৬

নন্দাহূতা বহুতরা সতী নন্দালয়ে সমাগতা হইলে পর মহামতি গোপরাজ নন্দ তাহাদিগকে যমুনা হইতে জল আনয়ন জন্য ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতশীলা রমণীগণেরা! তোমরা সকলে এই কলসীতে সম্বরা হইয়া যমুনা

হইতে জল আনয়ন কর। ইহা শুনিয়া তখন স্বগর্ব্বশালিনী গোপললনাগণে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক যমুনায় গিয়া জল আনয়নে সক্ষমা হইলেন না অর্থাৎ ভগবন্মায়াবিমোহিতা হইয়া একবিন্দুমাত্র জল কলসীতে উত্তোলন করিতে পারিলেন না॥ ৫৬

স্নানাস্থাস্তাঃ সমাজগ্মুঃ পলায়ন পরায়ণাঃ।
ভগ্নদর্পা দিশঃ কুম্ভং বিন্যস্য ভানবীতটে॥ ৫৭

তখন সতীগর্ব্ব খণ্ডন হওয়াতে গোপবনিতাগণে ভগ্নদর্পা হইয়া যমুনাতীরে বালুকার উপরে ঐ কুম্ভ রাখিয়া মলিনবদনে তথা হইতে আসিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হা! একি সর্ব্বনাশ হইল, এই ব্রজমণ্ডলে আমরা কেমন করিয়া আর মুখ দেখাইব, এইরূপে চিন্তাপরায়না হইলেন॥ ৫৭

চিরায়মাণাস্তা বীক্ষ্য যোষিতোথ যমস্বসুঃ।
ততো গোপানথাপ্রৈষীৎ ক্ষিপ্রগান্ পুলিনে পুনঃ॥ ৫৮

এখানে নন্দালয়ে নন্দাদি গোপেরা তাহাদিগের জল আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, যমুনাতীরে যে সকল সতী স্ত্রী জল আনিতে গমন করিল, তাহারা এত বিলম্ব করিতেছে কেন, অনন্তর তাহাদিগের অন্বেষণার্থে পুনর্ব্বার শীঘ্রগামী গোপগণকে যমুনা-পুলিনে প্রেরণ করিলেন॥ ৫৮

তে বেগেনাগমংস্তত্র যত্র তা গোপিকা গতাঃ।
তে পশ্যন্ কেবলং কুম্ভং স্থাপিতং বালুকোপরি॥ ৫৯

নন্দপ্রেরিত সেই সকল গোপগণেরা অতিবেগে যমুনাতীরে গমন করিলেন—যথায় সতী অভিমানিনী গোপীগণেরা সছিদ্র কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তৎকালে কোন গোপীকাকেই দেখিতে পাইলেন না, কেবল যমুনাতীরে বালুকার উপর ঐ কুম্ভ সংস্থাপিত আছে, এইমাত্র দর্শন করিলেন॥ ৫৯

ন নারীং কাঞ্চনাপশ্যন্নরং বাপি ন চাপরম্।
আত্তকুম্ভাঃ সমাগম্য নন্দায়েদং ন্যবেদয়ন্॥ ৬০

অপর কোন গোপগোপী বা অন্য কোন নরনারীকে না দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কুম্ভ গ্রহণ করত সত্বরাগমনে সমাগত হইয়া গোপরাজ নন্দকে কুম্ভ প্রদান পুরঃসর সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ৬০

যথাবৃত্তং হতোৎসাহভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ।
স গত্বাপি প্রিয়াং তেভ্য উপেতো জাতসাধ্বসঃ॥ ৬১

সেই সকল গোপগণেরা সর্ব্বোৎসাহরহিতা ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় দর্প হীনা গোপীগণের যথাবৎ অবস্থা কহিলে পর নন্দমহাশয় নিরুপায় হইয়া সভয় হইয়া সত্বরান্তঃ করণে স্বপ্রিয়া যশোদা সন্নিধানে আসিয়া এই কথা বলিলেন॥ ৬১

কম্পিতম্বাস্তু স্বাগত্য যশোদামাহ বিক্লবঃ।
রাজ্ঞি তে নৈব পশ্যামি শ্রেয়ো বালস্য কেনচিৎ ॥ ৬২

নন্দরাজ ব্যাকুলাত্মা, কম্পিতহৃদয়ে যশোদাকে কহিলেন। হে রাজ্ঞি! আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া আসিলাম কোনমতে তোমার তনয় শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কিছুমাত্র দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬২

উপায়েন বরারোহে কিং কর্ত্তব্যমীতো ময়া।
যা যোষিতঃ পুরাপ্রৈষং তোয়ার্থং হি যমস্বসুঃ ॥
তা ভগ্নদর্পা গোপাল্যো হতোৎসাহোদ্যমাগতাঃ ॥ ৬৩

হে যশোদে! হে বরারোহে! এক্ষণে কি উপায়ে আমার কৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কি কর্ত্তব্য। যে সকল গোপীগণকে একপতিকা সতী স্ত্রী জানিয়া যমুনার জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা কেহই তো শোভন চরিত্রা নহে ॥ ৬৩

দিশোক্রুগা মহারাজ্ঞি তন্ন শোভনমুচ্যতে ॥ ৬৪

হে রাজ্ঞি যশোদে! ঐ সতী অভিমানিনী অসতীগণেরা কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভগ্নোৎসাহা ভগ্নদর্পা হইয়া যমুনাতীরে কলসী রাখিয়া লজ্জাভয়ে দশদিগে পলায়ন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে উপায় কি? ॥ ৬৪

যশোদোবাচ।—শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং কিমর্থং তবচাত্মনঃ।
অহং পানীয়মানিষ্যে কুম্ভেন সবিলেন চ ॥ ৬৫

নন্দরাজের মুখতঃ বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া যশোদারাণী কহিলেন, হে রাজন্! ভয় কি? প্রাপ্তকালে আমি যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। যদিস্যাৎ কোন স্ত্রী জল আনিতে না পারুক, তন্নিমিত্ত তোমার চিন্তা কি? এই সছিদ্রকুম্ভ লইয়া যমুনা হইতে আমি জল আনিয়া দিব ॥ ৬৫

একপত্নী তু বিখ্যাতা সর্ব্বং হি বিদিতং তব।
মম বৃত্ত মশেষেণ আবাল্যং রাজসত্তম ॥ ৬৬

হে প্রাণপ্রিয় নাথ! তুমিত সকলি জান, একপতিকা সতী বলিয়া আমি সর্ব্বত্র বিখ্যাতা। হে রাজসত্তম! অশেষ প্রকারে আমার আবাল্য-কালাবধি সম্যক্ স্বভাব তুমি বিজ্ঞাত আছ (এ জন্য এত ভীত হইয়াছ কেন?) ৬৬

অনুজানাতু মাং বৈদ্যো ভবতা বৈদ্যতাস্তুতৎ ॥ ৬৭

সত্বর এই কথা গিয়া বৈদ্যরাজকে জানাও, বৈদ্য তিনি আমাকে যাহা বলিবেন। আমি তাহাই করিব। (বৈদ্যাভিপ্রেত সিদ্ধ কার্য্য করণে সঙ্কোচ নাই) ॥ ৬৭

ব্রহ্মোবাচ।—বৈদ্যভ্যাসমগান্নন্দো বিজ্ঞাপয়িতুমাত্মনঃ।
স্বুতস্ত শ্রেয়সে সর্ব্বং রাজ্ঞোক্তং বিদুষাম্বরঃ॥ ৬৮

প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস অঙ্গিরা। যশোদার বাক্য বাক্য শ্রবণ করণান্তর বৈদ্য সন্নিধানে গিয়া আত্মসন্তানের কল্যাণ নিমিত্ত বিজ্ঞবর নন্দ যশোদার উক্তিমত সকল বাক্য বৈদ্যকে নিবেদন করিতে লাগিলেন॥ ৬৮

নন্দোবাচ। ভিষগীশ নিবোধেদং বচনং মম সাম্প্রতম্।
যা গতা ভানবীকচ্ছং তয়ৈকা মানিনী ধবা॥ ৬৯

অনন্তর ব্রজরাজনন্দ বৈদ্যরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে ভিষগ্‌বর! সম্প্রতি আমার বাক্য আপনি শ্রবণ করুন। ভবৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া একপতিকাভি মানিনী যে সকল সতী স্ত্রীকে যমুনা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছে॥ ৬৯

যোষিতস্তথা হতোৎসাহা হ্রিয়া ভেজুর্দ্দিশোদশঃ।
রাজ্ঞ্যানিনীষু প্রৈষীন্মাং তত্ত্বং তৎ পারিবোধিতুম্॥ ৭০

কেবল অকৃতকার্য্যা হইয়াছে এমত নহে। ভগ্নোৎসাহা দন্তহীনা হইয়া সেই সকল স্ত্রীগণেরা লজ্জাতে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে, এখন মহারাণী যশোদা ঐ কুম্ভ লইয়া জল আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়াছেন, এই তত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আমাকে ভবৎসন্নিধানে পাঠাইলেন। ইহাতে আপনি কি আজ্ঞা করেন॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দেন ভাষিতাং ভাষাং নিশম্য স ভিষগ্‌বরঃ।
পরং বিহস্য স্বচ্ছন্দা মনসেদং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৭১

জগৎপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে তাত! নন্দরাজের এতৎবাক্য শ্রবণ করত বৈদ্যরাজ পরম হাস্যযুক্ত হইয়া আত্মমনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে উপায় কি করি॥ ৭১

ত্রিষুলোকেষু সর্ব্বেষাং সসুরাসুররক্ষসাম্।
দৈত্যেয়যক্ষমনুজগন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সদা॥ ৭২

এই ত্রিলোকীতলে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, মনুষ্যাদি সকল জীবেরই অন্তর্য্যামী আমি এবং হৃদিচিন্তামণি হই। আমার অবিদিত কি আছে? ॥ ৭২

গুহ্যাদ্‌গুহ্যং সর্ব্ববৃত্তমেকত্রস্থোঽমুলক্ষয়ে।
তং মাং সুগোপয়ে গোপী স্মত্তোবৃত্তং বিজানীত॥ ৭৩

গোপন হইতে গোপনতর হৃদিস্থিত সকলের সকল ভাব আমি এক স্থানস্থিত

হইয়া অবলোকন করি, আমাকে গোপন করত কেহ কিছুই করিতে পারে না, আমিই গোপনীয়তম, গোপী যশোদা আমাকে সর্ব্বলোকপালক বলিয়া জানে না ॥ ৭৩

নাহং গোপয়িতুং শক্যো বৃজিনং সুহৃদঞ্চ বা।
কৃতং কেনাপি দেবেন মনুজেনাথ কর্হিচিৎ ॥ ৭৪

আমি ইহাদিগকে এই দুঃখে রক্ষা করিতে অশক্ত হইলাম, অর্থাৎ যশোদা যখন জল আনয়নে উদ্যতা, তখন সুহৃৎরূপে পরিচিত হইয়া নর সুরাদি দ্বারা এমত কর্ম্ম কদাপি কেহ করে না ॥ ৭৪

যাতুংগত্বা হিয়ং যাতু ন যাতু গোপনে মতিঃ।
স্যাদেবমিতি শাস্তাহং জর্ণত্বান দুহৃদাং যতঃ ॥ ৭৫

অদ্য যমুনা জল আনয়নে অপর যে স্ত্রী গমন করিবে সেই ব্রীড়াকে জলাঞ্জলি দিবেক; আমি কেবল দুর্জ্জনদিগেরই শাসনকর্ত্তা সজ্জনের পালক হই, অতএব যাহাতে জল আনয়নে যশোদার বুদ্ধি না হয়, তদুপায় করা কর্ত্তব্য ॥ ৭৫

অথবা মাতৃসম্ভাষাং কৃতবানস্মি গোকুলে।
আয়ায়াস্যাং যশোদায়াং মথুরাতো জগজ্জনুঃ ॥ ৭৬
আস্যাহ্রীমে প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বজ্ঞোঽহং মহামতিঃ ॥ ৭৭

আমি জগতের জনক হইয়া দৈবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করত মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছি, আমি মহামতি, সর্ব্বঘটে বুদ্ধিস্বরূপে অবস্থিতি করি, ইহাতে যশোদাকে লজ্জিতা করা আমার উচিত হয় না ॥ ৭৬—৭৭

তাৎপর্য্যঃ। পূর্ব্বে কৃষ্ণজন্ম প্রস্তাবে দৈবকীগর্ভে যেমন জন্ম সেইরূপ যশোদাগর্ভেও আমার জন্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে মূলে যশোদানন্দন এ ভাব গোপনে রাখিয়া মথুরা হইতে দৈবকীনন্দন গোকুলে আসিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্টবোধ হইতেছে। তদর্থে মীমাংসা এই যে যশোদানন্দনে দৈবকীনন্দন তৎকালে লীলাবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ শরীর হইতে বাহিরে সেই দৈবকীনন্দন বৈদ্যরূপে প্রকাশ হয়েন।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়প্রস্তাবে
চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্ম-সপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে শ্রীরাধিকার
কলঙ্কভঞ্জন নামে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন।

ব্রহ্মোবাচ।—মানসৈব বিবেচার্থ লীলামনুজরূপধৃক।
নন্দমাহ হিতং তথ্যং রাজ্ঞ্যাশ্চৈবাত্মনো বচঃ॥ ১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস অঙ্গিরা! লীলামানুষবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যরূপে আপনার মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ও মহারাণী যশোদার হিতসাধক তথ্যকথা নন্দ মহাশয়কে কহিলেন॥ ১

বৈদ্যোবাচ।—শৃণু রাজন্ বচস্তথ্যং হিতং রাজ্ঞাস্তব প্রভো।
নৌষধং তদ্বিজানীয়ান্মাত্রা যৎ সমুপাহৃতম॥ ২

কপট বৈদ্যরূপী ভগবান্ নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! মহীরাজ নন্দ! আমি শ্রীমতী যশোদার এবং তোমার হিতজনক তথ্য কথা যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর। মাতাকর্তৃক যে সকল দ্রব্য আহৃত হয়, সে সকলকে ঔষধ বলিয়া জানিহ না॥ ২

মাত্রা দত্তং বিষমপি খরং পিযূষসন্নিভম্।
নাময়ং শময়েত্তত্তু রোগিনাং রাজসত্তম॥ ৩

মাতা যদ্যপি পুত্রকে প্রাণনাশক খরতর বিষও প্রদান করেন, তাহাও পুত্রের পক্ষে অমৃততুল্য ফলদায়ক হয়, হে রাজসত্তম নন্দ! তাহাতে কখন রোগী পুত্রের রোগের শান্তি হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিত অবধারণা করিবে॥ ৩

নাম্বৌষধ মুপানায় দত্তাদ্বালায় কিঞ্চন।
অন্যাভিস্ত্রিয়ঃ সমানাষ্য ক্রিয়তাং যদি রোচতে॥ ৪

অতএব মাতাকর্তৃক আনীত ঔষধ কদাপি পুত্রকে প্রদান করিবে না। তোমার যদি পুত্রের কল্যাণ ইচ্ছা হয় তবে অন্যান্য স্ত্রীগণ দ্বারা যমুনার জল আনাইয়া রোগের প্রতিক্রিয়া করহ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।—তংশ্রুত্বা তাত তদ্বাক্যং হিতমুক্তং মহাত্মনা।
দূতান্ শীঘ্রগমান্ প্রাজ্ঞান্ প্রৈষিৎ কোশলে তদা॥ ৫

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বপুত্র অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! মহাত্মা

বৈষ্ণারাজ্ঞোক্ত এতৎ হিতকরবাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ মহাশয় কোশলাধিকারে শীঘ্রগামী বিচক্ষণ দূত সকলকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

তেগত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং জটিলায়ৈ ন্যবেদয়ন্ ।
শ্রুত্বাসর্ব্ব মশেষেণ ভৃশ দুঃখপরিপ্লুতা ॥ ৬

সেই সকল দূতেরা নন্দাজ্ঞামতে অতি সত্বর তথায় গমন করতঃ আয়ান মাতা মান্যক গোপপত্নী জটিলাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন। বিশদরূপে সেই সকল কথা দূতমুখে শ্রবণ করিয়া জটিলা অতিশয় দুঃখে পরিপ্লুতা হইলেন ॥ ৬

পরিগৃহ্য সুতে স্বীয়ে কুটিলাঞ্চ প্রভাকরীং ।
ভানুজাং সসখীং চান্যাঃ পৌরজনপদস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭

অনন্তর জটিলা অতি ব্যস্ত সমস্তা হইয়া কুটিলা ও প্রভাকরী আপনার এই দুই কন্যা এবং ভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাকে সখীগণের সহিত অপর পুরবাসিনী ও জনপদবাসিনী অন্যান্যা বহুতর পতিব্রতাভিমানিনী ললনাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর প্রস্থিতা হইলেন ॥ ৭

শতশোথান্যমান্যাশ্চ আত্মানমেক পত্নিতাং ।
অহং পানীয় মাণিষ্যে ইতি প্রোচু মিথশ্চতাঃ ॥ ৮

অন্যান্য শত শত গোপাঙ্গনারী আপনাদিগকে একপতিকা সতীরূপে মান্য করিয়া যাত্রাকালে পথিমধ্যে কেহ বলে আমি গিয়া জল আনয়ন করিব, অপরা বলে তা কেন আমি অগ্রে আনিব, এই পরস্পর বাগাড়ম্বরি করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৮

বিকথ্যন্ত্যো মিথঃ সর্ব্বা নন্দব্রজ সমাযযুঃ ।
আয়াতাস্তা স্তদালোক্য নন্দোবাচ মুবাচসঃ ॥ ৯

পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে নন্দালয়ে উপস্থিতা হইলেন তখন স্ব আলয়ে সমস্ত পতিব্রতাভিমানিনী রমণীগণকে সমুপস্থিতা হইতে দেখিয়া ব্রজ রাজনন্দ সমাদর পূর্ব্বক সে সকলকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন ॥ ৯

শ্রীনন্দোবাচ ।—জানন্তি সুভ্রুবঃ সর্ব্বা হ্যাস্ম বৃত্তমশেষতঃ ।
একপত্নী ভানুজায়াঃ কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা ।
আনীয় শম্বরং সাম্মে পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছতু ॥ ১০

হে সুভ্রূগণেরা! আমি এবং সকলেই তোমাদিগের স্বভাব জানি ও জানেন। তোমরা সকলেই একপতিকা পতিব্রতা একণে তোমরা অনুকম্পা করিয়া এই সরন্ধ্র কলসীতে কলিন্দনন্দিনী যমুনার জল আনয়ন করত আমার পুত্রের প্রাণদান কর ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ।—নন্দোক্ত মেবং বচসং নিশম্য পরিতপ্ত তাং ।
অহং পূর্ব্ব মহংপূর্ব্ব মিত্যুচুশ্চ মিথস্তদা ॥ ১১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন হে বৎস! সকলে একত্র মিলিত হইয়া নন্দোক্ত এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আমি অগ্রে যাইব পরস্পর তখন এইরূপ বাক্ কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

ততঃসর্ব্ব ক্রমেণৈব জলমানেতু মঞ্জসা।
পূরয়িত্বা প্রবাহাত্ত তীরমাগত্য কুম্ভকম্ ॥ ১২

অনন্তর ক্রমানুসারে পরস্পর এক এক জন মহৎ গর্ব্বিণী হইয়া যমুনাতীরে সমাগতা হইয়া স্রোতপ্রবাহ হইতে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া ভানুজাতটে আসিয়া উঠিলেন ॥ ১২

নিস্তোয়ং বীক্ষ্যতাঃ সর্ব্বস্ত্রিয়া ভেজুর্দিশঃক্রমাৎ।
তত্রতত্র বিলীনাস্থ গতাঃসর্ব্বাস্থতাস্থ চ ॥ ১৩

তখন কুম্ভপ্রতিদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন যে কুম্ভোদর শূন্য হইয়াছে, তন্মধ্যে তোলকমাত্র ও জল নাই, ইহা দেখিয়া কুম্ভসংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখী হইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ পরস্পর ভগ্নদর্প সকলেই ক্রমে ক্রমে আর্দ্রবস্ত্রে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

নন্দঃ পুনঃ সমাগত্য ভিষককঞ্চেদ মাহসঃ।
ভিষগ্বর মহাভাগ প্রতিপৎ সেচকাং গতিম্ ॥ ১৪

সেই সকল গোপস্ত্রীকর্তৃক কার্য্য সাধন না হওয়াতে চিন্তাবিপন্নধী নন্দ মহাশয় পুনর্ব্বার বৈদ্য সন্নিধানে সমাগমন পূর্ব্বক এক কথা বলিলেন। হে বৈদ্যরাজ মহাভাগ! এক্ষণে যমুনা হইতে জল আনয়নে কোন স্ত্রীই নিপুণা হইল না, অতএব আমার কি গতি হইবে তাহা বলুন ॥ ১৪

ঈষুঃ পানীয়মানেতুং সগর্ব্বা ভানুজাতটে।
তা বিলীনা দিশেজগ্মু স্ত্রিয়া কিং করবাণ্যহম্ ॥ ১৫

আত্মাভিমানিনী যে যে সতীগণকে যমুনা হইতে জল আনয়নে প্রেরণ করিলাম সে সকলেই হতগর্ব্বা ভাগ্যোত্তমা ভগ্নোৎসাহা আর প্রত্যাবৃত্তা না হইয়া লজ্জাতে দশদিকে পলায়ন করিল। এক্ষণে আমি আর কোন উপায় করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। ১৫॥

ব্রহ্মোবাচ।—প্রহস্তাহ সনন্দস্ত বাচমেবং মিশম্য চ।
অন্যাং প্রেষয় ভদ্রন্তে মাভৈষীত্বং কথঞ্চন ॥ ১৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে তাত! নন্দের কাতরোক্তি শ্রবণে সদয়ার্দ্রচিত্তে বৈদ্যরাজ ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া গোপরাজ প্রতি এই কথা বলিলেন! মহারাজ ভয় কি? তোমার মঙ্গল হইবে। এক্ষণে অন্যস্ত্রীও অনেক আছে তাহাদিগকে জলাহরণে প্রেরণ কর ॥ ১৬

নন্দোবাচ।—নতাদৃশীং ধিয়াপশ্যে স্তথকাঞ্চিদ্বরাঙ্গনাম্।
কিং কর্ত্তব্য মিতোস্মাভি র্যদপশ্যসি মেবদ॥ ১৭

বৈদ্যরাজের বাক্য শুনিয়া গোপরাজ নন্দ কহিলেন। হে ভিষগ্বর! আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া এই ব্রজমণ্ডলে তাদৃশী সতী কোন স্ত্রীকেই দেখিতে পাই না। অতএব এখন আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া আমাকে বলেন॥ ১৭

বৈদ্যোবাচ।—দৈবশক্তি মমপ্যাস্তি দৈবজ্ঞোঽহং মহামতে।
পশ্যামিতাদৃশী মস্যাং ধিয়া গোপেশ্বরাগুতে॥ ১৮
সুতস্য শ্রেয়সেক্ষিপ্রং তয়াতোয়ং সমানয়॥ ১৯

ব্রজরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিষগীশ্বর বলিলেন ভো ব্রজরাজ! হে মহামতে! আমার এক দৈবশক্তি আছে, আমি সর্ব্বপ্রকার দৈবজ্ঞ হই, অতএব গোপেশ্বর! আমি গণনা করিয়া এই গোকুলমণ্ডলে তাদৃশী সতী স্ত্রী যে আছে তাহা বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করত তোমাকে বলি তুমি পুত্রের কল্যাণসাধনে তাহার দ্বারা যমুনা হইতে জল আনয়ন কর॥ ১৮—১৯

বৃষভানু সুতারাধা মাল্যপুত্র বিবাহিতা।
সাতবেশ্ম সমায়াতা হ্যেকপত্নী মহোদয়া॥ ২০

অনন্তর কপট বৈদ্যরাজ কঠিনীপাত পতি পূর্ব্বক গণনা করিয়া নন্দমহাশয়কে বলিলেন, মহারাজ! এই তোমার ব্রজমণ্ডল মধ্যে বৃষভানুরাজার কন্যা রাধানামধারিণী কোন এক একপতিকা পতিব্রতা আছেন। যিনি মাল্যক গোপের পুত্র আয়ান কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছেন, সেই মহদোয়া যোষিৎবরা তোমার ভবনে সমুপস্থিতা আছেন তাঁহার তুল্য সতী ত্রিলোকে নাই॥ ২০

যোষিদ্বরা বরারোহা সানেষ্যতি পয়স্তব।
সাচেৎ প্রসন্না পয়সে গচ্ছেচারু পয়োধরা॥ ২১

সমস্ত রমণীশ্রেষ্ঠা বরারোহা উন্নত মনোহর পয়োধরা আয়ানবনিতা রাধা যদি প্রসন্না হইয়া জল আনয়নার্থে গমন করেন এবং যমুনা হইতে সছিদ্র কলসীতে জলপূর্ণ করিয়া আনেন তবেহত কল্যাণ হইতে পারে॥ ২১

ধ্রুবং শ্রেয়স্তে ভবিতা পুত্রস্য গোপসত্তম।
দৈব শক্ত্যামহং জানে সর্ব্বমেতন্নসংশয়ঃ॥ ২২

হে গোপসত্তম! আমি দৈবশক্তি প্রভাবে সকল জানি, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেই রাধা জল আনিলে পর নিশ্চয় অবধারণা করিবে যে তাহাতে তোমার পুত্রের মঙ্গল হইবেক॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ।—তেনোক্তং বচনমিদমাশ্রুত্য ব্রজগোপতিঃ।

তামুবাচ্যাস মাসান্ত বাচমাহ শ্বসন্মুহুঃ॥ ২৩

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে বৎস! বৈদ্যোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার নিকট গিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকাতরে এই কথা বলিলেন॥ ২৩

নন্দোবাচ।—শৃণু চার্ব্বঙ্গি মেবাক্যং হিতার্থং মম সর্ব্বতঃ।

প্রসন্না পাহিমাং ভদ্রে পুত্রপ্রাণ প্রযচ্ছতাম্॥ ২৪

হে মনোহর কলেবরা রাধে! আমার হিতজনক সর্ব্বসম্মত যে বাক্য তোমাকে বলি তুমি তাহা শ্রবণ করত আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া মম পুত্রের প্রাণদান করহ, হে ভদ্রে! আমাকে এই বিপদে পরিত্রাণ করা তোমার উচিত॥ ২৪

তোয়ার্থং ত্বং সহস্রাংশু তনয়াতট মাশু চ।

গচ্ছমৎপ্রিয়মাকাংক্ষ্য ভত্তোয়ানয়নাং প্রতি॥ ২৫

মম জীবিতেচ্ছা করিয়া তুমি এই সরন্ধ্র কুম্ভ লইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধনাকাঙ্ক্ষার সহস্রকিরণ তনয়াতীরে জল আনয়নার্থ গমন কর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরক্ষা হইলে তোমার ও আমার এই উভয়েরই কল্যাণ হইবে॥ ২৫

পুত্রায় ক্রিয়তে ভার্য্যা পিণ্ডার্থং পুত্রামব্যতে।

তোয়পিণ্ডার্থিনো নিত্যং পিতরঃ পুত্রতোঽনঘে॥ ২৬

হে বরমুখি। পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষে সর্ব্বলোকে বিবাহ করিয়া ভার্য্যার পাণি-গ্রহণ করে এবং পিণ্ড প্রয়োজনেই পুত্রের প্রার্থনা। হে নিষ্পাপে! সেই পুত্রদত্ত জল পিণ্ড গ্রহণে পিতৃগণেরা নিত্যাভিলাষী হ'ন॥ ২৬

তোয়পিণ্ডার্থিনী নিত্যং মাতুলেয়ী সুমধ্যমে।

ভর্ত্তুঃ স্বসুঃসুতাং কৃষ্ণ মৎপুত্রাদিতি মেমতিঃ॥ ২৭

হে সুমধ্যমে! সেইরূপ পুত্রবৎ ভাগিনেয়দত্ত জলপিণ্ডপ্রাপ্তি-নিমিত্ত মাতুলানী গণেরাও নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব তোমার স্বামীর ভগিনীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমার অঙ্গজ, সুতরাং আমার বুদ্ধিকৃত বিচার সঙ্গত এই কৃষ্ণ হইতে জলপিণ্ড তোমরাও প্রার্থনীয় বটে॥ ২৭

সাম্বংকুরু বিশালাক্ষি মাতুল্যাঃ কর্ম্ম চোত্তমঃ।

যথায়ং মে সুতঃ কৃষ্ণস্তথা ভব ন সংশয়ঃ॥ ২৮

হে বিশালনয়না রাধে! ভাগিনেয়কে রক্ষা করা মাতুলানীর উত্তম কর্ম্ম সুতরাং তুমি যথাবিহিত তৎকর্ম্ম সম্পাদন কর। কৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র, তেমন শাস্ত্রসম্মত তোমারও পুত্র বটে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই॥ ২৮

পিণ্ডসম্বান্ধনঃ সর্ব্বে বয়ং স্বন্ধ সুমধ্যমে।
অনুজানাতি বৈদ্যস্তা মেবোহং চারুহাসিনী ॥ ২৯

হে সুমধ্যমে! এই জগতীতলে আমরা সকলেই পিণ্ডসম্বন্ধী অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে জলপিণ্ডের আকাজ্ঞা করিয়া থাকি। হে মনোহর হাস্যযুক্তা শ্রীরাধে! এই বৈদ্যরাজ সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি তোমাকে জানাইতেছি ॥ ২৯

দৈবং জানাতি সুশ্রোণি এষবৈদ্যঃ সতাংমতঃ ॥ ৩০

হে বার্ষভানবি! হে শোভনশ্রোণি ভারান্বিতে! সাধুদিগের সম্মত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ প্রাকৃত বৈদ্যের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না, যেহেতু ইনি দৈবজ্ঞপুরুষ সকলের অন্তরস্থ ভাব জানেন ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ।—নিশম্য নন্দগোপস্য বচনং মধুরাক্ষরম্।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা ভানুসুতা নন্দমথাহতম্ ॥ ৩১

জগৎপিতা পিতামহ অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে মহামতে মধুরাক্ষর সমন্বিত গোপরাজের এই বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীমতী রাধিকা অশ্রুকলা পরিপূর্ণনয়না হইয়া সকাতরে নন্দমহাশয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৩১

শ্রীরাধিকোবাচ।—নাহংশক্যে সমানেতুং কুম্ভেনানেন রন্ধ্রিনা।
পয়ঃকমলপত্রাক্ষ ভানুজায়াঃ কথঞ্চন ॥ ৩২

হে কমলপলাশলোচন গোপেন্দ্র নন্দ! এই সচ্ছিদ্র কুম্ভদ্বারা ভানুনন্দিনী যমুনার জল আনয়নে আমি কথনই শক্তা হইব না। ইহা তুমি স্বচিত্তে বিচার করিয়া আমাকে বল ॥ ৩২

শ্রান্তাস্মি শ্রোণিভারার্ত্তা বক্ষোজ গিরিনামিতা।
শতাময় পরিক্রান্তা দুঃখসঙ্কয় মোহিতা ॥ ৩৩

হে গোপপতে! আমি গুরুতর নিতম্বভারে ভারাক্রান্তা এবং উরুঃস্থিত গিরিবরসম পয়োধরভাবে নমিত কলেবরা, এই উভয়ের ভরবাহন করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা আর শত শত রোগে আক্রান্তা বিশেষতঃ দুঃখসমূহে সম্প্রতি মূর্চ্ছিত প্রায় আছি ॥ ৩৩

অন্যাং প্রেষয় ভদ্রংতে নাহং শক্যে কথঞ্চন ॥ ৩৪

হে গোপরাজ যশোদাপতে! একারণ তুমি অন্য কোন বরাঙ্গনাকে জল আনয়নার্থ কলিন্দনন্দিনীতটে প্রেরণ কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি কদাচিৎ এ কর্ম্ম সাধনার সক্ষমা হইতে পারিব না ॥ ৩৪

নন্দোবাচ।—নান্যাং পশ্যে মহাভাগে ধিয়াস্মে যোষিতাম্বরাম্।
ত্বাং বিনাসুভ্রু যোষিৎসু সর্ব্বাস্বপি প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫

শ্রীমতী রাধিকার কমলানন বিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণ করত নন্দ মহাশয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে মহাভাগে ভানুনন্দিনি! আমি প্রযত্ন সহকারে স্বীয় বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা বিচার করত এই ব্রজমণ্ডলে তোমা ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীকেই শ্রেষ্ঠা যোষিৎ দেখিতে পাই না, যেহেতু জগতে যত স্ত্রী আছে সে সকল হইতে তুমি সর্ব্বোত্তমা হও ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ।—তত উত্থায়নন্দেন রাধাগোপতেঃ সুতা।
বিজনে প্রাহ গোপেশং বচনং বদতাম্বর ॥ ৩৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! বৃষভানু রাজনন্দিনী সর্ব্ব বক্তৃশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা নন্দবাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান করত নন্দের সহিত নির্জ্জন স্থানে গিয়া গোপরাজকে এই কথা বলিলেন ॥

শ্রীরাধিকোবাচ।—মামাং প্রেষয় গোপেন্দ্র পানীয়ানয়নং প্রতি।
বাদোবাচ্যো মহানাসীৎ সংসৎসু চ সভাসু চ ॥ ৩৭

হে গোপেশ্বর! এই গোকুলমণ্ডলে সজ্জনদিগের সমাজে রাধাকলঙ্কিনী বলিয়া আমার মহান্ অপবাদ উত্থিত হইয়াছে অতএব সহস্রছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভদ্বারা যমুনাতে জল আনয়নের নিমিত্ত তুমি আমাকে প্রেরণ করিহ না। ॥ ৩৭

গোষ্ঠে গোষ্ঠে বুপবনে মার্গে মার্গে জনৌঘতঃ।
তাং মাং কথং প্রেষয়েথাঃ সর্ব্বং জানন্নশেষতঃ ॥ ৩৮

সমস্ত জ্ঞাতি সমাজে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে, বনোপবনে, পথে পথে সমস্ত লোকে সংপ্রতি আমারি কলঙ্কের কথা কহিয়া থাকে, ইহা তুমি সবিশেষ জানিয়াও কেন জল আনিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আর আমাকে নিরর্থ লজ্জা দেওয়া তোমার উচিত নহে ॥ ৩৮

নন্দোবাচ।—সন্তিচার্ব্বাঙ্গ্যো গোপাল্যো বহ্ব্যোঙ্গনবরে মম।
তাস্বসর্ব্বাসু বৈজ্ঞাগ্র্যত্বং যুতে সাধুসংকৃতঃ ॥ ৩৯

শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে নন্দরাজ কহিলেন। হে চারুশীলে! আমার সর্ব্বোত্তম এই ব্রজপুরমধ্যে বহুতরা গোপাঙ্গনা আছে, কিন্তু সাধুসম্মত পুরুষ এই বৈষ্ণবর তাহাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকেই পরমাসতী জানিয়া এই কর্ম্ম সম্পাদার্থে নিযুক্ত করিতেছেন ॥ ৩৯

মৃষাবাদবদাঃসর্ব্বে নাগরাঃ পুরবাসিনঃ।
ইতিমেধীয়তে বুদ্ধি কলবত্যাজী সর্ব্বতঃ ॥ ৪০

হে মৃগশাবাক্ষি! পুরবাসিগণ ও নগরবাসিগণ ইহারা সকলেই তোমার মিথ্যা

অপবাদ দিয়া কলঙ্কিনী বলে। হে অনবদ্যাঙ্গি! ইহা আমার বুদ্ধিতে সর্ব্বতোভাবে অবধারণা হইতেছে, যেহেতু দৈবানুগ্রহীত পুরুষ এই বৈদ্যরাজ তোমাকেই সতী বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছেন॥ ৪০

স্বস্বাস্তেনা বিশঙ্কেন পানীয়ানয়নং কুরু।
নহ্যযোগ্যান্ প্রযুঞ্জীত সাধব স্ত্রী দৃশোঙ্গনাঃ॥ ৪১

হে রাধে! রাজনন্দিনী! এই বৈদ্যরাজের মতন সাধু পুরুষেরা কোনক্রমে অযোগ্য অসাধু ব্যক্তিকে সাধুকর্ম্ম সাধনার্থে নিযুক্ত করেন না। অতএব তুমি শঙ্কা রহিত মনে এই সহস্রধারা লইয়া কলিন্দনন্দিনীতটে গমন করত জল আনয়ন কর, কোন সংশয় করিহ না, সক্ষমা হইবে॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।—সৈবং বচো নিশমাস্য নন্দস্য বৃষভানুজা।
হ্রিয়া পরাঙ্মুখীদীনা সুস্রাবাশ্রুজলং মুহুঃ॥ ৪২

জগদ্ধাতা মহর্ষি অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে মুনিবর্য্য অঙ্গিরা! গোপরাজ নন্দের এতদ্বাক্য শ্রবণ করত সেই বৃষভানুনন্দিনী সুদীনামনে লজ্জাভরে ভীতা হইয়াও সম্মতা হইলেন। কিন্তু ব্যাকুলা হইয়া গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া অবারিত নয়ন সলিলে তাঁহার কলেবর ভাসিতে লাগিল॥ ৪২

দুঃখশোকে পরীতাঙ্গী শ্বসন্তী পন্নগীবসা।
শ্রেয়াশ্রেয়ো বচোবিদ্বন্নন্দং নোবাচ কিঞ্চন॥ ৪৩

হে বিদ্বন্! মহাদুঃখে ও শোকে অন্বিত হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণৈক ভাবনাযুক্তা হইয়া ভাল কি মন্দ ইহার কোন কথাই নন্দকে বলিতে পারিলেন না, কেবল সলজ্জা নিবারণ জন্য এক মাত্র জনার্দ্দনকেই তখন মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৩

কক্ষাগুস্তকুম্ভবরা পানীয়ার্থ মথাভ্যয়াৎ।
ত্বরা তপনজা কচ্ছমাল্যালী পরিবারিতা॥ ৪৪

অনন্তর শ্রীমতী রাধিকা কক্ষস্থলে ঐ সচ্ছিদ্র কুম্ভ লইয়া স্বীয় সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া জল আনয়নার্থ যমুনাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৪৪

প্রপূর্য্য পয়সা কুম্ভং যবেত্য পুলিনে তুসা।
প্রসন্নারুণ পাথোজ পাদৌ নারায়ণস্য সা।
ধ্যায়ন্তী বিবরাসীত্তাপশ্যৎ কৃষ্ণৈর্বিমুদ্রিতাম্॥ ৪৫

যখন যমুনাজলে অবতরিতা হইয়া সছিদ্র কলসে জল পূরণ করত প্রফুল্ল রক্তোৎপলসদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিয়া পুলিনে গাত্রোত্থান করিলেন

তখন কুম্ভমধ্যে শ্রীমতী দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভের ছিদ্রানুসারে বহুতর কৃষ্ণরূপধারণ পূর্ব্বক সকল ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫

শতরন্ধ্রেষু কুম্ভস্য শতকৃষ্ণান্ ব্যবস্থিতান্।
সমীক্ষ্য সাবরারোহা স্মেরাস্যং বাচমাদদে ॥ ৪৬

ঐ কুম্ভের শতছিদ্রে শত কৃষ্ণ অবস্থিত আছেন ইহা অবলোকন করত সেই বরারোহা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমানুস্মরণ পূর্ব্বক হাস্যমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

ঈদৃশোনুগ্রহোনাথ দাসীষু মাদৃশীষ্বতে।
নচেৎ ত্বাং সর্ব্বসত্বেন চিন্তয়ন্তী কথং জনাঃ ॥ ৪৭

হে নাথ! প্রাণবল্লভ! আমার মত পামরী দাসী প্রতি তোমার এরূপ অনুগ্রহ হওয়া উচিত, নতুবা দীনজনপরিত্রাণ দয়াময় বলিয়া সর্ব্বজগতে তোমাকে সর্ব্বজনে কেন চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৪৭

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ দমনে নিয়মেন চ।
সমাধি যোগী যোগেনারাধয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৮

হে অনন্তমহিম গোবিন্দ! তপস্যা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ও নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ জ্ঞাননিষ্ঠ সমাধি যোগিগণ যোগদ্বারা তোমার আরাধন করিয়া থাকেন? ॥ ৪৮

ত্বামহং নৈব তত্বেন জ্ঞাতুং শক্যে কথঞ্চন।
ব্রহ্মাভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্রষ্টাত্তা পালকোপি চ।
জগতাং যৎপ্রসাদেন বিষ্ণুস্ত্বং ত্বাং কথং জনাঃ ॥ ৪৯

আমি অবলা জড়ামতি তত্বদ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থা নহি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরা এই জগতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা হইয়াও তোমার মহিমা জানিতে অক্ষম। হে ভগবন্! যিনি মহাবিষ্ণু তিনি তোমার প্রসন্নতাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক হইয়াছেন, তুমি সেই অনাদিনিধন বিষ্ণু তোমার তত্ব জানিতে সামান্য জন সকলে কিরূপে শক্ত হইবে? ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং প্রসাদ্য গোবিন্দং যোগী যোগেশ্বরেশ্বরম্।
প্রফুল্ল পদ্মনয়না স্মরন্তী মধুরাক্ষরম্ ॥ ৫০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন! হে বৎস। এইরূপ মহাযোগী যোগেশ্বরদিগের একমাত্র ঈশ্বর গোবিন্দকে মানসে স্তব করত প্রফুল্ল পঙ্কজনয়না শ্রীমতী রাধিকা ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া সুমধুর বাক্যে সখীগণকে কহিলেন ॥ ৫০

শ্রীরাধিকোবাচ।—আহালীস্তীর সংস্থাস্তা দয়িতা লোলকুণ্ডলা ॥ ৫১

শ্রীমতী রাধিকা সরন্ধ্র কুম্ভে জলপূর্ণ করত অতিবেগ গমনে তাঁহার শ্রুতিমণ্ডলে আন্দোলিত কুণ্ডযুগল, যমুনার তীরসংস্থিতা স্বীয় প্রিয়সখীগণকে এই কথা বলিলেন ॥

কুম্ভং পশ্যত ভদ্রেন তোয়ং স্রাবতি চেন্নবা।

হিতার্থং মম চার্ব্বঙ্গ্যো নগোপয়ত কিঞ্চন ॥ ৫২

হে মনোহর কলেবরা সখীগণ! তোমরা বিলক্ষণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমার কক্ষস্থিত কলসীতে অবলোকন কর অর্থাৎ ইহা হইতে জল পড়িতেছে কি না? যদি আমার হিতসাধিনী হও তবে কোন মতে গোপন করিহ না ॥ ৫২

ইদমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ধিয়া নিপুণয়া মুনে।

অপশ্যন্ বিবরাংস্তস্য কুম্ভস্যতামৃগীদিশঃ ॥ ৫৩

শৈবালাঙ্কুর জালেন বিবৃতানি চ সর্ব্বতঃ ॥ ৫৪

হে মুনিবর অঙ্গিরা! শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর এই বাক্য শ্রবণ করত মৃগশাবকাক্ষি সকল গোপললনারা নিপুণ বুদ্ধিদ্বারা স্ব স্ব চিত্তকে অতিনিবিষ্ট করিয়া ঐ কলসীর সমস্ত ছিদ্র অবলোকন করিলেন, কোনমতে কোন ছিদ্র দিয়া জল পড়িতে দেখিলেন না, যেহেতু সমস্ত ছিদ্রের মুখ শৈবালে আবৃত হইয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

সখ্য ঊচুঃ।—সখি শৈবালজালেন রন্ধ্রানি বিবৃতানি চ।

নতোয়ং তেন কুম্ভাদ্বৈস্রবতে তনুমধ্যমে ॥ ৫৫

তখন শ্রীমতী রাধিকাকে সখীগণ কহিলেন। হে তনুমধ্যমা বৃষভানুনন্দিনি! হে সখি! শৈবালনিচয়দ্বারা কুম্ভের সকল ছিদ্র আবৃত হইয়াছে, বোধ করি এই জন্যই কুম্ভে পানীয় পড়িতেছে না। (অতএব বিপক্ষপক্ষীয়া গোপীগণেরা জলানয়ন প্রতি ছল ধরিতে পারিবেক, ইহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ) মাত্র ॥ ৫৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থং তাসাং বচঃ শ্রুত্বা সোদ্বর্ত্ত্য কলসাৎ পয়ঃ।

প্রক্ষাল্য পয়সাকুম্ভং তেনৈবা পূরয়ৎ পুনঃ ॥ ৫৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে মুনে! হে অঙ্গিরা! সেই সকল গোপীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কলসীকে জলশূন্য করিয়া যমুনাতে অবতরিতা হইয়া বিলক্ষণরূপ তজ্জলে কুম্ভগাত্রলগ্ন শৈবাল পুনর্ম্মার্জ্জনা করত পুনর্ব্বার শতছিদ্রযুক্ত কুম্ভে জল পূরণ করিলেন ॥ ৫৬

পুনরৈক্ষন্ত তাঃ সর্ব্বা সাধ্বী ভূতাঃ স্ত্রিয়স্তদা।

অক্ষরন্তোয়মালোক্য সকলং ব্রজযোষিতঃ।

বিস্ময়োৎফুল্লপাথোজ নয়নাস্তামথাব্রুবন্ ॥ ৫৭

অনন্তর সখীগণ সমন্বিত অপর অন্যান্য ব্রজগোপীগণকে শ্রীমতী পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমরা সকলে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কলসীতে জলস্রাব হইতেছে কি না দেখ দেখি? তাহারা সকলে বারংবার জলকুম্ভ অবলোকন করত সবিস্ময়ে তাহাদিগের নয়ন সরসিরুহ উৎফুল্ল হইল, অঘট অঘটনীয় কর্ম্ম দৃষ্টে স্বার্থতৎপরা রাধালীগণে ধন্যবাদ করিলেন অপরাপরেরা ঈর্ষাবশতঃ এই কথায় বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

সখ্য ঊচুঃ।—অহোদৈবং দুরাধর্ষং দুরতিক্রম বিক্রমম্।

কতিভগ্না স্ত্রিয়োযেন পানীয়ানয়নাদ্ধিয়া ॥ ৫৮

কি আশ্চর্য্য সখি! দৈব অতিদুরাতক্রমণীয়, দৈবকে নিবারণ করিতে কেহ পারে না, যে হেতু দৈবদুরাধর্ষ দুরতিক্রম। এই ব্রজবাসিনী কত কত গোপস্ত্রী যমুনার জল আনিতে অশক্তা ও ভগ্নোদ্যমা হইয়া লজ্জায় নত মস্তকে পলাইয়া গিয়াছে ॥ ৫৮

একপত্ন্যো মহাভাগাঃ পতিশুশ্রূষণে রতাঃ।

ধর্ম্মশীলা বদন্যাশ্চ সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ৫৯

যাহারা একপতিকা, নিরন্তর পতির শুশ্রূষায় নিযুক্তা, দানশীলা, ধর্ম্মশীলা, সম্যক প্রকার গুণসমন্বিতা, তাহারাও এই জল আনয়নে অক্ষমা হইয়া লোকসমাজে মুখ তুলিতে পারিতেছে না ॥ ৫৯

যেন পাথঃ সমানৈষীৎ কুটিলাধর্ম্মগর্হিতা ॥ ৬০

আয়ান ভগ্নী কুটিলা ধর্ম্মরক্ষায় নিপুণা হইয়াও লোকসমাজে নিন্দিতা হইয়াছে, যেহেতু সেও সহস্রধারাতে যমুনাজীবন আনয়নে অশক্তা। আহা! দৈবের গতি অতি সূক্ষ্ম ইহা নিশ্চয় করিতে কে পারে? ॥ ৬০

যাবনেষু নিকুঞ্জেষু ভানুজা পুলিনেষু চ।

পুষ্পোদ্যানে নগে শূন্যাগারেষু পুরুষৈঃ সহ।

চচারাহনিশংসাধ্যে দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥ ৬১

হে সখীগণেরা! দেখ দেখি, যে রাধাকুলকলঙ্কিনী নিত্য বনোপবনে, নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে, যমুনার ঘাটে ঘাটে পুষ্প উদ্যানে, গিরিগোবর্দ্ধনে, শূন্যাগার মধ্যে দিবারাত্রি পরপুরুষের সহিত বেড়াইয়া থাকে সেই রাধা অদ্য সহস্রধারায় যমুনা জীবন অবলীলাক্রমে আনয়ন করিল। হা! দৈবের গতি কিছু জানা যায় না ॥ ৬১

অহো পশ্যত মাহাত্ম্যং কুলটায়া ব্রজাঙ্গনাঃ।

রাধায়া উদিতন্তস্মাৎ কর্ম্মণো দুষ্করাং খলু ॥ ৬২

আহা! ব্রজাঙ্গনা তোমরা-সকলে দৈবের কিবা মহিমা অবলোকন কর দেখি, বৃষভানু নন্দিনী কুলকলঙ্কিনী কুলটা রাধা হইতে অদ্য কি উৎকট কর্ম্ম সম্পাদিত হইল, সুতরাং দৈবই বলবান্ জানিবে ॥ ৬২

অহোধিগ্ মদ্বিধানারীর্য্যাং পত্যুশ্চরণাম্বুজৌ।
ধ্যায়ন্ত্যোর্ম্মুদিনমশ্বহঃ ক্ষণার্দ্ধমিব চানয়ন্॥ ৬৩

হে সখি! আমাদিগের মত পতিব্রতা যে সকল কুলকামিনীগণ, যাহারা অতন্দ্রিত দিবারাত্রি আপন আপন পতির চরণপদ্মযুগল ধ্যান করিয়া থাকে, তাহারা কেহই সরন্ধ্র কুম্ভে যমুনা হইতে জল আনিতে সক্ষম হইল না, এই ব্রজমণ্ডলে কলঙ্কিনী নামে বিখ্যাতা হইয়া জটিলার বধূ রাধা ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে জল আনয়ন করিল, হা! একি সামান্ত চমৎকারের বিষয়॥ ৬৩

সাধু সাধুবরে সাধো রাধে দৈবং তবেঙ্গিতম্।
করোতি প্রেষ্যবৎ প্রেষ্ঠে মহাভাগ্য তথৈব চ॥ ৬৪

হে রাধে! তুমিই ব্রজমণ্ডলে সাধু অর্থাৎ তোমাকে অসাধু যে বলে সেই অসাধু॥ হে সাধ্বি! তোমার মহাভাগ্য। যে হেতু তব ইঙ্গিত মাত্রে দৈব দাসবৎ কার্য্য করিল, অতএব তুমি ধন্যা ভাগ্যবতী॥ ৬৪

মাদৃকত্সুহৃদঃ পাপানমুগ্রহ্নাতি কর্হিচিৎ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি কর্ম্মনীতি ন সংশয়ঃ॥ ৬৫

আমাদিগের মত দুষ্কৃত বা সুকৃতকর্ম্মকারিণীর প্রতি কদাচিৎ এমত অনুগ্রহ করেন না, অর্থাৎ আমাদিগের সুকৃতকর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্মরূপে গ্রহণীয়, কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তির সমুদয় পাপই অগ্রহণীয় হয়, সুতরাং দৈবই ধন্য, দৈবের মহিমা কিছু বলা যায় না॥ ৬৫

অহো বলবতো দৈবাৎ সুকরং নাস্তি কিঞ্চন।
ধর্ম্মস্য গতিসূক্ষ্মত্বাদ্দৈবমেব ন সংশয়ঃ॥ ৬৬

অহো! দৈবের অতি আশ্চর্য্য কার্য্য, বলবান দৈবব্যতীত সুকর কার্য্য কিছুমাত্র নাই। ধর্ম্মের ও গতি অলক্ষ্যনীয়া সুতরাং ধর্ম্মের গতির সূক্ষ্মতানিমিত্ত লোকে চমৎকৃত এই অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম কুলটা হইতে সুসম্পাদিত হইল॥ ৬৬

ব্রহ্মোবাচ।—ততোর মাদায় পরিস্ফুরন্তী বিম্বাধরৌষ্ঠি ব্রজনাথপত্নী।
ব্রজাঙ্গনা কৌমুদজালমধ্যে বভাসশীতদ্যুতি সন্নিভশ্রীঃ॥ ৬৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে বৎস! অনন্তর ব্রজরাজপত্নী পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠি শ্রীমতী রাধিকা সেই শতছিদ্রবিশিষ্ট কুম্ভ পরিপূর্ণ যমুনার জল গ্রহণ করত অতি প্রফুল্লচিত্তে স্ফূর্ত্তিমতী হইলেন। অপরাপর কুমুদমালা সদৃশ ব্রজাঙ্গনাগণ মধ্যে সুপূর্ণ শশধর প্রভার ন্যায় সুপ্রসন্নরূপে দীপ্তিমতী হইলেন॥ ৬৭

ক্ষণাদগান্নন্দকরা ব্রজৌকসাং নন্দস্য রাজ্ঞোঽঙ্গন মাবিবেশ।
পরিস্ফুরৎ পঙ্কজসন্নিভাননা স্তবেদয়ন্ত্যৈত্তবরে চ তৎপরঃ॥ ৬৮

ব্রজবাসীদিগের আনন্দ সর্বর্দ্ধিনী প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্নবদনা, হর্ষ প্রস্ফুরিতা শ্রীমতী রাধিকা ক্ষণমাত্রে আসিয়া নন্দমহারাজের অঙ্গনে প্রবিষ্টা হইয়া বৈদ্যরাজকে ঐ জলকুম্ভ প্রদান করিলেন ॥ ৬৮

নিবেদিতং তোয়মবেক্ষ্য ভূসুর ব্রজাসনন্দঃ পরিপূর্ণমানসঃ।

মেনেমৃতত্বর্ত মুপাগতং হৃদা প্রচৈতিতং সর্ব্বজনস্য পশ্যতঃ ॥ ৬৯

হে ভূসুরবর অঙ্গিরা! রাধাকর্তৃক প্রদত্ত সহস্রধারাতে জল অবলোকন করত নন্দরাজার মন পরম আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। এবং সর্বাজন সমক্ষে আপনার মৃত পুত্র সঞ্জীবিত হইল ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন ॥ ৬৯

তদদায় তদানীতং কবন্ধং স ভিষক্বরঃ।

চকার ভেষজং তেন ছদ্মবৈদ্যো মহোদয়ম্ ॥ ৭০

অনন্তর কপট ভিষগবর বৈদ্যরাজ আনীত জলকুম্ভ গ্রহণ করত তদ্দারা মহোদয় সর্ব্বগুণসমন্বিত অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। অর্থাৎ তাহাতে সামান্য রোগ শান্তির কথা সর্ব্বলোক সম্বন্ধে অনিবার্য্য ভবরোগের শমতা অনায়াসে হয় ॥

অচেতয়ন্নন্দবাল মরাল কুঞ্চিতালকম্।

ব্রহ্মাচেতনদং বিদ্বন্ কৈতবৌষধিসেবনে ॥ ৭১

কুটিলা কুন্তলাবৃত মুখারবিন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ঐ ঔষধিতে বৈদ্যরাজ সচৈতন্য করিলেন। হে বিদ্বন্! ভগবানের কি আশ্চর্য্য মানবীলীলা অপার মহিম ভগবন্ চৈতন্যস্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম এবং তদুপাসনা করিতে উপাসকদিগকে যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সংসাররুক্ চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যকৃত কপট ঔষধির সেবনে তৎকালে আরোগ্যলাভ করিলেন ॥ ৭১

তংবীক্ষ্য চেতিতং সর্ব্বে গোপাস্তে চ ব্রজৌকসঃ।

আনন্দাব্ধি প্রবাহৌঘমগ্ন স্বান্তকলেবরাঃ ॥ ৭২

শ্রীকৃষ্ণের রোগশান্তি হইলে পর যখন উঠিয়া বসিলেন, তখন তাঁহাকে চেতনবিশিষ্ট দেখিয়া ব্রজবাসী সমস্ত গোপগণেরা আনন্দসমুদ্রের প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের কলেবর সহিত মন এককালে পরমাহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া গেল ॥ ৭২

নমস্কৃত্বেষু দেহেষু গোপানাং ব্রজবাসিনাম্।

নন্দজাময়সংনাশ সম্ভবায়া মুদোমুনে।

চুচুম্বুর্মঞ্জু রাস্যং স্বস্বজুষ্টংমুদান্বিতাঃ ॥ ৭৩

তৎক্ষণমাত্রে কপটরূপ বৈদ্য অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আরোগ্য-প্রাপ্ত দেহ হইয়া সেই সকল ব্রজবাসী গোপগণকে প্রণাম করিলেন। যাহারা নন্দনন্দন

শ্রীকৃষ্ণের রোগনাশহেতু পরমহর্ষভরে পরিপূর্ণমনা হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বাঞ্চল দ্বারা তন্মুখ মুছাইয়া দিলেন। কেহ পরমহর্ষযুক্ত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়প্রস্তাবে নন্দনন্দনাময়করণে শ্রীরাধিকায়াঃ কলঙ্কভঞ্জনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয় প্রস্তাবে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন নামে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়

গোপিগণের মথুরাগমন

ব্রহ্মোবাচ।—রমন্নমুদিনং কৃষ্ণস্তয়া সার্দ্ধমুবাস সঃ।
লীলামনুজতাং প্রাপ্তো নৈষীৎ সোঽর্গমান্ বহূন্ ॥ ১

জগৎপিতা পিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! অনন্তর লীলামানুষরূপ শ্রীকৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত নিভৃত নিকুঞ্জকাননে অনুদিন বিহারাসক্ত মানসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহুদিবস অবসান হইয়া গেল ॥ ১

একদা তক্রমাদায় সম্ভূয় বামলোচনাঃ
ব্রজৌকসাং মহোৎসাহা রাজধান্যাং সহস্রশঃ ॥ ২

কোন এক দিবস বহুতরা ব্রজবাসিনী গোপিকাগণেরা মহা উৎসাহপূর্ব্বক দধি দুগ্ধ ঘৃত তক্র নবনীতাদি প্রস্তুত করত পশরা সাজাইয়া কংসরাজধানীতে বিক্রয়ার্থ মথুরা গমনে অভিলাষ করিলেন ॥ ২

কংসস্য নরদেবস্য ক্রয়ণার্থং সুমধ্যমাঃ।
বৃদ্ধাং প্রবয়সাং সর্ব্বা আহ্বয়েন্দাভকুন্তলাম্ ॥ ৩

মহারাজাধিরাজ কংসের রাজধানী মথুরা, তথায় দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি মূল্যে বিক্রীত হয়; এজন্য ব্রজবাসিনী গোপিকাগণেরা সকলে অতি বর্ষীয়সী বৃদ্ধতমা চন্দ্রতুল্য কুন্তলাবৃতা বর্ব্বরী অর্থাৎ বড়াইকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ॥ ৩

যষ্টিলগ্নকরাং দীনাং বর্ব্বরী ক্লেশকর্ষিতাম্।
অভ্যভাষন্ গোপনার্য্যো বিদিজাং বিধবাং মুনে ॥ ৪

ঐ বর্ব্বরী পশুড় হয়ে গমন করেন, কটিভগ্না ক্লেশাতিক্লেশা কৃশা অতিশয় কাতরা দীনাক্ষীণা মলিনা বিধবা বসনবিহীনা, তাহাকে নিকটে আনিয়া উন্নিদ্রযৌবনা গোপিকারা এই কথা বলিলেন॥ ৪৪

গোপাল্যূচুঃ।—নোবচস্তং নিবোধেদ মার্য্যার্য্যে গোপনন্দিনি।
তক্রবিক্রয়ার্থং মথুরামণ্ডলে গন্তুমিচ্ছবঃ॥ ৫

আর্য্যে! হে গোপনন্দিনি বর্ব্বরি! তুমি আমাদিগের এক বাক্য শ্রবণ কর। আমরা সকলে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, নবনীত প্রভৃতি দ্রব্যের ভার প্রস্তুত করিয়াছি, সংপ্রতি সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কংসরাজধানী মথুরামণ্ডলে গমন করিব॥ ৫

বয়ং সর্ব্বা রাজধান্যাং কংসস্য ভারিণোহনঘে।
রচয়স্ব বলীয়াংসঃ ক্ষিপ্রগান্ দূরদর্শকান্॥ ৬

হে নির্দ্দোষ বর্ব্বরি! আমরা সকলে অল্পবয়সী, ভারবহনে অশক্তা এজন্য তুমি কতকগুলি দূরদর্শী শীঘ্র গমনশীল বলবান ভারীকে ডাকিয়া আনিয়া ভারের রচনাকরত বহনার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া দাও, আমরা কংসরাজার রাজধানীতে গমন করিব, অতএব তুমিও আমাদের রক্ষা করিবার কারণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন কর॥ ৬

বর্ব্বর্য্যুবাচ।—যুয়ং সর্ব্বা নবাঙ্গ্যঙ্গ্যো দিব্যাম্বর পরিচ্ছদাঃ।
ভূষণৈরনবদ্যৈশ্চ ভূষিতা লোলকুণ্ডলাঃ॥ ৭

গোপীদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণান্তর বড়াই নাতিনীসম্বন্ধ হেতু পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, হে ললনাগণেরা! তোমরা সকলে নবীন বয়সী পরমাসুন্দরী নির্দ্দোষ-লাবণ্যযুক্তা তাহাতে অত্যুত্তম বসন পরিধায়িনী এবং মনোহর নির্ম্মল আভরণান্বিত নানা ভূষণে পরিভূষিতা, তোমাদিগের শ্রবণযুগলে আলোলকুণ্ডলযুগল। (এবম্ভূতবেশে পণ্য স্থলে দ্রব্য বিক্রয় করা কুলবধূগণের অনুচিত)॥ ৭

পীনোত্তুঙ্গ কুচা প্রৌঢ়া বয়সা চ মনোহরাঃ।
যুক্তাশ্চ প্রৌঢ়মদনাঃ স্মরেষব ইবাপরাঃ॥ ৮

হে বরনারীগণেরা! তোমরা সকলে অত্যুত্তুঙ্গ ঘন পীনপয়োধরা সুনিপুণা নব-বয়সী সর্ব্বজনের মনোহারিণী সুভ্রূযুক্ত উদ্ধতরূপা, রতিনিপুণা সাক্ষাৎ কুসুমায়ুধের শরস্বরূপা হও॥ ৮

হাস্যৈর্লাস্যৈ র্বচোভিশ্চ কোমলৈর্ম্মধুরাক্ষরৈ।
মারং মোহয়িতুং শক্তাঃ স্বলাবণ্য বচোগুণৈঃ॥ ৯

হাবভাব লীলালাবণ্য এবং হাস্যলাস্য ও সুকোমল মধুরাক্ষর সমন্বিত বাক্য দ্বারা আর স্বস্বলাবণ্য প্রদর্শনে চাতুর্য্য বচনলালিত্য প্রকাশগুণে সাক্ষাৎ জগন্মোহন রতিনায়ক মদনকেও তোমরা মোহযুক্ত করিবার ক্ষমতা রাখ॥ ৯

কেঽন্যেবরাকাঃ পুরুষা যোবীক্ষ্য কাং গতিং গতাঃ।
প্রপঞ্চেরন মারবাণ বংশপীনপয়োধরাঃ॥ ১০

সামান্য পুরুষগণেরা একবার তোমারদিগের প্রতি যদি কটাক্ষপাত করিয়া দেখে তবে তাহাদিগের যে কি গতি হইবে তাহা বলা যায় না। হে পীনপয়োধরা গোপিকাগণ। তোমাদিগকে দর্শন করিলে পুরুষমাত্রেই সহসা স্মরশরের বশতাপন্ন হইবে॥ ১০

কংসোঽপি সুদুরাচারো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ।
পরদার রতাশ্চাপি পিতৃবন্ধু বিনিন্দকঃ॥ ১১

আমারদিগের রাজা মথুরামণ্ডলেশ্বর কংস অতি দুরাচার, দেবব্রাহ্মণহিংসক, সর্ব্বদা পরদার রমণাসক্ত, সর্ব্বদা পিতৃকুলসম্বন্ধ-বিহীন বন্ধুবান্ধবদিগের নিন্দাকারী ও পরিপীড়ক হয়॥ ১১

বীক্ষ্যবঃ সর্ব্বসঙ্গেন মোক্তা কামবশংগতঃ।
নাহং শক্নোমি বোনেতুং মথুরায়াঃ কথঞ্চন॥ ১২

সেই কংসরাজও যদি তোমাদিগের পানে একবার দৃষ্টিপাত করে, তবে সেও সর্ব্বপ্রাণের সহিত কামের বশতাপন্ন হইয়া রতিসুখসম্ভোগ লালস হইবে। তখন আমি কদাচ মথুরা হইতে তোমাদিগকে গোকুলে আনিতে সমর্থা হইব না॥ ১৩

গোপাল্যুচুঃ।—গোপ্তৃ চেন্নো যাসিবৃদ্ধে পৃষ্ঠতো পুরতোঽপিবা।
দণ্ডমুত্তম্য তরসা দেবাদপির্নভীর্ভবেৎ॥ ১৩

এতৎ বর্ব্বরীবাক্য শ্রবণ করত গোপালিকাগণেরা আই বলিয়া পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিলেন হে বৃদ্ধে! তুমি যষ্টি উত্তমকরা হইয়া আমাদিগের রক্ষার্থে অগ্রে বা পশ্চাতে যদি গমন কর, তবে কংসের কথা কি বলিতেছ দেবতা হইলেও তাহাকে ভয় করি না॥ ১৩

বর্ব্বর্যু্বাচ।—রক্ষন্ত্যো হ্যাত্মনাত্মানং কংসস্য বিষয়ে যদি।
চরিষ্যথ নিমিত্তন্তু কেবলং মাং নিরূপ্য চ।
শক্তাচাহং তদাগোপ্যো নান্যথা নেতুমাত্মনা॥ ১৪

গোপীগণের বাক্য শ্রবণে তখন এই কথা বড়াই বলিলেন। হে গোপীগণ? আমাকে শুদ্ধ নিমিত্ত রাখিয়া তোমরা আপনাকে রক্ষা করিয়া কংসরাজধানী মথুরাতে বিচরণ করিবে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষমা হইব, তাহা না হইলে আমি কখনই গোকুলে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আনিতে শক্তা হইব না॥ ১৪

গোপাল্যুচুঃ।—তথৈব তদ্বিধাস্যামো যদা বদসি নন্দিনি।
যুজ্যস্ত্বাং ভারিণো স্মাকং সুদৃঢ়াবলিনোঽনঘে॥ ১৫

বড়াইর বাক্য শ্রবণ করত হাস্যমুখী গোপিগণেরা কহিলেন। হে রঙ্গিনি! তুমি যে কথা বলিলে আমরা তথায় তাহাই করিব, অর্থাৎ আমরা আপনি আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিব তুমি নিমিত্তমাত্র থাকিবে, হে অপাপে! এক্ষণে সুদৃঢ় বলবান ভারি সকল আনিয়া ভারবনের নিযুক্ত কর॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ।—ব্রুবতীষ্বেয় মেবং হিতাসু গোপাঙ্গনাসু চ।

ত্রাগগাৎ পুরতস্তাসাং রণয়ন্ বেণুমাত্মনঃ।

যদূত্তমোত্তমঃ কৃষ্ণোলীলামনুজবিগ্রহঃ॥ ১৬

অনন্তর ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বড়াইর সহিত সেই সকল গোপাঙ্গনারা মথুরা গমনার্থে ভারী নিযুক্তের কথা কহিতেছিলেন। এমত সময় নন্দনন্দন যদুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ লীলামানুষ বিগ্রহবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেই মনোহর বংশী বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদিগের সম্মুখে আগমন করিলেন॥ ১৬

অস্তমায়াতমালক্ষ্য ব্রজৌকা বামলোচনাঃ!

ভীতা নিলিল্যিরে সর্ব্বাঃ পয়স্তক্র ঘৃতাদিকম্॥ ১৭

নবনীতস্কর নন্দনন্দনকে পুরত উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্রজবালকগণেরা সকলে মহাভীতা হইয়া ব্যস্তসমস্তা হইলেন। (পাছে যশোদানন্দন ক্রয়ার্থ প্রস্তুতী কৃত গব্যাদি সকল অপহরণ করিয়া লয় অতএব) দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি সকল দ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে লাগিলেন॥ ১৭

আদায় সর্ব্বতো বিদ্বন গৃহেষু বণিজাং তদা।

পলায়মানাস্তাবীক্ষ্য ভগবান্ ভাববিস্মরে॥ ১৮

বামমুবাচ বাক্যজ্ঞো মোহয়ন্মধুরাক্ষরা॥ ১৯

হে বিদ্বন্ অঙ্গিরা! গোপীগণেরা সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করত তখন বণিকদিগের পুণ্যাগারে সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সর্ব্বভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ গৃহীতবস্তু গোপাঙ্গনা-গণকে পলায়ন পরায়ণা দেখিয়া, সর্ব্ববাক্যজ্ঞ গোবিন্দ তাঁহাদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সুমধুরবাক্যে এই কথা বলিলেন॥ ১৮—১৯

শ্রীভগবানুবাচ।—মত্তোভীর্ব্বো ন কর্ত্তব্যা সজনাৎ ব্রজযোষিতঃ।

ন পশ্যামি ভয়স্যাহং নিমিত্তং হি ধিয়াস্মরণ॥ ২০

ভো গোপালিকাগণ! তোমরা সকলেই ব্রজবাসিনী গোপিকা আমিও ব্রজনাথ তনয়, তোমাদিগের স্বীয়জন আমার প্রতি এত ভয় কি হেতু? আমি স্বীয় বুদ্ধিতে আলোচনা করিয়া এই ভয়ের কারণ কিছুমাত্র দেখিতে পাই না, অতএব তোমরা এ অলিক্যভয়ে আকুলা হইও না॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্থমাশ্বাসিতাস্তেন হরিণোদার কর্ম্মণা।
ব্রজৌকসাং বহিরয়ান্ প্রফুল্লপঙ্কজাননাম্॥ ২১

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে তাত। উদারকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এরূপ আশ্বাসিতা হইয়া প্রফুল্লপদ্মবদনী ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ সর্ব্বলোকময়ী শ্রীকৃষ্ণের বাণীশ্রবণে হৃদয় হইতে ভয়কে দূরীকৃত করিয়া দিলেন॥ ২১

গোপাল্যূচুঃ।—প্রহস্য বাচ মাহুস্তাঃ কৃষ্ণং পদ্মমলেক্ষণম্॥ ২২

অনন্তর সুস্মেরাননা সমস্ত গোপালিকাগণেরা হাসিতে হাসিতে কমলদলায়ত লোচন শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই কথা বলিলেন॥ ২২

অভীপ্সা বর্ত্ততে কৃষ্ণ মথুরা গমনং প্রতি।
ভারিণোহত্রযুজ্যস্তা মনুক্রোশাম্ময়ি প্রভো॥ ২৩

হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ! এই সকল দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি বিক্রয়ার্থ মথুরা রাজধানীতে গমন করিতে আমাদিগের অভিলাষ হইয়াছে। হে প্রভো! এই সকল দ্রব্য বহনশীল ভারিগণকে আহ্বান করত তুমি নিযুক্ত করিয়া দাও, যাহারা আমাদিগের সঙ্গে গমন করিতে শক্তি হয়, এক্ষণে তোমাকে আমরা এই অনুরোধ করিলাম॥ ২৩

তৎশ্রুত্বা বচনতাসাং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
আহুয়ার্ভন্ ছদ্মকৃতানাহ তাংশ্চহসন্মুহুঃ॥ ২৪

গোপিকাদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণে দেবকীনন্দন গোবিন্দ ছদ্মবেশধারী কতকগুলি গোপবালককে আহ্বান করিয়া নিকটে আনিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে কহিলেন॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—যাতভারান্ সমাদায় মথুরা মনুষ্যোষিতাম্।
ভারং বোঢ়ুমলং চেদং দারকাঃ ক্ষিপ্রমুচ্যতাম্॥ ২৫

হে ভারাবাহগণ! এই দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির ভার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে তোমরা মথুরামণ্ডলে গমন কর। অনন্তর গোপিকাগণকেও বলিলেন, হে গোপালিকা! এই সকল ভারিগণকে তথা হইতে শীঘ্র বিদায় করিহ। অর্থাৎ ইহারা সমস্ত দিবস অতিবাহন করিতে পারিবে না॥ ২৫

বালকা উচুঃ।—ভূয়োলং বাধতে কৃষ্ণ নালংগন্তু বয়ং স্বরা।
ভোজনং যদি দীয়েত তদাগন্ত প্রশক্নুমঃ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণান্তর গোপালকগণ কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা এতদ্রূপ ভার লইয়া অতিসত্বর গমন করিতে পারিব না, যেহেতু অতিশয় ক্ষুধাতে বাধিত হইয়াছি যদি আমাদিগকে ভোজনোপযুক্ত বস্তু দেয়, তবে আমরা মথুরাগমনে শক্ত হইব॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—এতে মদশনা ভাবাদ্বাধ্য মানাঃ ক্ষুধাভৃশম্।
ভোজনং দীয়তামেষাং যদিভারাঃ প্রবাহিতাঃ॥ ২৭

ছদ্মভারবাহক গোপবালকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন, হে গোপালিকাগণ! এই সকল ভারিগণ ভোজনাভাবে ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর হইয়াছে। যদি ইহাদিগের দ্বারা ভারবাহন করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে ইহাদিগকে যথোপযোগ্য আহারীয় প্রদান কর॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ।—বচ আশ্রুত্য কৃষ্ণস্য হ্যঙ্গনাস্তা ব্রজৌকসাম্।
দেয়া মেতদিতি প্রোচুর্ব্বচনং পরমাদরাৎ॥ ২৮

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণমুখে এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণেরা পরম আদর পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমরা অঙ্গীকার করিলাম ইহাদিগকে ভোজন করাইব॥ ২৮

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—অহমপ্যতমোহ্যেষাং ভারবোঢ়া ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
মহ্যঞ্চদীয়তা মাদা বস্তেষাং দাতুমর্হতঃ॥ ২৯

এতৎ শ্রবণে হাস্যানন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন ভো গোপালিকাগণ! কেবল এই সকল ভারীকে ভোজন দিলেই হইবে না। ইহাদিগের মধ্যে আমিও এক জন ভারবাহক, ক্ষুধাতে কাতর হইয়াছি, অগ্রে আমাকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ভারিগণকে ভোজন প্রদান কর॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ। অশ্লীন বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আদদে ভানবীবাচং নৈতস্ক্ষক্যঃ ত্বয়াকিঞ্চিৎ॥ ৩০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, বৎস অঙ্গিরা! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে এই কথা কহিলে পর তৎশ্রবণে তদিঙ্গিতজ্ঞা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দিলেন। ভো নটরাজ! আমাদিগের এ ভার বহনে তুমি কখন শক্ত হইবে না অর্থাৎ (এ ভার গুরু ভার)॥ ৩০

অলসো দুর্ব্বলশ্চৈব নশক্তো গন্তু মঞ্জসা।
লম্পটো মধুরো ধূর্ত্তো নাপিভারবহঃ কদা॥ ৩১

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত দুর্ব্বল ও সত্বরগমনে যে অপারগ, যে লম্পট অর্থাৎ

পরস্ত্রীরতিলোলুপ ও বাদদূক অতিশয় মুখর এবং যে ব্যক্তি শঠ প্রবঞ্চক সে ব্যক্তিকে কেহ কোথাও ভারবাহক করে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ! তোমার একর্ম নহে॥ ৩১

রাধোবাচ।—লম্বোদরো ভোজনার্থী ভুঙ্‌ক্তে চানারতং বলাৎ।
সগর্ব্বেণ চ নঃ সখ্যো নৈতে নাস্তি প্রয়োজনম্।
দীয়তাং ভোজনস্তস্মৈ প্রসহ্য হৃতিভীরুভিঃ॥ ৩২

হে সখীগণ! সর্ব্বদা ভোজনের নিমিত্ত ব্যাকুল ও লম্বোদর অর্থাৎ পেটুক, এবং বলপূর্ব্বক অনবরত ভোজন করে ও সর্ব্বদা গর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান এমন ভারীতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে দ্রব্যাদি অপহরণ করিবে এই ভয়ে উহাকে ভোজন করিতে কিছু দাও এই মাত্র॥ ৩২

সখ্য উচুঃ।—নন্দরাজালি নো নিত্যং হিতৈষ্যপি ব্রজৌকসাং।
কাস্তস্য তনয়ং কুর্য্যানয়িতুং ভারিণং ভিয়া॥ ৩৩

সখীগণেরা স্বীয় বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিয়া পরস্পর এই কথা বলিলেন। হে আলিগণ! আমাদিগের ব্রজবাসিগণের হিতৈষী রাজ, অতএব নন্দব্ররাজের ভয়ে তাঁহার প্রিয়পুত্রকে কে ভারি করিবে? তাহা বল॥ ৩৩

শাস্তা গোপ্তা গোকুলেশো নন্দো নঃ পৃথিবীপতিঃ।
আস্তস্য মনসাপীচ্ছেৎ কর্ত্তুং ভারবহং সুতম্॥ ৩৪

ব্রজরাজ নন্দ আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, গোকুলের ঈশ্বর, এবং রাজা, তাঁহার পুত্রকে ভারি করিতে কোন গোপী মানস করে? অতএব কৃষ্ণকে ভারবহনে নিযুক্ত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়॥ ৩৪

যদি যাবেত বালোসাবাশনং নন্দনন্দনং।
দেয়মেতদবশ্যং নঃ প্রসভং হৃদি ভীরুভিঃ॥ ৩৫

হে আলিগণ! যদি এই নন্দনন্দন আমাদিগের নিকট ভোজন যাচঞা করে, তবে দ্রব্যাপচয় ভয়ে অবশ্য উহাকে আহার করিতে দধি দুগ্ধাদি কিছু দ্রব্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ।—এবং ব্যবসিতা গোপ্যো ধিয়া নিপুণয়া রহঃ।
দাতুকামাস্তদাবাচ মুচঃ পদ্মদলেক্ষণম্॥ ৩৬

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে তাত! এইরূপ নৈপুণ্য বুদ্ধিতে গোপীগণেরা নিশ্চিতভাবধারণ করত ভোজন দিবার অভিলাষে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে সকলে এই কথা বলিলেন॥ ৩৬

গোপ্যাহ্যূচুঃ।—গৃহাণ ভোজনং রাজতনূজ যদভীপ্সিতম্।
ন ভারবাহয়েমং ত্বাং বয়ং রাজভিয়া খলু॥ ৩৭

হ ব্রজরাজ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি রাজার পুত্র, এই ভোজনীয় দধি দুগ্ধাদির মধ্যে তোমার ভোজন করিতে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর! কিন্তু তোমার দ্বারা আমরা ভারবহন করাইব না, যেহেতু রাজার প্রতি আমরা অতিশয় ভয় করি॥ ৩৭

পোষ্টা পাতা চ শাস্তা চ নন্দো গোপপতিশ্চ নঃ।
শ্রুত্বা ভারবহং ত্বাং নোদণ্ডং খলু বিধাস্যতি॥ ৩৮

ব্রজরাজ নন্দ, আমাদের পোষণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং শাসনকর্ত্তা হয়েন। তোমাকে ভারবহন করাইয়াছে একথা শুনিলে পর তিনি আমাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারেন॥ ৩৮

কথং ক্ষমেদিদং শ্রুত্বা হ্যসম্ভাব্যং দুরাত্মনাম্।
কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চ মন্যমান্ গোপসত্তমঃ॥ ৩৯

আমাদিগের অসম্ভাব্য এই দৌরাত্ম্য শ্রবণে কখনই তিনি ক্ষমা করিবেন না। যেহেতু লোকনিন্দনীয় এতৎকর্ম্ম গোপসত্তম নন্দ ইহাতে অতিশয় ক্রোধিত হইবেন সংশয় নাই॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—বোঢ়ুং ভারমভীপ্সামে বর্ত্ততে সম্প্রতং দৃঢ়া।
নজানীয়াৎ পিতা ভারবহনং মেগুচিস্মিতাঃ॥ ৪২

গোপীদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন। হে শোভন হাস্যাননা গোপীগণেরা! অদ্য তোমাদিগের ভারবহন করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমাকে ভার প্রদান কর, পিতা ইহা জানিতে পারিবেন না, আমি গুপ্তভাবে পথে গমন করিব॥ ৪০

গোপাল্যুচুঃ।—বহন্তং জানতাবীক্ষ্য ভারত্বাং রাজনন্দন।
নিবেদয়িষ্যতি খলু সর্ব্বং বৃত্তমশেষতঃ॥ ৪১

কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে গোপালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নৃপনন্দন! যদি কোন স্থানে কোন পথিক ব্যক্তি তোমাকে ভারবহন করিতে দেখে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার পিতার নিকটে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিবেক॥ ৪১

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—ত্যক্তা বেণু মিমাং চূড়াং বেশং বিপরিবর্ত্ত্য চ।
ভারং বোঢ়া নবো ভাতিরবপিত্তাৎ কথঞ্চন॥ ৪২

গোপীবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে ভাবিনীগণেরা! আমার বিশেষ চিনিবার চিহ্ন চূড়াবাঁশী, অতএব আমি চূড়াবাঁশী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপরীত বেশধারণে তোমাদিগের ভার বহিব তাঁহাতে কোনমতেই তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইবেক না॥ ৪২.

গোপ্যূচুঃ।—যদি দৈবাদ্বিশানীয়াম্মহীক্ষিয়ঃ প্রতাপবান্।

দণ্ড্যাম্ব স্মাসু ধাতুব্যো দণ্ডেনং বারিতুং হি কঃ॥ ৪৩

শ্রীকৃষ্ণের এরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপমহিলাগণে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন! হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে সত্য কিন্তু মহা প্রতাপশালী রাজানন্দ, দৈবাৎ যদি একথা তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের দণ্ডবিধান করিলেন, তাহা নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইবেক না॥ ৪৩

মাতুলীতে মহাপ্রাজ্ঞী বুদ্ধ্যাস্মা স্বধিকা চ সা।

রাজাত্মজা গুরুস্তে চ সাভারং বাহয়েদ্‌যদি॥ ৪৪

নবাহয়েয়ং ভারং ত্বাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৪৫

অন্যান্য গোপী সকল ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নন্দনন্দন! তোমার মাতুলানী মহাপণ্ডিতা, রাজাধিরাজ বৃষভানুর কন্যা, সম্পর্কে তোমার গুরু পর্য্যায় এবং বুদ্ধিতে আমা সবাকার হইতে অধিকা, সে যদি তোমাকে ভারবহন করায় তবে করাইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও তোমাকে ভারবহন করাইব না॥ ৪৪—৪৫

ব্রহ্মোবাচ।—এতদ্‌গোপীবচঃ শ্রুত্বা গোপীনাথো যদূদ্বহঃ।

রাধারাদগমং ক্ষিপ্রং বচনঞ্চেদমাহতাম্॥ ৪৬

জগৎপিতা ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে তাত! গোপীনাথ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল গোপীর এবস্তুত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন সত্বর গমনে রাধিকার সন্নিধানে এই কথা কহিলেন॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—ধর্ম্মতোঽপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ।

নত্বদন্যা নৃপসুতে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥ ৪৭

হে বৃষভানু রাজনন্দিনী রাধে! হে মহাভাগ্যবতি! আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা, অতএব তুমি আমাকে যে ভার দিবে, তাহা আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য কোন জনেই আমাকে ভারবহন করাইতে সমর্থ নহে, ইহা আমি শপথ করিয়া কহিতেছি॥ ৪৭

শ্রীরাধিকোবাচ।—নাহং কৃষ্ণেন মে ভারং স্পর্শয়েন্নৃপনন্দন।

ভারিকালিম সংযোগাদ্দধিকালো ভবেদিতি॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতী নৃপনন্দিনী রাধা এই কথা বলিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজনন্দন, কিন্তু অতিকাল, অতএব তোমাকে আমি এই দধিদুগ্ধের ভার স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি কাল ভারি, তোমার বর্ণের কালিমা স্পর্শে আমার এই দধি দুগ্ধ নবনীতাদি সকল কালবর্ণ হইবে॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ।—শ্রুত্বা প্রহাসগর্ভং তদ্বচনং দেবকীসুতঃ।

বদ্ধাঞ্জলি পুটৌ ভূত্বা বিহস্যাহ নৃপাত্মজাম্॥ ৪৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! এতদ্রূপ শ্রীরাধিকার পরিহাসগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া ঈষৎ হাস্যযুক্তমুখে শ্রীরাধিকাকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৯

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—অনুমন্যস্য মাং ভারং বোঢ়াং মাতুলি সর্ব্বথা।

রাজ্ঞোভীস্তে ন ভাবতা রাজাতে প্রিয়মিচ্ছতি॥ ৫০

হে মাতুলি! তুমি আমার মাতুলানী, আমি সর্ব্বতঃ প্রকারে তোমার ভারবহন করিতে পারি, অতএব তুমি আমাকে ভার প্রদান কর। এজন্য মম পিতা নন্দরাজের ভয় করিহ না। তিনি তোমার প্রিয় সাধনা করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ তুমি যমুনা হইতে জল আনিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ॥ ৫০

রাধোবাচ।—নিসর্গেণ কিতবোসীতি ভারং বোঢ়ুং নরোচয়ে।

ছদ্মগবো পরিত্যজ্য বহস্বং যদিরোচতে॥ ৫১

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে কহিলেন। তুমি অতিশয় ধূর্ত্ত, তোমাকে কেহই বিশ্বাস করে না, অতএব ছল বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভারবহন কর, যদি মম ভারবহনে তোমার নিতান্তই ইচ্ছ হইয়া থাকে॥ ৫১

ইতীরিতাং তয়াবাণীং স আকর্ণ্য যদূদ্বহঃ।

ননর্ত্তুচ্চৈঃ প্রমুদিতঃ প্রশশংসচতাং মুহুঃ॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই মনোহারিণী বাণী শ্রবণ করত হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য পরায়ণ হইয়া সহর্ষচিত্তে শ্রীমতী বৃষরাজ-দুহিতাকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—দেহিমে ভোজনং ভূরি যেন গচ্ছে নৃপাত্মজে।

রাজধানী মমুক্তিপ্রং কংসস্য রাজনন্দিনি॥ ৫৩

অনন্তর যাদবনন্দন গোবিন্দ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন, হে নৃপাত্মজে! হে রাজনন্দিনি! অগ্রে আমাকে ভূরিভোজন প্রদান কর। আমি ভোজনানন্তর ভার লইয়া তোমার সহিত মহারাজ কংসের রাজধানী মথুরাতে শীঘ্র গমন করিব॥ ৫৩

রাধিকোবাচ।—শক্যতে যত্ত্বয়া ভুরি ভুজ্যতুরি যথেষ্টতঃ।

সর্ব্বসত্ত্বেন মেদেয়ং সর্ব্বং দধিঘৃতং পয়ঃ॥ ৫৪

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে প্রমুদিতা হইয়া রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে কহিলেন, হে নৃপনন্দন! এই প্রভূত ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছামত দধি দুগ্ধ

ঘৃত নবনীতাদি সকল প্রদান করিতেছি, শক্ত্যনুসারে তুমি ভোজন করিতে পার কর, আমার অদেয় নাই ॥ ৫৪

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্তোমৃগশাবাক্ষ্যাভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বিশ্বরূপং সমাধৃত্য ভোক্তুং প্রারভতানঘ ॥ ৫৫

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস অপাপ অঙ্গিরা! মৃগশাবাক্ষি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে পর দেবকী নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বীয় বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকল সামগ্রী ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫

দাতুকামাশনং তস্মৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দ্বির্দাস্যে নবোদ্বর্ত্ত্যা নেষ্যে কিঞ্চন চাচ্যুতে ॥ ৫৬

ভোজন করাইবার কামনায় শ্রীমতী রাধিকা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে যাহা আহার করিতে দিলাম ইহার পরিশোধ করিতে না পারিলে আর দ্বিতীয়বার কিছুই দিব না ॥ ৫৬

প্রতিজানামিতে নন্দনন্দনাহং পুরঃসদা ॥ ৫৭

হে নন্দনন্দন। পূর্ব্বে তোমাকে বিশেষরূপ এই প্রতিশ্রুত করাইয়া আহার করাইব ইহার অন্যথাচরণ করিও না ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুদীর্য্যাচ্যুতং বাক্যং নবনীতং ঘৃতং পয়ঃ।
দধ্যাদাদ্রাজতনয়াশনায় শার্ঙ্গধন্বনে ॥ ৫৮

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! রাজদুহিতা শ্রীমতী রাধা এই রূপ কহিয়া পরে শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে দধিদুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি দ্রব্য সকল ভোজনার্থ প্রদান করিলেন ॥ ৫৮

ভুঙ্ক্তে এব চ তৎকৃষ্ণো নান্তং পশ্যতি কর্হিচিৎ।
প্রপূরিতোদরেণৈব তদন্তং গতবান হরিঃ ॥ ৫৯

ইচ্ছাময়ী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপা শ্রীরাধিকা, স্বদত্তদ্রব্য প্রতি স্বীয় অক্ষয় দৃষ্টিপাত করিলেন। এজন্য অনন্তরূপী ভগবান্ বিশ্বম্ভর হইয়াও ভোজন করিয়া কোনক্রমে তাহার শেষ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ভোজনকরতঃ উদর পূর্ণ করিলেন, আর কিছুমাত্র ভোজনে শক্ত হইলেন না ॥ ৫৯

নসোশক্যো তদা ভোক্তুং চিদ্রূপা বিশ্বমোহিনী।
বৃষভানুসুতা প্রাহ ভুংক্ষেতি দেবকীসুতম্ ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণ যখন কহিলেন আমি আর ভোজন করিতে পারি না আমার উদর সংপূর্ণ হইয়াছে। তখন বিশ্বমোহিনী চিদ্রূপা বৃষভানুনন্দিনী ভগবতী রাধা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। তুমি অতিশয় ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়াছ, এখনি কি? আরো কিছু ভোজন কর ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—প্রহস্যাহনমেশক্তি র্নপুন র্ভোজনং প্রতি॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ তখন লজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন আর ভোজন করিবার শক্তি আমার নাই, এক্ষণে আমার ভোজন স্পৃহার নিবৃত্ত হইয়াছে॥ ৬১

ভোজনে সা যদাশক্তং ভগবন্তমধোক্ষজম্।
অপশ্যং পরমক্রোধস্ফুরদোষ্ঠাধরা তদা॥ ৬২
অভ্যভাষত তং প্রেম্না চলদ্বক্ষোজ লোচনা।
নয়ভারং যদীচ্ছাতে বর্ত্ততে বহনং প্রতি॥ ৬৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করিতে যখন অশক্ত অবলোকন করিলেন, তখন প্রেম পুরঃসর চঞ্চললোচনা ও আলোলিত কুচ যুগলা, শ্রীমতী রাধিকা অতিশয় কোপে প্রস্ফুরিতধরা হইয়া অধোক্ষজ গোবিন্দকে এই কথা বলিলেন, এখন আর বিলম্ব করিহ না, ভার লইয়া সত্বর গমন কর॥ ৬২—৬৩

ব্রহ্মোবাচ।—ততোভারং সমুত্থায্য মাল্যবন্মধুসূদন।
আজিহৎ কৈতবকৃতং ভারিভি স্তৈমুদান্বিতঃ॥ ৬৪

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। ভোজন পরিসমাপ্তি করিয়া অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ মহার্ষযুক্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কপট ভারিগণের সহিত পুষ্পমাল্যের ন্যায় অবলীলাতে ভার উঠাইয়া লইলেন॥ ৬৪

ততোগত্বা কিয়দ্দূরং ক্ষুৎতৃড়্ভ্যা মর্দ্দিতো হরিঃ।
শীর্ষোবর্ত্তার্য্য তংভারং বীক্ষ্যাহবৃষভানুজাম্॥ ৬৫

অনন্তর কতকদূর গমন করতঃ মহাকপটী শ্রীকৃষ্ণ মস্তক হইতে ভারকে ভূমিতলে অবস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার পানে চাহিয়া কহিলেন। ভো রাজনন্দিনি! আমি আর ভারবহন করিতে পারি না, ক্ষুধাতে এবং তৃষ্ণাতে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি॥ ৬৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদে রাধাহৃদয়ে মথুরাযানে
ষড়বিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

এই ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তর খণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষিসংবাদ সমন্বিত রাধাহৃদয় প্রস্তাবে মথুরাযানে গোপিকাদিগের ভারবহনে ষড়্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত!

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপিদিগের ভারভঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—অর্দ্দিতোহং ভৃশং রাজনন্দিনী ক্ষুত্তৃষানঘে।

শক্তোগন্তুমিতো নৈব বিনাশনপরিগ্রহম্ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ তারাবতরণ পূর্ব্বক গোপতনয়া শ্রীমতী বৃষভানু রাজনন্দিনীকে এই কথা বলিলেন। হে অনঘে! আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, ক্ষুৎপিপাসায় আমাকে বাধিত করিয়াছে, এক্ষণে আহার পরিগ্রহ ব্যতীত আমি এখান হইতে একপদও গমন করিতে সমর্থ নহি ॥ ১

রাধোবাচ।—অধুনৈব রাজসূনো নাশকো বাশিতুং কথম্।

দত্তাশনং পয়ক্ষীরং নবনীত-ঘৃতাদিকম্ ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে গোবিন্দ! তুমি বল কি? এখনি যে প্রভূত সামগ্রী ভোজন করিয়াছ? এবং আর ভোজন করিতে পারি না বলিয়া দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃতাদি আশনে পরাঙ্মুখতাচরণ করিলে? আবার তোমার এ কেমন ক্ষুধা, তা বল দেখি ॥ ২

তদাক্ষুৎ ক্বগতাহ্যেষা জঠরানলদীপিকা।

আগতা বা কুতইহা গতস্ত বদতেহনঘ ॥ ৩

হে নিষ্পাপ! যখন প্রচুরতর দধি দুগ্ধ নবনীতাদি ভোজনে সেবক হইলে তখন তোমার ঐ ক্ষুধা ও উদ্দীপ্ত জঠরানলইবা কোথায় গমন করিয়াছিল? এখনি বা এত ক্ষুধা কোথা হইতে আগত হইল তাহা বলদেখি শুনি? ৩

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—ক্ষুত্তমেবরারোহে ত্বয়ৈবপিহিতা পুরা।

অধুনা ত্বদসংযোগে দাবির্ভবতি মেভৃশম্ ॥ ৪

শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই কথা বলিলেন। হে বরারোহে! বরভামিনি! ক্ষুধারূপা তুমি। পূর্ব্বে এই ক্ষুধা তুমিই হরণ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার অসংযোগে সেই ক্ষুধা আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অতিশয় দিতেছে ॥ ৪

ত্বয়ৈব মোহিতঃ পূর্ব্বমেকার্ণব জলেহনঘে।

লক্ষবর্ষাণি বভ্রাম সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥

হে অনিন্দিতরূপে! পূর্ব্বে বিবিধপ্রকার প্রজাসৃষ্টি করণেচ্ছু আমি তোমার অচিন্তনীয় মায়াতে মোহিত হইয়া একার্ণব সলিলে ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলাম ॥ ৫

বিসংজ্ঞো বেদশাস্ত্রেষু পর্ণেষ্বশ্বত্থস্য সংবসন্।
অতীন্দ্রিয়া গুণাতীতা মায়াত্বং পরমোদয়া ॥ ৬

তোমার অবিজ্ঞাত গতি ইহা বেদশাস্ত্রাদিতে প্রকথিত আছে। তুমি পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি পরমোদয়া মায়া ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য গুণত্রয়ের অতীতা, তোমার মায়ায় আমি অশ্বত্থপত্রোপরি শয়ন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলাম ॥ ৬

মদ্মুখং যাতিযস্যান্তে মলিনা চক্ষুষোর্দ্বয়ং।
উদেতিচ পুনঃ কৃৎস্নং জগদেতন্নিমীলনাৎ ॥ ৭

আমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ সহিত জগৎ তোমার চক্ষুর নিমীলন কালে লয়কে প্রাপ্ত হয়েন এবং চক্ষুর উন্মীলনকালে পুনর্ব্বার সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়। অতএব তুমিই সকলের উপাদিকা ॥ ৭

ব্রূমস্তস্যা বয়ং কিংবা মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
অলংসংবাধতেক্ষুন্মাং দেহিমে ভোজনং পুনঃ ॥ ৮

হে জগদম্বিকে! শ্রীমতী রাধিকে তুমি পরমাত্মা স্বরূপিণী অতএব আমরা তোমার মহিমা কি জানি বলিবই বা কি? এক্ষণে এই ক্ষুধা পুনরুদ্দীপ্তা হইয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছে সুতরাং পুনর্ব্বার ভোজন করাইতে সম্মতা হও ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ।—মহানুভাবং বচনং শ্রুত্বা তস্য পরামাত্মনঃ।
মহামায়া দদত্তস্মৈ ভোজনং শার্ঙ্গধন্বনে ॥ ৯

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন, হে তাত! পরমাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের মহানুভাব বাক্য শ্রবণ করত মহামায়া শ্রীমতী রাধিকা শার্ঙ্গধন্ব গোবিন্দকে ভোজনীয় দধি দুগ্ধাদি দ্রব্য সকল পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন ॥ ৯

যথাভীপ্সং পুনর্ভুক্তা পীত্বা পেয়মনুত্তমম্।
আত্তভারঃ পুনরগাৎ কালিন্দী মনুমাধবঃ ॥ ১০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যথাভিলষিত ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন ও পরমোত্তম পানীয় দ্রব্য পান করত পুনর্ব্বার ভারগ্রহণ করিয়া যমুনাতীরাভিমুখে অভিগমন করিলেন অর্থাৎ মথুরার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকুঞ্জকাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

গায়ন্নৃত্যন্ হসন্পশ্যন্ কুঞ্জান্ গচ্ছন্ যমস্বসুঃ।
আস্যানিলৈ র্বেণুবরং প্রপূর্য্য স্বরমুত্তমম্ ॥ ১১

উক্তমায় গোবিন্দ গোপীগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে করিতে কুঞ্জকানন দর্শন

পূর্ব্বক তপনতনয়াতীরে সমুপস্থিত হইয়া মুখ নিঃসৃত বায়ু দ্বারা মুরলী পূরণ করত রাগ রাগিণী আলাপ দ্বারা অত্যুত্তম মনোহরণীয় গীত গাহিতে লাগিলেন ॥

ব্রহ্মোবাচ।—উদগীর্য্যাজীগপন্মুগ্ধো মোহনয়ন্মুদিতাম্বরবান্!

আহ্বয়ংস্তা গোপনারী বেণুগীতরবেন সঃ ॥ ১২

হে মহর্ষি অঙ্গিরা! উচ্চৈস্বরে গীত গাহিয়া সমস্ত গোপীগণকে মুগ্ধীকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি দ্বারা মোহিত করণ পূর্ব্বক ব্রজবালাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥ ১২

মধুরেণ মনোহারী জগৌবামদৃশাং হরিঃ।
তেনবেণুজ গীতেন মোহয়িত্বা ব্রজৌকসাম্॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ললনাগণের মনোহারি সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন সেই নটবংশিকা গীতে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মনকে মোহিত করিলেন ॥ ১৩

মনাংসি পরমানন্দ সন্দোহাব্ধি বরংগতঃ ॥ ১৪

সেই মনোহর বেণুরব শ্রবণে গোপবালাদিগের মন পরমানন্দ সন্দোহসাগরে এককালে নিমগ্না হইয়া গেল। অর্থাৎ তাঁহারা চিন্তনীয় অন্যান্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া গেলেন ॥ ১৪

পথিকুঞ্জেষু কচ্ছেষু পুষ্পোদ্যানে নগোদরে।
স্থিরচ্ছায়া দ্রুমতলে বিশ্রাম্য গতবান হরিঃ ॥ ১৫

বিমুগ্ধা গোপিকাগণে শ্রীকৃষ্ণানুগতা হইয়া পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনাতীরে তীরে, কুসুম বনে বনে, গোবর্দ্ধনের গুহায় গুহায়, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ও সুস্থির ছায়া সমন্বিত তরুবরতলে গোপীমণ্ডল মণ্ডিত ভগবান্ নন্দনন্দন ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

মোহিতা বেণুগীতেন নাত্মানং সস্মরুশ্চতাঃ।
গায়ন্ত মন্বগামংস্তা লোলয়িত সুকুণ্ডলাঃ ॥ ১৬

কৃষ্ণগৃহীত মানস গোপীগণেরা একেবারে বিমোহিতা হইয়া আপনারা আপনাদিগকে বিস্মৃতা হইয়া গেলেন। অর্থাৎ আমরা কে? কোথায় আসিয়াছি? ও কি করিতেছি? কেনইবা কৃষ্ণের সহিত ভ্রাম্যমাণা হইতেছি? ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। সকলেই বেগগমন হেতুক আলোলিত কুণ্ডলমণ্ডিতা উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সংগীত শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ সকলেই গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

নৃত্যন্তমন্বনৃত্যংশ্চ দোল্যমান পয়োধরাঃ।
অহসন্নথিসংহাসং কুর্ব্বন্ত নটনং হরিঃ ॥ ১৭

গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দেখিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য ভঙ্গিমাচ্ছলে তাঁহাদিগের উচ্চ পীনপয়োধরযুগল দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ যখন হাস্য করেন, তখন তাঁহারাও হাস্য করিয়া থাকেন। যখন কৃষ্ণ ভ্রমণ করেন তখন তাঁহারা সকলেই ভ্রাম্যমাণা হয়েন ॥ ১৭

খেলন্তশ্চ হসন্তশ্চ চলন্ত মচলন্নথি।
আসীনে চাসত তদা শয়ানে স্বপশেষত ॥ ১৮

গোপললনারা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামুদর্শনে ক্রীড়মানা, কৃষ্ণের হাস্যে হাস্যাননা হয়েন কৃষ্ণ চলিলে চলেন, কৃষ্ণ দাঁড়াইলে দাঁড়ান, কৃষ্ণ বসিলে বসেন শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিলে সকলেই শয়ন করেন ॥ ১৮

বিশ্রান্তস্তমুপালভ্য ব্যশ্রাম্যন্ মনসেপ্সিতম্।
অপিবন্নথিতং পানং পূর্ব্বস্ত মনুভুঞ্জ্যতে ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন স্থানে বিশ্রাম হেতু উপবিষ্ট হন, তদ্দৃষ্টে গোপীগণেরাও সেই স্থানে বিশ্রামার্থে উপবেশন করেন। কৃষ্ণ যাহা পান ও ভোজন করেন তাঁহারাও সেইরূপ পান ও ভোজনে সুরতা হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ মনোভিলষিত যে কর্ম্ম করেন, তখন তাঁহারাও তৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১৯

অসুখন্ সুখিতে তস্মিন্ দুঃখিতে চ সুদুখিতাঃ।
মোহিতানাভ্যজানাস্ত কিঞ্চনান্যৎ প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে সুখী তাঁহারাও তাহাতে সুখানুভব করেন, কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখিতা হয়েন। অতএব বিমুগ্ধা গোপীগণেরা শ্রীকৃষ্ণানুগত সমস্ত ক্রিয়ার আচরণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোহিতা হইয়া আত্ম হিতাহিত বা শুভাশুভ কোন কার্য্যেরই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, শুদ্ধ নটকুহকে আপতিতার ন্যায় তাঁহাদিগের বুদ্ধি ব্যামোহযুক্তা হইল ॥ ২০

নাচেষ্ট স্তন্বিকাং চেষ্টাং মহামায়োরুমায়য়া।
ভ্রমস্ত্যো ভ্রান্তহৃদয়াঃ সম্মরুর্ণান্বিকাং ক্রিয়াম্ ॥ ২১

মহামায়াবীর উরুমায়াতে বিমুগ্ধা হইয়া গোপিকারা তৎকালে সমস্ত চেষ্টা শূন্যা, ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন আর অন্য কোন কার্য্যই স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ২১

দধিক্রয়াত্মিকাং তাশ্চ ব্রজৌকোবামলোচনাঃ।
মপাস্তিং নস্মৃতং তন্নজীবনং স্বজনং ন চ ॥ ২৩

সমস্ত আভীরললনাগণেরা মথুরাতে যে দধি বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়াছে তাহা

বিস্মৃতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং গৃহস্থিত পতি পুত্র স্বজন ও গাভী বৎসাদি সকল আছে কি না আছে, ক্ষণমাত্র সে সকলকে মনে স্মরণ করিতে পারিতেছেন না॥ ২২

ভ্রাতরং বন্ধুসুহৃদো নভাতপ্রসবোন্ চ।
সন্তীতি নচতাঃ সর্ব্বা মেনিরে বেণুমোহিতাঃ॥ ২৩

ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদগণ এবং পিতা মাতা সন্তান সন্ততি প্রভৃতি সকল যেন নাই জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণের বংশীরবে বিমোহিত গোপীগণেরা প্রকৃত উন্মত্তপ্রায়া হইলেন॥ ২৩

নভীর্নহ্রীর্ন চ জ্ঞানং পঙ্কজাস্যাননা মুনে
গচ্ছন্ সভগবান্‌বর্ত্ম কিয়ন্তার শ্রমন্বিতঃ॥
অবতার্য্য পুনর্ভারং তা উবাচ বচোহসন্॥ ২৪

সেই সকল পদ্মমুখী কুলভব অবলাগণেরা জ্ঞানশূন্যা লজ্জাভয় রহিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎদূর গমন করতঃ শ্রান্তিযুক্ত হইয়া মস্তক হইতে পুনর্ব্বার ভার নামাইয়া হাসিতে হাসিতে গোপীগণকে এই কথা বলিলেন॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—নাহং শক্নোমি সুশ্রোণ্যো গুরুভার বহস্বরন্।
ধৈর্য্যমালম্ব্য গচ্ছধ্বং মন্যধ্বং যদি বোহিতম্॥ ২৫

হে সুশ্রোণি ভারান্বিতা গোপীগণেরা! যদি আপনাদিগের হিত বাঞ্ছা কর, তবে তোমরা কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চল, আমি গুরুতর ভারের ভরে আক্রান্ত হইয়াছি আর চলিতে পারি না, (অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে হইবে)॥ ২৫

গোপাল্যূচুঃ।—গচ্ছাধ্বানঃ প্রিয়ার্থংবৈ বেলাতিক্রমতেতু নঃ।
অস্তাদ্রিমনুযাতেব ক্ষিপ্রমেব সহস্রপাৎ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে গোপীগণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে ধূর্ত্তশিরোমণে! দেখ বেলা গিয়াছে, এই সহস্রকিরণমালী অতি শীঘ্র অস্তাচলাবলম্বী হইবেন। অতএব তুমি আমাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধনার নিমিত্ত এই কিঞ্চিৎ পথ দ্রুতপদে গমন কর॥ ২৬

মধ্যন্দিন মনুপ্রাপ্তো প্যাগন্তা স্মোবয়ং পুনঃ।
নাত্যন্তিকন্থা মথুরা নকল্যা গমনে বয়ম্॥ ২৭

হে রাখালরাজ! দেখ প্রায় দুই প্রহর বেলা অতীত প্রায় হইল। আমরা মথুরায় গিয়া অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারিব না (এই সকল দ্রব্য আমাদিগের

বিক্রয় করা কিরূপে হইবে? এবং কল্যও আসিতে পারিব না) অতএব আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত কর॥ ২৭

শ্রোণিবক্ষোজ ভারার্ত্তা কৃশ মধ্যাশ্চসাম্প্রতম্।
ভারিণো নঃ প্রতীক্ষন্তে নগচ্ছন্তি ত্বরান্বিতাঃ॥ ২৮
যাং ত্বং পুরুষ শার্দ্দূল ত্বরা যাহি প্রিয়ায়নঃ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! বিশেষতঃ আমরা কৃশমধ্যা, তাহাতে বিপুলতর উরুনিতম্ব ও গুরু পয়োধর ভারে ভারাক্রান্তা, সংপ্রতি অন্ত ভারিগণ সঙ্গে ত্বরান্বিতা হইয়া যাইতে পারিতেছে না, যেহেতু তাহারা আমাদিগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অস্মদাদির প্রিয়সাধন নিমিত্ত তুমি সত্বর গমন কর, আর বিলম্ব করিহ না॥ ২৮—২৯

শ্রীকৃষ্ণোবাচ।—গুরুমেতৎ সমাদায় ভারংশক্য কথঞ্চন।
গন্তুং বাসুভ্রুবোনৈব শ্রান্তোস্মি ভার-পীড়িতঃ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিলেন। হে শোভন ভ্রূযুক্ত গোপনন্দিনীগণেরা! এই গুরুভার লইয়া গমন করিতে কদাচ সক্ষম হইতে পারি না, যেহেতু ভারভরে কাতর ও আক্রান্ত এবং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি॥ ৩০

ভারিণো রচয়ধ্বন্যান্ যাতাধ্বা যদিরোচতে।
তিষ্ঠন্তেতে দুর্ব্বহারো ভারানস্যাজিতা নঘা॥ ৩১

হে গোপাঙ্গনে! এই সকল ভারিগণে ভারবহনে অশক্ত হইয়া ভার নামাইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যদি তোমাদিগের মথুরার পথে যাইতে ইচ্ছা থাকে তবে অপর ভারিগণকে আনিয়া গমন কর॥ ৩১

যামনো নগরং ক্ষিপ্রং যদিবো রোচতেহিতম্।
প্রতীক্ষ্যন্তে চ গাবোনো বাধ্যমানা তৃণাভৃশম্॥ ৩২

হে অনঘা গোপালিকাগণেরা! যদি তোমাদিগের নিজ হিতসাধনের ইচ্ছা থাকে তবে আমাদিগকে বিদায় কর। এক্ষণে অত্যন্ত বেলা হইয়াছে, আমরা সত্বর গৃহে গমন করিব, গোসকল তৃণজলার্থ বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষায় অবস্থিত আছে; অধিককাল এখানে থাকিতে পারিব না॥ ৩২

গোপাল্যূচুঃ।—তদানীমেব বক্তব্যং কুতোঽস্মান্ ভারিণো বয়ম্।
লভামোহ্যাধ্বনি চনঃ কালোয়মতিবর্ত্ততে॥ ৩৩

এতৎ শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণানন্তর গোপীগণেরা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। হে নন্দাত্মজ! এ আবার কি কথা কহিলে? প্রথম নিযুক্ত হইবার সময় ইহা কেন না বলিয়াছিলে? এখন আমরা অন্ত ভারি কোথায় পাই তা বল দেখি? ক্রমশঃ আমাদিগের সময় অতিবাহিত হইতেছে, ধূর্ত্ততা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর চল॥ ৩৩

খলংত্বা মঘৃণং পাপং পরস্ত্রীরতি তস্করম্।

জানন্ত্যো লোপুপং কর্ম্মণ্য মুম্বিন্ যন্বয়ং ধিয়া ॥ ৩৪

ন্যযুংক্ষ্যা হে বালিশঞ্চ মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনম্ ॥ ৩৫

হা? একি কষ্ট, নিঘৃণ খল পাপাচার, পরদাররতিচৌর মহালোভী মহামূঢ় পণ্ডিতমানী মহামূর্খ জানিয়াও যখন আমরা তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি তখন আমাদিগের এ দুর্দ্দশার ঘটনা না হইবে কেন ॥ ৩৪—৩৫

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্ত স্তাভিরারক্তলোচনাভি রধোক্ষজঃ।

পুরুষং গোপনারীভি র্মন্যু প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৬

কৈতবা র্ভাংস্তদা প্রহা ভগবান্ প্রত্যগঙ্গকঃ। ৩৭

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মহামুনে! আরক্ত নয়না গোপীদিগের আক্ষেপসূচক আক্রোশিত পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যগাত্মা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র কপট ক্রোধে প্রস্ফুরিত অধর হইয়া, ছদ্মভারিগণকে আহ্বান করতঃ তখন এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬—৩৭

শ্রীভগবানুবাচ।—শীর্ষোবতার্য্য ভারান্নোভুক্তা সর্ব্বমশেষতঃ।

দধিক্ষীর ঘৃতং বালা নবনীতাদিকঞ্চয়ৎ।

ভঙ্‌ক্ত ভাণ্ডানি সর্ব্বেষাং বেদয়ন্ত মহীক্ষিতে ॥ ৩৮

ভো ভো ভারবাহকগণ! (এই সকল গোপকন্যারা ভাল মানুষ নহে, ইহারা অতিশয় কটুভাষিণী)। অতএব তোমরা সকলে মস্তক হইতে ভার নামাইয়া ভারস্থিত দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি সকল দ্রব্য ভোজনকরতঃ অবশেষে ভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া ফেল, উহারা আমাদিগের নামে রাজার কাছে গিয়া অভিযোগ করুক পরে যাহা হইবার তাহাই হইবেক ॥ ৩৮

ইত্যাজ্ঞপ্তা ভগবতা গোবিন্দেবমহাত্মনা।

বালাভারান্ সমাজঘ্নু রশন্তো হৃষ্টরূপবৎ ॥ ৩৯

মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রে একে পায় আরে চায় গোপ-বালক-সকল হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দধি দুগ্ধাদি ভোজন করিয়া দধি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

গর্জ্জন্তশ্চ হসন্তশ্চ হেলন্তশ্চ ততস্ততঃ।

নৃত্যন্তশ্চ স্তবন্তশ্চ ভগবচ্চরিতানিতে ॥ ৪০

অনন্তর গোপী সকলকে তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ বালকেরা হাসিয়া হাসিয়া ইতস্ততঃ নাচিয়া নাচিয়া খেলাইতে লাগিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র উপাখ্যান পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

বিকথ্যন্তো মিথোবালা গায়ন্তো মুদিতাপরে।
লীলামন্যু পরিতাঙ্গা জঘ্নিরে কাংশ্চ কেচন ॥ ৪১

আর নানাবিধ অসম্বদ্ধ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাহ্লাদ প্রকাশে পরস্পর গান করিতে লাগিলেন। এবং কথন কপট ক্রোধভরে পূরিত হইয়া পরস্পর অপরাপরকে প্রহারোদ্যত হইলেন ॥ ৪১

নাগরার্ভান্ সমাহূয় দহ্নদধিঘৃতং পয়ঃ।
তাসাঞ্চয়স্ত ভাণ্ডানি সগর্ভা নেদিরে পরে ॥ ৪২

অপর নগরবাসী বালকগণকে আহ্বান করতঃ দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতাদি ভোজন করাইলেন, আর গোপীদিগের গব্য দ্রব্য পূরিত ভাণ্ড সকল ভগ্ন করিয়া চারিদিকে টান দিয়া ফেলাইতে লাগিলেন ॥ ৪২

এবং বিচেষ্টিতং বীক্ষ্য তেষাংতাশ্চ মৃগীদৃশঃ।
মন্যু দৈন্য পরিতাঙ্গাঃ প্রোচ্যু প্রস্ফুরিতাধরাঃ ॥ ৪৩

এইরূপ বালকগণের ধৃষ্টতা সূচক গর্হিত কর্ম্মাচরণ সন্দর্শনে মৃগনয়না গোপালিকা-গণেরা বস্তুবিনাশে দীনতা জাতা এবং অতিশয় ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধরা হইয়া তৎকালে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

গোপাল্যূচুঃ।—অরে পাপ সমাচার ব্যবস্যেতৎপুরাত্বয়া।
আনীতাঃস্মো বয়ং শ্বস্তা বালানার্য্যো বিশেষতঃ ॥ ৪৪

অরে পাপাচার নন্দতনয়! পূর্ব্বে স্বীয় বুদ্ধিতে, পাপানুসন্ধানের নিশ্চয় করিয়া কি আমাদিগের দ্রব্য সামগ্রী সকল অপচয় করিলি? তোর মনে কি এই ছিল? আমরা উদ্ভিন্ন যৌবনা, বালাবধূ সকল, আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া দূরদেশে আনিয়া অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশে এই শাস্তি দিলি ॥ ৪৪

মস্তকোপরি গর্জ্জন্তং সমবর্ত্তি সমং ক্রুধা।
ভোজরাজং দুরাধর্ষং কংসং দুষ্টমদংখল ॥ ৪৫

রে খল! তুমি কি দেখিতেছ না? দুরাধর্ষ, ভোজরাজ দুষ্টের দমনকর্ত্তা সমদর্শী সমক্রোধী মহারাজা প্রচণ্ড প্রতাপশালী কংস মস্তকোপরি অবস্থিত আছেন, নিরত তাহার নিয়ম সকল গর্জ্জন করিতেছে ॥ ৪৫

যস্তাজ্ঞাস্ত প্রতীক্ষ্যন্তে দেবাঃ সুত্রামকাদয়ঃ।
যোগীতপস্যোসা যেনাসুরা নিববাসবঃ ॥ ৪৬

যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তি ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মহাযোগী মহাপ্রতাপী যাহার দাপে

সকলে সশঙ্ক, যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতাপে অসুরগণ সকল ভয়ে কম্পিত হয় কংসরাজার নিকট দুর্জ্জনের পরিত্রাণ নাই ॥ ৪৬

কোপেরুদ্র সমস্তাপে মধ্যন্দিন সহস্রপাৎ।
নিরাসাদিতিজান্যস্ত সপ্তুতস্তুষু সন্তুতম্ ॥ ৪৭

মহারাজা কংস, কোপে সর্ব্বসংহারক রুদ্রের তুল্য, প্রতাপে মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায়, যিনি দেবগণ সকলকে সর্ব্বযজ্ঞে নৈরাশ করিয়াছেন। রে পামর! এমন রাজা বিদ্যমানে প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে তোর শঙ্কা হয় না ॥৪।

অধ্যাসতে স্বাধিকারান্ মর্ত্তাশ্চ চকিতং ভিয়া।
সম্মতং য়োহিতংপাতি দ্বেষ্যং তাতোসোঽপিত্যজেৎ ॥ ৪৮

সেই রাজা কংস স্বতেজে স্বীয়াধিকারে অধিষ্ঠিত আছেন। মনুষ্য সকল যাহার ভয়ে সর্ব্বদা সচকিত, এবং সম্মত স্বজনদিগের প্রতিপালক, দুষ্টচারী হইলে পিতাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন ॥ ৪৮

যস্য কেশিমুখাঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণোবলবত্তরাঃ।
বিজিত্যাসাপতীন্ সংখে রাজশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ ৪৯

বক কেশী প্রভৃতি মহাবলবান্ মন্ত্রী সকল যাহাকে নিয়ত উপাসনা করে, যাহারা রাজশত্রু সহস্র সহস্র রাজাকে সংগ্রামে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছে ॥ ৪৯

বশীকৃত্য ধনং তেভ্য আজহ্রুর্ভূরিতেজসঃ।
যস্তিয়া বৃষ্ণয়ো ভোজা দাসার্হ কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৫০

ধরাতলে অবশ্য রাজাদিগকে সেই মহাতেজস্বী কংস মন্ত্রিগণ বশীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে প্রভূত ধন আদায় করতঃ রাজকোষে পূর্ণ করিয়াছে। ভোজ, দাসার্হ, কুকুর, অন্ধক. বৃষ্ণিবাশাদি সকলে সর্ব্বদা শঙ্কিত ॥ ৫০

যাদবাঃ মাণ্ডুপাঞ্চাল কুরব্রো দুদ্রুবুর্দিশঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি দুর্ব্বৃত্ত শাসকে পরমাত্মনি ॥ ৫১

রে দুরাত্মন্! এবং যদুবংশীয় যাদবগণ ও পাণ্ডু, পাঞ্চাল, কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যাহার ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে; সেই দুর্ব্বৃত্ত শাসক রাজা বিদ্যমান থাকিতেও তোমার শঙ্কা হয় না ॥ ৫১

ত্রৈলোক্যামীদৃশীভূতা দুর্ব্বৃত্তী রধমৈঃকৃতা।
যোদ্বেষ্যং পিতরং রাজ্যা ন্নির্ব্বাসয়ত মৎসর ॥ ৫২

রে দুর্বৃত্ত! এমন রাজার শাসনে ত্রিলোকীতলে তোমার মত অধম ব্যক্তিরা কি ঈদৃশী দুর্বৃত্তি সম্পাদন করিতে সাহসিক হয়? রে মৎসর! যে রাজা আপনার দুষ্ট পিতাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছে ॥ ৫২

দেবকীং ভগিনীং স্বীয়াং ভগ্নীপং বসুদেবকম্।
নিরুদ্ধ্য নিগড়ৈঃ পাশৈঃ কারাগারে ন্যবেশয়ৎ॥ ৫৩

যিনি স্বীয়া ভাগনী দেবকী, ভগ্নীপতি বসুদেবকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করতঃ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ যাহার নিকট দুর্বৃত্ত স্বজনেরও পরিত্রাণ নাই, তাহার কাছে; এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়া অপরের কি পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা হয়?॥ ৫৩

তয়োশ্চ বহবস্তেন শিশিবঃ পোথিতানি।
তস্মিন্ শাস্তরি দুর্বৃত্ত শঠকৈতব পাপিনাম্।
সতেবভূতাদুর্বৃত্তি রীদৃশী জগতাং পতৌ॥ ৫৪

এবং ঐ রাজকংস বসুদেব দৈবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া ও ক্ষান্ত হয় নাই ঐ উভয়ের অনেক সন্তানকেও শিলোপি আঘাত করতঃ বিনষ্ট করিয়াছে। দুর্বৃত্ত শঠ পাপাত্মা খল পুরুষদিগের শাসনকর্ত্তা ঈদৃশ জগতীপতি রাজা বিদ্যমান সত্ত্বেও তোমার এতাদৃশী দুর্বৃত্তি?॥ ৫৪

সার্থীভূয়োত্ত গত্বা তং বেদয়ামোস্য চেষ্টিতম্।
কর্ম্মলোক বিগর্হ্যঞ্চা ধর্ম্ম্যা গম্যযশোহরম্॥ ৫৫

রে অধমপুরুষ! তোমার দৌরাত্ম আমরা আর কত সহ্য করিব, এক্ষণে রাজার নিকট গিয়া তোমার চেষ্টা, লোকনিন্দনীয়, অধর্ম্মকর ও অস্বর্গীয় যশোঘ্ন কর্ম্ম সকল নিবেদন করিব॥ ৫৫

স্বস্ত্যয়ন-বৈকেশিমুখে মন্ত্রবস্তি দুরাসদৈঃ।
মায়াভি দৃঢ়বেগাস্ত্রে দৃঢ়বৈরস্ত নন্দজম্॥ ৫৬

রে গোপালিকাগণ! চল এক্ষণে দুরাসদ, দৃঢ়বেগাস্ত্রধারী মহামায়াবী কংসরাজ মন্ত্রী কেশী প্রভৃতি দ্বারা এই দুষ্টবুদ্ধি খল দৃঢ় বৈরকৃৎ নন্দের পুত্রের শাস্তি বিধান করিব, চিরকাল কত সহ্য করিব তা বল? ৫৬

ব্রহ্মোবাচ।—বন্ধুনাং কদনং শ্রুত্বা ভ্রাতৃণাং নিধনং মুনে।
তাতয়োশ্চ বিশেষণ শল্য বিদ্ধইবা ভবৎ॥ ৫৭

জগৎপিতা পিতামহ বিশ্বস্রষ্টা আদিপুরুষ ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে মুনে অঙ্গিরা! গোপীদিগের মুখে কংসকর্ত্তৃক যদুবংশীয় বন্ধুবান্ধবগণের নির্য্যাতন ও স্বীয়-পূর্ব্ব সহোদরগণের বিনাশ বিশেষতঃ পিতা মাতার কারাগারে বন্ধন শ্রবণ করিবামাত্র ঐ সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শেলের ন্যায় পরিবিদ্ধ হইল।॥ ৫৭

শ্রীভগবানুবাচ।—গুরুবন্ধু পিতৃদ্রোহং দেবযজ্ঞাশ্চ সংছিদং।
পাপমুন্মার্গগন্তারং ভোজাকং যশোহরম॥ ৫৮

গোপিকাদিগের মুখতঃ স্বজন নিগ্রহের কথা শ্রবণ করতঃ জাতামর্ষ পূরিত গোবিন্দ ঐ সকল গোপালিকাগণকে ভঙ্গী ক্রমে এই কথা বলিলেন। হে গোপালিকাগণ আমি সরল, দুষ্টচিন্তাগণের হন্তা হই, অতএবগুরুগণের ও বন্ধু বান্ধব পিতা মাতার বিদ্রোহী ও উৎপথগামী দেবনিন্দক যজ্ঞবিহিংসক এবং ভোজবংশ ও অন্ধকবংশের যশ বিঘাতক ॥ ৫৮

ক্লেশদং নিগড়ৈঃক্ষুদ্রং মদস্থা তাতয়োর্ভৃশং।
সবলং সানুগং নীচং সমন্ত্রিপুরবাসিনম্॥

অপর আমার মাতা পিতাকে লোহশৃঙ্খলে বন্ধন করতঃ অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছে যে পাপাচার ক্ষুদ্র কর্ম্মানীচ পুরুষ কংস তাহাকে সৈন্যসামন্ত অনুগত পুরবাসিগণ ও মন্ত্রিগণের সহিত বিনাশ করিব ॥ ৫৯

সসভ্রাতরং সপুত্রঞ্চ সর্ব্বাংশ্চ সমবর্ত্তিনম্।
হন্তাস্মি প্রসভং কংসং প্রতিজানামি বঃপুরঃ ॥ ৬০

এবং তাহার পুত্র ও মাতা সমস্ত সমবয়স্যগণের বিনাশ কর্ত্তা আমি অর্থাৎ সকল জনগণকে আমি নিশ্চয় নিহত করিব। যে হেতু সেই সকলের সহিত কংসের কর্ত্তা আমি। দান যজ্ঞাদি ফলের সহিত শপথ করতঃ তোমাদিগের অগ্রে কংস-বধার্থে সত্যপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হইলাম ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যুক্তা বাসুদেবেন জহসুস্তাব্রজৌকসঃ।
অসম্ভাব্যং মন্যমানা হ্যচৈয়নভিজ্ঞাতবৎ ॥ ৬১

জগৎ সৃজন কর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা অঙ্গিরাদিকে কহিলেন। হে মহর্ষিগণেরা! ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে পর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অসংভাবনায় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা গোপীগণেরা হিহিকৃতশব্দে অতি উচ্চহাস্য করিলেন। অর্থাৎ অযোগ্য পুরুষের উক্তির ন্যায় তাহাদিগের তৎকালে বিশ্বাস যোগ্য হইল না ॥ ৬১

গোপাল্যুচুঃ।—ত্বমিদং কর্ম্মসম্ভাব্য মেব মেব ন সংশয়।
নবয়ং পূতনা বাপি নদ্রুমৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥ ৬২

সম্ভ্রান্তমানসা গোপীজনেরা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। হে নন্দনন্দন! তোমার দ্বারা সম্ভবনীয় এই সকল কর্ম যথার্থ বটে, যাহা আমরা বলি তুমি শ্রবণ কর। ব্রজবাসিগণ ও অস্মদাদিরা তোমার অধীন, যেহেতু আমরা অবলা, যমলার্জ্জুনবৃক্ষও পুতনা যেরূপ কিন্তু কংসরাজা এ সকলের মতন নহে ॥ ৬২

নানোনাগঃ কালিয়শ্চ দধিভাণ্ডং নচাদ্রিরাট্।
নামন্যো নাপি মকরী ন তৃণাবর্ত্ত এব চ ॥ ৬৩

হে বাগীশ ! যমুনাহ্রদবাসী কালীয় সর্প নহে, গোপীদিগের দয়িতাগণও নহে এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতও নহে, এবং দাবানল ও যমুনা জলচারিণী মকরী বা তৃণাবর্ত্তাদি বায়ু ভূত বস্তু নহে, সে রাজা কংস, তাহাকে শাসন করিবার ক্ষমতা তোমার কি আছে। ৬৩

সবলং দুর্ব্বলো মূঢ় প্রাজ্ঞং নীচোভিজাতকঃ।
রাজ্যস্থং ত্বমরণ্যানী গোচরো গোপ্রকাশকঃ ॥ ৬৪

হে গোপনন্দন ! তোমর ক্ষুদ্রমুখে বৃহৎকথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। কোথায় রাজা কংস, কোথায় তুমি গোপালক, সে সবল—তুমি দুর্ব্বল, সে শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত; তুমি অনধীত মহামূর্খ; সে মহারাজবংশে উৎপন্ন, তুমি ক্ষুদ্রবংশ, সে রাজসিংহাসনারূঢ়, তুমি বনচারী গোচারক হও ॥ ৬৪

শাস্তারং শক্রমুখ্যানাং লোকানামবশস্তথা।
ধনিনং মানিনং শূরং বলবন্তং সুদুর্ব্বলঃ ॥ ৬৫

হে গোপনন্দন ! মহারাজা কংস সর্ব্বপ্রধান শক্রর দমনকারী ও সকল লোকের শাসনকর্ত্তা, তুমি তাহার শস্য, সে মানী ও মহাধনী, তুমি ধনবিহীন, সে মহাশূর ও মহাবলবান, তুমি তদপেক্ষা অতিশয় দুর্ব্বল ॥ ৬৫

কৃতাস্ত্র মকৃতাস্ত্রস্ত্বং রথিনাং ত্বংপদাতিকঃ।
সশস্ত্রংত্বমশস্ত্রশ্চ যুবানাং বাল এব চ॥ ৬৬

রে মূঢ়মতে ! সে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা কৃতাস্ত্র তুমি গুরুপরাঙ্মুখ অনধীত অকৃতাস্ত্র, সে রথারূঢ় তুমি পদাতিক অর্থাৎ সে রথে চলে—তুমি পদে পর্য্যটন কর, তাহার নানাবিধ অস্ত্রাদি উপকরণ আছে তুমি শাস্ত্রবিহীন। সে যুবা পুরুষ তুমি বালক ॥ ৬৬

হন্তুমিচ্ছসি দুর্ব্বদ্ধে ভূত্বা হ্যেতাদৃশোহপিসন্।
অস্মাভিরপি সম্ভাব্যমেতৎ কর্ম্মত্বয়িপ্রভো ॥ ৬৭

রে দুর্ব্বুদ্ধে ! তুমি এতাদৃশ গোপশিশু হইয়া মহাপ্রতাপী কংসকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা কর ? এ তোমার বড় দুর্ব্বুদ্ধি। এও কি সাম্ভব্য হয় ? অন্যাপরে কাকথা এতৎকর্ম্ম যে তোমাতে সম্পন্ন হইতে পারে না। ৬৭

শ্রুত্বাতে পৌরুষীং বাচ মীদৃশীং দুর্ব্বলস্য চ।
আনাদ্য হন্তাং নন্দসুনোকংস প্রতাপবান্ ॥ ৬৮

হে নন্দনন্দন ! যাহা বলিলে আমাদিগের অগ্রেই বলিলে, কদাচ ... অন্য আর কাহার সাক্ষাতে এমত বীরপুরুষের ন্যায় দম্ভবাক্য কহিও না। মহাপ্রতাপ-

বান রাজা কংস শুনিলে পর বৃন্দাবন হইতে তোমাকে
বিনাশ করিবে ॥ ৬৮

ঈদৃশস্তত্য সম্ভাব্যং বাচ্যং নৈব ত্বয়াকচিৎ।
যদিতে দয়িতাঃ প্রাণা জীবিতুং যদি বাঞ্ছসি ॥ ৬৯

হে গোপরাজ তনয়! প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, জীবনধারণের যদি বাঞ্ছা থাকে, তবে কদাচ কাহার সম্মুখে আর ঈদৃশ অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিহ না। আমরা ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছি ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ।—ইতিতাসাং গিরংশ্রুত্বা প্রহস্য যদুনন্দনঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচোবাচ তাশ্চ ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৭০

ব্রহ্মা অঙ্গিরাকে কহিলেন। হে বৎস! গোপীদের মুখে এই কথা শ্রবণান্তর যদুরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় হাস্য করিয়া সুগম্ভীর মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরস্বরে গোপমহিলাগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭০

শ্রীভগবানুবাচ।—শক্তে রশনি গ্রাবান্ ভেত্তুংদ্রাক্ শতযোজনান্।
কৃষ্ণবত্মস্ফুলঙ্গোমু দগ্ধং গ্রামশতং ক্ষণাৎ ॥ ৭১

হে গোপললনাগণ! আমি বজ্রেরসম শতযোজন পরিমাণ পর্ব্বতাদির নিবারণে সমর্থ আমি ক্ষণকালমাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শত শত গ্রাম দগ্ধ করিতে সক্ষম, তোমরা জানিয়াও আমার ক্ষমতা জানিতে পারিতেছ না ॥ ৭১

বিশ্বতে যস্য যাশক্তি প্রকাণ্ডেষপি যোজিতঃ।
সাধয়েত্তৎক্ষণার্দ্ধেন নতত্রহাস্যতা মিয়াৎ ॥ ৭২

হে গোপীগণ! অধিক তোমাদিকে আমি কি বলিব? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাহার যে শক্তি আছে আমি সে সকলের সমস্ত শক্তিকে ক্ষণমাত্র অবসন্না করিতে পারে। ইহাতে আমার প্রতি তোমরা কদাপি উপহাস করিহ না ॥ ৭২

গোপাল্যুচুঃ।—নঃক্কান্তমেতৎ সর্ব্বংতে দুর্ব্বৃত্তং রাজনন্দন।
রাজাত্মজাস্থা দালস্থা দত্তমাচ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৩

অনন্তর গোপীগণেরা কৃষ্ণোক্তি শ্রবণে তাঁহাকেএই কথা বলিলেন। হে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ! ক্ষমা দাও ও সকল কথার কাজ কি? কংসের কথা দূরে থাকুক আমারাই অন্ত দেখাইতে পারিতাম। শুদ্ধ আমাদিগের ব্রজরাজের পুত্র বিশেষতঃ বালক বুদ্ধি জন্য এ নিমিত্ত তোমার দৌরাত্ম্য সকল ক্ষমা করিলাম ॥ ৭৩

সুহৃদা গুরুভিশ্চৈব পতিবন্ধু সুতৈরপি।
প্রসূতাভ ভ্রাতৃভিশ্চ স্থবিরৈঃ প্রাজ্ঞসম্মতৈঃ।
বারিতা যৎ সমায়াতাং নস্তৎ ফলমুপাগতম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাদবিতণ্ডার নিবারণ করতঃ গোপী সকল দ্রব্যাপচয়ে চিন্তাকুলা হইয়া পরস্পরে খেদ করিতেছেন। হায়? কি করি? মথুরার হাটে আসিবার কালে সুহৃদগণ, গুরুগণও পতিপুত্রাদি বন্ধুগণ এবং সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞসম্মত বৃদ্ধগণ ও পিতা মাতা ভ্রাতাগণেরা নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া আসিয়াছি, একারণ তাহার এই প্রতিফল আমরা প্রাপ্ত হইলাম॥ ৭৪

কিংবদিষ্যন্তি তেমূঢ়া দর্শয়িষ্যাম বাননম্।
দ্রক্ষ্যামোস্য কথং তেষাং রোষপ্রস্ফুরিতাধরম্॥ ৭৫

আমরা কি মূর্খ, গৃহে গিয়া স্বজনদিগের কাছে কি বলিব? এবং এই দগ্ধাস্যটী কেমন করিয়া দেখাইব? আর ক্রোধে স্ফীতাধর হইবে যে গুরুজনগণ, তাহাদিগের বদন পানেইবা কেমন করিয়া চাহিব? ৭৫

রাধোবাচ।—আয়াতুং বারিতা শ্বশ্রা মুহুরত্রালি তদ্‌যথা।
আগতাতৎফলং প্রাপ্তা প্রতিপৎস্যেথকাং দশাম্॥ ৭৬

শ্রীমতি রাধিকা সহচারিণী গোপীগণকে কহিলেন। হে সখীবণেরা! আমি দধি বিক্রয়ার্থ যখন বাটী হইতে আগমন করি, তখন আমার শাশুড়ী আমাকে বারম্বার মানা করিয়াছেন, আমি সে মানা না শুনিয়া আসিয়া এই ফলপ্রাপ্ত হইলাম, এখন বাটী গেলে যে কি দশা ঘটিবে বলিতে পারি না॥ ৭৬

সহজং বদনং তস্যা রোষারুণিত লোচনাম্।
কৃতাগসামপশ্যস্যাং কথমেবং বিচিন্তয়ে॥ ৭৭

হে সখি! সকলেই জানত সেই জটিলা সহজেই ক্রোধারক্তনয়না, বিনাদোষেও কত মতে ভৎর্সনা করে, তাহাতে দ্রব্যাপচয় দোষ পাইলে যে কি করিবে তাহা বলা যায় না। ইহাতে আমি কি করিব ইহার উপায় ভাবিয়া দেখিতে পাই না॥ ৭৭

ব্রহ্মোবাচ।—এবং তাশ্চিন্তায়ন্তস্ত সায়ং বেশ্মানি যজ্জিরে।
যথাস্ত ম্লানপাথোজ বদনা বিপ্রসত্তমাম্॥৭৮

জগদ্ধাতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা অঙ্গিরাদি ঋষিগণকে কহিলেন। হে দ্বিজসত্তম মহর্ষিগণেরা! এইরূপ চিন্তাপন্ন রাধাদি গোপীগণেরা চিন্তাসাগরে নিমগ্না এবং ...কজন্ম ...কর পঙ্কজের ন্যায় বদনপদ্ম মলিন হইয়া গেল ভগবান মরীচিমালীকে অস্তাচল

চূড়াবলম্বন করিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হৃদয় গোপললনারা আপন আপন ভবনে গমন করিলেন। পরে গৃহে গিয়া স্বজনের সহিত যে কিরূপে কথাবার্ত্তা হইল সে সকল এ পুরাণে আর বর্ণনা করেন নাই ॥ ৭৮

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদে রাধাহৃদয়ে মথুরায়ানং সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায় সমাপ্তঃ ॥২৮

এই বেদব্যাস প্রণীত পরমহংস সংহিতা ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মসপ্তর্ষি সংবাদ সমন্বিত ব্রজবাসিনীদিগের দধি বিক্রয়ার্থ মথুরা গমনে রাধাহৃদয় প্রস্তাব সমাপন নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

সমাপ্তশ্চেদং রাধাহৃদয় প্রস্তাব।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন যত্নতঃ।
কৃতাব্যাখ্যা প্রমোদায় শ্রীরাধাহৃদয়স্য চ ॥
রন্ধ্র বস্বব্ধি রজনীকর শাকে কর্বোর্দ্দিনে।
মাকরী সপ্তমীতিথৌ সংপূর্ণেয়ং সুপুস্তিকা ॥

সম্পূর্ণ।